শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যমংগল

ম হা ক বি

শ্রীমৎপূজ্যপাদ লোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত

(তৃতীয় সংস্করণ)

গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও প্রেসিডেণ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

রেজিষ্টার্ড গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্য্যালয়, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার,
কলিকাতা-৩ হইতে সেবাসচিব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিগুণাকর
গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীগুরুপূজা বাসর

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি
মহারাজের ৯৬-তম বর্ষপূর্তি প্রাকট্য তিথি পূজা মহোৎসব।
১২ পৌষ ১৩৯৮ ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯১

কলিকাতা মহানগরীস্থিত বাগবাজার, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, **শ্রীভাগবত-প্রেস**
হইতে **শ্রীভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ** কর্তৃক মুদ্রিত।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা—৩
২। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, শ্রীগোদ্রুম
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, জেলা—নদীয়া।
৩। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্বত, গৌরবাটসাহি, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
এবং গৌড়ীয় মিশনের অন্যান্য শাখামঠ সমূহে।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-ভূমিকা

পাঠকের যোগ্যতা—কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলে সর্বাগ্রে চিত্ত স্থির করিয়া পূর্ব-স্মৃতিকে প্রবল হইতে না দিয়া অবহিতচিত্তে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার অনুকূল-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়াই পাঠে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক গ্রন্থের লেখকই ইচ্ছা করেন যে, পাঠকের অনভিজ্ঞতা দূর করিবার জন্যই তাঁহার প্রয়াস। পক্ষান্তরে, পাঠকও স্বীয় অধিকার বিবেচনা করিয়া মনে করিবেন যে, 'আমার অজ্ঞাত-বিষয়ে আলোক-লাভ করিবার জন্যই আমার পঠনেচ্ছা। তর্কপন্থী আপনাকে পরীক্ষক মনে করিয়া গ্রন্থলেখককে পরীক্ষার্থিজ্ঞানে যে দম্ভ পোষণ করেন, তাহা বণিগ্‌বৃত্তি-মাত্র। পাঠের দ্বারা ফললাভ-বিচারের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা সেইস্থান অধিকার করিবে। সাংসারিক জনগণ ঐ-প্রকারে কামনা-চালিত হইয়া গ্রন্থপ্রতিপাদ্য-বিষয়কে পণ্যদ্রব্যরূপে গ্রহণ করায় ভক্তিমান্ লেখকের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গ্রন্থনামের তাৎপর্য্য—শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-পাঠে মায়া-মুগ্ধ-জীবের বদ্ধভাব অপসারিত হইয়া মঙ্গল উৎপন্ন হইবে বলিয়াই শ্রীচৈতন্যচরিতকে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবই পরম মঙ্গলময়। সেই জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতকে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামে অভিহিত করা যায়। এই নামে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাসও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-প্রভু স্বীয় শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ-খানিই শ্রীচৈতন্যভাগবত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

কতিপয় বৌদ্ধ-সাহিত্যিক ও তাহাদের আনুষঙ্গিক অনুগতগণ সাহিত্যের নামে একখানি কল্পিত গ্রন্থ অধুনা রচনা করিয়াছেন এবং উহাকে প্রাচীন বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য শৈব-সাহিত্যিক ও থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের ভক্তের সমর্থিত বলিয়া প্রচার করিয়া শুদ্ধভক্তির উৎসাদন করিতে কল্পনা করিয়াছেন। ভক্তিবিদ্বেষী প্রাকৃতসাহজিক সম্প্রদায়ভুক্ত সাহিত্যিকগণ শুদ্ধভক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা দেখাইয়া যে সকল ঘৃণিত চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহা আমরা আদর করি না। তাহাদের বৌদ্ধবিশ্বাস ও নাস্তিকতার ফলে পরমার্থে অধিকার না থাকায়, অনর্থকে 'পরমার্থ' বলিয়া প্রচার করিবার বাসনা মূলে যে সকল অবৈধ চেষ্টা, তাহার ফলে কল্পিত জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্য-মঙ্গলের আবাহন। ঐ প্রকার অস্পৃশ্য গ্রন্থ কোনদিন শুদ্ধ-ভক্ত পাঠ করেন না বা তাহার উল্লেখ প্রভৃতি করিয়া আত্ম-কলুষ আনয়ন করেন না। জয়ানন্দের রচিত চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের কোন উল্লেখই শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী-রচিত ভক্তিরত্নাকরাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐ তত্ত্ববিদ্বেষী গ্রন্থকে অপসম্প্রদায়-রচিত অস্পৃশ্যগ্রন্থ-বোধে আমরা উহাকে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নাম দিলাম। তাদৃশ গ্রন্থ-সমূহের স্তাবকসম্প্রদায় ভক্তিবিদ্বেষি-সাহিত্য-সমর্থনে সম্মত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা দূর হইতে সম্মান প্রদর্শন করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতের প্রামাণিক লেখকসূত্রে শ্রীল কবি-কর্ণপুর গোস্বামী, শ্রীল মুরারি গুপ্ত বেঝা, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের রচিত গ্রন্থাবলীই আমাদের শ্রীচৈতন্যচরিতালোচনা-কালে অবি-সম্বাদিত পাঠ্য-গ্রন্থ হউক। শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, উৎকলকবি শ্রীগোবিন্দদেবকৃত গৌরকৃষ্ণোদয় ও শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তিবিরুদ্ধ মতের জাজ্জ্বল্য প্রমাণ না থাকায় ইহাদিগকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে ভক্তিপথের পথিকগণ দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু 'বাউলচন্দ্রিকা' লালদাস-কৃত 'ভক্তমাল' 'বিবর্ত্তবিলাস', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' 'বংশীশিক্ষা' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ বর্ত্তমান-কালে সাহিত্যিকগণের প্রধান আলোচ্য হইলেও ভক্তি-পথের পথিক হইয়া ঐগুলি গ্রহণ করিতে আমাদের সাহস হয় না। যাঁহারা ভক্তির স্বরূপ কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হন না বলিয়া

তাঁহাদের লেখনীতে চার্বাক-মত, বৌদ্ধ বিশ্বাস ও জড়বাদ-প্রাধান্য স্থান পায় না। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের ভাষা-লালিত্য, শ্রীগৌরের প্রতি হার্দ্দী প্রীতি দর্শন করিয়া যদিও কেহ কেহ তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব হইতে কিঞ্চিৎ অন্যত্র যাইবার প্রয়াসী বলিয়া থাকেন, আমরা সেরূপ বলিতে প্রস্তুত নহি; কেন না, "বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" গৌরনাগরীবাদের দুর্গন্ধ শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আরোপিত করিবার ঘৃণিত-বাসনা যেন কোনদিনই আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার না করে।

আমরা শ্রীচৈতন্যের কৃপা-প্রার্থী হইয়া নানাবিধ অনর্থ-পূর্ণ-বিচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মঙ্গললাভ করিব—ইহাই পাঠক-সূত্রে আমাদের একমাত্র আশা। আমরাও আশা করি,—পাঠকগণ দয়া করিয়া দশ-প্রকার বা ত্রয়োদশ-প্রকার অপসম্প্রদায়—যাঁহারা আপনাদিগকে গৌড়ীয় বলিয়া অভিমান করিবার জন্য অগ্রসর হন এবং প্রকৃত গৌড়ীয়দের চরণে অপরাধী হন,—তাঁহাদের সহিত যেন এক-মত স্থাপন না করেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের আকর—শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্য-চরিত। লেখক সূত্রখণ্ডে লিখিয়াছেন,—

"জন্ম হইতে বালক-চরিত্র যেবা কৈল।
আদ্যোপান্ত যেইরূপে প্রেম প্রচারিল॥
দামোদর-পণ্ডিত সর্ব্ব পুঁছিলা তাঁহারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিলা প্রকারে॥
শ্লোকবন্ধে হৈল পুঁথি 'গৌরাঙ্গ-চরিত'।
দামোদর-সংবাদ—মুরারি-মুখোদিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত।
পাঁচালি-প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গ-চরিত।"

এই গ্রন্থের লেখক—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল নরহরিদাসের শিষ্য এবং রাঢ়ীয়-বৈদ্যকুলে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কোগ্রামে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। গ্রন্থের বহুস্থানে ঠাকুর লোচনদাস শ্রীল নরহরি সরকার-ঠাকুর মহাশয়ের অনুগ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—পাঁচালি জাতীয় গ্রন্থ অর্থাৎ পাঁচ প্রকার গীতিচ্ছন্দে রচিত সাহিত্য। গ্রন্থের ভাষায় প্রচুর ভাব ও অসামান্য-লালিত্য পরিদৃষ্ট হয়। 'লোচনের পাঁচালি' বলিয়া যে সকল প্রাকৃত-গীতিসমূহের সম্বন্ধ মালিকা অধুনাতন প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত স্পর্শ করা কর্ত্তব্য। তাহার অনেকস্থলে আধুনিক গৌর-নাগরী-বাদের দুর্গন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহ্যসম্বন্ধিনী উক্তি অনেকে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ বোধ করেন,—কতকাংশ স্বপ্নমূলে সংগৃহীত। সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের সম্পূর্ণ আদর দেখা যায় না। কিম্বদন্তী এই যে, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের গ্রন্থটী—ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের কিছু পূর্ব্বে রচিত। শ্রীল বৃন্দাবনের জননী গ্রন্থ পূর্ব্বে রচিত হইবার কথা বলায়, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থখানির নাম পরিবর্ত্তিত হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ভৌগোলিক নিদর্শনগুলির প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ স্থাপন করিতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বাল্যলীলা—যাহা শ্রীমুরারিগুপ্ত বেজ্ঞা শ্রীচৈতন্য-চরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ঐ গুলিকে আকরপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের রচনা আরব্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈরাগ্যাদর্শের সুষ্ঠু-বর্ণন—পাঠকের প্রীতি-প্রদ, বিশেষতঃ শ্রীলোচন-ঠাকুরের শ্রীগৌর-প্রীতি গৌর-ভক্তগণের প্রীতি আকর্ষণ করিবে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। গুণরাজখানের প্রাচীন পাঁচালি-সাহিত্য এই গ্রন্থের বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের গীতিসমূহ অদ্যাবধি রাঢ়-দেশের নানা স্থানে ঝুমুর বা রামায়ণ-গানের ন্যায় গীত হইয়া থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর প্রেম-ভক্তি-বর্ণন-মূলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কাব্য, শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের কমনীয় সাহিত্য ও শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের শুদ্ধ-ভক্তিমূলে পরমোদার্য্যময় ভাষা-লালিত্য চির-দিনই শ্রীগৌর-ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে।

সূচীপত্র

মাতৃকাক্রমে শ্লোকসূচী

(প্রথম অক্ষরটীতে 'খণ্ড' দ্বিতীয় সংখ্যাটী পত্র-সংখ্যা এবং তৃতীয় সংখ্যাটী পদ্য-সংখ্যা নির্দিষ্ট)

শ্লোক	খণ্ড	পত্র।পদ্য
অ		
অজায়ধ্বমজায়ধ্বং	স্থূ	২৫।৪৩২
অপাণিপাদো	ম	৯৫।১০৫
আ		
আরাধিতো যদি হরিঃ	ম	৯৮।১৭০
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য	স্থূ	১৯।৩১৯, ২২।৩৭২
আসামহো চরণ-রেণুজুষাং	স্থূ	২৬।৪৫৭
ই		
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ	স্থূ	২১।৩৪৩
উ		
উদ্যদ্বিভাকরমরীচি-	ম	১০৯।৮
এ		
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ	স্থূ	২২।৩৭৮
ক		
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং	শে	১৭৯।১৩৭
কস্মিন্ কালে স ভগবান্	স্থূ	১৯।৩২৭
কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা	ম	১৪৬।১৬৩
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ	স্থূ	২০।৩৩০
কৃতাদিষু প্রজা রাজন্	স্থূ	২৫।৪৪৩
কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুঃ	স্থূ	২০।৩৩১
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং	স্থূ	২১।৩৪৯
ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্	ম	১২৫।১০৬
গ		
গর্ত্তে তিষ্ঠতি মূষিকঃ	ম	৯৭।১৬৯
চ		
চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠঃ	আ	৮৭।৫২
ত		
তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা	স্থূ	২১।৩৪২
তং তদা মনুজা দেবং	স্থূ	২০।৩৩৭
তমারাধ্য তথা শম্ভো	স্থূ	২৩।৪০১
ত্বয়োপভুক্তস্রগ্ গন্ধ-	স্থূ	১৪।১৮৫
ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ	স্থূ	২০।৩৩৬
দ		
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ	স্থূ	২১।৩৪১
ধ		
ধৈর্য্যং যস্য পিতা	স্থূ	১৬৮।৪২
ন		
ন সাধয়তি মাং যোগঃ	ম	১০৯।১১৯
প		
পরিত্রাণায় সাধূনাং	স্থূ	২৩।৪০৩, ২৪।৪২৩
ব		
বংশঃ কো বিদুরস্য	ম	৯২।১৫, ১৪২।৩৬
ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ঃ	ম	৯২।১৫, ১৪২।৩৬
ভ		
ভক্তিপ্রেমমহার্ঘরত্ন-	স্থূ	১।১
ম		
মনুষ্যাস্তু তদা শান্তাঃ	স্থূ	২০।৩৩২
মীনঃ স্নানপরঃ	ম	৯৭।১৬৯
য		
যথা তরোর্মূ্ল নিষেচনেন	আ	৩০।৩৭১
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি	স্থূ	২৪।৪১০
যস্যাস্তি বৈষ্ণবঃ পুত্রঃ	ম	১৪৬।১৬৪

র

রমস্তে যোগিনোঽনন্তে ম ১০২।৫০
রাজৎকিরীটমণিদীধিতি ম ১০৮।৭
রাম রাঘব রাম রাঘব ম ১৬৪।৯৩

শ

শয্যা ভূমিতলং ম ১৬৮।৪২

স

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ সূ ২৪।৪২৯
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং ম ৯৫।৯৯
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈঃ ম ২৩।৪০১

হ

হরের্নাম হরের্নাম ম ৯৬।১২৭

প্রমাণ-গ্রন্থ-তালিকা

চৈতন্য-চরিত—ম ১০৮।৭।
চৈতন্য-চরিত মহাকাব্য—ম ১০২।৫০।
নারদ-পঞ্চরাত্র—ম ৯৮।১৭০।
পদ্যাবলী—ম ৯২।১৫।
ভগবদ্গীতা—সূ ২৩।৪০৩, ২৪।৪১০, ৪২৩ ; ম ৯৫।৯৯।
ভবিষ্য-পুরাণ—সূ ২৫।৪৩২।
ভাগবত—সূ ১৪।১৮৪, ১৯।৩১৯, ৩২৭, ২০।৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৬, ৩৩৭, ২১।৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩,৩৪৯,২২।৩৭,৩৮২, ২৫।৪৪৩, ২৬।৪৫৭, আ ৫০।৩৭২, ম ১০৯।১৯, ১২৫।১০৬।
মহাপ্রভু-বাক্য—ম ১৬৪।৯৩।
মহাভারত—২৪।৪২৯।
বায়ু-পুরাণ—শে ১৭৯।১৩৫।
বৃহন্নারদীয় পুরাণ—ম ৯৬।১২৭।
বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্র—সূ ২৩।৪০১।
শান্তি-শতক—ম ১৬৮।৪২।
শ্বেতাশ্বতর—ম ৯৫।১০৫।
(অজ্ঞাত—উল্লেখবিহীন)—আ ৮৭।৫২ ; ম ৯৭।১৬৯, ১০৯।৮, ১৪২।৩৬, ১৪৬।১৬৩, ১৬৪।

খণ্ড বিবরণ

সূত্র-খণ্ড

মঙ্গলাচরণ ... ... ১—৬

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয়গানান্তে প্রথমে বৈষ্ণবগণের, পরে স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীমন্নরহরি-ঠাকুরের কৃপা-প্রসাদ-প্রার্থনা, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অসংখ্য গৌরলীলা-পরিকরের চরণবন্দনা, গুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা-প্রসঙ্গে শ্রীমুরারিগুপ্ত-রচিত শ্রীচৈতন্য-চরিত নামক সংস্কৃত মহাকাব্যকে স্বীয় "পাঁচালি-প্রবন্ধ" রূপি গ্রন্থের আদর্শ বলিয়া জ্ঞাপন, এবং আদি, মধ্য, এবং শেষ-খণ্ডের লিখিত-বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণন।

গ্রন্থারম্ভ ... ... ৭—৩৫

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার দামোদর-মুরারির কথা-প্রসঙ্গে বর্ণিত জৈমিনী-ভারতের নারদ-উদ্ধব-সংবাদ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইবার কারণ-বর্ণনা, কলিহত-জীবের দুর্দ্দশা-মোচন-কল্পে দেবর্ষি-নারদের দ্বারকা-যাত্রা, তথায় রুক্মিণী-কৃষ্ণের কথোপকথন-কালে কৃষ্ণের রাধাভাব-অঙ্গীকারের প্রসঙ্গ, তচ্ছ্রবণে রুক্মিণীর ভাবি-বিরহ-কাতরতা, রাধা-মহিমা-বর্ণনকালে দেবর্ষির প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নবদ্বীপে শচী-জগন্নাথ-গৃহে স্বীয় গৌরাবতারের কথা-বর্ণন মুখে স্বীয় গৌররূপ-প্রদর্শন। গৌররূপদর্শনে গৌরলীলা-কীর্ত্তনকারী মুনিবরের নৈমিষারণ্যে গমন, তথায় উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বযুগ-সার কলিযুগের এবং হরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, তদনন্তর কৈলাসে বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক পার্ব্বতীকে তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা-সর্ব্বজীবে নির্বিচারে মহাপ্রসাদ বিতরণ-কথা স্মরণ করাইবার উদ্দেশে আত্ম-প্রসঙ্গ-বর্ণনা-মুখে লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় নারায়ণের মহাপ্রসাদ-লাভ, সেই প্রসাদ শিবকে দান, পার্ব্বতীর তদপ্রাপ্তিতে প্রতিজ্ঞা, তৎফলে ভগবানের আগমনাদি—পরে কলিযুগে গৌরাবতার-কথা-কীর্ত্তন, তৎপরে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া গৌরাবতারের কথা-কীর্ত্তন, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সেই লীলার প্রমাণ-বিষয়ক শ্রীমদ্ভাগবতাদির শ্লোকসমূহ-উদ্ধার, নারদের ইতস্ততঃ ভ্রমণকালে কলি-জীবের দুর্গতিদর্শনে চিন্তা, চিন্তিত মুনিবরের প্রতি নীলাচলে জগন্নাথের অবতার-সংবাদ সূচক দৈববাণী, দেবর্ষির পুরুষোত্তমে গমন, তথা হইতে দেবেশের আদেশে গোলোক-যাত্রা; প্রথমমুখে বৈকুণ্ঠে, তৎপরে তদুপরি গোলোক-গমনে তথায় বিবিধ লীলাদর্শন ও গৌররূপ-দর্শনে মূর্চ্ছা-প্রাপ্তি এবং সর্ব্বদেবতার সহিত পৃথিবীতে আগমন-বার্ত্তা-শ্রবণ; শ্বেতদ্বীপে গমনান্তে সেবা-বিগ্রহ শ্রীবলরামের অলৌকিক-লীলা-সন্দর্শন, অনন্তর দেবতাদিগের মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার প্রস্তাব, শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার-পূর্ব্বক রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি নিত্যপরিকর-বৈশিষ্ট্যের সহিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ-অস্ত্র লইয়া কৃষ্ণ গৌরস্বরূপে, বলরাম নিত্যানন্দস্বরূপে, শিব অদ্বৈতপ্রভুরূপে অবতার, তথা অন্যান্য পরিকরবর্গের মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীনিবাস রায়রামানন্দ, ঈশ্বরপুরী, মাধবপুরী-রূপে অবতার-বর্ণনান্তে নিজ-গুরু ঠাকুর নরহরির এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

আদি-খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—জন্মলীলা ... ৩৬—৪০

সপার্ষদে শ্রীগৌরহরির ভূতলে আবির্ভাব-বর্ণনা, স্থূল, সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম নারায়ণের শচীগর্ভসিন্ধুতে আগমন-প্রসঙ্গ, গর্ভ-বৃদ্ধির সহিত শচীদেবীর অঙ্গকান্তি-বৃদ্ধি, অপূর্ব শ্রীদর্শনে শচীগর্ভে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব-অনুমান, গর্ভের ছয় মাসে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কর্ত্তৃক শচীগর্ভবন্দনা ও প্রদক্ষিণ, ব্রহ্মা-শিবাদি দেববৃন্দের শচীর উদর-সম্মুখে আগমন এবং প্রেম-

দাতা ভগবানের অনর্পিতচর প্রেম-বিতরণ-লীলার বন্দনা, শচীদেবী তদ্দর্শনে আত্মহারা, ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-গ্রহণচ্ছলে হরিসঙ্কীর্ত্তনের সহিত ভগবান্ গৌরহরির পৃথিবীতে অবতরণ, দশদিক্ আনন্দ-পরিপূর্ণ, দেবনারী ও নর-নারীর একত্রে শচীগৃহে শচীনন্দনের মুখচন্দ্রদর্শনে আগমন, গৃহে গোলোকের আবির্ভাব, জগন্নাথমিশ্র ও নদীয়া-বাসী নর-নারীর সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ-বিশালহৃদয় শিশুর পাদপদ্মে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ এবং বিবিধ অমানুষিক চিহ্ন-দর্শনে বিস্ময় এবং শিশুকে অতিমর্ত্ত্য-জ্ঞান, অষ্টমদিবসে আটকলাই বিতরণ, নবমদিবসে মহোৎসব, শচীনন্দনের প্রতি প্রতিবেশী নর-নারীর ঐকান্তিকী রতি-বর্ণন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—বাল্যলীলা ... ৪০—৫৫

ছয়মাসের পর গৌরহরির অন্নপ্রাশন ও নামকরণ, তাঁহার আবির্ভাবে সমগ্রজগৎ আনন্দ-পরিপূর্ণ-হেতু বিজ্ঞজন-কর্তৃক 'বিশ্বম্ভর' নাম-প্রদান, পিতার অঙ্গুলি ধারণপূর্ব্বক প্রাঙ্গণে ভ্রমণ, অঙ্গদ-কঙ্কণাদি বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত গৌরসুন্দরের আকাশচন্দ্রের বাহ্যতিমিরনাশে সামর্থ্য আর গৌরচন্দ্রকর্তৃক জীবের অন্তরতমো-বিনাশ-প্রসঙ্গ, পুত্রকে নিদ্রামগ্ন করিবার কালে শচীদেবীর সহিত গৌরহরির 'রাধা-গোবিন্দ' বলিয়া উদ্দণ্ডনৃত্য, শূন্যপদে নূপুরের ধ্বনি-শ্রবণ, গৌরসুন্দরের সঙ্গিগণের সহিত গৃহের বাহিরে বালকোচিত ক্রীড়ায় আসক্তি, শচীদেবী তাঁহাকে ধরিতে গেলে পলায়ন, কখন কখন ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহের দ্রব্যাদি-নাশ গৌরসুন্দর-কর্তৃক মাতাকে শুচি-অশুচি প্রভৃতি প্রাকৃত হেয়ত্ব-বিচার-বর্ণনান্তে কৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্বরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞানের উপদেশ-প্রদান, উচ্ছিষ্টভাণ্ডপূর্ণ গর্ত্তে বসিয়া মাতাকে জ্ঞান-দান, মাতাকে প্রহার, প্রহারফলে মাতার মূর্চ্ছা এবং নারিকেল-ফল-প্রদান, নানাবিধ বালচাপল্য, কুক্কুরশাবকসহ ক্রীড়া, কুকুরশাবক ছাড়িয়া-দেওয়ায় মাতার প্রতি ক্রোধ ও ক্রন্দন, কুকুরশাবকের দিব্য দেহে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে বৈকুণ্ঠগমন তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদির গৌরবন্দনা, শচীদেবীর ষষ্ঠীপূজার নৈবেদ্য-আয়োজনে গৌরহরির-ক্রন্দন এবং বাক্যচ্ছলে নিজ-সর্বেশ্বরত্ব-জ্ঞাপন।

তৃতীয় অধ্যায়—পৌগণ্ডলীলা ... ৫৫—৬৬

মুরারি গুপ্তের মুখে যোগশাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া গৌরসুন্দর তাঁহাকে উপহাস করিলে মুরারির ক্রোধ, তদ্-বিনিময়ে যোগের হেয়ত্ব ও যোগীর পরিণাম-জ্ঞাপনার্থে মুরারির-মধ্যাহ্ন-ভোজন-কালে ভোজন-পাত্রে মূত্রত্যাগ এবং কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠত্বোপদেশ, বয়স্য বালকগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তনের অভিনয়, মুরারি-দামোদর-কথা-প্রসঙ্গে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, শচী-জগন্নাথের শোক-বর্ণনা ও গৌরসুন্দরের পৌগণ্ডলীলাপ্রসঙ্গ, গৌরহরির চূড়াকরণাদি সংস্কার, শুভলগ্নে হাতেখড়ি, সর্ব্বদা বালকোচিত ক্রীড়ায় প্রমত্ত ও পড়াশুনায় উদাসীন দেখিয়া মিশ্রপুরন্দরের তিরস্কারাদির দ্বারা শাসন, নিশাকালে স্বপ্নযোগে বিশ্বম্ভর নিজ-ভগবত্তার কথা জ্ঞাপন-পূর্বক মিশ্রকে শাসন, মিশ্রের পুত্রকে ভগবজ্‌জ্ঞান, স্বপ্নভঙ্গে পুনরায় বাৎসল্য-ভাবে মোহ, গৌরহরির উপনয়ন-সংস্কার, চতুর্যুগাবতারের বর্ণনা, কলিযুগে রাধা-ভাবকান্তি ধারণ-পূর্বক কৃষ্ণের গৌরসুন্দররূপে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে অবতরণ, প্রেমোন্মত্ত হইয়া সর্বজীবের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া যাচিয়া প্রেমদান, মাতাকে একাদশী দিবসে অন্নভোজন না করিতে উপদেশ-প্রদান, মিশ্র-জগন্নাথ অসুস্থ হইলে মনুষ্য-জীবনের অনিত্যতা-বিষয়ক উপদেশ প্রদানপূর্বক মাতাকে সান্ত্বনা-প্রদান, মিশ্রের অপ্রকটে শচীর শোক-প্রকাশ, পিতার জন্য গৌর-হরির শোক-প্রকাশ ও মনোযোগের সহিত বিদ্যারম্ভ।

চতুর্থ অধ্যায়—কৈশোরলীলা ও বিবাহ ৬৬—৭২

গৌরসুন্দরের বিবাহ-সম্বন্ধ লইয়া বনমালী-আচার্য্যের শচীদেবীর নিকট গমন, শচীদেবীর নিকট সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পাঠান্তে গৃহে আগমন-পথে গৌরের সহিত আচার্য্যের সাক্ষাৎকার, ইঙ্গিতে মাতাকে স্বীয় বিবাহে সম্মতিপ্রদান, শচীমাতার আহ্বানে বনমালী-আচার্য্যের আগমন এবং বল্লভ-আচার্য্যের গৃহে যাইয়া তদীয় কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত গৌরহরির পরিণয়-বার্ত্তা-সংঘটন, বিবাহের সংবাদ-প্রচার ও নানাবিধ আয়োজন, অধিবাসদিনে কুলপদ্ধতিক্রমে গাত্র-

হরিদ্রাদি-কৃত্য ও বৈদিক-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, মহা-সমারোহে বহুপরিকর-সঙ্গে আগত গৌরহরিকে বল্লভ-কর্তৃক স্বীয় কন্যা-সমর্পণ, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি অন্তে কন্যাকে জামাতৃ গৃহে প্রেরণ।

পঞ্চম অধ্যায়—কৈশোরলীলা ও বঙ্গ বিজয় ১২-১৮

বয়স্যসঙ্গে মহাপ্রভুর গঙ্গাতীরে গমন, অভীষ্টদেবের আগমনে প্রভুর পাদস্পর্শের জন্য গঙ্গার জলবৃদ্ধি, গঙ্গা-ভক্তের প্রসঙ্গ, পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-কথন প্রসঙ্গে দেবর্ষি-মুখে নিজ-গুণগান-শ্রবণে শ্রীহরির শ্রীপদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি-বর্ণন, গৌরহরির ধনোপার্জ্জনচ্ছলে বঙ্গদেশে গমন, পদ্মাবতী ও বঙ্গদেশবাসীকে কৃপা করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন, মধ্যে প্রভুর বিরহসর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর অপ্রাকট্য, প্রভু-দর্শনে শচীদেবী শোক-প্রকাশ করিলে গৌরহরি-কর্তৃক মাতার সান্ত্বনা এবং লক্ষ্মীদেবীর ইতিবৃত্ত-কথন।

ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বিতীয়-বিবাহ ... ১৮—৮৫

শচীদেবী-কর্তৃক বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয়বার বিবাহের উদ্যোগ, দ্বিজ-কাশীশ্বরের দ্বারা সনাতন-পণ্ডিতের কন্যার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ-স্থাপন, বিবাহের প্রথা-উচিত ক্রিয়া-কলাপাদি-প্রসঙ্গ, সমারোহে বিবাহ এবং জামাতা-গৃহে মিশ্রের কন্যা প্রেরণ।

সপ্তম অধ্যায়—গয়া-যাত্রা ... ৮৫—৮৯

অধ্যয়ন-লীলা-সমাপনান্তে অধ্যাপনা লীলা-প্রসঙ্গ, পিতার উদ্দেশে পিণ্ড-প্রদান-ছলে গয়াভিমুখে বিজয়, পথে বিবিধ লীলা, জ্বর-ব্যাধিচ্ছলে বিপ্র-পাদোদক-পান, কৃষ্ণ-ভজন-বিরহিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণতা-লাভে অযোগ্যতা-বর্ণন, গয়ায় গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুপদ-দর্শন, ভক্তপ্রবর ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎকার এবং মন্ত্রগ্রহণ-লীলা, মন্ত্রপ্রাপ্তিতে কৃষ্ণ-প্রেম-মাদকতা, বিষ্ণুপদ-দর্শনে প্রেমাবেশাদি এবং তদনন্তর গৃহে প্রত্যাগমন।

মধ্য-খণ্ড

প্রথম অধ্যায় ... ... ৯০—৯৯

মহাপ্রভু কর্তৃক ছাত্রবৃন্দের ভাগ্য-প্রশংসা বর্ণন, শচী-মাতার প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ-প্রদান, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে মহাপ্রেম-প্রকাশ-লীলার অভিনয়, কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রভুর অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারাদি, ভক্তভাব-অঙ্গীকারে শ্রীকৃষ্ণের গৌরা-বতারই সর্বাবতার-শিরোমণি; প্রভুর প্রেমপ্রচার-লীলা-কালে গদাধরপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ ও নানাদেশ-বিদেশাগত ভক্তগণের একত্র সম্মেলন, প্রভুর কৃপায় সকলেরই প্রেমোন্মাদ, কৃষ্ণবংশীধ্বনিশ্রবণে প্রভুর উন্মাদ দশায় দৈববাণী শ্রবণ, মুরারী গৃহে বরাহরূপ-প্রকাশ, মুরারির স্তব, মুরারিকে ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনার আদেশ, মুরারির প্রার্থনায় প্রভুর শ্রীরামমূর্ত্তি-প্রদর্শন এবং কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, দেববৃন্দের প্রেমপ্রাপ্তি, 'হা রাধে, হা গোবিন্দ' বলিয়া কীর্ত্তনকারী শুক্লাম্বরের প্রতি প্রভুর কৃপা, গদাধরকে নিজ অঙ্গমাল্য-প্রদান এবং গৌর-গদাধর যুগল-রূপের লাবণ্য-বর্ণন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ... ... ৯৯—১০৪

গ্রন্থকার-কর্তৃক মহাপ্রভুর রূপ-লাবণ্য-বর্ণন, প্রভুকর্তৃক আম্রবীজ-রোপণান্তে ভক্তগণকে পকাম্র-বিতরণ, বৃক্ষনাশান্তে সংসারের অনিত্যত্ব প্রদর্শনপূর্বক মায়া-জয়ের উপায়-কথন, মুকুন্দদত্তকে শ্রীকৃষ্ণোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং অধ্যাত্ম-চর্চ্চা-পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনার্থ উপদেশ, মুরারিকে আশীর্বাদ, শ্রীবাস-গৃহে, প্রভুর কীর্ত্তন-বিহার এবং অবোধ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিকে মায়িক বলায় প্রভুর বস্ত্র-সহিত গঙ্গাস্নান।

তৃতীয় অধ্যায় ... ... ১০৪—১০৮

প্রভুর কীর্ত্তন-মুখে অদ্বৈত-গৃহে গমন, কলিকালে একমাত্র ভক্তিরই প্রাধান্য-কীর্ত্তন, জনৈক ব্রাহ্মণের মোহপ্রাপ্তি, অদ্বৈত-গৃহে কীর্ত্তন-বিলাস, স্বগৃহে প্রত্যাগমন-পূর্বক সদৃষ্টান্ত অধ্যাত্ম-ব্যাখ্যা-পূর্বক প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, শ্রীবাস-গৃহে প্রভুকর্তৃক বিঘ্ন-বিনাশার্থ গদার পূজা, অদ্বৈতপ্রভুর নবদ্বীপে আগমন, অদ্বৈতমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, প্রভুর খট্টায় উপবেশন ও অদ্বৈতের নৃত্য, অদ্বৈত-তত্ত্ব-কথন ও ভগবদ্ভজনার্থ উপদেশ-প্রদান।

চতুর্থ অধ্যায় ... ... ১০৮—১১২

মহাপ্রভু-কর্তৃক 'শ্রীবাস'-শব্দের অর্থ কথন, মুরারির 'রঘুবীরাষ্টক'-পাঠ, প্রভু-কর্তৃক তাহার ললাটে 'রামদাস'-লিখন ও রামরূপ-প্রদর্শন শ্রীরামপণ্ডিতকে ভ্রাতা শ্রীবাসের সেবা করিবার আদেশ, নিত্যানন্দ-প্রভুর অন্বেষণে ভক্ত-প্রেরণ, নন্দন-আচার্য্যের গৃহে নিত্যানন্দ-সহ মিলন, সর্ব-সমক্ষে নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন এবং কৃষ্ণপ্রেমলাভের উপায়-বর্ণন, নিত্যানন্দপ্রভুকে ষড়্ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ-মূর্ত্তি-প্রদর্শন।

পঞ্চম অধ্যায় ... ... ১১২—১১৬

তৃতীয় প্রহর-রজনীতে প্রভুর রোদন, শচীদেবীর নিকট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত-কথন, অদ্বৈত-গৃহে নিত্যানন্দপ্রভুর দুইদিবস অবস্থিতি। মুরারি-কর্তৃক নিত্যানন্দপ্রভুর প্রেমচেষ্টা-বর্ণন, অদ্বৈত-কর্তৃক শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রভুর পূজন, হরিদাস-সহ মিলন, মহাপ্রভুর নিকট নিত্যানন্দ প্রভুর বিদায়-গ্রহণ, প্রভু-কর্ত্তৃক নিত্যানন্দপ্রভুর কৌপীন-বিতরণ, ভক্তগণের তাহা মস্তকে বন্ধন ও নৃত্য, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানে ভক্তগণের বিরহ, প্রভুর পুনঃ আগমনে ভক্তগণের আনন্দ-বর্দ্ধন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ... ... ১১৬—১২১

গৌরহরির ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দ-বিহার, নিত্যানন্দ-প্রভুর আগমন, ভক্তগণের তৎপাদোদক-গ্রহণ, হরিদাস-মিলন, অদ্বৈত-প্রভুর আগমন, অদ্বৈত-প্রভুর প্রতি পাত্রাপাত্র-নির্বিশেষে প্রেম-প্রচারের আদেশ, ভক্তগণের প্রতি দ্বারে দ্বারে নামপ্রেম বিতরণের আজ্ঞা, ভক্তগণকর্ত্তৃক মহা-পাপাচারী জগাই-মাধাইর নামোল্লেখে মহাপ্রভু কর্তৃক নামাভাস মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন এবং ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনমুখে নগর-ভ্রমণ, জগাই-মাধাইর উদ্ধার-প্রসঙ্গ, গ্রন্থকার-কর্তৃক গৌর-নিত্যানন্দের কারুণ্য-মহিমা-কীর্ত্তন।

সপ্তম অধ্যায় ... ... ১২১—১২৬

পূর্বদেশবাসী সপুত্রক ব্রাহ্মণ বনমালীর প্রতি প্রভুর কৃপাদৃষ্টিপাত, বিপ্রের শ্যামসুন্দররূপ-দর্শনান্তে স্তব এবং 'নবীনবিধাতা' বলিয়া সম্বোধন, শ্রীবাসগৃহে প্রভুর নৃসিংহাবেশ, শিবভক্তের প্রতি কৃপা, ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক চরণ-স্পর্শে প্রভুর গঙ্গায় ঝম্পপ্রদান, প্রভুর হরিভজনোপদেশ, মুকুন্দের প্রতি কৃপা, মুকুন্দের স্তুতি, প্রভুর ভগবদ্রূপ-প্রকাশ, শ্রীবাস-কর্তৃক অভিষেক, গ্রন্থকারের গৌরগুণ কীর্ত্তন ও গৌরভজনোপদেশ।

অষ্টম অধ্যায় ... ... ১২৬—১২৯

কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত বিপ্রকে শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মোচন, প্রভুর নৃত্য-দর্শনে ভক্তগণকর্তৃক বাধা-প্রাপ্ত বিপ্রের ক্রোধ এবং 'তোমার সংসার সুখ বিনষ্ট হউক' বলিয়া মহাপ্রভুর প্রতি অভিশাপ, বিপ্রের স্তুতি, প্রভুকর্তৃক বিপ্রের সান্ত্বনা, প্রভুর বলরাম আবেশে 'মধু দেহ' বলিয়া চীৎকার, ভক্তসঙ্গে অদ্বৈত-ভবনে গমন, বলদেব-ভাবে মূর্চ্ছা, গদাধরের আগমনে ভাব-সংবরণ, আচার্য্যরত্নপ্রমুখ ভক্তবৃন্দের আগমন, সকলের বলদেবরূপ-দর্শন, ভক্তসঙ্গে গঙ্গাস্নান।

নবম অধ্যায় ... ... ১২৯—১৩৫

প্রভুর বরাহাবেশ, অদ্বৈতাচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণের সঙ্কীর্ত্তন ও প্রচারের আদেশ, গোপীভাবে গোপীগুণকীর্ত্তন, চন্দ্রশেখর-ভবনে গমন, শ্রীবাসের নারদাবেশ, গদাধর-মহিমা কীর্ত্তন, গদাধরকেই রাধিকা-জ্ঞাপন, ঠাকুর হরিদাসের আগমন, সংকীর্ত্তনানন্দ, প্রভুর ঐশ্বর্য্য-ভাবোন্মত্ততা, লক্ষ্মীরূপে দাস্য-প্রেমবিতরণ এবং অবশেষে ঈশ্বর-ভাবাবেশ।

দশম অধ্যায় ... ... ১৩৫—১৪০

প্রভুকর্তৃক শ্রীবাসের নিকট চারিযুগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞাপন, রাধা-ভাবে 'কোথায় বৃন্দাবন', 'কোথায় ললিতা' বলিয়া ব্যাকুলতা, মুরারির বাক্যে সান্ত্বনা এবং কীর্ত্তন বিহার, শচীমাতার নিকট স্বপ্নে সন্ন্যাসমন্ত্র-প্রাপ্তি-বর্ণন, কেশবভারতীর আগমন, প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-প্রাবল্য, প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ-চিন্তায় ভক্তগণের কাতরবিলাপ, প্রভুকর্তৃক ভক্তগণকে সান্ত্বনা-প্রদান।

একাদশ অধ্যায় ... ... ১৪০—১৪৮

প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন শুনিয়া শচীমাতার শোক,

গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনের জন্য অনুরোধ, প্রভুকর্তৃক ধ্রুবোপাখ্যানবর্ণনে কৃষ্ণভজনোপদেশ, বিবিধ-প্রসঙ্গে মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করাইয়া শোকাপনোদন।

দ্বাদশ অধ্যায় ... ... ১৪৮—১৫২

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শোক, প্রভুকর্তৃক নানা-মধুরবাক্যে সান্ত্বনা ও তত্ত্বোপদেশদানান্তে চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি-প্রদর্শন, শ্রীনিবাস ও মুরারি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের আগমন, প্রভু-কর্তৃক সান্ত্বনা।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ... ... ১৫২—১৫৮

ভক্তগণকে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা, সন্ন্যাস-গ্রহণোদ্দেশে গঙ্গাপার হইয়া কণ্টকনগরে কেশবভারতীর নিকট গমন, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্চ্ছা, নিত্যানন্দ প্রভু-কর্তৃক সান্ত্বনা-প্রদান, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য ও দামোদর পণ্ডিতপ্রমুখ ভক্তসঙ্গে নিত্যানন্দপ্রভুর কণ্টকনগরে আগমন, ভারতীর নিকট প্রভুর সন্ন্যাস-মন্ত্র-প্রার্থনা, ভারতীর অসম্মতি এবং ভগবজ্‌জ্ঞানে মন্ত্রদানে ভীতি, প্রভুকর্তৃক ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্রপ্রদান, ভারতীকর্তৃক দত্তমন্ত্র-প্রদান, প্রভুর সন্ন্যাসে গ্রামবাসীর শোক, প্রভু-কর্তৃক সান্ত্বনা এবং ভক্তবেশে কৃষ্ণভক্তিপ্রার্থনা, প্রভুর সন্ন্যাসের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সন্ন্যাসগ্রহণান্তে প্রেমাবেশে রাঢ়দেশে ভ্রমণ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ... ... ১৫৮—১৬১

কণ্টকনগর হইতে চন্দ্রশেখর-আচার্য্যের নদীয়ায় আগমনে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার শোক ও বিলাপ, নিত্যানন্দ প্রভুকর্তৃক মহাপ্রভুর শান্তিপুরে আগমন-বার্ত্তা-ঘোষণা, শচীমাতার সহিত নিত্যানন্দপ্রভুর কথোপকথন, প্রভুদর্শনার্থ অদ্বৈত-ভবনে নদীয়াবাসীগণের আগমন, মহাপ্রভুর সহিত সকলের যথাযথ আলাপাদি।

পঞ্চদশ অধ্যায় ... ... ১৬১—১৬৬

প্রভুকর্তৃক ভক্তগণকে হরিনাম সংকীর্ত্তনদ্বারা সর্ব্বজীবের উপকার-সাধনে উপদেশ, নীলাচলে গমনোদ্যত হইলে প্রভুর নিকট ঠাকুর হরিদাসের দৈন্যোক্তি, ভক্তগণ পশ্চাৎ যাইতে আরম্ভ করিলে সুমধুর-বচনে সান্ত্বনা-প্রদান এবং "রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্" প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ-মুখে নীলাচলে যাত্রা, পথে নিত্যানন্দকর্তৃক দণ্ডভঙ্গ, প্রভুর ক্রোধলীলা প্রকাশ।

ষোড়শ অধ্যায় ... ... ১৬৬—১৭৪

নীলাচল-পথে তমলুক হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, মন্দারে মধুসূদন দর্শনান্তে রেমুণায় আগমন, শ্রীগোপালদেবের সম্মুখে নৃত্যগীত, বৈতরণীতে স্নানান্তে বরাহদেব-দর্শন, যাজপুরে গমন, শিবলিঙ্গ দর্শনান্তে বিরজা দর্শন, তথা হইতে ব্রহ্মকুণ্ড, নাভিগয়া ও শিবনগরে গমন, দানীর প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত ও স্বপ্নে ক্ষীরোদশায়িরূপ-প্রদর্শন, একাম্রকাননে গমনপূর্ব্বক শিবস্তুতি ও শিবপ্রসাদ-গ্রহণের বিচারাদি, কপোতেশ্বর হইয়া ভার্গবী নদীতে স্নান, শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের চূড়া-দর্শনে মূর্চ্ছা, বাসুদেব-সার্ব্বভৌম-গৃহে গমন, সার্বভৌমপুত্রের সহিত গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন, সার্ব্বভৌমপণ্ডিতের সহিত বিবিধ-বিষয়ের বিচার এবং ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি-প্রদর্শন।

শেষ খণ্ড

প্রথম অধ্যায় ... ... ১৭৫—১৮০

পুরীতে সার্বভৌমসহ কীর্ত্তন-বিলাস, সেতুবন্ধে গমন, কূর্ম্মক্ষেত্রে গমন ও বাসুদেব-বিমোচন, জীয়ড়নৃসিংহে গমন ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত বর্ণন, কাঞ্চীনগরে রামানন্দ সহ মিলন এবং রসরাজ-মহাভাব-রূপ প্রদর্শন, পঞ্চবটী হইয়া শ্রীরঙ্গমে গমন, ত্রিমল্লভট্টকে কৃপা, তথায় চাতুর্মাস্য-কালযাপন, পরমানন্দপুরী-সহ মিলন, পুরীকর্তৃক গৌর-ভগবানের স্তব।

দ্বিতীয় অধ্যায় ... ... ১৮০—১৯৩

সেতুবন্ধ যাত্রা-পথে সপ্ততাল-বিমোচন, সপ্ততালের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন, সেতুবন্ধে প্রেমাবেশে রাম, লক্ষ্মণ,

সীতা, হনুমান্ প্রভৃতি নামগ্রহণ, গোদাবরী হইতে আলালনাথে প্রত্যাবর্ত্তন, বিষ্ণুদাসকে আত্মসাৎকরণ, পুরুষোত্তমে পুনরাগমন, মাথুরমণ্ডল-দর্শনে যাত্রা, রূপ-সনাতন-মিলন, কৃষ্ণদাস-সহ যমুনার উভয়তট ও দ্বাদশ-বনাদি কৃষ্ণলীলা-স্থানদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায় ... ... ১৯৩—২০০

কৃষ্ণদাসের প্রভুচরণে সন্দেহে কাকুক্তি, প্রভুর নীলাচল-পথে গমন, পথিমধ্যে জনৈক গোপের নিকট তক্র-পান, গোপের প্রভুকৃপা-লাভ, প্রভুর গৌড়দেশে আগমন, রাঢ়-দেশের মধ্য দিয়া কুলিয়ায় আগমন, প্রভুদর্শনার্থ নবদ্বীপ হইতে বহুলোকের আগমন, শচীর পুত্রসাক্ষাৎকার ও করুণ-স্বরে ক্রন্দন, মাতার ইচ্ছায় প্রভুর নবদ্বীপে আগমন ও মাতাকে কৃষ্ণভজনার্থ প্রবোধদান, প্রভুর শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে আগমন, তথায় নামকীর্ত্তন, প্রভুর শান্তিপুর-ত্যাগ ও তমলুক-পথে নীলাচল-গমন, জগন্নাথ-দর্শন ও অহর্নিশ কীর্ত্তন-বিলাস, রাজা-প্রতাপরুদ্রের প্রভুকৃপা-লাভ ও ষড়্ভুজরূপ-দর্শন, দ্রাবিড়ীয় ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য জ্বালায় নীলাচলে আগমন, সপ্তাহ উপবাস, বিভীষণ-সহ সাক্ষাৎ-কার এবং অবশেষে প্রভুকৃপা লাভ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীচৈতন্যমংগল
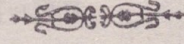
সূত্রখণ্ড

মঙ্গলাচরণের কথাসার।

গ্রন্থকার শ্রীলোচনদাস ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে মঙ্গলাচরণ-মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জয়গানান্তে প্রথমে তাঁহার নিত্যদাস বৈষ্ণবগণের প্রণাম এবং স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীমন্নরহরিঠাকুরের কৃপা-প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদীয় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অসংখ্য লীলা-পরিকরগণের চরণ বন্দন করিলেন। তৎপর গুরুবৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ-যাচ্ঞা-প্রসঙ্গে শ্রীমুরারিগুপ্ত রচিত শ্রীচৈতন্য-চরিত নামক সংস্কৃত মহাকাব্যকে স্বীয় 'পাঁচালি প্রবন্ধ' রূপিগ্রন্থের আদর্শ বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বস্তু-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে সূত্রাকারে শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাব ও শৈশব, পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি বিবিধ লীলা, অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাসলীলা, পিতা জগন্নাথমিশ্রের লীলা-প্রবেশ, বল্লভাচার্য-তনয়া সাক্ষাৎ 'শ্রী'স্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত পরিণয়, পূর্ব্ববঙ্গে গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব, পুনরায় সনাতনমিশ্র তনয়া সাক্ষাৎ 'ভূ'স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত পরিণয়, গয়ায় গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক কৃষ্ণপ্রেম-প্রকাশ প্রভৃতি আদিখণ্ডের বিবিধ বিষয় এবং শচীর প্রেমোদয়, প্রভুর বংশীধ্বনি ও দৈববাণী শ্রবণ, মুরারিকে কৃপা, শুক্লাম্বরের প্রেমলাভ, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রেমক্রন্দন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাসঠাকুর-সহ মিলন, জগাই মাধাইকে উদ্ধার, জনৈক শিবভক্তকে কৃপা, প্রেমা-বেশে গঙ্গায় ঝম্প-প্রদান, দেবালয়-মার্জ্জন, কুষ্ঠরোগ-নিস্তার, বলদেবাবেশ, চন্দ্রশেখর গৃহে প্রেম-প্রকাশ, কেশবভারতীকে সন্ন্যাসগ্রহণচ্ছলে কৃপা, শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর গৌর-বিরহে ঐকান্তিকী কৃষ্ণসেবা, শান্তিপুরে প্রভুর আগমন, নীলাচলযাত্রা, পথে রেমুণায় ও যাজপুরে গুপ্তলীলা-কথা, শ্রীপুরুষোত্তম বা জগন্নাথ-দর্শন এবং বাসুদেব সার্বভৌমের উদ্ধারসাধন প্রভৃতি মধ্যখণ্ডের বিবিধ বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। অতঃপর গ্রন্থ-কার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবতারহেতু ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের আনন্দ এবং শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভুদ্বয়ের তত্ত্ব-বর্ণনমুখে মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত করিলেন।

ভক্তিপ্রেমমহার্ঘরত্ননিকরত্যাগেন সন্তোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তজনাতিনিষ্কৃতিবিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কারবজ্রাঙ্কুরৈঃ
শ্রীমন্ন্যাসিশিরোমণির্ব্বিজয়তাং চৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ ॥১॥

কলৌ (বিবাদ-যুগে) ভক্তজনাতিনিষ্কৃতি-বিধৌ (শ্রুতিবিরোধিতর্কপন্থিভ্যঃ সেবকজনানাং নিষ্কণ্টকসন্তোষ-বিধানার্থং) পূর্ণাবতীর্ণঃ (স্বয়ংরূপ-ভগবৎস্বরূপেণ আবির্ভূতঃ) শ্রীমন্ন্যাসিশিরোমণিঃ (যতিকুলমুকুটমণিঃ শ্রীমান্ শোভা-যুক্তশ্চাসৌ ন্যাসিশিরোমণিশ্চেতি) চৈতন্যরূপঃ (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপধৃক্) প্রভুঃ (মহাপ্রভুঃ ইত্যর্থঃ) ভক্তিপ্রেম-মহার্ঘরত্ননিকরত্যাগেন (ভক্তিঃ ভজনং প্রেমা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণবাঞ্ছা চ তে এব মহার্ঘরত্নে অমূল্যনিধী তয়োঃ নিকরাঃ সমূহাঃ তেষাং ত্যাগেন বিতরণেন) ভক্তান্ (শুদ্ধভজনপরান্) সন্তোষয়ন্ (আহ্লাদয়ন্) হুঙ্কারবজ্রা-ঙ্কুরৈঃ (হুঙ্কৃতয়ঃ এব বজ্রাঙ্কুরাঃ তৈঃ) ত্রিজগতাং (ত্রিভুবনস্থ) পাষণ্ডান্ (ভক্তদ্বেষিণঃ হরিবিমুখান্) পরিচূর্ণয়ন্ (সর্ব্বতোভাবেন দময়ন্ ইত্যর্থঃ) বিজয়তাং (সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাম্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। কলিযুগে ভক্তগণের সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতিকার্য্যে পূর্ণস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া যিনি শরণাগতদিগকে প্রেম ও ভক্তিরূপ মহামূল্য রত্ন-রাজি বিতরণপূর্ব্বক তাহাদের সন্তোষবিধান করিতেছেন এবং হুঙ্কাররূপ অশনি-নিনাদে ত্রিভুবনের পাষণ্ডগণকে সর্ব্বতোভাবে চূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী যতিশেখর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়॥ ১॥

বন্দনা

পঠমঞ্জরী রাগ।

নমো নমো বন্দোঁ। দেব গণেশ্বর,
বিঘ্নবিনাশন মহাশয়।
একদন্ত মহাকায় সর্ব্বকার্য্যে সহায়,
জয় জয় পার্বতী-তনয়॥ ১॥
হরগৌরী বন্দোঁ। মাথে, যুড়িয়া যুগলহাতে,
চরণে পড়িয়া করোঁ। সেবা।
ত্রিজগতে এককর্ত্তা, বিষ্ণুভক্তি-বর-দাতা,
সবে এক এই দেবী দেবা॥ ২॥
সরস্বতী বন্দোঁ। মুণ্ডে, কেলি কর মোর তুণ্ডে,
কহ গৌরহরি-গুণগাথা।
অবিদিত, ত্রিজগতে, গৌরবর্ণ বাণী-নাথে,
অদ্‌ভুত অপরূপ কথা॥ ৩॥
কাকু করোঁ। দেবগণে, আর যত গুরুজনে,
বিঘ্ন না করিহ কেহো ইথি।
না চাহোঁ। সম্পদ্-বর, মুঞি অতি পামর,
নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হউ পুঁথি॥ ৪॥
বিষ্ণুভক্ত বন্দোঁ। আগে, আর যত মহাভাগে,
যার গুণে পৃথিবী পবিত্র।
সর্বজীবে করে দয়া, বিশেষে আরতি পাঞা,
ত্রিভুবন মঙ্গল চরিত্র॥ ৫॥
মুঞি অতি অভাজন, না বুঝোঁ। ডাহিন-বাম,
আকাশ ধরিতে চাহোঁ। বাহে।
অন্ধে দিব্যরত্ন বাছে, পর্ব্বত না দেখে কাছে,
না জানি কি পরিণামে হয়ে॥ ৬॥
সবে এক ভরসা আছে, প্রভু তাহি কাহো বাছে,
গুণ গায় উত্তম অধমে।
সর্ব্বজীবে সমদয়া, সবে পায় পদছায়া,
অধিকারী নাহিক নিয়মে॥ ৭॥
যে পুনঃ বৈষ্ণব জন, তার কথা কহি শুন,
অকারণে দয়া সর্বলোকে।
পর লাগি জীবন, পর লাগি ভূষণ,
পর-উপকারে মানে সুখে॥ ৮॥
ঠাকুর শ্রীনরহরি, দাস প্রাণ অধিকারী,
যাঁর পদপ্রতি আশে আশ।
অধমেহ সাধ করে, গোরাগুণ গাহিবারে,
সে ভরসা এ লোচন দাস॥ ৯॥
তাঁর পদ-পরসাদে, গাইব অনবসাদে,
এই মোর ভরসা অন্তর।
সে দুখানি চরণ, ইষ্ট-সিদ্ধি-কামে,
হৃদয়ে থুইব নিরন্তর॥ ১০॥

কেদার রাগ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১১॥
জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
কৃপা করি' কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥ ১২॥
করুণা-ভরণ সব হেম-গোরা-গা।
বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পা॥ ১৩॥
সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে।
ওপদ-শীতল বা' লাগুক কলেবরে॥ ১৪॥
শচীর দুলাল প্রভু করোঁ। পরণাম।
তিলেক করুণা-দিঠে কর অবধান॥ ১৫॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি—দেবশিরোমণি।
যাঁর পদ পরসাদে ধন্য এ ধরণী॥ ১৬॥
বন্দিয়া গাইব সে সীতার প্রাণনাথ।
করুণা করহ প্রভু করোঁ। যোড়হাত॥ ১৭॥

অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।
নিত্যানন্দরাম বন্দোঁ রোহিণীর সুত ॥ ১৮ ॥
গোরা-গুণ-গরবে গর্গ মাতোয়ার।
বন্দিয়া গাইব আগে চরণ তাঁহার ॥ ১৯ ॥
মিশ্র পুরন্দর বন্দি বিশ্বম্ভরের পিতা।
শচী ঠাকুরাণী বন্দোঁ ঠাকুরের মাতা ॥ ২০ ॥
লক্ষ্মীঠাকুরাণী বন্দোঁ বিদিত সংসারে।
প্রভুর বিরহ-সর্প দংশিল যাঁহারে ॥ ২১ ॥
নবদ্বীপময়ী বন্দোঁ বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যাঁর অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙা পা ॥ ২২ ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বন্দিব সানন্দে।
যার লাগি মহাপ্রভু ফুকারিয়া কান্দে ॥ ২৩ ॥
শ্রীপণ্ডিতগোসাঞি বন্দিব একমনে।
ঈশ্বর-মাধব-পুরীর বন্দিয়া চরণে ॥ ২৪ ॥
গোসাঞি গোবিন্দ বন্দোঁ আর বক্রেশ্বর।
গৌরপদ কমলে যে মত্ত মধুকর ॥ ২৫ ॥
পুরী যে পরমানন্দ আর বিষ্ণুপুরী।
গদাধরদাস যে বন্দিব শিরোপরি ॥ ২৬ ॥
গুপ্ত বেঝা বকিব হরিষ-মনোরথে।
গোরাগুণ গাওঁ - যদি দয়া কর চিত্তে ॥ ২৭ ॥
শ্রীবাস ঠাকুর বন্দোঁ আর হরিদাস।
বাসুদত্ত মুকুন্দ চরণে করোঁ আশ ॥ ২৮ ॥
রায় রামানন্দ বন্দোঁ—পিরীতের ঘর।
পণ্ডিত জগদানন্দ বন্দোঁ নিরন্তর ॥ ২৯ ॥
রূপ-সনাতন বন্দোঁ পণ্ডিত দামোদর।
রাঘবপণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি-বিস্তর ॥ ৩০ ॥
শ্রীরাম-সুন্দর-গৌরীদাস-আদি যত।
নিত্যানন্দ সঙ্গী বন্দোঁ যতেক ভকত ॥ ৩১ ॥
কুলের ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীইষ্ট দেবতা।
ইহলোক পরলোকে সেই সে রক্ষিতা ॥ ৩২ ॥
তাঁহা বিনু নাহি মোর তিন লোকে বন্ধু।
নরহরিদাস বন্দোঁ গৌর-গুণ-সিন্ধু ॥ ৩৩ ॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর।
ভূমে পড়ি কর যোড়ি করো নমস্কার ॥ ৩৪ ॥
বন্দিব শ্রীবৃন্দাবনদাস একচিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবতগীতে ॥ ৩৫ ॥
বন্দনা গাইতে ভাই হইবে অনুক্ষণ।
ঘরের ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩৬ ॥
শিশুকালে শ্রীমূর্ত্তিরে লাড্ডু খাওয়ায়েন।
তাঁহারে মনুষ্যবুদ্ধি করে কোন্ জন ॥ ৩৭ ॥
তাঁর পিতা বন্দোঁ শ্রীমুকুন্দ দাস।
চৈতন্য-সম্মত পথে নির্ম্মল বিশ্বাস ॥ ৩৮ ॥
কারো নাম জানি কারো নাম নাহি জানি।
সবারে বন্দিব—সবে মোর শিরোমণি ॥ ৩৯ ॥
মহান্ত বন্দিব আর মহান্তের জন।
এক ঠাঞি বন্দি, গাই সবার চরণ ॥ ৪০ ॥
আগে পাছে বিচার কেহো না করিহ মনে।
অক্ষরানুরোধে বন্দনা নহে ক্রমে ॥ ৪১ ॥
যার নাম নাহি করি ভ্রমেতে বন্দনা।
শত পরণাম করি অপরাধ মার্জ্জনা ॥ ৪২ ॥
পৃথিবীর ভকত বন্দোঁ অন্তরীক্ষচারী।
সবার চরণে একে একে নমস্করি ॥ ৪৩ ॥
গোরা-গুণ গাও সুখে বড় প্রীতি আশে।
আনন্দহৃদয়ে গায় এ লোচনদাসে ॥ ৪৪ ॥

———

বরাড়ি রাগ—দিশ।

প্রাণভায়্যা নিবেদোঁ নিবেদোঁ নিজ কথা।
মূর্চ্ছা (কিরে কি আরে কি ওরে প্রাণ হয়)।
আগে আশীর্বাদ মাগোঁ, যত যত মহাভাগ,
তবে সে গাইব গুণ-গাথা ॥
মো ছার অধমাধম কি জানিমু তত্ত্ব।
গোরা গুণ-চরিত্রের কি কব মহত্ত্ব ॥ ৪৫ ॥
না জানিঞা প্রলাপ করিয়া কিবা কাজ।
উত্তমজনের ঠাঁই ঠেকিলেই লাজ ॥ ৪৬ ॥
অধিকারী নহোঁ তবু করোঁ পরমাদ।
গোরাগুণমাধুরীতে বড় লাগে সাধ ॥ ৪৭ ॥
শ্রীমুরারিগুপ্ত বেঝা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর রহে গোরাচাঁদের সমীপে ॥ ৪৮ ॥

তাঁহার মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে।
'হনুমান' বলি যার খ্যাতি পৃথিবীতে ॥ ৪৯ ॥
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যেবা লঙ্কাপুরী দহে।
সীতার বার্ত্তা উদ্ধারিয়া শ্রীরামেরে কহে ॥ ৫০ ॥
বিশল্যকরণী আনি লক্ষ্মণে জীয়ায়।
সেই সে মুরারিগুপ্ত বৈসে নদীয়ায় ॥ ৫১ ॥
সর্ব তত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ।
গৌর-পদ-অরবিন্দে ভকত-প্রবীণ ॥ ৫২ ॥
জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র যেবা কৈল।
আদ্যোপান্তে যেই রূপে প্রেম প্রচারিল ॥ ৫৩ ॥
দামোদরপণ্ডিত সর্ব পুছিল তাঁহারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে ॥ ৫৪ ॥
শ্লোকবন্ধে হৈল পুঁথি 'গৌরাঙ্গচরিত'।
দামোদর-সংবাদ—মুরারিমুখোদিত ॥ ৫৫ ॥
শুনিঞা আমার মনে বাড়িল পিরীত।
পাঁচালি-প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত ॥ ৫৬ ॥
অধিকারী নহোঁ তবু কহোঁ এই দোষে।
অবজ্ঞা না কর কেহো না করিহ রোষে ॥ ৫৭ ॥
অমৃত দেখিয়া কার না লাগয়ে সাধে।
অজ্ঞান-বালক-ইচ্ছা আকাশের চাঁদে ॥ ৫৮ ॥
গোরাগুণ কহিতে ঐছন মোর সাধ।
ঐছন সময়ে চাহি বৈষ্ণব-প্রসাদ ॥ ৫৯ ॥
বৈষ্ণব-চরণে মুঞি করোঁ পরণাম।
গোরাগুণ গাও'—মোর এই হিয়া-কাম ॥ ৬০ ॥
আমার ঠাকুর—প্রভু নরহরিদাস।
প্রণতি-বিনতি করোঁ 'পূর' মোর আশ ॥ ৬১ ॥

মারহাটি রাগ—দিশা।

হরি রাম রাম দ্বিজচাঁদ নারে হএ ॥ মোর প্রাণ ॥
প্রথমে কহিব কথা অপূর্বকথন।
আচার্যগোসাঞি কৈলা গর্ব্ভের বন্দন ॥ ৬২ ॥
পৃথ্বীতে জনম লৈল ত্রিজগতনাথ।
সাঙ্গোপাঙ্গ যত যত পারিষদ-সাথ ॥ ৬৩ ॥
মাতা-পিতা বালক লালেন যেনমতে।
অন্নপ্রাশনে নাম থুইল হরষেতে ॥ ৬৪ ॥
বাল্যচরিত-কথা কহিব বিধান।
শূন্য-চরণে শুনি নূপুর নিসান ॥ ৬৫ ॥
পরশি অশুচি দেশ চলে আচম্বিতে।
আপন মায়েরে জ্ঞান কহিলা যেমতে ॥ ৬৬ ॥
পুরনারীগণ কহে বুঝিতে চরিতে।
তার বোলে নারিকেল আনিলা ত্বরিতে ॥ ৬৭ ॥
কুক্কুরশাবক লঞা খেলান ঠাকুর।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দ প্রচুর ॥ ৬৮ ॥
বালকের সঙ্গে খেলা খেলে রাজপথে।
গুপ্ত-বেঝা পরকাশ দেখিল যেমতে ॥ ৬৯ ॥
বালকসহিতে হরিসঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দিতচিত্ত ॥ ৭০ ॥
হাতে খড়ি দিলেন যেমতে তার বাপ।
যা শুনিলে দূর হয় অমঙ্গল তাপ ॥ ৭১ ॥
তবেত কহিব কথা শুন সাবধানে।
খেলে বিশ্বম্ভর—বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠ সনে ॥ ৭২ ॥
ইন্দ্র-উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর।
কহিব তাহার কথা শুনিবে উত্তর ॥ ৭৩ ॥
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল যেনমতে।
বিশ্বম্ভর মাতা পিতা প্রবোধে কথাতে ॥ ৭৪ ॥
তবে ত কহিব বিশ্বম্ভরের চরিত।
বালকসহিতে খেলা খেলে বিপরীত ॥ ৭৫ ॥
সকল বালক মেলি জাহ্নবীর কূলে।
বালুকায় পক্ষপদচিহ্ন দেখি বুলে ॥ ৭৬ ॥
দেখিয়া তাহার পিতা দুঃখী হৈলা মন।
ঘরেরে আনিঞা কৈলা তর্জ্জন গর্জ্জন ॥ ৭৭ ॥
স্বপনে তাহারে কৃপা কৈল যেনমতে।
কহিব সকল কথা শুন একচিতে ॥ ৭৮ ॥
কর্ণবেধ চূড়াকর্ম্ম আর উপবীত।
কহিব সকল কথা আনন্দিতচিত ॥ ৭৯ ॥
বাল্যসমাধান এই যৌবনপ্রবেশ।
দিনে দিনে করে প্রেমা প্রকাশ অশেষ ॥ ৮০ ॥
গুরুস্থানে পড়িলেন সতীর্থের সনে।
বঙ্গজের কথায় পরিহাসয়ে যেমনে ॥ ৮১ ॥

মায়ে আজ্ঞা দিলা একাদশী করিবারে।
অনেক প্রকাশ-কথা কহিব সে কালে ॥ ৮২ ॥
হেনই সময়ে জগন্নাথ পরলোক।
কান্দয়ে যেমতে প্রভু পাঞা পিতৃশোক ॥ ৮৩ ॥
তবে ত কহিব কথা অপরূপ আর।
বিবাহ করিলা প্রভু আনন্দ অপার ॥ ৮৪ ॥
গঙ্গা-সন্দর্শনে আর যে হৈল রহস্য।
সাবধানে শুন ইহা কহিব অবশ্য ॥ ৮৫ ॥
পূর্বদেশ-গমন কহিব ভাল মতে।
লক্ষ্মী-স্বর্গ-আরোহণ হৈল যেনমতে ॥ ৮৬ ॥
দেশেরে আসিয়া পুন বিবাহ করিলা।
শিষ্যে বিদ্যাদান দিয়া গয়ারে চলিলা ॥ ৮৭ ॥
প্রত্যেকে কহিব ইহা শুন সর্বজন।
অনেক আনন্দ পাবে—না ছাড় যতন ॥ ৮৮ ॥
দেশ-আগমন-কথা কহিব বিশেষ।
প্রেম প্রকাশয়ে—নিরন্তর রসাবেশ ॥ ৮৯ ॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই অনেক আনন্দ।
শুনিতে পুলক বান্ধে—অমিয়ার খণ্ড ॥ ৯০ ॥
ভক্ত-সন্দর্শন-কথা—প্রেমার প্রকাশ।
কহিবার আগে উঠে হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৯১ ॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই নদীয়া-বিহার।
অমিয়ার ধারা যেন প্রেমার প্রচার ॥ ৯২ ॥
অতি অপরূপ লীলা প্রকাশিলা প্রভু।
চারি যুগে ভক্ত যাহা নাহি শুনে কভু ॥ ৯৩ ॥
হেন অদ্‌ভুত কথা ভক্তি-পরচার।
কহিব মধ্যমখণ্ডে নদীয়া-বিহার ॥ ৯৪ ॥
সকল ভকত মেলি হইলা যেনমতে।
প্রত্যেকে কহিব—ইহা যে জানি কহিতে ॥ ৯৫ ॥
প্রথমে কহিব—শচী পাইল প্রেমদান।
পথেতে যেমতে শুনে বংশীর নিস্বন ॥ ৯৬ ॥
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা ভাবের আবেশে।
আচম্বিতে দৈববাণী উঠিল আকাশে ॥ ৯৭ ॥
মুরারিকে কৃপা কৈলা বরাহ-আবেশে।
ব্রহ্মা-আদি দেব দেখে আপন আবেশে ॥ ৯৮ ॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রেম পাইল তবে।
কহিব সকল কথা শুন সর্বভাবে ॥ ৯৯ ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর প্রভুর প্রসাদে।
প্রেমায় বিভোর হঞা দিবানিশি কান্দে ॥ ১০০ ॥
একে একে দিল সর্বজনে প্রেমদান।
কহিব সকল কথা যেমন বিধান ॥ ১০১ ॥
ভক্তকে প্রসাদ আম্রবীজ-আরোপণে।
যা শুনিলে সর্বজনের দ্বিধা ঘুচে মনে ॥ ১০২ ॥
অধ্যাত্ম-আচ্ছাদি প্রভু প্রেম প্রকাশয়।
জ্ঞানগম্য নহে তভু—সভারে বুঝায় ॥ ১০৩ ॥
তবে ত কহিব কথা অপূর্ব কথন।
যে মতে হইল নিত্যানন্দ সন্দর্শন ॥ ১০৪ ॥
হরিদাস প্রভুসনে মিলয়ে যেমনে।
অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দের মিলনে ॥ ১০৫ ॥
যেনমতে জগাই-মাধাই নিস্তারিলা।
পিতা-পুত্রে ব্রাহ্মণেরে যেন কৃপা কৈলা ॥ ১০৬ ॥
শিবের গায়নে কৃপা কৈল যেনমতে।
আচম্বিতে খেদ উঠে ব্রাহ্মণ চরিতে ॥ ১০৭ ॥
যেনমতে জাহ্নবীতে দিল প্রভু ঝাঁপ।
যা শুনিলে তিনলোকে লাগে হিয়া-কাঁপ ॥ ১০৮ ॥
তবে আর অপরূপ শুনিবে বিধানে।
দেবালয় মার্জ্জনা প্রভু করিলা যেমনে ॥ ১০৯ ॥
শুনিবে অনেক কথা – অতি অপরূপ।
কুষ্ঠব্যাধি নিস্তারিলা—এ বড় কৌতুক ॥ ১১০ ॥
বলরাম-আবেশ-কথা কহিব বিশেষ।
যা শুনিলে সকলের আনন্দ অশেষ ॥ ১১১ ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যের বাড়ীতে প্রকাশ।
প্রেম পরকাশি ছায় এ ভূমি-আকাশ ॥ ১১২ ॥
অনেক রহস্য কথা কহিব তাহাতে।
বৈরাগ্য অদ্ভুত প্রভুর উঠে যেনমতে ॥ ১১৩ ॥
শ্রীকেশবভারতী দেখি নদীয়া-নগরে।
সন্ন্যাস করিব বলি উল্লাস অন্তরে ॥ ১১৪ ॥
যেনমতে সর্ব-ভক্তগণের বিলাপ।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া শোকসাগরে দিল ঝাঁপ ॥ ১১৫ ॥

সন্ন্যাস-আশয়ে নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।
সন্ন্যাস করিল প্রভু ভারতী-সহায় ॥ ১১৬ ॥
কহিব সম্যক্‌-কথা যত বিবরণ।
আচার্য্যপ্রভুর ঘর গেলা যেনমন ॥ ১১৭ ॥
সবা-সন্দর্শনে আর যে হইল কথা।
সবা প্রবোধিয়া প্রভু যাত্রা কৈল তথা ॥ ১১৮ ॥
পুরুষোত্তম দেখিবারে চলিলা যেমতে।
কহিব রহস্যকথা গ্রাম রেমুণাতে ॥ ১১৯ ॥
ক্রমে ক্রমে কহিব সে পথের চরিত।
যাহা শুনি সর্বলোক পাইব পিরীত ॥ ১২০ ॥
যাজপুর যাইতে প্রভুর যে হৈল রহস্য।
একাম্রনগর-কথা কহিব অবশ্য ॥ ১২১ ॥
জগন্নাথ-সন্দর্শন হৈল যেনমতে।
সার্বভৌম-প্রকাশ শুনিবে একচিতে ॥ ১২২ ॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই অমৃতের সার।
শেষখণ্ড-কথা আছে কহি শুন আর ॥ ১২৩ ॥
মধ্যখণ্ড সায় পুথি প্রেমার প্রকাশ।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ১২৪ ॥

ধানশী রাগ—তরজাছন্দ।

জয় রে জয় রে জয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
আপনি অবনী অবতার।
অহহ লোকের ভাগ্যে, পৃথিবীসোহাগ রে,
শ্রীপদ যাঁহার অলঙ্কার ॥ ১২৫ ॥
জগতপ্রদীপ নব- দ্বীপেরে উদয় কৈল,
করুণা-কিরণ পরকাশে।
অনেক দিনের যত, ভকত পিয়াসী ছিল,
ধাওল প্রেম-প্রতি-আশে ॥ ১২৬ ॥
মধুময় কমলফুলে, ষট্‌পদভ্রমরা বুলে,
যেন চন্দ্র-চকোরের মেলি।
বরিষার মেঘ দেখি, চাতক ফুকারে যেন,
পিউ পিউ ডাকে মাতোয়ালি ॥ ১২৭ ॥
নাচয়ে ভাবুক ভোরা, প্রেম বরিষয়ে গোরা,
হুঙ্কার গর্জ্জন সিংহনাদে।
অধনের ধন যেন, হারাঞা পাইঞা হেন,
অনুগত আরতিয়া কাঁদে ॥ ১২৮ ॥
বনের হাতিয়া যেন, বন দাবানলে পুড়ি,
অমিয়াসায়রে দিল ঝাঁপ।
ঐছন প্রেমের রঙ্গে, অঙ্গ ডুবায়ল সঙ্গে,
পাশরল পূরবের তাপ ॥ ১২৯ ॥
ভালি রে ঠাকুর বোলে, কেহো মালসাট মারে,
প্রেমানন্দে আপনা পাশরে।
যে প্রেম লখিমী মাগে, কর জুড়ি অনুরাগে,
অবিচারে বিলায় সবারে ॥ ১৩০ ॥
কি কহিব আর কথা, অনন্ত ভুলিল যথা,
কিবা রস প্রেমার মাধুরি।
শেষ বলিয়ে যারে, শিরে সব সংসারে,
সে আজু নিতাই নাম ধরি ॥ ১৩১ ॥
প্রেমরসে গরগর, না চিনে আপনা-পর,
সভারে বুঝায় এই কথা।
পদতল-তাল-ভরে, ধরণী টলমল করে,
যেন মদমত্ত হাতী মাতা ॥ ১৩২ ॥
আর অপরূপ শুন, মহেশ অদ্বৈত নাম,
যার গুণ-গানে অগেয়ান।
চৈতন্যঠাকুর সনে, প্রেমরস-আলাপনে,
পাশরিল এ যোগ গেয়ান ॥ ১৩৩ ॥
রসিক সঙ্গীর সঙ্গে, প্রেম বিলাসই রঙ্গে,
সভারে বুঝায় অবিরোধে।
এ দুই ঠাকুর বহি, দয়ার ঠাকুর নাহি,
যা লাগি উদয় গোরাচাঁদে ॥ ১৩৪ ॥
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, জগজনে হরি বলে,
সবে করে প্রেম-প্রতি আশ।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম, সবে অভিলাষী ইহা,
হাসি কহে এ লোচনদাস ॥ ১৩৫ ॥

গ্রন্থারম্ভ

গ্রন্থারম্ভে সূত্রখণ্ডের কথাসার

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার দামোদর মুরারির কথোপকথন প্রসঙ্গে বর্ণিত জৈমিনী ভারতীয় নারদ, উদ্ধব-সংবাদ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হইবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কোন সময় দেবর্ষি নারদ কলি-হত জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের উদ্ধারোপায় চিন্তা করিতে করিতে ধর্ম্ম সংরক্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ করাইবার সংকল্প করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর আলয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। রুক্মিণীদেবী কৃষ্ণের রাধাভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক গৌররূপে অবতীর্ণ হইবার কথা অবগত হইয়া ভাবী বিরহাশঙ্কায় অত্যন্ত কাতরা হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে শ্রীমতী রাধিকার মহিমা বর্ণন করিয়া নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া স্বীয় আগমন-কারণ ব্যক্ত করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নবদ্বীপে শচী-জগন্নাথ-গৃহে স্বীয় গৌররূপে অবতীর্ণ হইবার কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় গৌররূপও প্রদর্শন করিলেন।

দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণের পরম রমণীয় গৌররূপ দর্শনে অতীব বিহ্বল হইয়া তথা হইতে গৌররূপ ধ্যান করিতে করিতে এবং লীলাযোগে অবতার-সার গৌরমহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ভক্তপ্রবর উদ্ধব মুনিবরকে কলিহত জীবের নিস্তারোপায় জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া সর্বযুগ সার কলিযুগের এবং হরিনাম সংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কৈলাসে বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং তথায় নারদ পার্বতীকে তাঁহার পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইবার উদ্দেশে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য জানিয়া তল্লোভে দ্বাদশবর্ষ লক্ষ্মীর সেবা করিয়া তাঁহার কৃপায় নিজের মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি ও কিয়দংশ শিবকে প্রদান, মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া শিবের উদ্দণ্ড নৃত্য, শিবের নৃত্য সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীর পার্বতী সন্নিধানে আগমন তদনন্তর মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য এবং পার্বতীর সর্ব্বজীবকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিবার প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বর্ণন করিয়া কলিযুগে গৌরাবতার কথা কীর্ত্তন করিলেন।

তদনন্তর নারদ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া কলিযুগে গৌরসুন্দরের অবতার কথা কীর্ত্তন করিলে ব্রহ্মা নারদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানে বর্ণিত গৌর অবতার বিষয়ক শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন এবং উক্ত ভাগবত শ্লোকের অর্থপোষক অন্যান্য শাস্ত্রবচনও কীর্ত্তনমুখে ব্যক্ত করিলেন। গৌরাবতারকালে তিনি সর্বদেবতার সহিত পৃথ্বীতলে আবির্ভূত হইবেন বলিলেন। অনন্তর দেবতাদিগের মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার প্রস্তাব, শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি নিত্য পরিকর বৈশিষ্ট্যের সহিত নাম সংকীর্ত্তনরূপ অস্ত্র লইয়া কৃষ্ণ গৌররূপে, বলরাম নিত্যানন্দ স্বরূপে, শিব অদ্বৈত প্রভুরূপে অবতার তথা অন্যান্য পরিকরবর্গের মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীনিবাস, রায় রামানন্দ, ঈশ্বরপুরী, মাধবপুরীরূপে অবতার বর্ণনানন্তর নিজ গুরুঠাকুর নরহরির এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সূত্রখণ্ড সমাপ্ত করিয়াছেন।

বরাড়ি রাগ—দিশা।

হয় রে হয়॥ মূর্চ্ছা॥
গোরার নিছনি লঞা মরি,
রূপের গুণের বালাই লইয়া
আবেশে বিলাইলা প্রেম জগত ভরিয়া॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য সুখানন্দ॥ ১॥
গদাধর-পণ্ডিত জয় জয় নরহরি।
জয় জয় শ্রীনিবাস—ভক্তি-অধিকারী॥ ২॥
চৈতন্যগোসাঞি-যত প্রিয় ভক্তগণ।
সভার চরণ হৃদে করিএ বন্দন॥ ৩॥
কহিব চৈতন্য কথা শুন সাবধানে।
দামোদর-পণ্ডিত পুছিলা গুপ্ত-স্থানে॥ ৪॥
কহ শুনি—কি লাগি গৌরাঙ্গ-অবতার।
শুনিতে আনন্দ মনে হইছে আমার॥ ৫॥
কেনে শ্যামবর্ণ ত্যাজি হৈলা গৌরতনু।
কেনে বা কীর্ত্তনে লুটি—গায় লয় রেণু॥ ৬॥
কেনে বা নাগর বেশ, ছাড়িয়া সন্ন্যাস।
কেনে দেশে দেশে বুলে পাইয়া হুতাশ॥ ৭॥
কেনে কান্দে রাধা রাধা গোবিন্দ বলিয়া।
ঘরে ঘরে ফিরে কেনে প্রেম যাচাইয়া॥ ৮॥
কহিব সকল কথা পরম নিগূঢ়।
যা শুনিলে ত্রাণ পায় অখিলের মূঢ়॥ ৯॥
শুনিয়া মুরারি কহে—শুনহ পণ্ডিত।
এই সব তত্ত্ব তোমা করিব বিদিত॥ ১০॥
সত্যযুগে চারি-অংশ ধর্ম্ম শাস্ত্রে কহে।
ত্রেতাতে ত্রিভাগ ধর্ম কহিএ তোমায়ে॥ ১১॥
দ্বাপরে অর্দ্ধেক ধর্ম কহি যে তোমারে।
কলিযুগে এক অংশ ধর্মের বিচারে॥ ১২॥
অধর্ম বাড়িল—ধর্ম হইল যে হীন।
স্বধর্ম্ম ছাড়িল—বর্ণ আশ্রম-বিহীন॥ ১৩॥
পাপময় ঘোর আন্ধিয়ার হৈল কলি।
মজিল সকল লোক—অধর্ম-বিকলি॥ ১৪॥

ধর্মহীন দেখিয়া নারদ মহামুনি।
কলি তারিবারে দয়া করিলা আপনি॥ ১৫॥
ভাবিলেন—কলিসর্প গিলিল সবারে।
মনে হৈল—ধর্মসংস্থাপন করিবারে॥ ১৬॥
কৃষ্ণ বিনু ধর্ম কেহো না পারে স্থাপিতে।
অবশ্য আনিব কৃষ্ণ কলিতে তুরিতে॥ ১৭॥
ভক্ত-ইচ্ছা গোবিন্দের হয় সর্বকাল।
বেদাগমশাস্ত্রে ইহা আছয়ে বিচার॥ ১৮॥
যদি কৃষ্ণদাস মুঞি হঙ সর্বথায়।
কলিতে আনিব আমি প্রভু যদুরায়॥ ১৯॥
দেখোঁ আগে কলিযুগ করে কোন্ কর্ম।
তবে সে আনিব কৃষ্ণ—সর্বময় ধর্ম॥ ২০॥
আনিব সকল দেবগণ তাঁর সঙ্গে।
অস্ত্র-পরিষদাদি সকল সাঙ্গোপাঙ্গে॥ ২১॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নারদাদি মুনি।
পৃথিবী জনম লৈল দেবী কাত্যায়নী॥ ২২॥
দ্বারকায় আর যত ছিল যদুবংশে।
পৃথিবী জনম লইল নিজ নিজ অংশে॥ ২৩॥
কহিব সকল কথা শুন সাবধানে।
পৃথিবীতে অবতার হইল যেনমনে॥ ২৪॥
সব-অবতার-সার—গোরা অবতার।
এমন করুণা কভু নাহি হয়ে আর॥ ২৫॥
পর দুঃখে দুঃখিত নারদ মহামুনি।
কৃষ্ণকথা রসগান দিবস রজনী॥ ২৬॥
কৃষ্ণকথা-লোভে বুলে সংসার ভ্রমিয়া।
না শুনিল কৃষ্ণনাম-সংসার চাহিয়া॥ ২৭॥
কৃষ্ণরসে গদগদ—আধ আধ ভাষ।
ক্ষণেকে রোদন—ক্ষণে অট্ট অট্ট হাস॥ ২৮॥
বীণা-সনে গুণ গায়—ঝরে আঁখি-নীর।
কৃষ্ণরসাবেশ মুনির অন্তর-বাহির॥ ২৯॥
ঐছন প্রেমার রঙ্গে অঙ্গ গড়াইয়া।
না শুনিল কৃষ্ণনাম সংসার ভ্রমিয়া॥ ৩০॥
অন্তর দুঃখিত মুনি বিস্মিত হিয়ায়।
লোক-নিস্তারণ-হেতু না দেখি উপায়॥ ৩১॥

দংশিল সকল লোকে কলি-কালসর্পে।
নিরন্তর দগধ মুগধ মায়া-দর্পে ॥ ৩২ ॥
শিশ্নোদরপরায়ণ জগত ভরিয়া।
মূর্চ্ছিত সকল লোক—কৃষ্ণ পাশরিয়া ॥ ৩৩ ॥
লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, অভিমানে।
নিরন্তর সিঞ্চে হিয়া—অমিয়া সেচনে ॥ ৩৪ ॥
এ আমি আমার বলি মরে অকারণে।
কে আপনি কে আপনা—কিছুই না জানে ॥ ৩৫ ॥
ঐছন লোকের দুঃখ দেখি মহামুনি।
অন্তরে চিন্তিত হঞা মনে মনে গুনি ॥ ৩৬ ॥
ঘোর কলিকালে লোকের না দেখি নিস্তার।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকার দ্বার ॥ ৩৭ ॥
দ্বারকার ঠাকুর—দেব দেব শিরোমণি।
সত্যভামাগৃহে সুখে বঞ্চিয়া রজনী ॥ ৩৮ ॥
প্রভাতে উঠিয়া কৈল যে বিধি উচিত।
রুক্মিণীর ঘর যাব—করিলা ইঙ্গিত ॥ ৩৯ ॥
বুঝিয়া রুক্মিণীদেবী আপনা মঙ্গল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল ॥ ৪০ ॥
গৃহসম্মার্জ্জন করে অঙ্গের সুবেশ।
নানাবিধ বাদ্য বাজে—আনন্দ অশেষ ॥ ৪১ ॥
সুমঙ্গল পূর্ণঘট—ঘৃত-বাতি জ্বলে।
প্রভু শুভ আগমন হ'ল হেনকালে ॥ ৪২ ॥
মিত্রবৃন্দা নগ্নজিতা সুশীলা সুবলা।
প্রভু নির্মঞ্ছন করে আনন্দে বিহ্বলা ॥ ৪৩ ॥
সুবাসিত গন্ধ জল প্রভু কাছে আনি।
পাদপ্রক্ষালন করে দেবী শ্রীরুক্মিণী ॥ ৪৪ ॥
আপন-সম্পৎ-পদ ধরি নিজ বুকে।
অনুরাগে নেহারই—ক্ষণে দেই বুকে ॥ ৪৫ ॥
হৃদয়ে শ্রীপদ ধরি কান্দয়ে রুক্মিণী।
বিস্মিত হইয়া কিছু পুছে চক্রপাণি ॥ ৪৬ ॥
কান্দনার হেতু কিছু না বুঝি তোমার।
কি লাগি কান্দহ দেবি কহ সমাচার ॥ ৪৭ ॥
তুমি প্রাণাধিকা মোর—জগজনে জানি।
তোমার অধিক কেবা—কহত আপনি ॥ ৪৮ ॥

কিবা অবজ্ঞায় তোমার আজ্ঞা না পালিল।
স্বরূপে কহ না দেবি কি দোষ করিল ॥ ৪৯ ॥
একমাত্র পুরুষে যে পরিহাস কৈল।
আজিহ অন্তরে তোর সে দুঃখ আছিল ॥ ৫০ ॥
কত বা মিনতি কৈল কাতর হইয়া।
তভু না ঘুচিল তোর এ কঠিন হিয়া ॥ ৫১ ॥
ঐছন নিঠুর বাণী প্রভু-মুখে শুনি।
সরস সরোষে কি কহয়ে রুক্মিণী ॥ ৫২ ॥
অন্তর কঠিন মোর—কভু নহে আন।
এক মহাভাগ্য সবে তুমি মোর প্রাণ ॥ ৫৩ ॥
তোর পদ-অরবিন্দ—তোমাতে অধিক।
আজিহ নাচয়ে শিব—পিবই মাধ্বীক ॥ ৫৪ ॥
জগতে যতেক সব তোর সুগোচর।
সবে না জানহ পদপ্রেমার উত্তর ॥ ৫৫ ॥
যদি রাধাভাব হৃদে কর আরোপণ।
তবে সে জানিবে নিজ প্রেমার লক্ষণ ॥ ৫৬ ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হিয়া চমৎকার।
কি বৈলে কি বৈলে দেবী কহ আরবার ॥ ৫৭ ॥
ভালমতে না শুনিল—যে বলিলে তুমি।
ঐছন কি আছে যাহা নাহি জানি আমি ॥ ৫৮ ॥
এ হেন দুর্ল্লভ কথা শুনি মোর হিয়া।
বাঢ়য়ে আরতি কিছু বিস্ময় পাইয়া ॥ ৫৯ ॥
হেন কি আছয়ে এ দুর্ল্লভ ত্রিজগতে।
আশ্চর্য্য মানিয়ে যাহা দেখিতে শুনিতে ॥ ৬০ ॥
তোর মুখে শুনি—মোর অগোচর আছে।
আনন্দে আমার মন কি জানি করিছে ॥ ৬১ ॥
কহ কহ কহ দেবি এহেন বিশ্বাস।
চরণ-মহিমা কহে এ লোচনদাস ॥ ৬২ ॥

———

ধানশী রাগ—দীর্ঘছন্দ

বোলে দেবী রুক্মিণী, শুন প্রভু গুণমনি,
চিত্তে কিছু না করিহ আন।
যা লাগি' কান্দিয়ে আমি, সে কথা না জান তুমি,
আর যত যত সব জান ॥ ৬৩ ॥

তুয়া-চরণ-কমলে, কি আছে কতেক বলে,
ভালে না জানহ তুমি ইহা।
এপদ আমার ঘরে, ছাড়ি যাবে অন্যন্তরে,
তা' লাগি' কান্দয়ে মোর হিয়া ॥ ৬৪ ॥
এপদ পদম-গন্ধে, যায়ে যেই দিগ-অন্তে,
সেদিগ ছাড়য়ে জরা-মৃত্যু।
পদ-মকরন্দ-পানে, জীয়ে যেই যেই জনে,
তারে কিবা দিবা-নিশি-ঋতু ॥ ৬৫ ॥
পাদপদ্ম পদ্ম রাগে, যে ধরয়ে অনুরাগে,
তার পদ পাই পুণ্যভাগে।
কান্দিয়া কহিয়ে কথা, যত আছে মনে ব্যথা,
সব নিবেদয়ে তুয়া আগে ॥ ৬৬ ॥
তুমি ঠাকুর সভাকার, তোমার ঠাকুর আর,
কে আছয়ে সকল সংসারে।
যার পদ অনুরাগে, এ রস আস্বাদ পাবে,
এই পঁহু নিবেদিল তোরে ॥ ৬৭ ॥
রাধামাত্র জানে ইহা, ও রস-পিরিতি পাঞা,
যত সুখ যতেক সোহাগ।
ভকত বিস্ময় গুণে, এই কথা রাত্রি দিনে,
কি না রস প্রেম অনুরাগ ॥ ৬৮ ॥
ব্রহ্মা-আদি দেবা-দেবী, লখিমী-চরণ-সেবী,
সে পান আপন অনুরাগে।
কর-কমল কমলা, অতি-আরতি-বিহ্বলা,
তুয়া-পাদপদ্ম-মধু মাগে ॥ ৬৯ ॥
সে পুনঃ হৃদয়ে রহি, শয্যাতে শুতয়ে নাহি,
বদনে বদন রহু রমা।
এপদ-মাধুরী আশে, সেহ তাহা নাহি বাসে,
কেবা কহু চরণ-মহিমা ॥ ৭০ ॥
লখিমী আপন সুখ, সে চাহে কাতর মুখ,
হেন পদ-পরসাদ প্রেমা।
রাধামাত্র ইহা জানে, যে ভুঞ্জিল বৃন্দাবনে,
তার ভাগ্যপথে নাহি সীমা ॥ ৭১ ॥
এ পুনঃ জগতে ধান্ধা, তার গুণে তুমি বান্ধা,
আজিহ না ছাড় হিয়া জাপ।
রাধানাম লৈতে আঁখি, ছল ছল করে দেখি,
হেন পদ-প্রেম-পরতাপ ॥ ৭২ ॥
এপদ আমার ঘরে, উলসিত অন্তরে,
কান্দি পুনঃ বিচ্ছেদের ডরে।
তোমার অধিক তোর, শ্রীপদপঙ্কজ জোর,
অনুভব করহ বিচারে ॥ ৭৩ ॥
তুমি যার ধেয়ান, তুমি সে সমাধি-জ্ঞান,
তুমি মাত্র সর্ব্বত্র সহায়ে।
এ হেন তোমার দাস, তুয়া পদে করে আশ,
এই অপরূপ বড় মোহে ॥ ৭৪ ॥
যে পদে লখিমী দাসী, সেবা কৈল অভিলাষী,
ঐছন তোমার ঠাকুরাল।
ঠাকুর হইয়া পুনঃ, তার ভাব নাহি গুন,
অবিচারে দেহ তারে শাল ॥ ৭৫ ॥
পদ-মকরন্দ-রসে, যে করয়ে অভিলাষে,
অক্ষয় অব্যয় সে ভাণ্ডার।
কিবা বাণী লখিমিনী, আপনাকে ধন্য মানি,
বিনি সেবা পরবশ তার ॥ ৭৬ ॥
সালোক্যাদি মুক্তি চারি, তার পাছে অনুসারী,
নাহি চাহে নয়ানের কোণে।
যে পড়িল প্রেমরসে, আর কিবা তারে বাসে,
বৈকুণ্ঠাদি তুচ্ছ করি মানে ॥ ৭৭ ॥
কর জুড়ি বলি পঁহু, ওপদ-কমল-মহু,
মধুকর করি দেহ বর।
এপদ-বিচ্ছেদ-ডরে, এ পাপ পরাণ ঝুরে,
কভু না ছাড়িহ মোর ঘর ॥ ৭৮ ॥
পদ অরবিন্দ-গুণ, রুক্মিণী কহিল শুন,
কেবল প্রেমের পরকাশ।
তাহে সে প্রভুর দয়া, খলবল করে হিয়া,
গুণ গাহে এ লোচনদাস ॥ ৭৯ ॥

ধানশী রাগ—মধ্যছন্দ।

(অকি আরে অকি আরে হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
হেন অদভুত কথা, শ্রবণ-মঙ্গল নাম,
আর শুন গোরাগুণ-গাথা ॥ ধ্রু ॥)
শুনিয়া রুক্মিণী-বাণী অন্তর-উল্লাসে।
অরুণ কমল-আঁখি করুণ-জলে ভাসে ॥ ৮০ ॥
অঙ্গ হেলাইয়া পঁহু লহু লহু বোলে।
সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে ॥ ৮১ ॥
চিবুকে দক্ষিণ-কর—বয়ান নেহালে।
উথরিল প্রেমসিন্ধু-অমিয়া হিল্লোলে ॥ ৮২ ॥
হেন অদভুদ কথা কভু নাহি শুনি।
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ কহিল আপনি ॥ ৮৩ ॥
হেনকালে নারদ আইলা আচম্বিত।
বয়ান বিরস মুনির অন্তর চিন্তিত ॥ ৮৪ ॥
উঠিয়া সম্ভ্রমে দেবী পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
বসাইল দিব্যাসনে কুশল পুছিয়া ॥ ৮৫ ॥
ঠাকুর উঠিয়া কৈল নিবিড় আশ্লেষে।
সরস কথায় কৃষ্ণ নারদ সম্ভাষে ॥ ৮৬ ॥
অনুরাগে রাঙা দুই আঁখি ছল ছল।
গদগদ ভাস মুজি করে টলমল ॥ ৮৭ ॥
অঙ্গ নিরখিতে আঁখি ভাসে প্রেমনীরে।
কহিবারে চাহে কিছু কহিতে না পারে ॥ ৮৮ ॥
প্রভু সুধাইল-মুনি কহ সুনিশ্চিত।
এহেন দুর্ব্বল কেনে অন্তর চিন্তিত ॥ ৮৯ ॥
তুমি মোর প্রাণাধিক মুঞি তোর প্রাণ।
তোমারে দুঃখিত দেখি হরিল গেয়ান ॥ ৯০ ॥
নারদ কহয়ে প্রভু কি কহিব আমি।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্ব অন্তর্যামি ॥ ৯১ ॥
তোর গুণগানে মোর অমিয়া আহার।
তোর গুণলোভে বুঁলো সকল সংসার ॥ ৯২ ॥
কৃষ্ণনাম না শুনিল সংসার ভ্রমিয়া।
নিজ মদে মত্ত লোক তোমা পাশরিয়া ॥ ৯৩ ॥
অহঙ্কারে মুগধ মূর্চ্ছিত সর্ব্বলোক।
কৃষ্ণহীন লোক দেখি—এই মোর শোক ॥ ৯৪ ॥
লোকের নিস্তার-হেতু না দেখি উপায়।
এই মনঃকথা মন সদাই ধেয়ায় ॥ ৯৫ ॥
নিবেদিল অন্তরের যত ছিল দুঃখ।
তোর পদ-পরসাদে আর সব সুখ ॥ ৯৬ ॥
হাসিয়া কহেন প্রভু - শুন মহামুনি।
পূরুবের যত কথা পাশরিলে তুমি ॥ ৯৭ ॥
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিল যেনমতে।
মহেশ-সংবাদ মহাপ্রসাদ-নিমিত্তে ॥ ৯৮ ॥
আর অপরূপ কথা রুক্মিণী কহিল।
শুনিয়া বিহ্বল আমি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ৯৯ ॥
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ—ভুঞ্জাইব লোকে।
দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥ ১০০ ॥
ভকত জনের সঙ্গে ভকতি করিয়া।
নিজপ্রেম বিলাইব ঈশ্বর হইয়া ॥ ১০১ ॥
নিজ-গুণ-সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করিব।
নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম লভিব ॥ ১০২ ॥
গৌর দীর্ঘ কলেবর—বাহু-জানুসম।
সুমেরু সুন্দর তনু অতি অনুপম ॥ ১০৩ ॥
কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা।
দেখিয়া নারদ অতি আরতি বাড়িলা ॥ ১০৪ ॥
সুমেরু সুন্দর তনু- প্রেমার আবেশে।
কহয়ে লোচন গোরা-প্রথম প্রকাশে ॥ ১০৫ ॥

———

শ্রীরাগ—দিশা।

(অখি গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
অকি না মোর গৌরাঙ্গপ্রেম অমিয়া।
কিনা মোর কি আরে জয় জয় ॥ ধ্রু ॥)
দেখিয়া নারদমুনি হরিষ-হিয়ায়।
বরিষয়ে আঁখি-নীর সহস্র-ধারায় ॥ ১০৬ ॥
কোটি-ইন্দুজিনি জ্যোতিঃ কোটি রবি-তেজে।
কোটি কাম জিনি রূপ গোরাবর রাজে ॥ ১০৭ ॥
ঝলমল অঙ্গ তেজঃ—চাহিতে না পারি।
আঁখি মুদে রহে মুনি কাঁপে থরহরি ॥ ১০৮ ॥

তেজঃ সম্বরিয়া প্রভু নারদে নেহারে।
অবশ নারদ দেখি ডাকে উচ্চস্বরে ॥ ১০৯ ॥
সম্বিত পাইলা মুনি সে-রূপ ধেয়ানে।
পুনঃ দরশন লাগি পিয়াস-নয়ানে ॥ ১১০ ॥
ঠাকুর কহয়ে মুনি শুন মহাভাগ।
অব্যাহত গতি তোর সর্ব্বত্র সোহাগ ॥ ১১১ ॥
ঘোষণা করহ শিব-ব্রহ্মা-আদি-লোকে।
গৌর অবতার মুঞি হব কলিযুগে ॥ ১১২ ॥
গুণসঙ্কীর্ত্তন নাম প্রকাশ করিব।
নিজ-ভক্তি-প্রেমরস-সুখ প্রচারিব ॥ ১১৩ ॥
শত শত শাখা—ভক্তিপথে নাহি সীমা।
একমুখ হউক লোক—প্রচারিব প্রেমা ॥ ১১৪ ॥
নিজ নিজ ভক্তজন আর পারিষদ।
পৃথিবী জনম' গিয়া প্রেমভক্তি সাধ ॥ ১১৫ ॥
ঐছন শ্রীমুখ-বাণী শুনিয়া নারদ।
খণ্ডিল সকল দুঃখ পদপরসাদ ॥ ১১৬ ॥
চলিলা নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া।
এই মনঃকথারসে পরবশ হঞা ॥ ১১৭ ॥
কি দেখিলুঁ গোরা-রূপ অপরূপ ঠাম।
কি দেখিলুঁ সকরুণ অরুণ নয়ান ॥ ১১৮ ॥
কি দেখিলুঁ অমিয়া অধিক পরকাশ।
কি দেখিলুঁ শ্রীমুখের মধুরিম হাস ॥ ১১৯ ॥
যত যত অবতার সবা হৈতে সার।
কভু নাহি দেখি হেন প্রেমার ভাণ্ডার ॥ ১২০ ॥
সফল জনম দিন—সফল নয়ান।
কি দেখিলুঁ গোরা-রূপ প্রসন্ন বয়ান ॥ ১২১ ॥
এ হেন করুণানিধি কভু নাহি দেখি।
পাশরিতে নারি হিয়া চিয়াইল আঁখি ॥ ১২২ ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি চলি যায় পথে।
নৈমিষ-অরণ্যে দেখা উদ্ধবের সাথে ॥ ১২৩ ॥
উদ্ধব সংভ্রমে উঠি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
দণ্ডবৎ করে ভূমে চরণে পড়িয়া ॥ ১২৪ ॥
শুভদিন হেন মানে আপনাকে ধন্য।
শুভক্ষণে আইলুঁ মুঞি নৈমিষ-অরণ্য ॥ ১২৫ ॥

নারদ তুলিয়া কৈলা গাঢ় আলিঙ্গন।
চুম্বন করিয়া লৈলা মস্তকের ঘ্রাণ ॥ ১২৬ ॥
উদ্ধব আনিঞা দিলা আসন বসিতে।
নিজ মনঃকথা কহে হাসিতে হাসিতে ॥ ১২৭ ॥
সফল জনম মোর দিন স্বতন্তর।
এক নিবেদিউ চির বেদনা অন্তর ॥ ১২৮ ॥
পূরুবেত ব্যাস এই নৈমিষ-অরণ্যে।
বেদ বিচারিয়া জাড্য না ঘুচিল মনে ॥ ১২৯ ॥
তব পরসাদে কথা নিগূঢ় শুনিল।
লোক নিস্তারণ-হেতু ভাগবত কৈল ॥ ১৩০ ॥
তুমি মাত্র তত্ত্ববেত্তা—প্রভুতত্ত্ব জান।
বুঝিয়া ঠাকুর মন ভবিষ্য বাখান' ॥ ১৩১ ॥
কলিযুগে লোকের নিস্তার কৈল মনে।
পাপাবৃত লোক—অন্ধ হৃদয়-নয়ানে ॥ ১৩২ ॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে লোকের ধর্ম্ম জানি।
ঘোর কলিযুগে আর নাহি পাপ বিনি ॥ ১৩৩ ॥
দয়া করি কহ যদি ঘুচাহ সন্দেহ।
তোমার অধিক আর দয়াবন্ত কেহ ॥ ১৩৪ ॥
হাসিয়া কহয়ে মুনি অন্তর-উল্লাস।
ভাল সুধাইলে হে উদ্ধব হরিদাস ॥ ১৩৫ ॥
পরম নিগূঢ় কথা কহি তোর সনে।
ঐছন আছিল শোক বড় মোর মনে ॥ ১৩৬ ॥
এখনে জানিল মুঞি—কলিযুগ ধন্য।
কলিলোক বহি ধন্য আর নাহি অন্য ॥ ১৩৭ ॥
সত্য-আদি-যুগধর্ম্ম-আচার কঠিন।
কালযুগ ধর্ম্ম—হরিনাম পরবীণ ॥ ১৩৮ ॥
নাম-গুন-সঙ্কীর্ত্তনে মুক্তবন্ধ হইয়া।
নৃত্যগীতে বুলে যমভয় এড়াইয়া ॥ ১৩৯ ॥
আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
দ্বারকায় দেখিলাম আপন নয়ানে ॥ ১৪০ ॥
এই কথা-রসে প্রভু রুক্মিণীর সাথে।
নিজ প্রেম বিলসিব করি হেন চিতে ॥ ১৪১ ॥
সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে।
অন্তর-চিন্তিত—মুঞি গেলুঁ হেনকালে ॥ ১৪২ ॥

দুঃখিত দেখিয়া প্রভু পুছিল আমারে।
এ হেন মূরতি কেন দেখিয়ে তোমারে ॥ ১৪৩ ॥
এই মনঃকথা মুঞি কহিলুঁ পদ পাঞা।
প্রসন্ন বয়ান প্রভু কহিল হাসিয়া ॥ ১৪৪ ॥
রুক্মিণী কহিল পদপ্রেমার মহিমা।
শুনিয়া বিহ্বল প্রভু আরতি-গরিমা ॥ ১৪৫ ॥
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ—ভুঞ্জাইব লোকে।
দীনভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥ ১৪৬ ॥
ঘোর কলিযুগ—পাপময় ধর্মহীন।
লোক বুঝাবার তরে হব মুঞি দীন ॥ ১৪৭ ॥
প্রেমময় গৌর দীর্ঘ সুবরণ তনু।
বিশাল হৃদয় —বাহুযুগ সম জানু ॥ ১৪৮ ॥
কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হইলা।
নিজ প্রেমা বিলসিব —প্রতিজ্ঞা করিলা ॥ ১৪৯ ॥
যে দেখিল যে শুনিল —কহিল তোমারে।
ঘোষণা দিবারে যাব সকল সংসারে ॥ ১৫০ ॥
পৃথিবী জনম গিয়া প্রেমভক্তি-লোভে।
হেন অপরূপ রূপ হ'বে কলিযুগে ॥ ১৫১ ॥
শুনিয়া নারদবাণী উদ্ধব বিকল।
চরণে পড়িয়া কান্দে আনন্দে বিহ্বল ॥ ১৫২ ॥
হেন অদভুত কথা কহিলে আমারে।
জীব সঞ্চারিলে যেন নির্জীব শরীরে ॥ ১৫৩ ॥
জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে।
চলিলা নারদ বীণা বাজাঞা উল্লাসে ॥ ১৫৪ ॥
জৈমিনিভারতে – নারদ-উদ্ধব সংবাদ।
শুনিঞা লোচনদাসের আনন্দ-উন্মাদ ॥ ১৫৫ ॥
আমার বচনে যে বা প্রতীত না যায়।
বিচার করুক পুথি বত্রিশ অধ্যায় ॥ ১৫৬ ॥

———

ভাটিয়ারি রাগ—দিশা।

মোর প্রাণ গোরাচাঁদ নারে হয় ॥
চলিলা নারদমুনি—বীণা গায় গুণ।
শুনিয়া বিহ্বল হিয়া পড়ে পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫৭ ॥
ক্ষণেকে রোদন – ক্ষণে অট্ট অট্ট হাস।
ক্ষণে কাঁপে — ক্ষণে ক্ষণে আধ-আধ ভাষ ॥ ১৫৮ ॥
ক্ষণে হুঙ্কার ছাড়ে—মারে মালসাট।
গোরা গোরা বলি কান্দে—অন্তর উচাট ॥ ১৫৯ ॥
পাশরিতে নারে গোরার সুমধুর প্রেম।
অঙ্গ ঝলমল তেজঃ—দিনকর যেন ॥ ১৬০ ॥
চলিতে না পারে প্রেমে অন্তর-উল্লাস।
আঁখির নিমিখে গেলা শিবের কৈলাস ॥ ১৬১ ॥
মহেশ দেখিব বলি বাড়িল আনন্দ।
কহিব কৃষ্ণের কথা করিয়া প্রবন্ধ ॥ ১৬২ ॥
ঐছন আনন্দ-কথা নাহি তিনলোকে।
বৃন্দাবন-ধন প্রকাশিব কলিযুগে ॥ ১৬৩ ॥
যে প্রেম যাচয়ে শিব বিরিঞ্চি অনন্ত।
বিলসিব কলিযুগে অধম দুরন্ত ॥ ১৬৪ ॥
হেন অদভুত কথা কহিব মহেশে।
শুনিঞা ঠাকুর পাবে বড়ই সন্তোষে ॥ ১৬৫ ॥
কাত্যায়নী-প্রসাদে লইব পদধূলি।
যার পদ-পরসাদে হরিনাম বলি ॥ ১৬৬ ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা মহেশের দ্বার।
সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি নন্দী মহাকাল ॥ ১৬৭ ॥
পরণাম করি নন্দী গেলা অভ্যন্তরে।
পার্বতী-মহেশ যথা নিজ অন্তঃপুরে ॥ ১৬৮ ॥
জানাইলা—দ্বারেতে নারদ-আগমন।
আনন্দ-হৃদয়ে দোঁহে চলিলা তখন ॥ ১৬৯ ॥
নারদ দেখিয়া হাসি সম্ভাষে ঠাকুর।
চরণে পড়িলা মুনি—ভক্ত সুচতুর ॥ ১৭০ ॥
মহেশ বিশেষ জানে বৈষ্ণবমহিমা।
নারদ গৌরব করে প্রকাশিয়া প্রেমা ॥ ১৭১ ॥
গাঢ় আলিঙ্গন করি বসাইলা পাশে।
চরণে পড়িয়া মুনি দেবীকে সম্ভাষে ॥ ১৭২ ॥
পুত্রস্নেহে নারদেরে পুছে কাত্যায়নী।
কুশল মঙ্গল কহ প্রিয় মহামুনি ॥ ১৭৩ ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের তুমি তত্ত্ব জান।
আজি কোথা হৈতে তব শুভ আগমন ॥ ১৭৪ ॥

নারদ কহয়ে—শুন অদভুত কথা।
জগত-নিস্তার-হেতু তুমি মাতা-পিতা ॥ ১৭৫ ॥
পূরুব-রহস্য কথা পাশরিলে তুমি।
চরনে ধরিয়া এবে স্মরাইব আমি ॥ ১৭৬ ॥
আদ্যোপান্ত যত কথা কহি তব স্থানে।
শুনিঞা প্রসাদ মোরে করিবে আপনে ॥ ১৭৭ ॥
প্রভুরে পূরবে কিছু পুছিল উদ্ধব।
তব অন্তর্দ্ধানে কিবা পৃথিবী রহিব ॥ ১৭৮ ॥
ভকত রহিব কিবা এই মহীমাঝে।
শুনিয়া ঠাকুর যোগ কহে নিজ কাজে ॥ ১৭৯ ॥
আমি জল, আমি স্থল, আমি মহী, বৃক্ষ।
আমি দেব, গন্ধর্ব, আমি যক্ষ, রক্ষ ॥ ১৮০ ॥
উৎপত্তি, প্রলয় আমি সর্বজীব প্রাণ।
আমি সর্বময়—আমার কাঁহা অন্তর্দ্ধান ॥ ১৮১ ॥
ঐছন ঠাকুর-বাণী শুনিয়া উদ্ধব।
বুকে কর হানি কহে নিজ অনুভব ॥ ১৮২ ॥
তুমি সর্বময় প্রভু—আমি ইহা জানি।
তোমারে অধিক তোর পদ দুইখানি ॥ ১৮৩ ॥
যে পড়িল পদ-নখচন্দ্রিকার পাশে।
আর কি কহিব শুন মুখে নাহি আসে ॥ ১৮৪ ॥

(তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৬।৬৪ উদ্ধববাক্যং—)
"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারভূষিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥" ইতি ॥১৮৫॥

অন্বয়। ত্বয়া (শ্রীমতা নন্দনন্দনেন) উপভুক্তস্রগ্-গন্ধবাসোঽলঙ্কারভূষিতাঃ (উপযুক্তৈঃ সেবিতৈঃ স্রজশ্চ মালাশ্চ গন্ধাশ্চ বাসাংসি বসনানি চ অলঙ্কারাঃ ভূষণানি চ তৈঃ ভূষিতাঃ শোভিতাঃ সন্তঃ) উচ্ছিষ্টভোজিন (প্রসাদসেবাকাঙ্খিণঃ) দাসাঃ (ভৃত্যাঃ বয়মিতি শেষঃ) তব মায়াম্ (অঘটন-ঘটনপটীয়সীম্ অবিদ্যাং) জয়েম (জেতুং সমর্থাঃ স্ম) হি (নিশ্চয়ম্) ॥

অনুবাদ। উদ্ধব কহিলেন,—হে ভগবন্, তোমার সেবক আমরা, তোমাকর্তৃক স্বীকৃত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া প্রসাদাবশেষ গ্রহণ করিতে করিতে তোমার মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব ॥

মোর বল—উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জিয়া হরিদাস।
তোর মায়া জিনি—তোর উচ্ছিষ্টের আশ ॥ ১৮৬॥
ঐছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা।
শুনিঞা হৃদয়ে মোর লাগি গেল ব্যথা ॥ ১৮৭ ॥
এতদিন ধরি মোর পথ-পরিচয়।
আজিহ না জানি হেন উচ্ছিষ্ট নিশ্চয় ॥ ১৮৮ ॥
উচ্ছিষ্টের বলে হরিদাস বল ধরে।
প্রভু-বিদ্যমানে উচ্ছিষ্টের পুরস্কারে ॥ ১৮৯ ॥
হেন মহাপ্রসাদ মুঞি না ভুঞ্জিলুঁ কভু।
অন্তরে জানিলুঁ—মোরে বঞ্চিয়াছে প্রভু ॥ ১৯০ ॥
এই মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিয়ে কোন্ বুদ্ধি।
কেমন উপায়ে পরসন্ন হবে বিধি ॥ ১৯১ ॥
এই মনঃকথা-রসে বৈকুণ্ঠেরে গেলুঁ।
লখিমীদেবীর সেবা বহুবিধ কৈলুঁ ॥ ১৯২ ॥
পরসন্ন হঞা দেবী পরিতোষে বৈল।
'মাগ,—বর দিব, বলি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ১৯৩ ॥
প্রতিজ্ঞা শুনিঞা হিয়া প্রতি-আশ কৈল।
সেই সে কুশল-বাণী পুনঃ দঢ়াইল ॥ ১৯৪ ॥
কাতর বয়ানে বৈল করযোড় করি।
চিরদিন অন্তরে বেদনা বড় মোরি ॥ ১৯৫ ॥
সর্বজন জানে—তোর সেবক নারদ।
না ভুঞ্জিল মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ ॥ ১৯৬ ॥
প্রভুর প্রসাদ মোরে দেহ একমুষ্টি।
এই বর দেহ মোরে চাহি শুভদৃষ্টি ॥ ১৯৭ ॥
শুনিঞা লখিমীদেবী বয়ান-বিস্ময়।
কহিতে লাগিলা কিছু করিয়া বিনয় ॥ ১৯৮ ॥
প্রভু-আজ্ঞা নাহি—কারে দিবারে উচ্ছিষ্ট।
আজ্ঞা লঙ্ঘি মুনি তোরে দিব অবশিষ্ট ॥ ১৯৯ ॥
বিলম্ব করহ কিছু আমারে চাহিয়া।
বিলম্বে সে দিতে পারি সঞ্চয় করিয়া ॥ ২০০ ॥
ঐছন মধুর বাণী বৈল ঠাকুরাণী।
ভাল ভাল বৈল—কাজ বুঝিয়া আপনি ॥ ২০১ ॥
কথোদিন বহি একদিন পহুঁ রসে।
কর পরশিয়া দেবী বসাইল পাশে ॥ ২০২ ॥

হাসিয়া কহয়ে কথা সরস সম্ভাষে।
অনুমতি নাই দেবী অন্তর-তরাসে ॥ ২০৩ ॥
প্রণতি করিয়া কৈল—নিবেদন আছে।
হৃদয়-তরাস মোর সঙ্কট সঙ্কোচে ॥ ২০৪ ॥
সঙ্কট ঘুচাহ প্রভু রাখ নিজদাসী।
চরণে ধরিয়া বোলো—শুন গুণরাশি ॥ ২০৫ ॥
লখিমী কাতরে কহে প্রভুকে তরাস।
সুদর্শন-পানে চাহে সবিস্ময় হাস ॥ ২০৬ ॥
কাঁপে চক্র সুদর্শন বলে কাকুবাণী।
লখিমী-সঙ্কট প্রভু আমি নাহি জানি ॥ ২০৭ ॥
লখিমী কহয়ে—সুদর্শনের নাহি দোষ।
নারদের কথায় মোর হৈল হিয়া শোষ ॥ ২০৮ ॥
দ্বাদশ বৎসর মোর অজ্ঞাত-সেবা কৈল।
পরিতোষ পাঞা আমি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ২০৯ ॥
মাগ বর দিব বলি কৈল সত্য সত্য।
পুনঃ দঢ়াইল মুনি সেই কথা নিত্য ॥ ২১০ ॥
মাগিল যে বর তোর উচ্ছিষ্টের তরে।
মোর শক্তি কিবা তোর আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে ॥ ২১১॥
এই কথা কৈল মোর প্রমাদ নিকট।
রাখ নিজ দাসী প্রভু ঘুচাহ সঙ্কট ॥ ২১২ ॥
বুঝিয়া কহিল কথা - শুনহ লখিমী।
বড়ই প্রমাদ-কথা কহিলে যে তুমি ॥ ২১৩ ॥
নিভৃত সে দিহ—যেন আমি নাহি জানি।
শুনিঞা সন্তোষ পাইল প্রভু-আজ্ঞাবাণী ॥ ২১৪ ॥
কথোদিন বহি সেই জগত-জননী।
মহাপ্রসাদ মোরে দিলা ডাক দিয়া আনি ॥ ২১৫ ॥
লখিমী-প্রসাদে মহাপ্রসাদ পাইলুঁ।
পূর্ণমনোরথে মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলুঁ ॥ ২১৬ ॥
কোটী ইন্দু-জিনি-জ্যোতিঃ কোটি কামরূপ।
কোটি দিবাকর-তেজঃ হৈল অপরূপ ॥ ২১৭ ॥
শতগুন তেজঃ মহাপ্রসাদ-পরশে।
বীণা বাজাইয়া সুখে আইলুঁ কৈলাসে ॥ ২১৮ ॥
আমারে দেখিয়া—প্রভু পুছিলা মহেশ।
হাসিয়া কহিলা—আজি অপরূপ বেশ ॥ ২১৯ ॥

অতি অপরূপ তেজঃ—দেখিতে বিস্ময়।
আজি কেনে হেন রূপ—কহনা নিশ্চয় ॥ ২২০ ॥
আদ্য-অন্ত যত কথা—সকল কহিল।
শুনিঞা মহেশ পুনঃ আমারে গর্জ্জিল ॥ ২২১ ॥
ঐছন দুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া।
একেলা ভুঞ্জিলা মুনি আমারে না দিয়া ॥ ২২২ ॥
আমা দেখিবারে পুনঃ আসিয়াছ প্রেমে।
এহেন দুর্ল্লভ ধন নাহি আন কেনে ॥ ২২৩ ॥
শুনিঞা মহেশ-বাণী লজ্জিত হইয়া।
নমিত-বয়ানে চাহে নখে নখ দিয়া ॥ ২২৪ ॥
আছে মহাপ্রসাদ-কণা বলি দিল সুখে।
পাছু না গণিল প্রভু দিল নিজ মুখে ॥ ২২৫ ॥
আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশ ঠাকুর।
পদতল-তালে মহী করে দুরদুর ॥ ২২৬ ॥
প্রেমভরে টলমল সুমেরুপর্বত।
কম্পমানা বসুমতী—চমক সর্বত্র ॥ ২২৭ ॥
প্রেমে যোগেশ্বর কাঁপে—আপনা পাসরে।
রসাতল যায় মহী মহেশের ভরে ॥ ২২৮ ॥
অনন্তের ফণা ঠেকে কচ্ছপের পৃষ্ঠে।
গ্রীবা বহিষ্কৈলা কূর্ম্ম চাহে একদৃষ্টে ॥ ২২৯ ॥
বক্রগ্রীবা করি ভরে যত দিগ্‌বাহ।
হুহুঙ্কার-নাদে ফাটে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ॥ ২৩০ ॥
মহেশের ভর দেবী সহিতে না পারি।
আস্তে ব্যস্তে গেলা মহেশের পুরী ॥ ২৩১ ॥
কাত্যায়নী স্থানে মহী কহে করযুড়ি।
মহেশের নৃত্য-ভরে প্রাণ আমি ছাড়ি। ২৩২ ॥
প্রতিকার কর যদি সৃষ্টি রাখিবারে।
প্রমাদ পড়িল দেখি সকল সংসারে ॥ ২৩৩ ॥
পৃথিবী কাতরবাণী শুনিঞা পার্বতী।
সত্বরে চলিয়া গেলা যথা পশুপতি ॥ ২৩৪ ॥
পূর্ণরসাবেশে নাচে দেবদেবরায়।
মহেশ-আবেশ ভাঙ্গে কর্কশ কথায় ॥ ২৩৫ ॥
সম্বিদ্ হইলা প্রভু দুঃখিত হইয়া।
কর্কশ-হৃদয়ে বলে পার্বতী দেখিয়া ॥ ২৩৬ ॥

কি কৈলে কি কৈলে দেবী হেন অবিধান।
এ আবেশভঙ্গ মোর মরণ সমান ॥ ২৩৭ ॥
তোমা বই রিপু মোর নাহি ত্রিভুবনে।
এহেন আনন্দ মোর ঘুচাইলে কেনে ॥ ২৩৮ ॥
শুনিয়া কাতরে দেবী বোলে আরবার।
পৃথিবী দেখহ প্রভু সম্মুখে তোমার ॥ ২৩৯ ॥
তব পদ-তল-ভরে যায় রসাতল।
সৃষ্টি নষ্ট হয় -তেঞি বৈল কটূত্তর ॥ ২৪০ ॥
অপরাধ কৈলু—দোষ ক্ষম মহাশয়।
হাসিয়া মহেশ দিলা পৃথিবী-বিদায় ॥ ২৪১ ॥
পুনরপি পুছে দেবী বিনতি করিয়া।
এক নিবেদিও প্রভু সন্দেহ লাগিয়া ॥ ২৪২ ॥
কৃষ্ণরসাবেশে তুমি নাচ প্রতিদিনে।
আজি মহী রসাতল যায় কি কারণে ॥ ২৪৩ ॥
কোটি-দিবাকর-তেজঃ—কিরণ প্রচণ্ড।
অতি অপরূপ-তেজঃ - না ধরে ব্রহ্মাণ্ড ॥ ২৪৪ ॥
আজি কেনে অপরূপ আনন্দ অনন্ত।
সবিশেষ কহ মোরে প্রভু গুণবন্ত ॥ ২৪৫ ॥
মহেশ কহয়ে—শুন আনন্দ-কাহিনী।
প্রভুর প্রসাদ মোরে দিলা মহামুনি ॥ ২৪৬ ॥
দুর্ল্লভ এ ত্রিজগতে - বিষ্ণু-নিবেদিত।
বিশেষ অধরামৃত— বেদে অবিদিত ॥ ২৪৭ ॥
হেন মহাপ্রসাদ আমি করিলুঁ ভক্ষণ।
সফল জনম মোর আজি শুভক্ষণ ॥ ২৪৮ ॥
নারদ-প্রসাদে মহাপ্রসাদ-পরশ।
কহিল মঙ্গল কথা সম্পদ্ সরস ॥ ২৪৯ ॥
শুনি ঠাকুরের বাণী কহে মহামায়া।
এতদিনে জানিল তোমার যত দয়া ॥ ২৫০ ॥
অর্দ্ধ-অঙ্গে ধর মোরে -সকলি কপট।
কৈতব-পিরিতি এবে হইল প্রকট ॥ ২৫১ ॥
এ হেন দুর্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া।
একলা ভুঞ্জিলা দেব আমারে না দিয়া ॥ ২৫২ ॥
লজ্জায় অবশ হঞা বোলে শূলপানি।
এ ধনের অধিকারী নহ ত ভবানী ॥ ২৫৩ ॥
শুনিয়া রুষিলা হিয়া—বোলে আদ্যাশক্তি।
বৈষ্ণবী নাম মোর করি বিষ্ণুভক্তি ॥ ২৫৪ ॥
প্রতিজ্ঞা করিলুঁ মুঞি সভার ভিতরে।
জানিব আমারে দয়া প্রভুর অন্তরে ॥ ২৫৫ ॥
এই মহাপ্রসাদ মুঞি দিমু জগতেরে।
মোর প্রতিজ্ঞায় পাবে শৃগালকুক্কুরে ॥ ২৫৬ ॥
ঐছন প্রতিজ্ঞা কাত্যায়নী যবে কৈলা।
শুনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ সত্বরে আইলা ॥ ২৫৭ ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া দেবী কৈল পরণাম।
নিবেদন কৈল দেবী সজল-নয়ান ॥ ২৫৮ ॥
কাতর-অন্তরে কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ২৫৯ ॥

———

বিভাস রাগ—ত্রিপদী

বোলে পঁহু লহু-বোলে, নহ দেবী উতরোলে,
একি হ'য়ে তোর ব্যবহার।
তোর মায়া-বন্ধে অন্ধ, সকল সংসারখণ্ড,
তেঞি সৃষ্টি আছয়ে আমার ॥ ২৬০ ॥
তুমি মোর আদ্যাশক্তি, তুমি সে জানহ ভক্তি,
তুমি মোর প্রকৃতিস্বরূপা।
তোমা বহি আমি নহি, তুমি আমা বহি কহি,
যে করহ তোমারি সে কৃপা ॥ ২৬১ ॥
হরগৌরী আরাধনে, সর্বলোক আমা জানে,
হর-গৌরী মোর আত্মতনু।
তোর পরসন্ন হিয়া, ঘুচিল সকল মায়া,
ঘুচিল স্বরূপ ভেদ ভিনু ॥ ২৬২ ॥
ঐছন প্রতিজ্ঞা তোর, এহেন উচ্ছিষ্ট মোর,
অবিরোধে দিবে সভাকারে।
মহাপ্রাসাদের গন্ধে, সভে হবে মুক্তবন্ধে,
ঘুচাইবে নির্বন্ধ বিচারে ॥ ২৬৩ ॥
শুনিঞা ঠাকুর-বাণী, পুন কহে কাত্যায়নী,
মোরে যদি দয়া আছে চিতে।
অবশ্য উচ্ছিষ্ট দিবে, ভুঞ্জিবে সকল জীবে,
অবিরোধে পাবে ত্রিজগতে ॥ ২৬৪ ॥

পুন কহে গুণমণি, শুন দেবী কাত্যায়নী,
প্রতিজ্ঞা পালিব আছে কথা।
পূরুব-রহস্য এই, তোমারে নিভৃতে কই,
ঘুচিবে-সংসার জ্বর চিন্তা ॥ ২৬৫ ॥
পূরুব-রহস্য যত, কেহ-নাহি জানে তত্ত্ব,
সমুদ্র মথিল দেবগণে।
মন্দার মথন-দণ্ড, রজ্জু ফণী অনন্ত,
লোম উপজিল ঘরিষণে ॥ ২৬৬ ॥
সে মোর কল্পতরু, যাচক যাচিঞা করু,
যার যত সেই মনে বাসে।
যে ধন যে জন চাহে, সে ধন সে জন পায়ে,
বিমুখ না করে প্রতি আশে ॥ ২৬৭ ॥
তহি এক দিব্য তেজে, চারু তরুবর রাজে,
শ্রীচৈতন্য অধিষ্ঠিত দেহে।
সে মোর সহজ রূপ, কেবল করুণা-ভুপ,
আর যত সম সেহ নহে ॥ ২৬৮ ॥
যত অবতার তার, সেই সে আশ্রমাগার,
লীলা-কলা-বিলাসের তরে।
পৃথিবী রহিব আমি, ত্রিজগত-নাথ-স্বামী,
করুণা করিব পরচারে ॥ ২৬৯ ॥
কলিযুগবিশেষে, সঙ্কীর্ত্তন-পরকাশে,
হব আমি মনুজ-মূরতি।
তনু হ'ব হেম-গৌর, প্রতিজ্ঞা পালিব তোর,
প্রচারিব পরম পীরিতি ॥ ২৭০ ॥
এ মোর অন্তর হিয়া, তোমারে কহিল ইহা,
সম্বরি রাখহ নিজ মনে।
সব-অবতার-সার, কলি গোরা-অবতার,
নিস্তারিব লোক নিজগুণে ॥ ২৭১ ॥
বিষ্ণু-কাত্যায়নী-সনে, সংবাদ ব্রহ্মপুরাণে,
উৎকলখণ্ডেতে পরকাশ।
রাজা সে প্রতাপরুদ্র, সর্ব্বগুণের সমুদ্র,
ব্যক্ত কৈল অনেক প্রকাশ ॥ ২৭২ ॥
এ কথা তোমার মনে, স্মরণ নাহিক কেনে,
হাসি হাসি বোলে মুনিরাজে।
প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে, ঘোষণা দিবার তরে,
কলিযুগ-অবতার-কাজে ॥ ২৭৩ ॥
সবে কলিযুগ পাঞা, পৃথ্বীতে জনম গিয়া,
নাম-বিপর্য্যয়-নিজ অংশে।
সেই সব লোকনাথ, সব-পারিষদ-সাথ,
জনম লভিব বিপ্রবংশে ॥ ২৭৪ ॥
শুনিয়া নারদ-বাণী, উলসিত শূলপাণি,
উলসিত দেবী কাত্যায়নী।
আনন্দে ভরল পুরী, সবে বোলে হরি হরি,
উঠিল আনন্দ-রোল-ধ্বনি ॥ ২৭৫ ॥
চলিলা নারদমুনি, উঠিল বীণার ধ্বনি,
সরস-মধুর-স্বর সঙ্গে।
অমিয়া নদীর ধারা, শ্রবণে পূরিল পারা,
ত্রিভুবন-জন-মন রঙ্গে ॥ ২৭৬ ॥
আপনা পাশরে যাইতে, চলিতে না পারে পথে,
অনুরাগে অরুণ-বদনে।
না জানিল পথশ্রম, ভালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম,
উপনীত ব্রহ্মার সদনে ॥ ২৭৭ ॥
দেখি ব্রহ্মা অতি ভীতে, অতি-হরষিত-চিতে,
মুনিরে করিল অভ্যুত্থান।
মুনি পরণাম করে, পড়িয়া চরণতলে,
তুলি ব্রহ্মা কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২৭৮ ॥
পুছিলা কুশলবাণী, আগমনে ধন্য মানি,
চির-দরশন-অনুরাগে।
হেন লয় মোর মন, দেখি তোর সুবদন,
রহস্য কহিব মহাভাগে ॥ ২৭৯ ॥
তোর মুখোদিত-বাণী, শ্রবণে অমিয়া শুনি,
হিয়া-জুড়াউক কহ শুনি।
কৈছন লোকের কথা, কহ পহুঁ গুণগাথা,
কি দেখিলে কি শুনিলে তুমি ॥ ২৮০ ॥
কথা কহে পরিপাটী, নারদের আরভটী,
স্ফুরিত অধর দোলে অঙ্গ।
বাষ্প-ঝলমল আঁখি, অরুণ-বরন দেখি,
কথারম্ভে দ্বিগুণ আনন্দ ॥ ২৮১ ॥

শুন অদভুত কথা, তুমি সর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তা,
তোর নাম বুলিয়ে ব্রহ্মাণ্ড।
যুগ-অনুরূপ রাগে, যুগধর্ম্ম করে লোকে,
কলিযুগে পাপ পরচণ্ড ॥ ২৮২ ॥
দ্বাপর-শেষের লোকে, সব দুঃখময় শোকে,
দেখি মোর কলিকে তরাসে।
কাতর হৃদয়ে মরি, গেলুঁ পহুঁ বরাবরি,
শুধাইনু পরম সহসে ॥ ২৮৩ ॥
কলি পাপময় যুগে, নিস্তার করিব লোক,
কহ প্রভু কেমন উপায়।
ব্রাহ্মণ সে বেদহীন, সর্বলোক ধর্মক্ষীণ,
মোর হিয়ায় এ বড় সংশয় ॥ ২৮৪ ॥
শুনিঞা কাতর-বাণী, বোলে পহুঁ গুণমনি,
দূর কর হৃদয়ের চিন্তা।
কলি-লোক নিস্তারিব, নিজ ভক্তি প্রচারিব,
অবতার করিব মো তথা ॥ ২৮৫ ॥
দান, ব্রত, তপ, ধর্ম, আর যত যত কর্ম,
সব আরোপিয়া হরিনামে।
কলি দোষ-ময় দেখ, এক মহাগুন লেখ,
মুক্তবন্ধ মোর সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ২৮৬ ॥
ঘোষণা বোলহ তুমি, শিব-ব্রহ্মা-আদি-ভূমি,
সবে জনমহ কলি পাঞা।
করুণা-বিগ্রহ আমি, জনম লভিব ভূমি,
যুগ অনুসারে গৌর হঞা ॥ ২৮৭ ॥

———

(শুভ-ছন্দ) পাহিড়া রাগ—দিশা ॥

জয় জয় গৌরাঙ্গচাঁদ নদীয়া-উদয় কলিকালে ॥
(মূর্চ্ছা) না হারে আমার প্রভুর কথা শুন।
এ তিন ভুবন আলো কৈল যার গুন ॥
নাহারে গৌরাঙ্গচাঁদের কথা শুন
আরে কি আরে হয় হয় ॥ ধ্রু ॥
ঐছন শুনিয়া বাণী বিরিঞ্চি ঠাকুর।
হৃদয়ে রূপিল প্রেম-অমিয়া-অঙ্কুর ॥ ২৮৮ ॥
গণ্ড পুলকিত আঁখি অশ্রুধারা গলে।
আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্মা মুনি কৈলা কোলে ॥ ২৮৯॥
বোলয়ে বিরিঞ্চি—শুন মহামুনিবর।
তোর পরসাদে আজি প্রসন্ন-অন্তর ॥ ২৯০ ॥
বিষয়-বিপাকে সবে মায়াবন্ধে অন্ধ।
তোর পরসাদে পুনঃ হয় মুক্তবন্ধ ॥ ২৯১ ॥
লোক-নিস্তারণ হেতু তোর মাত্র চিন্তা।
পূরুব-বৃত্তান্ত কিছু কহি নিজবার্ত্তা ॥ ২৯২ ॥
সনকাদি মুনি যত আমার নন্দনে।
অন্তর প্রকাশি কিছু কহিল মো স্থানে ॥ ২৯৩ ॥
আমারে কহিল—তুমি প্রভু-প্রিয়পুত্র।
যে কিছু পুছিয়ে তার কহ মোরে সূত্র ॥ ২৯৪ ॥
অচিন্ত্য অব্যয় প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম।
সূক্ষ্ম সর্বেশ্বরেশ্বর সর্বময় ধর্ম ॥ ২৯৫ ॥
অনন্ত, নির্গুণ, নিরঞ্জন, নিরাকার।
আস্ত, মধ্য, অন্ত নাহি এ বুদ্ধি বিচার ॥ ২৯৬ ॥
ঐছন ঠাকুর হঞা পৃথিবীতে জন্ম।
অজ হঞা জন্ম লয় প্রাকৃতের ধর্ম্ম ॥ ২৯৭ ॥
বৃন্দাবনে রাস কৈল গোপবধূসঙ্গে।
কামিজন যেন কাম-রতি-রসরঙ্গে ॥ ২৯৮ ॥
কি নারী পুরুষ সেই আত্মা সব জানে।
ঐছন রমণ তার অসন্তোষ কেনে ॥ ২৯৯ ॥
ঐছন সন্দেহ মোর হৃদয়ে বিশাল।
তত্ত্ব কহ চতুর্ম্মুখ ঘুচাহ জঞ্জাল ॥ ৩০০ ॥
ঐছন সন্দেহ কথা সনকাদি বৈল।
শুনিঞা হৃদয়ে মোর বিস্ময় হইল ॥ ৩০১ ॥
অন্তর-চিন্তায় মোর মলিন বদন।
মোর অগোচর এই প্রভু আচরণ ॥ ৩০২ ॥
বেদান্তের পার এই কেবা জানে তত্ত্ব।
আমা হেন কত ব্রহ্মা আছে শত শত ॥ ৩০৩ ॥
এই মনঃকথা আমি কহিবার বেলে।
হংসরূপে আসি প্রভু বৈল হেনকালে ॥ ৩০৪ ॥
চারিশ্লোকে সমাধান কহিল আমারে।
সেই সমাধান আমি দিল তা-সবারে ॥ ৩০৫ ॥

সন্তোষ পাইল সেই সব মহাশয়।
পরিতোষে গেলা যথা যার মনে লয় ॥ ৩০৬ ॥
সেই চতুঃশ্লোকী মোর সব রসভাণ্ড।
তার তত্ত্ব জানে হেন নাহিক ব্রহ্মাণ্ড ॥ ৩০৭ ॥
কথোদিন রহি ব্যাস নৈমিষ-অরণ্যে।
সব বিবরিল যত ভারত-পুরাণে ॥ ৩০৮ ॥
না থুইল শেষ কিছু বলিবার তরে।
জাড্য না ঘুচিল তভু পড়িল ফাঁপরে ॥ ৩০৯ ॥
মূর্চ্ছা পাইল ব্যাসদেব অরণ্য ভিতরে।
জানি উপজিল দয়া ঠাকুর-অন্তরে ॥ ৩১০ ॥
আমাকে ডাকিয়া দিল চারিশ্লোক এই।
এই পর-ধন লঞা যাহ ব্যাস ঠাঁই ॥ ৩১১ ॥
ব্যাস নাহি জানে মোর আচরণ-তত্ত্ব।
এই শ্লোক-অনুসারে রচু ভাগবত ॥ ৩১২ ॥
সেই ভাগবত তুমি কহিও নারদে।
তার জিহ্বায় সরস্বতী কহিব শবদে ॥ ৩১৩ ॥
এতেকে বলিয়ে তুমি শুন মুনিবর।
যুগে যুগে তুমি মাত্র জীবে দয়া কর ॥ ৩১৪ ॥
জীবের নিস্তার-হেতু তুমি মহাজন।
ভাগবত দিব্য শাস্ত্র—নাহি আর ধন ॥ ৩১৫ ॥
নির্বিষয় ভাগবত—স্বতন্ত্র পুরুষ।
না বুঝিঞা শাস্ত্র-জ্ঞান করয়ে মূরুখ ॥ ৩১৬ ॥
হেন ভাগবতকথা কৃষ্ণ-অবতারে।
গর্গমুনি কৈল নাম-করণের কালে ॥ ৩১৭ ॥
এবে সে স্মরণ হৈল গর্গমুনি-বাণী।
চারিযুগ-অনুরূপ বরণ কাহিনী ॥ ৩১৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩)—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥" ইতি ॥৩১৯॥

অন্বয়। অনুযুগং (যুগে যুগে) তনূঃ (শরীরাণি) গৃহ্ণতঃ (স্বীকুর্ব্বাণস্য) অস্য (পুরোবর্ত্তিনঃ ত্বঙ্গজলীলাবতঃ গোলোক-বিহারিণঃ) হি (নিশ্চয়ং) শুক্লঃ (শুভ্রঃ) রক্তঃ (লোহিতঃ) তথা (এবং) পীতঃ (হারিদ্রঃ, ইতি) ত্রয়ঃ (ত্রিসংখ্যকাঃ) বর্ণাঃ (রঙ্গাঃ) আসন্, ইদানীম্ (অধুনা দ্বাপরে তু) কৃষ্ণতাং (কৃষ্ণবর্ণত্বং কৃষ্ণাভিধানঞ্চ) গতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৩১৯ ॥

অনুবাদ। গর্গ কহিলেন,—হে নন্দ, প্রতিযুগে বিগ্রহ-ধারী এই বালক, ক্রমে অন্য যুগত্রয়ে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন। অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩১৯ ॥

সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ লোক পরচার।
ত্রেতায় অরুণ-কান্তি যজ্ঞ-নাম তার ॥ ৩২০ ॥
এবে কৃষ্ণবর্ণ এই নন্দের কুমার।
পরিশেষে পীতবর্ণ হৈব কোথা আর ॥ ৩২১ ॥
ক্রমভঙ্গ বলি শ্লোকে সন্দেহ যাহার।
চারিযুগে তিন বর্ণ এ বুদ্ধি তাহার ॥ ৩২২ ॥
শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ—চারি বর্ণ বহি।
চারিযুগ বহি আর এক যুগ নাহি ॥ ৩২৩ ॥
নহে বা বিচারি দেখ—গৌর কোন্ যুগে।
আস্তে ব্যস্তে কহিলে সন্দেহ নাহি ভাঙ্গে ॥ ৩২৪ ॥
ইহার বিচার কিছু কহি তাহা শুন।
অজ্ঞ-জনেরে ইহা বুঝাব এখন ॥ ৩২৫ ॥
একাদশে এই কথা কহে ভাগবতে।
রাজা প্রশ্ন কৈল করভাজন-মুনিতে ॥ ৩২৬ ॥

তথাহি (শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।১৯) রাজোবাচ—

"কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশৈঃ নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ॥"
ইতি ॥ ৩২৭ ॥

অন্বয়। ভগবান্ (সম্পূর্ণৈশ্বর্য্যবান্) কস্মিন্ কালে কিং বর্ণঃ (কিম্ভূতবর্ণবান্) কীদৃশৈঃ নৃভিঃ (মানবৈঃ) চ কেন নাম্না (অভিধানেন) বিধিনা (বিধানেন) বা পূজ্যতে (অর্চ্চ্যতে) তদ্ ইহ (অত্র) উচ্যতাম্ (কথ্যতাম্) ॥ ৩২৭ ॥

অনুবাদ। রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ভগবান্ কোন্ যুগে কি প্রকার বর্ণ ধারণ করেন এবং কোন্ প্রকার মানবগণ কি নামে বা বিধানে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, তাহা এক্ষণে কীর্ত্তন করুন ॥ ৩২৭ ॥

কোন্ কালে ভগবান্ কোন্ বর্ণ ধরে।
কি নাম তাহার সেই হৈল কোন্ কালে ॥ ৩২৮ ॥

কোন্ কালে কোন্ ধর্ম্ম কেমন মানুষ।
কোন্ বিধি পূজা করে কিসে বা সন্তোষ ॥ ৩২৯ ॥

তথাহি (শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২০-২২) শ্রীকরভাজন উবাচ—

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥" ৩৩০ ॥

অন্বয়। কৃতং (সত্যং) ত্রেতা, দ্বাপরং কলিশ্চ ইতি এষু (চতুর্ষু যুগেষু) কেশবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নানাতন্ত্র-বিধানেন (বহুতন্ত্রশাস্ত্রোক্তমার্গেণ) নানাবিধিনা (অনেকবিধানৈঃ) এব ইজ্যতে (পূজ্যতে) ॥ ৩৩০ ॥

অনুবাদ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে কেশব নানাতন্ত্রবিধানে ও বহুবিধ নিয়মে পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৩০ ॥

"কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ড-কমণ্ডলু ॥" ৩৩১ ॥

অন্বয়। কৃতে (সত্যযুগে) (নারায়ণঃ) শুক্লঃ (শুভ্রবর্ণঃ) চতুর্ব্বাহুঃ (হস্তচতুষ্টয়বান্) জটিলঃ (জটাধরঃ) বল্কলাম্বরঃ (পরিহিতবৃক্ষত্বকং) কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ (কৃষ্ণাজিনং কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম চ উপবীতং চ অক্ষঃ অক্ষমালিকা চ তান্) দণ্ডকমণ্ডলু (চ) বিভ্রৎ (ধারয়ন্ অবাতরদিতি শেষঃ) ॥ ৩৩১ ॥

অনুবাদ। সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুর্জ, জটাবান্, বল্কলবসন হইয়া কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম, উপবীত অক্ষমালিকা দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩১ ॥

"মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥" ইতি ॥৩৩২॥

অন্বয়। তদা (তৎকালে কৃতযুগে) মনুষ্যাঃ তু শান্তাঃ (শমান্বিতাঃ) নির্বৈরাঃ (শত্রুহীনাঃ) সুহৃদঃ (মিত্রাণি) সমাঃ (আসন্ ইতি শেষঃ) (তে) দেবং (ভগবন্তং) তপসা শমেন (অন্তঃকরণসংযমেন) দমেন (বাহ্যেন্দ্রিয়জয়েন) চ যজন্তে (পূজয়ন্তি) ॥ ৩৩২ ॥

অনুবাদ। তখন মানবগণ শান্ত, বৈরশূন্য, মিত্রভাবাপন্ন ও সকলের প্রতি সমান ছিল। তাঁহারা শম, দম ও তপস্যা দ্বারা শ্রীভগবানের যজন করিতেন ॥ ৩৩২ ॥

রাজাকে কহিছে মুনি—শুন সাবধানে।
সত্য-আদি-যুগে লোক পূজয়ে কেমনে ॥ ৩৩৩ ॥
সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ – হংস নাম ধরে।
চতুর্বাহু তপোধর্ম্ম—জটা-বাকল পরে ॥ ৩৩৪ ॥
দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণসার-উপবীত।
শান্ত নির্বৈর সম লোকের চরিত ॥ ৩৩৫ ॥

তত্র ত্রেতায়াং (শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২৪-২৫)—

"ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলম্।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥" ৩৩৬ ॥

অন্বয়। ত্রেতায়াম্ (ত্রেতাযুগে) অসৌ (ভগবান্) রক্তবর্ণঃ (লোহিতবর্ণঃ) চতুর্বাহুঃ (চতুর্ভুর্জঃ) ত্রিমেখলঃ (ত্রিগুণিতমুঞ্জনির্ম্মিতকটিভূষণান্বিতঃ) হিরণ্যকেশঃ (সুবর্ণবর্ণকচবান্) ত্রয্যাত্মা (ত্রয়ী বেদাঃ এব আত্মা শরীরং যস্য সঃ) স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষিতঃ (স্রুক্ চ স্রুবশ্চ যজ্ঞপাত্রবিশেষৌ তৌ আদি যেষাং তৈঃ উপলক্ষিতঃ সূচিতঃ) আসীদিতি শেষঃ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ। ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ভুর্জ, ত্রিমেখলাযুক্ত, সুবর্ণকেশ, বেদাত্মা এবং স্রুক্ ও স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র দ্বারা সূচিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩৬ ॥

"তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিম্।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥" ইতি ॥৩৩৭॥

অন্বয়। তদা (ত্রেতায়াং) মনুজাঃ (মানবাঃ) ব্রহ্মিষ্ঠাঃ (বেদপারগাঃ) ব্রহ্মবাদিনঃ (শ্রুতিব্যাখ্যাতারঃ সন্তঃ) তং দেবং (দ্যোতনশীলং) সর্ব্বদেবময়ং (সকল-দেবাত্মকং) হরিং ত্রয্যা (বেদিক্যা) বিদ্যয়া যজন্তি (অর্চ্চন্তি) ॥৩৩৭॥

অনুবাদ। তখন মানবগণ বেদপরায়ণ ও ব্রহ্মবাদী হইয়া বেদবিদ্যা দ্বারা সেই সর্ব্বদেবময় শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেন ॥ ৩৩৭ ॥

সেই প্রভু ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরে।
চারি বাহু ত্রিমেখল স্রুক্-স্রুব করে ॥ ৩৩৮ ॥
তপ্ত-হাটক-কেশ শিরের উপরে।
সর্বদেবময় প্রভু আপে যজ্ঞ করে ॥ ৩৩৯ ॥

ত্রয়ী-বেদ আত্মা তার—নাম ধরে 'যজ্ঞ'।
বেদ-বিধিমতে পূজা করে ধর্মবিজ্ঞ ॥ ৩৪০ ॥

তথাহি দ্বাপরে (শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২৭, ২৮, ৩১)

"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৩৪১ ॥

অন্বয়। দ্বাপরে (তৃতীয়যুগে) ভগবান্ (নারায়ণঃ) শ্যামঃ (কৃষ্ণবর্ণঃ) পীতবাসাঃ (হারিদ্রবসনঃ) নিজায়ুধঃ (চক্রাদিস্বীয়াস্ত্রধরঃ) শ্রীবৎসাদিভিঃ (দক্ষিণাবর্ত্তলোমা-বল্যাদিভিঃ) অঙ্কৈঃ (চিহ্নৈঃ) লক্ষণৈঃ (বাহ্যৈঃ বর্ণশুভা-দিভিঃ চ) উপলক্ষিতঃ (দৃষ্টঃ) আসীদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ। দ্বাপরে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ, পীতাম্বর, স্বীয়াস্ত্র-বান্, শ্রীবৎসাদি চিহ্নে লক্ষিত ছিলেন ॥ ৩৪১ ॥

"তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥" ৩৪২ ॥

অন্বয়। হে নৃপ! (রাজন্!) তদা (দ্বাপরে) পরং জিজ্ঞাসবঃ (পরতত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ) মর্ত্ত্যাঃ (মনুজাঃ) তং (প্রসিদ্ধং) মহারাজোপলক্ষণং (চক্রবর্ত্তিচিহ্নৈঃ বিশিষ্টং) পুরুষং (পুরুষোত্তমম্) বেদতন্ত্রাভ্যাং (শ্রুতিতন্ত্রাদিবিধানৈঃ) যজন্তি (পূজয়ন্তি) ॥ ৩৪২ ॥

অনুবাদ। হে নৃপ! তখন পরতত্ত্বজ্ঞানার্থী মানবগণ সেই চক্রবর্ত্তিলক্ষণান্বিত মহাপুরুষকে বেদ ও তন্ত্রের বিধানা-নুসারে অর্চনা করিয়া থাকেন।

"ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কবলাপি যথা শৃণু।" ইতি ॥ ৩৪৩ ॥

অন্বয়। উর্ব্বীশ! (হে রাজন্!) ইতি (এবং) জগদীশ্বরং (ভগবন্তং) স্তুবন্তি (প্রশংসন্তি), কলৌ অপি (চতুর্থযুগে অপি) নানাতন্ত্রবিধানেন (বহুতন্ত্রমার্গেণ কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যাৎ যথা স্তুবন্তি) তথা (তৎ) শৃণু (আকর্ণয়) ॥ ৩৪৩ ॥

অনুবাদ। হে রাজন্! জগদীশ্বরকে দ্বাপরে এই প্রকার বাক্যে স্তব করেন। কলিযুগেও নানাতন্ত্রবিধানক্রমে যেরূপে স্তব করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩৪৩ ॥

দ্বাপরেতে শ্যামবর্ণ ধরে ভগবান্।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ অঙ্গে—পীত পরিধান ॥ ৩৪৪ ॥
মহারাজরাজাধিপ-লক্ষণ বিরাজে।
ভাগ্যবান্ লোক তারে বেদ-তন্ত্রে যজে ॥ ৩৪৫ ॥
এইমত প্রতিযুগে যুগ-অবতার।
যে যুগে যে ধর্ম লোকে করয়ে আচার ॥ ৩৪৬ ॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগ গেল।
শ্বেত, রক্ত, আর কৃষ্ণবরন হইল ॥ ৩৪৭ ॥
তিনযুগে তিন বর্ণ কহি দিল মুনি।
সাবধান হঞা শুন কলির কাহিনী ॥ ৩৪৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২)—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।" ইতি ॥ ৩৪৯ ॥

অন্বয়। সুমেধসঃ (বুদ্ধিমন্তঃ) ত্বিষা (কান্ত্যা) অকৃষ্ণম্ (বিদ্যুদ্গৌরং) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণং বর্ণয়তি যঃ তং) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (অঙ্গে নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ উপাঙ্গানি শ্রীবাসাদয়ঃ অস্ত্রাণি হরিনামাদীনি পার্ষদাঃ গদাধরদামোদরা-দয়ঃ তৈঃ সহিতং) সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (নামগানবহুলৈঃ) যজ্ঞৈঃ যজন্তি ॥ ৩৪৯ ॥

অনুবাদ। সতত কৃষ্ণ-গুণ-প্রকাশক, কান্তিতে গৌর-বর্ণ, অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদাদি বেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞে যজন করিয়া থাকেন। ৩৪৯ ॥

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে।
'কৃষ্ণবর্ণ' নাম তার কহে ভাগবতে ॥ ৩৫০ ॥
কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' সেই শুন সর্বজন।
গোরা গোরা বলি গাই এই সে কারণ ॥ ৩৫১ ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র যত পারিষদ আর।
সভার সহিত প্রভু কৈলা অবতার ॥ ৩৫২ ॥
অঙ্গে বলরাম বলি—তেঞ্রি কহি 'সাঙ্গ'।
উপ-অঙ্গ আভরণ—তেঞ্রি সে 'উপাঙ্গ' ॥ ৩৫৩ ॥
সুদর্শন-আদি অস্ত্র—যত পারিষদ।
সংহতি আইলা সবে প্রহ্লাদ নারদ ॥ ৩৫৪ ॥
পূর্ব অবতারে আর দাসদাসী যত।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার—নাম লৈব কত ॥ ৩৫৫ ॥
এতেক বৈষ্ণব সব কহে অনুভবে।
যে নাম আছিল তথা—সেবা নাম এবে ॥ ৩৫৬ ॥

সামান্য মানুষে ইহা জানিব কেমনে।
বিশ্বাস করিতে নারে অধমের মনে।। ৩৫৭ ॥
এই ত কারণে মুনি কহিল বচন।
সেই সে জানিব ইহা—সুমেধা যে জন ॥ ৩৫৮ ॥
সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞ- ধর্ম পরকাশ।
সুমেধা যে জন—তাতে পরম উল্লাস ॥ ৩৫৯ ॥
এতেকে কহিয়ে—ইহা না মানে যে জন।
চারিযুগে তিনবর্ণ তাহার বাখান ॥ ৩৬০ ॥
কান্তি কৃষ্ণ বর্ণ কৃষ্ণ—দুই হৈল এক।
আর দুই যুগের বর্ণ—ইহা নাহি দেখ ॥ ৩৬১ ॥
কলি বা দ্বাপর দুই যুগে এক বর্ণ।
দুই যুগে বর্ণ এক - এই তার মর্ম— ॥ ৩৬২ ॥
সত্য, ত্রেতা, শ্বেত, রক্ত দুই বর্ণ আছে।
কলি দ্বাপরেতে এক বর্ণ হৈল পাছে ॥ ৩৬৩ ॥
গর্গমুনির বাক্য কেনে বোল ক্রমভঙ্গ।
ক্রমভঙ্গ নহে—শুন আছে বড় রঙ্গ ॥ ৩৬৪ ॥
ভুত, ভবিষ্য, বর্ত্তমান কহিবার তরে।
তিন কাল কহে চারিযুগের ভিতরে ॥ ৩৬৫ ॥
সত্য, ত্রেতা বহি দ্বাপর বর্ত্তমান।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ-অবতার কৃষ্ণনাম ॥ ৩৬৬ ॥
'ইদানীং' বলিয়া তেঞি বোলে গর্গমুনি।
ভুতকাল ভিতরে ভবিষ্যকাল গণি ॥ ৩৬৭ ॥
ভবিতব্যতা যাহার আছে ইহা জানি।
ভুতের ভিতরে তার ভবিষ্য বাখানি ॥ ৩৬৮ ॥
ভবিষ্যৎ অর্থে ভুত প্রমাণে পণ্ডিত।
নিশ্চয়তা আছে তার—এই ত ইঙ্গিত ॥ ৩৬৯ ॥
তথাপি তাহাতে 'তথা' শব্দ দিল মুনি।
শুক্ল, রক্ত বলি 'তথা' কি কাজ কাহিনী ॥ ৩৭০ ॥
'তথা' শব্দে পূর্ব-উক্ত শুক্ল, রক্ত যথা।
কলিযুগে পীতবর্ণ হব হরি তথা ॥ ৩৭১ ॥
এবে দ্বাপরে এই কৃষ্ণতাকে গেল।
গর্গমুনি চারিযুগে তিন কাল কহিল ॥ ৩৭২ ॥
আচার বচন যেবা না লয় অবজ্ঞাতে।
কি কারনে তথা শব্দ কহে ভাগবতে ॥ ৩৭৩ ॥
এতেক কহিয়ে আমি—শুন মোর বোল।
কহয়ে লোচন—কথা না ঠেলিহ মোর ॥ ৩৭৪ ॥
আর অপরূপ শুন শ্লোকের ব্যাখ্যান।
এইমাত্র ব্যাখ্যা ইহা পরম প্রমাণ ॥ ৩৭৫ ॥
এই ত ব্যাখ্যার আছে অপূর্ব পূর্বপক্ষ।
যুগ-অবতার কৃষ্ণ—এ বড় অশক্য ॥ ৩৭৬ ॥
আর যুগ-অবতার - অংশ কলা লিখি।
আপনেই ভগবান্ ভাগবত সাক্ষী ॥ ৩৭৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—
"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।" ৩৭৮ ॥

অন্বয়। এতে (পূর্ব্বকথিতাঃ অবতারাদয়ঃ) পুংসঃ (পুরুষাবতারস্য) অংশকলাঃ চ (অংশাংশচ)। কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্। (তে অংশাবতারাঃ) ইন্দ্রারিব্যাকুলম্ (অসুরোপদ্রুতং) লোকং (বিশ্বং) যুগে যুগে (প্রতিযুগং) মৃড়য়ন্তি (সুখিনং) কুর্ব্বন্তি। ৩৭৮।

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত অবতারগণ কেহ পুরুষাবতারের অংশ কেহ অংশের অংশ। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। অবতারগণ অসুর কর্ত্তৃক উপদ্রুত এই বিশ্বকে যুগে যুগে সুখী করেন। ৩৭৮।

যুগ-অবতার কৃষ্ণ কহিব কেমতে।
এ বচন তবে কেনে কহে ভাগবতে ॥ ৩৭৯ ॥
বৃন্দাবন-চন্দ্র - যুগ-অবতার নহে।
পূর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ - ভাগবতে কহে ॥ ৩৮০ ॥
এই ত কারণে কিছু কহি তাহা শুন।
অবজ্ঞা না করে কেহ—কর অবধান ॥ ৩৮১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩)—
"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।" ইতি ।৩৮২।
(অন্বয় ও অনুবাদ ৩১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

গর্গমুনি কহিল গভীর বড় বোধে।
কেমনে বুঝিব ইহা আমরা অবোধে ॥ ৩৮৩ ॥

বুদ্ধিমান্ হয় যদি জানে ভক্তজনে।
বুদ্ধিমান্ লোক তাহা করয়ে প্রমাণে ॥ ৩৮৪ ॥
চারিযুগে চারি বর্ণ কহিলেন মুনি।
ভুত, ভবিষ্য, বর্ত্তমান ত্রিকালকাহিনী ॥ ৩৮৫ ॥
চারিযুগে তিন কাল কহিবারে চাহে।
এই সব কথা ব্যাস এক শ্লোকে কহে ॥ ৩৮৬ ॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর যুগ কলি।
শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ চারি যুগে বলি ॥ ৩৮৭ ॥
চারি যুগ আছে চারি-কাল হয় যবে।
আর তিন অবতার ক্রমে হয় তবে ॥ ৩৮৮ ॥
তবে সে কহিলে হয় যথাক্রম কথা।
যথা অবতার কথা অনুসারে যথা ॥ ৩৮৯ ॥
এতেকে সে ক্রমভঙ্গ হেন শ্লোকে দেখে।
'তথা' শব্দে ভবিষ্যকাল গর্গমুনি লেখে ॥ ৩৯০ ॥
কেবা অবতার—আর চারি বর্ণ কার।
কেবা অবতারী—কিবা বিচার ইহার ॥ ৩৯১ ॥
আপনেহি ভগবান্ জন্মি যদুবংশে।
পৃথিবীতে অবতার করে আর অংশে ॥ ৩৯২ ॥
বিশেষ্য-বিশেষণ করি বাখানহ কেনে।
এই সে সন্দেহ ইথে—দ্বিধা তেকারণে ॥ ৩৯৩ ॥
যতেক চৌযুগ— তাথে অংশ অবতার।
যুগ-অনুসারে বর্ণ হ'য়ে তা' সভার ॥ ৩৯৪ ॥
ধর্মসংস্থাপন অধর্মবিনাশ-নিমিত্তে।
প্রতিযুগে অংশ অবতার হয় তা'তে ॥ ৩৯৫ ॥
আপনেই দ্বাপরে ভগবান্ হরি।
অবতার শিরোমণি সভার উপরি ॥ ৩৯৬ ॥
এবে কৃষ্ণতাকে গেলা -গর্গমুনি কহে।
শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ—বর্ণ কৃষ্ণ নহে ॥ ৩৯৭ ॥
প্রতি দ্বাপরে অংশ কৃষ্ণ নাম বর্ণ।
তদ্রূপতাকে গেল প্রভু—এই শুন মর্ম ॥ ৩৯৮ ॥
যেন দ্বাপরে কৃষ্ণ—তেন গৌরচন্দ্র।
কলি-দ্বাপর-যুগে এ দুই স্বতন্ত্র ॥ ৩৯৯ ॥
এই দুই যুগে একবর্ণ অবতার।
ব্যাস কহিলেন উদাহরন ইহার ॥ ৪০০ ॥

তথাহি বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে—

"ত্বমারাধ্য তথা শম্ভো' গ্রহীষ্যামি বরং সদা।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু ॥
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।" ইতি ॥ ৪০১ ॥

অন্বয়। সদা (সততং) ত্বং শম্ভুং (মহাদেবম্) আরাধ্য (পূজয়িত্বা) তথা (তাদৃশং) বরম্ (ঈপ্সিতং) গ্রহীষ্যামি (নেষ্যে)। দ্বাপরাদৌ যুগে মানবাদিষু (মনুষ্যাদি-কুলেষু) কলয়া (অংশেন) ভূত্বা (অবতীর্য্য) কল্পিতৈঃ (কল্পনাবিষয়ীভূতৈঃ) স্বাগমৈঃ (শাস্ত্রৈঃ) ত্বং (ভবান্ শম্ভুঃ) জনান্ (আসুরলোকান্) বহির্মুখান্ (মদ্বহির্মুখান্) কুরু (বিধেহি); মাঞ্চ গোপয় (নিগূহয়), যেন (যথা) এষা উত্তরোত্তরা (পরম্পরা) সৃষ্টিঃ স্যাৎ (ভবেৎ) ॥ ৪০১ ॥

অনুবাদ। আমি সতত শম্ভুর আরাধনা করিয়া এইরূপ বর গ্রহণ করিব। "আপনি দ্বাপরাদি যুগে অংশক্রমে মানবাদিকুলে আবির্ভূত হইয়া কল্পিত শাস্ত্র দ্বারা আসুর-প্রকৃতি জনগণকে আমা হইতে বিমুখ করিবেন এবং আমাকে গোপনে রাখিবেন। যেন উত্তরোত্তর এই সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকে ॥ ৪০১ ॥

আর কিছু কহি শুন ভগবদ্গীতা।
শ্রীমুখোদিত প্রভুর নিজ নিজ কথা ॥ ৪০২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৪।৮)—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ইতি ॥ ৪০৩ ॥

অন্বয়। সাধূনাং (মদনুশীলনপরাণাং) পরিত্রাণায় দুষ্কৃতাং (ভক্তদ্রোহিণাং) বিনাশায় (সেবন-বিঘ্ননাশায়) ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় চ (প্রতিযুগধর্ম্মাণাং সম্যগাচর্য্য জীবশিক্ষণায়) যুগে যুগে (প্রতিযুগং) সম্ভবামি (অবতরামি) ॥ ৪০৩ ॥

অনুবাদ। ভক্তগণের পরিত্রাণ ও ভক্তদ্রোহিগণের বিনাশার্থ ও যুগধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠাপনার্থ প্রতিযুগে আমি আবির্ভূত হই ॥ ৪০৩ ॥

সাধুজন-পরিত্রাণ ধর্ম-সংস্থাপন।
অধর্ম-বিনাশ-হেতু কহিল এ মর্ম ॥ ৪০৪ ॥
যুগে-যুগে জন্ম লভিয়ে আপনি।
এই দুই যুগে জন্ম আপনেই আমি ॥ ৪০৫ ॥
এক যুগ-শব্দে কহি – আর নাম যুগে।
বিশেষণ-বিশেষ্য করি বাখানয় লোকে ॥ ৪০৬ ॥
যুগ বিশেষণ যুগের—তেঞি 'যুগ' বলি।
এক দ্বাপর যুগ—আর যুগ কলি ॥ ৪০৭ ॥
যুগে যুগে চারিযুগ করি কেনে বোল।
পূর্ণ কৃষ্ণ অবতার—অংশ কেনে বল ॥ ৪০৮ ॥
সে চারি-যুগের কথা আর-ঠাঁই কহে।
তাহাও কহিব আমি – মন দেহ তাহে ॥ ৪০৯ ॥

তথাহি তত্রৈব (৪।৭)—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।" ইতি ॥ ৪১০ ॥

অন্বয়। হে ভারত! (কৌন্তেয়!) যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ (হানিঃ) অধর্মস্য পাপস্য অভ্যুত্থানং (বৃদ্ধিঃ) ভবতি, তদা অহং (তদ্বৈপরীত্যং বিধাতুম্) আত্মানং সৃজামি (প্রকটয়ামি) ॥ ৪১০ ॥

অনুবাদ। হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখন আমি আপনাকে প্রকট করি ॥ ৪১০ ॥

যে যে কালে যে যে যুগে ধর্মের হয় হানি।
অধর্মের অভ্যুত্থান – সে সে কালে জানি ॥ ৪১১ ॥
তদাকালে আপনাকে করিয়ে সৃজন।
প্রতিযুগে অবতার অংশের কারণ ॥ ৪১২ ॥
এতেকে কহিয়ে আমি—শুন মোর বোল।
কহয়ে লোচন—কথা না ঠেলিহ মোর ॥ ৪১৩ ॥
কলিযুগে গোরা কৃষ্ণ জানিয়াছি আমি।
বিশেষ সন্দেহ মোর ঘুচাইলে তুমি ॥ ৪১৪ ॥
আর অপরূপ শুন কলিযুগ-মর্ম।
আশ্রমে নিস্তারে লোক সঙ্কীর্ত্তনধর্ম ॥ ৪১৫ ॥
দান, ব্রত, তপো, হোম, স্বাধ্যায় সংযম।
বাসনা বিষয় যত এ বিধি নিয়ম ॥ ৪১৬ ॥
ফলভোগশ্রুতি শুনি—সব মায়াবন্ধ।
নাম-গুণ-মহিমা না জানে ছার অন্ধ ॥ ৪১৭ ॥
কর্মসূত্রে বন্দী জীব ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
নিবৃত্তি নাহিক কর্ম নাহি সঙ্কল্পিতে ॥ ৪১৮ ॥
প্রলয়ের কালে সব কর্মবন্ধ ঘুচে।
হেন বন্ধঘুচে—কৃষ্ণকথা যবে পুছে ॥ ৪১৯ ॥
হেন গুণসঙ্কীর্ত্তন—কলিযুগধর্ম।
ঘোর পাপময় বোলে না জানিয়া মর্ম ॥ ৪২০ ॥
যুগধর্ম-সঙ্কীর্ত্তন ঘুচাবে কেমনে।
কে বা ধর্মসংস্থাপন করে প্রভু বিনে ॥ ৪২১ ॥
পূরুব-প্রতিজ্ঞা গীতায় প্রভুর বচনে।
প্রভু অবতার হব সেই যে কারণে ॥ ৪২২ ॥

তথাহি (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ ৪।৮)

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" ইতি ॥ ৪২৩ ॥

(অন্বয় ও অনুবাদ ৪০৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

সাধুজন-পরিত্রাণ অধর্ম-বিনাশ।
ধর্ম-সংস্থাপন প্রতিযুগেতে প্রকাশ ॥ ৪২৪ ॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম ইহা মান।
কলি গোরা অবতার কভু নহে আন ॥ ৪২৫ ॥
ইহা বলি কোলাকোলি করে মুনিসনে।
আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্মা আপন না জানে ॥ ৪২৬ ॥
এক কহে আর উঠে গোর গুণের প্রভায়।
সকল ইন্দ্রিয়সুখ করিবারে চায় ॥ ৪২৭ ॥
আর কথা শুন প্রভুর সহস্রেকনামে।
এককালে দুই নাম হৈল একঠামে ॥ ৪২৮ ॥

তথাহি মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।" ইতি ॥ ৪২৯ ॥

অন্বয়। সুবর্ণবর্ণঃ (স্বর্ণবৎ পীতবর্ণঃ যস্য সঃ) হেমাঙ্গঃ (হেমবৎ অঙ্গং) যস্য সঃ চন্দনাঙ্গদী (চন্দনাঙ্কিতে অঙ্গদে বিদ্যেতে যস্য সঃ আদি লীলায়াং ভগবতো গৌরচন্দ্রস্য এতানি চত্বারি নামানি) সন্ন্যাসকৃৎ (যতিধর্মপরঃ) শমঃ

(নির্ব্বিষয়ঃ) শান্তঃ (কৃষ্ণৈকনিষ্ঠচিত্তঃ) নিষ্ঠা শান্তি-পরায়ণঃ (নিষ্ঠা চিত্তৈকাগ্রং শান্তি চ নিষ্ঠা-শান্তি পরং অয়নম্ আশ্রয়ো যস্য সঃ শেষলীলায়াং ভগবতো গৌর-হরের্নামানি চতুঃসংখ্যকানি) ॥ ৪২৯ ॥

অনুবাদ। সুবর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গঠন, চন্দনমালা-শোভিত—এই চারিটি গৃহস্থ লীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাস আশ্রম হরি-রহস্যালোচনা রূপ শমগুণযুক্ত হরিকীর্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠ এবং অভক্ত নিরত্তকারিণী শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ ॥ ৪২৯ ॥

হেমগৌর-কলেবর—সুবরণ দ্যুতি।
সন্ন্যাসকরন সে পরম মহামতি ॥ ৪৩০ ॥
ভবিষ্যপুরাণে শুন কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা।
কলি জনমিব তিনবার এই আজ্ঞা ॥ ৪৩১ ॥

তথাহি ভবিষ্যপুরাণে—

"অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়ঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥" ৪৩২ ॥

অন্বয়। কলৌ (কলিযুগে অহং) সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে (সতি) শচীসুতঃ (শচীদেব্যাঃ পুত্রঃ) ভবিষ্যামি। অজায়ধ্বম্ অজায়ধ্বম্ অজায়ধ্বং সংশয়ঃ ন (ভবতি) ॥৪৩২॥

অনুবাদ। কলিযুগে সংকীর্ত্তনারম্ভে আমি শচীসুত-রূপে জন্মগ্রহণ করিব। জন্মগ্রহণ করিব, জন্মগ্রহণ করিব তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪৩২ ॥

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
কলিযুগ-ধর্ম-মর্ম বিচারহ মনে ॥ ৪৩৩ ॥
পাপময় কলিযুগ বোলে সর্বজনে।
অধর্ম প্রকট ধর্ম ক্ষীন আচরনে ॥ ৪৩৪ ॥
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন এই ধর্ম তার।
এই পুনঃ হরিনাম সর্ব্বধর্মসার ॥ ৪৩৫ ॥
দান, ব্রত, তপো, হোম, জ্ঞান, জপ-ফল।
অনায়াসে মুক্তি দেই এক নাম-বল ॥ ৪৩৬ ॥
বিষয়ী বিষয়ভোগে নাম, করে চিন্তা।
আগে ভোগ দেই পাছে হরিভক্তি-দাতা ॥ ৪৩৭ ॥
শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি হরিগুন গায়।
সব সুখ ছাড়ি প্রভু তার পাছে ধায় ॥ ৪৩৮ ॥
এ হেন কৃষ্ণের নাম, গুন, সঙ্কীর্ত্তন।
পাপময় কলিযুগে কৈলা ধর্ম হেন ॥ ৪৩৯ ॥
যুগের স্বভাব আর যুগধর্ম কহি।
পাপময় কলিযুগে পরধর্ম এহি ॥ ৪৪০ ॥
যদি বা বলিবু পাপ দুশ্চেষ্ট কারণে।
প্রকাশিলা মহাখড়গ নামসঙ্কীর্ত্তনে ॥ ৪৪১ ॥
সত্য-আদি প্রজা কেনে কলিজন্ম মাগে।
হরিনামপরায়ন হৈব কলিযুগে ॥ ৪৪২ ॥

তথাহি (শ্রীভাগবতে ১১।৫।৩৮)—

"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥" ইতি ॥ ৪৪৩ ॥

অন্বয়। হে রাজন্, (মহারাজ,) কৃতাদিষু (সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর প্রভৃতিষু যুগেষু) প্রজাঃ (নরাঃ) কলৌ (কলি-যুগে) নারায়ণপরায়ণাঃ (বিষ্ণুভক্তাঃ) ভবিষ্যন্তি (ইত্যা-কাঙ্ক্ষয়া) খলু কলৌ সম্ভবং (জন্ম) ইচ্ছন্তি (অভিলষন্তি) ॥

অনুবাদ। হে মহারাজ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের নরগণ কলিযুগে বিষ্ণুভক্ত হইবার মানসে কলিতে জন্ম-লাভের প্রার্থনা করেন ॥ ৪৪৩ ॥

কৃষ্ণ অবতারে কেনে লঞা সর্ব্বশক্তি।
পাপাশয়-জনে নাহি দেই প্রেমভক্তি ॥ ৪৪৪ ॥
ঐছন করুণা কহ কোন যুগে আর।
না ভজিতে প্রেম দেই কোন্ অবতার ॥ ৪৪৫ ॥
পাপনাশ-হেতু আছে ধর্ম, কর্ম, তীর্থ।
কি জানহ ধর্মশীল পায় হেন অর্থ ॥ ৪৪৬ ॥
এতেকে জানিল কলি সর্বযুগসার।
সঙ্কীর্ত্তনধর্ম বহি ধর্ম্ম নাহি আর ॥ ৪৪৭ ॥
এতেক বিচার-কথা কহিল বিরিঞ্চি।
শুনিয়া নারদ বীণা বাজায় সুসঞ্চি ॥ ৪৪৮ ॥
এহেন অমৃত ব্রহ্মা-নারদ-সম্ভাষ।
শুনিঞা আনন্দ হিয়া এ লোচনদাস ॥ ৪৪৯ ॥

———

সিন্ধুড়া—রাগ।

নারদ কহেন ব্রহ্মা কি কহিব আর।
যে কিছু কহিলা এই হৃদয় আমার ॥ ৪৫০ ॥

কর্ম্মবন্ধে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কল্প।
দৈবে বৈষ্ণবসেবা ঘটে যদি অল্প ॥ ৪৫১ ॥
তা'র মহোত্তম কথা নিগূঢ় শুনিঞা।
পালিয়ে পরম যত্নে সাবধান হঞা ॥ ৪৫২ ॥
তবে মুক্তবন্ধ হঞা কৃষ্ণপর হয়।
সালোক্যাদি মুক্তি চারি অঙ্গুলি না ছোঁয় ॥ ৪৫৩ ॥
তার পর প্রেমভক্তি গোপিকার ভাব।
কে আছয়ে অধিকারী সে সব আলাপ ॥ ৪৫৪ ॥
যার রসে বশ প্রভু ত্রিজগত-নাথ।
প্রাকৃতজনের যেন কুলটার সাথ ॥ ৪৫৫ ॥
তার প্রেমভক্তি-কথা কে কহিতে জানে।
গুল্মলতাজন্ম উদ্ধব মাগে যার গুণে ॥ ৪৫৬ ॥

(তথাহি শ্রীভাগবতে)—

"আশামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥" ৪৫৭ ॥

অন্বয়। অহো! (যত্র) বৃন্দাবনে যাঃ (গোপ্যঃ) দুস্ত্যজং (দুঃখেন ত্যজ্যতে ইতি দুস্ত্যজং) স্বজনং (পতি-প্রভৃত্যাপ্তজনম্) চ আর্য্যপথং (ধর্ম্মমার্গং) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) শ্রুতিভিঃ (বেদৈঃ বিমৃগ্যাম্ অন্বেষণীয়াং) মুকুন্দপদবীং (মুকুন্দস্য পদবীং) ভেজুঃ (অভজন্)। অহং (তস্মিন্ তাসাং গোপীনাং) চরণরেণুজুষাং গুল্মলতৌষধীনাং (মধ্যে) কিম্ অপি (জন্ম) আশাং (বাসনাং প্রাপ্তঃ) স্যাম্ ভবেয়ম্ ॥ ৪৫৭ ॥

অনুবাদ। অহো! যে বৃন্দাবনে গোপীগণ দুস্ত্যজ-পতি শ্বশুর প্রভৃতি স্বজন ও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া বেদের অন্বেষণীয় মুকুন্দের পাদপদ্ম সেবা করিয়াছিলেন, আমি সেই বৃন্দাবনে গোপীগণের পদরজঃসেবী গুল্ম-লতা ওষধিবৃক্ষের মধ্যে কোনও জন্মলাভ করিব কি? ৪৫৭ ॥

যে প্রভুর চরণ ব্রহ্মা মহেশ ধেয়ায়।
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র খুঁজি উদ্দেশ না পায় ॥ ৪৫৮ ॥
অশেষ-লখিমী যার করে পদসেবা।
বাক্য-অগোচর যাঁর পদমধু প্রভা ॥ ৪৫৯ ॥
চারি বেদে যাঁহার মহত্ত্ব নিত্য গায়।
অনন্ত মহিমা গুণ—ওর নাহি পায় ॥ ৪৬০ ॥
শেষ মহাশয় যাঁর শয়নের শয্যা।
হেন প্রভু কৈল গোপিকার পরিচর্য্যা ॥ ৪৬১ ॥
আর কত ভকত আছয়ে শত শত।
হেন রূপে বশ কৈল গোপী-অনুগত ॥ ৪৬২ ॥
কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা—নিগূঢ় যে প্রেমা।
কোথা গোপী বনচারী ব্যভিচারী কামা ॥ ৪৬৩ ॥
ঐছন ভকতিতত্ত্ব বুঝিবারে চাই।
পরম নিগূঢ় ভক্তি ইহা বই নাই ॥ ৪৬৪ ॥
হেন ভক্তি প্রচারিব কলিযুগে প্রভু।
লখিমী অনন্ত যাহা নাহি শুনে কভু ॥ ৪৬৫ ॥
সভারে বোলহ ব্রহ্মা সব ব্রহ্মলোকে।
নিজ নিজ অংশে জন্ম লহ কলিযুগে ॥ ৪৬৬ ॥
ইহা বলি মহামুনি অন্তর উল্লাস।
চলিলা নারদ—কহে এ লোচনদাস ॥ ৪৬৭ ॥

———

মল্লার রাগ—ত্রিপদী।

চলিলা নারদমুনি, বীণার গর্জ্জন শুনি,
লহু লহু শ্রবণ-মঙ্গল গীত না।
অমিয়া সিঞ্চিল যেন, জগতজনের মন,
ত্রিভুবনে আনন্দ-চমকিত না ॥ ৪৬৮ ॥
জয় জয় হরিবোল, আনন্দে মগন ভোল,
ঘোষণা পড়িল তিন-লোকে না।
অস্ত্র-পারিষদ-সঙ্গে, জনম লভিব রঙ্গে,
গোরা-অবতার কলিযুগে না ॥ ৪৬৯ ॥
ঐছন করুণা কর, দেখিব নয়ান মোর,
অমিয়া সিঞ্চিব কলেবরে না।
জয় জয় জগন্নাথ, ভকতজনের সাথ,
নিজভক্তি করিতে প্রচার না ॥ ৪৭০ ॥
কলিযুগ ধনি ধনি, লোক প্রজা সব ধনি,
অবনী নদীয়া তার মাঝে না।
ধনি মিশ্র পুরন্দর, ভবনেতে যাঁহার,
জনম লভিলা গোরারাজে না ॥ ৪৭১ ॥

অহহ ভকত সঙ্গে, হরিগুণ-গান রঙ্গে,
বায় শঙ্খ মৃদঙ্গ করতাল না।
এ ভুবন চতুর্দ্দশ, প্রেম-বরিষণ-রস,
গুণ-কীর্ত্তন করিব পরচার না॥ ৪৭২॥
বৃন্দাবন-গুণ-রস, প্রণয় সে সরবস,
আপনে আস্বাদি দিব সভে না।
দেব-নাগ-নরগণে, আচণ্ডাল সবজনে,
পিয়াইব যাহা করি লোভে না॥ ৪৭৩॥
আনন্দে আনন্দ গুণ, মঙ্গলে মঙ্গল শুন,
বৃন্দাবন-ধন-পরকাশ না।
সকল-ভুবনপতি, জনম লভিব ক্ষিতি,
আনন্দে ভুলিল এ লোচনদাস না॥৪৭৪॥

———

বরাড়ি—রাগ।

মোর প্রভু রে প্রাণ রে আরে রে।
গোরাচান্দ নারে হয়॥ ধ্রু॥
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র-আদি লোকে।
শুনিঞা আনন্দময়—নাচয়ে কৌতুকে॥ ৪৭৫॥
নারদ আনন্দময় ভ্রময়ে কৌতুকে।
অঙ্কুরিত মৃততরু যেন দেখে লোকে॥ ৪৭৬॥
হেন মতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে আচম্বিত।
ধর্ম্মবিপর্য্যয় দেখে লোকের চরিত॥ ৪৭৭॥
দান, ব্রত, তপস্যা ছাড়িয়া সর্বজন।
স্ত্রীয়ের গৌরব করে কায়-বাক্য-মন॥ ৪৭৮॥
ইহা অনুমানি মুনি জানিল নিশ্চয়।
এই কলিযুগ—ইথে নাহিক সংশয়॥ ৪৭৯॥
যা লাগিয়া তিন লোকে ঘোষণা পড়িল।
কারে নিবেদিব এই কলিযুগ আইল॥ ৪৮০।
চিন্তিত হইয়া মুনি বসিলা ধেয়ানে।
আচম্বিতে শুভবাণী উঠিল গগনে॥ ৪৮১॥
জগন্নাথ দারুব্রহ্ম আমি নীলাচলে।
লোক-নিস্তারণ-হেতু সমুদ্রের কূলে॥ ৪৮২॥
পূরুব-বৃত্তান্ত নাহি স্মরণ যে তোর।
কাত্যায়নী-প্রতিজ্ঞায় আজ্ঞা পাইল মোর॥৪৮৩॥
চল চল মুনি-রাজ নীলাচল-পুরী।
আচরিহ জগন্নাথ-আজ্ঞা-অনুসারি॥ ৪৮৪॥
চলিলা নারদ-মুনি আনন্দ হিয়ায়।
উঠিল বীণার ধ্বনি—জগত জুড়ায়॥ ৪৮৫॥
'হাহা জগন্নাথ' করি অনুরাগে ধায়।
দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগতরায়॥ ৪৮৬॥
যত অবতার—তার আশ্রয়-সদন।
সব-কলা-রসময়—প্রসন্ন বদন॥ ৪৮৭॥
চরণে পড়িয়া মুনি বোলে কর জুড়ি।
কৃপা কর জগন্নাথ—আইল যুগ কলি॥ ৪৮৮॥
মহাঘোর-পাপেতে পড়িল সব লোকে।
শিশ্নোদর-পরায়ণ—ভ্রান্ত মহাশোকে॥ ৪৮৯॥
শুনিঞা ঠাকুর কিছু হাসিয়া কহিল।
কর পরশিয়া তারে নিভৃতে কহিল॥ ৪৯০॥
পরম নিগূঢ় এই কহি তোর স্থানে।
গোলোকে চলহ তুমি আমার বচনে॥ ৪৯১॥

———

পাহিড়া রাগ—ত্রিপদী ছন্দ।

বৈকুণ্ঠ-উপরি স্থান, গোলোক যাহার নাম,
শ্রীগৌরসুন্দর তাহে রাজা।
লখিমী-আদিক নারী, একছ পুরুষ হরি,
সুখময় সকল পরজা॥ ৪৯২॥
রাধা আর রুক্মিণী, এই দুই ঠাকুরাণী,
তার অংশে যতেক নাগরী।
শত শত শাখা-ভক্তি, এ দোঁহার ধরি শক্তি,
সেবা করে হঞা অনুচরী॥ ৪৯৩॥
আর দেবী সত্যভামা, রূপে গুণে অনুপমা,
সব বৈদগধী-রস-সীমা।
লীলা-বিলাস লাবণ্য, সর্ব-কলা-রস ধন্য,
ত্রিজগতে রমণী পরমা॥ ৪৯৪॥
সঙ্গীত বলিয়ে যারে, তাল সঞ্চারন ঝরে,
শব্দব্রহ্ম জগতে বাখানে।

বলিয়ে পঞ্চম-বেদ, যে বুঝয়ে স্বরভেদ,
বুদ্ধিরূপা সর্বত্র সমানে ॥ ৪৯৫ ॥
পুরুষ ঠাকুর-অংশ, সকল বৈষ্ণব-বংশ,
রসময় রঙ্গ-নামা পুরী।
ঐছন মহিমা তার, কহিতে শকতি কার,
এক-মুখে কহিতে না পারি ॥ ৪৯৬ ॥
যতেক গোপিকা-গণে, রাস কৈল বৃন্দাবনে,
রাধা আগে করি করে সেবা।
দ্বারকায় আছিল যত, রুক্মিণীর অনুগত,
আর যত রস-অনুভবা ॥ ৪৯৭ ॥
ভক্তি বিনু নাহি তায়, নিরবধি যশঃ গায়,
স্বতন্ত্র হইয়া পরাধীন।
মুক্ত পুনঃ সর্ব্বজন, প্রাকৃতজনের হেন,
ভকতি করয়ে যেন দীন ॥ ৪৯৮ ॥
সালোক্যাদি চারি মুক্তি, বৈকুণ্ঠনাথের শক্তি,
ভক্তিহীন আপনে স্বতন্ত্র।
লখিমীসম্পদ-ময়, দীনভাব নাহি রয়,
ভকতি কেবল পরতন্ত্র ॥ ৪৯৯ ॥
শর্করা সে আপনে, নিজ স্বাদ নাহি জানে,
পর জনা করে উপভোগ।
ঐছন মুকতি-পদ, ভক্তিপথে দেই বাধ,
সব পর প্রেমভক্তিযোগ ॥ ৫০০ ॥
বিধাতার অগোচর, সে পুরী আমার ঘর,
দয়ার কারণে আইল এথা।
শ্রীচৈতন্য সর্বেশ্বর, গৌর দীর্ঘ কলেবর,
দেখিয়া ঘুচাহ মনোব্যথা ॥ ৫০১ ॥
যে রূপে দেখিবে তথা, সে রূপে আসিব হেথা,
গুন-কীর্ত্তন করিব প্রচার।
ঘুচাব সকল দুঃখ, প্রচারিব প্রেমসুখ,
কলিলোক করিব নিস্তার ॥ ৫০২ ॥
চলিলা নারদমুনি, শুনি অপরূপ বাণী,
বেদ-অগোচর এই কথা।
বৈকুণ্ঠ-উপর আর, গোলোক দেখিব যার,
সকল ভুবনে গুণগাঁথা ॥ ৫০৩ ॥

মুক্তি পরমুক্তি আর, ভাগবত-বিচার,
শুনিল নিগূঢ় যত কথা।
লোক-বেদ-অবিদিত, অবিদিত অবেকত,
বেকত দেখিব আজি তথা ॥ ৫০৪ ॥
অনুরাগে ধায় মুনি, বীণার শবদ শুনি,
বৈকুণ্ঠের প্রজা হরষিত।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া, আনন্দে বিহ্বল হঞা,
সুমঙ্গল গায় গুণগীত ।। ৫০৫ ॥
দেখিল বৈকুণ্ঠনাথ, সব পারিষদ-সাথ,
বসিয়াছে রত্নসিংহাসনে।
পড়িয়া চরণতলে, মুনি পরণাম করে,
তুলি পঁহু কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৫০৬ ॥
হাসি হাসি কহে পঁহু, কি তোর অন্তরে রহু,
কহ মুনি হৃদয় সত্বরে।
উৎকণ্ঠা হৃদয়ে মোর, পালিব বচন তোর,
অগোচর করিব গোচরে ॥ ৫০৭ ॥
করযোড়ে বোলে মুনি, তুমি সব-অন্তর্যামী,
তোরে মুঞি কি বলিব আর।
দারুব্রহ্মরূপে মোরে, যে কহিল অন্তরে,
সেই রূপ দেখিব তোমার ॥ ৫০৮ ॥
পুনঃ কহে গুণমণি, নিভৃতে কহিএ আমি,
সেই রূপ সহজস্বরূপে।
তার মায়া ছায়া যত, অবতার শত শত,
আরাধয়ে পরম উদ্যোগে ॥ ৫০৯ ॥
যার কায়ব্যূহ আমি, ব্যাপিত সকল ভুমি,
সর্ব্বময় বিষ্ণু—সর্বে সর্ব।
লক্ষ্মী মোর অনুচরী, আর যেই মুক্তি চারি,
তাহা আর কহিয়ে সন্দর্ভ ॥ ৫১০ ॥
যাঁর অংশ বিষ্ণু আমি, সম্পদ্ হয় লখিমিনী,
বৈকুণ্ঠের অংশ এ বৈকুণ্ঠ।
মুক্তি-ছায়া চারি মুক্তি, সবে আবরিয়া ভক্তি,
সেবে নাথ সে পঁহু বৈকুণ্ঠ ॥ ৫১১ ॥
রাধা মাত্র প্রকৃতি, প্রেমময় আকৃতি,
যার বশ পুরুষ প্রধান।

বৈকুণ্ঠের এক ধাম, মহা বৈকুণ্ঠ যার নাম,
তিন গুণ শকতি সন্ধান ॥ ৫১২ ॥
নিশ্চয় বচন মোরি, অমায়া সে গৌরহরি,
প্রকট করুণা-কল্পতরু।
চল মুনি চলি যাই, সেই মহাপ্রভু ঠাঁই,
সকল ভুবনে শিক্ষাগুরু ॥ ৫১৩ ॥
চলিলা মুনীন্দ্ররায়, বীণা হরিগুণ গায়,
আনন্দে অবশ অঙ্গ কাঁপে।
পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা,
প্রেমবারি দুনয়নে ঝাঁপে ॥ ৫১৪ ॥
প্রেমমদে মাতোয়ার, ক্ষণে হয় চমৎকার,
ক্ষণে ডাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া।
ক্ষণে আধ-পদ যায়, ক্ষণে ফিরি ফিরি চায়,
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে চলে ধা'য়া ॥ ৫১৫ ॥
আচম্বিতে বায়ু বহে, জুড়ায় সকহ দেহে,
কোটি চাঁদ জিনি যেন জ্যোতিঃ।
শ্রীপাদপদম-গন্ধে, আউলায় শরীরবন্ধে,
যে দেখিয়ে তহি কাম কাঁতি ॥ ৫১৬ ॥
অনেক মদনরায়, অনুগত কাজে ধায়,
প্রেম বিনু না দেখিয়ে লোক।
না দিবা-রজনী জানি, না দেখিয়ে ভিনাভিনি,
সর্বজন হরিষ অশোক ॥ ৫১৭ ॥
গমন নটনলীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,
নয়ান-চাহনি আকর্ষক।
রঙ্গ বিনু নাহি অঙ্গ, ভাব বিনু নাহি সঙ্গ,
রসময় দেহের গঠন ॥ ৫১৮ ॥
তনু চিদানন্দময়, ভুমি চিন্তামণি হয়,
কল্পতরু সর্বতরু তথা।
সুরভি যতেক সব, কামধেনু যেন নব,
উদ্ধবাদির আশা গুল্ম-লতা ॥ ৫১৯ ॥
সবতরু কল্পদ্রুম, তহি এক নিরুপম,
রত্নবেদী তার দুই পাশে।
স্বর্ণ-সিংহাসন তায়, বসিয়া গৌরাঙ্গরায়,
সরস মধুর লহু হাসে ॥ ৫২০ ॥

সশাখ মঙ্গল-ঘটে, সিংহাসন-সুনিকটে,
বামপদাঙ্গুষ্ঠ পরশিয়া।
রতনপ্রদীপ জ্বলে, যেন দিবাকর করে,
আলোকিত জগত ভরিয়া ॥ ৫২১ ॥
রাধিকা-দক্ষিণপাশে, অনুচরী করি কাছে,
রত্ন-কলস করি করে।
বামপাশে রুক্মিণী, কাছে করি সঙ্গিনী,
স্বর্ণ-ঘটে রত্ন-জল ভরে ॥ ৫২২ ॥
নগ্নজিতা জল ভরে, দেই মিত্রবৃন্দা-করে,
মিত্রবৃন্দা সুলক্ষণা-করে।
সে দেই রুক্মিণী-হাথে, দেবী ঢালে প্রভু-মাথে,
অভিষেক সুরনদী-জলে ॥ ৫২৩ ॥
তিলোত্তমা জল ভরে, দেই মধুপ্রিয়া-করে,
মধুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী-করে।
সে দেই রাধিকা-হাথে, রাই ঢালে প্রভু-মাথে,
অভিষেক করে গঙ্গাজলে ॥ ৫২৪ ॥
সত্যভামা অন্তরে, দিব্য গন্ধ করি করে,
দিব্য মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার।
লক্ষণা সুভদ্রা, ভদ্রা, সত্যভামা-পরতন্ত্রা,
অনুক্রমে করে দেই তার ॥ ৫২৫ ॥
আর দিব্য নারী যত, চারি-পাশে শত শত,
দিব্য ভুষা দিব্য উপহার।
রতনস্তবক করে, রহে প্রভু বরাবরে,
জয় জয় মঙ্গল-উচ্চার ॥ ৫২৬ ॥
গোলোকনাথের স্নান, ইহা বহি নাহি আন,
আগমে কহিল মহাধ্যান।
হেমগৌর কলেবর, মন্ত্র চারি-অক্ষর,
সহজ বৈকুণ্ঠনাথ শ্যাম ॥ ৫২৭ ॥
শ্যাম-দেহে চারি হাথ, ধরয়ে বৈকুণ্ঠনাথ,
চারি হস্তে চারি অস্ত্র তার।
হেম-কিরণীয়া পঁহু, হেম-অঙ্গে বোলে লহু,
দ্বিভুজে শরীর শুন সার ॥ ৫২৮ ॥
ঐছন সময় মুনি, দেখি গোরাগুণমণি,
বিভোর পড়িলা পদতলে।

আঁখি মিলিবারে নারে, পুনঃ চাহে দেখিবারে,
সিনাইল নয়নের জলে ॥ ৫২৯ ॥
স্নান সমাপিয়া পঁহু, হাসি কহে লহু লহু,
নারদ তুলিয়া নৈল কোলে।
ঘুচিল সংশয় চিন্তা, খণ্ডিল মনের ব্যথা,
প্রভু-প্রিয় লহু লহু বোলে ॥ ৫৩০ ॥
মুনি বোলে মহাপ্রভু, হেন অপরূপ কভু,
না দেখিল না শুনিল আমি।
জনম সফল আজি, দেখিল অমিয়ারাজি,
ধনি ধনি আপনাকে মানি ॥ ৫৩১ ॥
ব্রহ্মাদি না জানে তত্ত্ব, অবতার অবিদিত,
অচিন্ত্য বলিয়া বলি তোমা।
জ্যোতির্ম্ময় বোলে কেহ, মুখে না নির্ব্বচে সেহো,
কহিবারে নাহিক উপমা ॥ ৫৩২ ॥
কেহ বলে পরাৎপর, প্রধান পুরুষবর,
বিচারে না করে নিরূপণ।
সর্ব্বময় তোর শক্তি, দেখিয়া না পায় মুক্তি,
অগোচর তোর আচরণ ॥ ৫৩৩ ॥
সহস্রফণা অনন্ত, না পাঞা গুণের অন্ত,
দ্বিজিহ্বা ধরিল সব মুখে।
না পাঞা গুণের ওর, ঐছন ঠাকুর গৌর,
কৃপাবলে দেখিলাম তোকে ॥ ৫৩৪ ॥
যে পুনঃ আরতি করে, তুয়া-পদ অনুসারে,
নানাবুদ্ধি নহে একমত।
কেহ বলে সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মবাদী সাংখ্যযোগী,
স্থূলসেবা করয়ে ভকত ॥ ৫৩৫ ॥
কেহ বেদ-অনুসারে, নিত্য ধর্ম, কর্ম করে,
বর্ণাশ্রম-ধর্ম-অনুগত।
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত যেই, সমাধান নাহি পাই,
না বুঝিয়া কহে নানা-মত ॥ ৫৩৬ ॥
অন্যোন্যে বিরোধ কেনে, ইহা নাহি অনুমানে,
কহে পুনঃ একই অদ্বৈত।
না বুঝি তোমার মর্ম্ম, পক্ষ ধরি করে কর্ম্ম,
তোর কথা সর্ব্ব-অবিদিত ॥ ৫৩৭ ॥
এবে পদ-পরসাদে, নিরবধি প্রাণ কাঁদে,
ছাড়ি ইহা প্রাকৃত-মূরতি।
পুনঃ জনমিয়ে আর, করি কৃষ্ণ-সংসার,
আচরিয়ে এই প্রেমভক্তি ॥ ৫৩৮ ॥
ঐছন নারদবাণী, শুনি কহে গুণমণি,
চল চল চল মুনিরাজ।
কলিলোক নিস্তারিব, নিজভক্তি প্রচারিব,
জনমিব নদীয়া-সমাজ ॥ ৫৩৯ ॥
পৃথিবী চলহ তুমি, শ্বেতদ্বীপে আছি আমি,
বলরাম নাম সহোদর।
অনন্ত যাহার অংশ, একাদশ রুদ্রবংশ,
সেবা করে মহেশ ঈশ্বর ॥ ৫৪০ ॥
রেবতী-রমণী-সঙ্গে, আছয়ে বিলাস-রঙ্গে,
ক্ষীরজলনিধি-মহী-মাঝে।
যত অবতার হয়, সেই মাত্র সহায়,
আগে করি—করি নিজ কাজে ॥ ৫৪১ ॥
চল চল মুনিরাজ, গোচর করহ কাজ,
কহিও করিয়া পরবন্ধ।
নিজ নিজ অংশ লঞা, পৃথিতে জনম গিয়া,
স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ ॥ ৫৪২ ॥
আনন্দে নারদমুনি, শুনিঞা ঠাকুরবাণী,
হিয়াসুখে বোলে হরিবোল।
কহয়ে লোচনদাস, এ দোঁহার সম্ভাষ,
শুনি উঠে আনন্দ হিল্লোল ॥ ৫৪৩ ॥

———

ক্ষুদ্র-ছন্দ—ধানশী রাগ।

রাঙ্গা চরণকমল বলি যাঙ।
চল চল প্রেমে বিলাও।
প্রেম জগৎ মাতাবো হে ॥ ধ্রু ॥
নারদে বিদায় দিয়া বসিলা ঠাকুর।
আপন অন্তর কথা তুলিলা অঙ্কুর ॥ ৫৪৪ ॥
পৃথিবীতে জনম লভিব যে কারণে।
তত্ত্ব কহি—সর্বজন শুন সাবধানে ॥ ৫৪৫ ॥

নিজবৃন্দ লঞা প্রভু কহে নিজকথা।
মহামহেশ্বর করে পৃথিবীর চিন্তা ॥ ৫৪৬ ॥
ডাহিনে রাধিকা—বামে দেবী শ্রীরুক্মিণী।
তাঁহার অন্তরে যত প্রধান রঙ্গিণী ॥ ৫৪৭ ॥
তাহার অন্তরে যত প্রিয় পারিষদ।
তাহার অন্তরে যত আর অনুগত ॥ ৫৪৮ ॥
প্রাণনাথ-প্রিয় কথা শুনিব শ্রবণে।
লাখলাখ আঁখি এক সুন্দর-বদনে ॥ ৫৪৯ ॥
অনেক চকোর যেন একচন্দ্র-আশে।
পিবই অমিয়া রাশি মুখ-পরকাশে ॥ ৫৫০ ॥
যুগে যুগে জন্ম মোর পৃথিবীর মাঝে।
সাধুজন-ত্রাণ ধর্ম রাখিবার কাজে ॥ ৫৫১ ॥
ধর্মসংস্থাপন করি—না বুঝই কেহো।
অধিকে বাঢ়য়ে পাপ—পরমাদ সেহো ॥ ৫৫২ ॥
সত্যযুগ-অধিক ত্রেতায় বাঢ়ে পাপ।
দ্বাপরে তাহার অধিক—এ বড় সন্তাপ ॥ ৫৫৩ ॥
কলি ঘোর অন্ধকার—নাহি ধর্মলেশ।
করুণা বাঢ়ল দেখি সর্বজনক্লেশ ॥ ৫৫৪ ॥
অধর্ম-বিনাশ হেতু মোর অবতার।
অধর্ম বাঢ়য়ে পুনঃ কি কাজ আমার ॥ ৫৫৫ ॥
ঐছন জানিঞা দয়া উপজিল চিতে।
জনম লভিব নিজ প্রেম প্রকাশিতে ॥ ৫৫৬ ॥
এমত দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিয়া।
বুঝাইব লোকে ধর্মাধর্ম বিচারিয়া ॥ ৫৫৭ ॥
নবদ্বীপে জন্ম মোর শচীর উদরে।
গঙ্গার সমীপে জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥ ৫৫৮ ॥
আর অবতার হেন অবতার নহে।
অসুর-সংহার-হেতু পৃথিবী বিজয়ে ॥ ৫৫৯ ॥
মহাকায়, মহাসুর, মহা-অস্ত্র-মোর।
মহারণে সংহার করিয়া করো চূর ॥ ৫৬০ ॥
এবে সর্ব্বজন সেই হৃদয় আসুরি।
খড়গ-ছেত্ত নহে—অস্ত্রবলে কিবা করি ॥ ৫৬১ ॥
নাম, গুণ, সঙ্কীর্ত্তন—বৈষ্ণবের শক্তি।
প্রকাশ করিব আর নিজ প্রেমভক্তি ॥ ৫৬২ ॥
এই মতে কলি-পাপ করিব সংহার।
সভে চল—আগে পাছে না কর বিচার ॥ ৫৬৩ ॥
এবে নাম সঙ্কীর্ত্তন খড়গ তীক্ষ্ণ লঞা।
অন্তর আসুর জীবের ফেলিব কাটিয়া ॥ ৫৬৪ ॥
যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম দূর দেশে যায়।
মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথায় ॥ ৫৬৫ ॥
নিজপ্রেমে ভাসাইব এ ব্রহ্মাণ্ড সব।
কভু না রাখিব দুঃখ-শোক এক-লব ॥ ৫৬৬ ॥
ভাসাইব স্থাবর, জঙ্গম দেবগণে।
শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥ ৫৬৭ ॥

———

। বরাড়ি—রাগ।

চলিলা নারদমুনি, উঠিল বীণার ধ্বনি,
পাণি-পদ না চলয়ে আর।
যাইতে না পথ দেখে, প্রেমজলে আঁখি ঝাপে,
টলমল যেন মাতোয়ার ॥ ৫৬৮ ॥
পদ দুই চারি যাই, পুনঃ পরে সেই ঠাঁই,
প্রভু-নাম আধ-আধ বোলে।
অনেক শকতি উঠি, ধরিয়া ধরণী-কোটি,
নদী বহে নয়নের জলে ॥ ৫৬৯ ॥
ক্ষণে মহা উনমাদ, হুহুঙ্কার সিংহনাদ,
গোরা-রূপ হৃদয়ে ধেয়ান।
বাহ্য নাহি অন্তরে, না চিনে আপনা পরে,
সবে এক গৌর-গেয়ান ॥ ৫৭০ ॥
কোটি-রবি-তেজঃ যেন, অঙ্গের কিরণ হেন,
নারদ চলিলা অন্তরীক্ষে।
উত্তরিলা সেই ঠাম, যথা প্রভু বলরাম,
চমক লাগিল শ্বেতদ্বীপে ॥ ৫৭১ ॥
পুরী পরিসরে রহি, চমকি চৌদিকে চাহি,
লাখ-লাখ হিমকর দ্যুতি।
বায়ু বহে মন্দমন্দ, দিব্য সুকুসুম-গন্ধ,
প্রতিদ্বারে লক্ষে গজমতি ॥ ৫৭২ ॥
সত্ত্বগুণ সর্বলোক, নাহি জরা, মৃত্যু, শোক,
সর্বজন সভাকার বন্ধু।

যখন যে দেখি দিঠি, সেই সর্বজন মিঠি,
বলদেবময় ক্ষীরসিন্ধু ॥ ৫৭৩ ॥
দেখিয়া নারদমুনি, ধনি ধনি মনে গণি,
ধনি ধনি আপনাকে মানে।
ত্রিজগত-নাথ স্বামী, দেখিব নয়ানে আমি,
কান্দিয়া পড়িব দু-চরণে ॥ ৫৭৪ ॥
সেই বলরামরায়, যুগে যুগে সহায়,
করি কৃষ্ণ করে অবতার।
খেলায় বিবিধ খেলা, অনন্ত-বিনোদলীলা,
করি করে অসুর-সংহার ॥ ৫৭৫ ॥
সেই প্রভু বলরাম, নিজ অংশে তিন ঠাম,
রহি করে কৃষ্ণের পীরিতি।
আদ্য, মধ্য আর অন্ত, যার অংশ অনন্ত,
এক-ফণার ধরি রহে ক্ষিতি ॥ ৫৭৬ ॥
আপনে ঈশ্বর হঞা, শ্বেতদ্বীপ-মাঝে রঞা,
বিলাস করয়ে নানারঙ্গে।
সর্বোপরি পরিণাম, সেই মহাপ্রভু ঠাম,
সেবা করে অপরূপ রঙ্গে ॥ ৫৭৭ ॥
গমনের কালে ছত্র, বসিতে আসনবস্ত্র,
শয়নের কালে হয় শয্যা।
প্রলয়ে সে বটপত্র, মহারণে দিব্য অস্ত্র,
নানারূপে করে পরিচর্য্যা ॥ ৫৭৮ ॥
এক অংশে সেবা করে, আর অংশে মহীধরে,
হেন প্রভু বলরাম মোর।
ত্রিজগত-অধিরাজ, দেখিব ক্ষীরোদ-মাঝ,
প্রভু-আজ্ঞা করিব গোচর ॥ ৫৭৯ ॥
এই দুই প্রভু মাত্র, যেন রাজা মহাপাত্র,
পৃথিবী পালয়ে একযুক্তি।
আর যত রুদ্রবংশ, সেহো যার অংশাংশ,
অবতার করিবেন ক্ষিতি ॥ ৫৮০ ॥
হেন মনঃকথারসে, মুনি ভেল পরবশে,
পুরী প্রবেশিল মহানন্দে।
দেখি ত্রিজগত-নাথ, সব-পারিষদ সাথ,
অপরূপ বলরামচান্দে ॥ ৫৮১ ॥

অঙ্কুর-পর্বত যেন, বসি শ্বেত-সিংহাসন,
অমৃত-মধুর লহু হাসে।
রাতা-উতপল আঁখি, ঢুলু ঢুলু হেন দেখি,
আধবাণী মুখেতে নিকষে ॥ ৫৮২ ॥
তারক ভ্রমরা আধ, আচ্ছাদিল তার সাথ,
আধ উদাস দুই আঁখি।
মণি মুকুতা, প্রবাল, দিব্যরত্নময় হার,
অঙ্গ অলঙ্কারে নাহি লখি ॥ ৫৮৩ ॥
আলিস-বালিশ করে, বাম কর করি শিরে,
ডাহিনে রেবতী-কর ধরে।
রেবতী তাম্বুল করে, দেই প্রভু-অধরে,
অনুরাগে বয়ান নেহারে ॥ ৫৮৪ ॥
অনুচরী-চারি-পাশে, চামর ঢুলায় হাসে,
কঙ্কণ-কিঙ্কিনি-ধ্বনি শুনি।
কেহো বীণা বেণু বায়, কেহো বা সঙ্গীত গায়,
তাল সঞ্চে পরম-রমণী ॥ ৫৮৫ ॥
তাহার অন্তরে যত, অনুগত শত শত,
যার যেই নিজ নিযোজিত।
ঐছন সময়ে মুনি, করিল বীণার ধ্বনি,
ঠাকুর দেখিল আচম্বিত ॥ ৫৮৬ ॥
বিহ্বল নারদমুনি, টলমল পড়ে ভুমি,
ঠাকুর তুলিয়া নিল কোলে।
চিরদিন-অনুরাগে, দেখিল মো মহাভাগে,
তুষিল শীতল মহা বোলে ॥ ৫৮৭ ॥
হাসি সম্ভাষণে পঁহু, কহ কোথা হইতে তুহু,
রহস্য কহিবে হেন বাসি।
কহনা কেমন কাজ, শুনিতে হৃদয় মাঝ,
আনন্দ উঠয়ে রাশি রাশি ॥ ৫৮৮ ॥
সম্ভ্রমে কহয়ে মুনি, কি কহিতে জানি আমি,
তুমি প্রভু সর্ব্ব-অন্তর্যামি।
যে কিছু কহিতে জানি, সেই কথা অনুমানি,
যে জুয়ায় কর প্রভু তুমি ॥ ৫৮৯ ॥
কলি পাপময় যুগে, না দেখি নিস্তার লোকে,
দয়া উপজিল প্রভুচিতে।

পালিব ভকতজন, আর ধর্ম্ম সংস্থাপন,
জনম লভিব পৃথিবীতে ॥ ৫৯০ ॥
অধর্ম-বিনাশ-কাজে, আর কিবা ধর্ম আছে,
হেন বুঝি আকার ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা দিলা আমারে, ঘোষণা দিবার তরে,
শুনি লোক ভেল আনন্দিতে ॥ ৫৯১ ॥
রাধাভাব অন্তরে, রাধাবর্ণ বাহিরে,
অন্তর্বাহ্য রাধাময় হঞা।
সঙ্গে সখা-সখীবৃন্দ, আর ভক্ত অনন্ত,
ব্রজভাবে অখিল মাতাঞা ॥ ৫৯২ ॥
সাঙ্গোপাঙ্গে পারিষদে, জনমহ পৃথিবীতে,
স্বনাম ধরহ 'নিত্যানন্দ'।
তোর অগোচর নহে, তার মর্ম কর্মদেহে,
কহিল যে আজ্ঞা গৌরচন্দ্র ॥ ৫৯৩ ॥
শুনি বলরাম-রায়, আনন্দে চৌদিকে চায়,
অট্ট-অট্ট হাসে উচ্চনাদে।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার, প্রকাশয়ে চমৎকার,
আপনা পাশরে প্রেমানন্দে ॥ ৫৯৪ ॥
আজ্ঞা দিল নিজজনে, পৃথিবী কর গমনে,
প্রভু-আজ্ঞা পালিবার তরে।
চলহ নারদ তুমি, জনম লভিব ভুমি,
অগোচর করিব গোচরে ॥ ৫৯৫ ॥
ঐছন অমৃত-কথা, শুন গৌর গুণ-গাথা,
সবজন কর অবধানে।
সব-অবতার-সার, কলি-গোরা-অবতার,
বিচার করহ সভে মনে ॥ ৫৯৬ ॥
তৃণ ধরি দশনে, বলোঁ, মো কাতর-মনে,
গোরা-গুণে না করিহ হেলা।
সংসারে না দিয়া মতি, কর কৃষ্ণে পীরিতি,
সংসার তরিতে এই ভেলা ॥ ৫৯৭ ॥
কভু নাহি হয় যেই, গোরা-অবতার সেই,
হইব পরম-পরকাশ।
নির্জীব জীবন পাবে, অন্ধে পথ বিচারিবে,
গুণ গায় এ লোচনদাস ॥ ৫৯৮ ॥

ভাটিয়ারী—রাগ।

ভাই রে গাও গাও নিতাই-চৈতন্য-গুন-গাথা ॥
হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈলা।
নিজ-নিজ অংশে সবে জনম লভিলা ৫৯৯ ॥
মহেশঠাকুর সর্ব-আগে আগুয়ান।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম—কমলাক্ষ নাম ॥ ৬০০ ॥
পড়িয়া শুনিয়া গুনে পরবীন হৈল।
'অদ্বৈত-আচার্য্য' বলি' পদবী লভিল ॥ ৬০১ ॥
সেই মহামহেশ্বর সত্ত্বগুণ ধরে।
তমোগুন বলি যারে ঘোষয়ে সংসারে ॥ ৬০২ ॥
অন্তর্বাহ্যে বিচার না করে কেহো পুনঃ।
বাহ্য-আচরণ দেখি বোলে তমোগুন ॥ ৬০৩ ॥
কৃষ্ণের কেবল আত্মা নামে হরিহর।
পরাকৃত তমোগুন—গুণের ভিতর ॥ ৬০৪ ॥
পরাকৃত ভকত বলি যেই তমোগুণী।
অধম বলিয়ে—অল্প জনে যবে জানি ॥ ৬০৫ ॥
এ কেমনে হরিহর বোল তমোগুন।
অবজ্ঞা না কর যবে মোর বোল শুন ॥ ৬০৬ ॥
মনে অনুমান করি করহ বিচার।
এতেকে বলিয়ে—গোরা অবতার-সার ॥ ৬০৭ ॥
সব অবতার তার খেলার সংহতি।
বলরাম জনম লভিলা এই ক্ষিতি ॥ ৬০৮ ॥
ব্রাহ্মণের কুলে যুগধর্ম অনুরূপ।
নিত্য আনন্দকন্দ সহজ স্বরূপ ॥ ৬০৯ ॥
এক অংশে যাঁহার সহস্র ফণা ধরে।
এক ফণে মহী ধরে সৃষ্টি রাখিবারে ॥ ৬১০ ॥
পদ্মাবতী-উদরে জনম বলরাম।
পিতা হাড়ো ওঝা সে—পরমানন্দ নাম ॥ ৬১১ ॥
পিতা মাতা নাম থুইল—কুবের পণ্ডিত।
সন্ন্যাস-আশ্রমে—নিত্যানন্দ সুচরিত ॥ ৬১২ ॥
শুক্লা ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘমাসে।
পৃথিবী-জনম কৈলা পরম-হরিষে ॥ ৬১৩ ॥

কাত্যায়নী জনম লভিল মহী-মাঝে।
সীতা-নাম ধরে বিপ্রকুলের সমাজে ॥ ৬১৪ ॥
অদ্বৈত-ঠাকুর সঙ্গে একত্রে নিবাস।
দোঁহে মিলি প্রেমভক্তি করে পরকাশ ॥ ৬১৫ ॥
আমি অল্পবুদ্ধি—কার কিবা তত্ত্ব জানি।
অবতার-নির্ণয় বা কেমনে বাখানি ॥ ৬১৬ ॥
মহান্তের মুখে যেই শুনিঞাছি কানে।
তাহাও কহিতে নারি—সঙ্কোচ পরাণে ॥ ৬১৭ ॥
আমার শকতি নাহি করিতে নির্ণয়।
নাম লই এইমাত্র যাঁর যেই হয় ॥ ৬১৮ ॥
আগে পাছে বিচার না কর কেহ মনে।
অক্ষরানুরোধে গ্রন্থ নহে অনুক্রমে ॥ ৬১৯ ॥
শচীদেবী জগন্নাথমিশ্র পুরন্দর।
আপনে ঠাকুর জন্ম কৈলা যার ঘর ॥ ৬২০ ॥
গোপীনাথ নাম কাশীমিশ্র ঠাকুর।
চৈতন্য-সম্মত-পথে আনন্দ প্রচুর ॥ ৬২১ ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর, গদাধর দাস।
মুরারি, মুকুন্দ দত্ত, আর শ্রীনিবাস ॥ ৬২২ ॥
রায় রামানন্দ আর বাসুদেব দত্ত।
হরিদাস ঠাকুর আর গোবিন্দানুগত ॥ ৬২৩ ॥
ঈশ্বর মাধবপুরী, বিষ্ণুপুরী আর।
বক্রেশ্বর, পরমানন্দপুরী শুদ্ধাচার ॥ ৬২৪ ॥
পণ্ডিত জগদানন্দ আর বিষ্ণুপ্রিয়া
রাঘব পণ্ডিত আদি পৃথিবী আসিয়া ॥ ৬২৫ ॥
রামদাস, গৌরীদাস আর ত সুন্দর।
কৃষ্ণদাস, পুরুষোত্তম, শ্রীকমলাকর ॥ ৬২৬ ॥
কালা কৃষ্ণদাস আর উদ্ধারণ দত্ত।
দ্বাদশ গোপাল ব্রজে ইহার মহত্ত্ব ॥ ৬২৭ ॥
পরমেশ্বর দাস আর বৃন্দাবন দাস।
কাশীশ্বর, শ্রীল রূপ, সনাতন প্রকাশ ॥ ৬২৮ ॥
গোবিন্দ, মাধবঘোষ, বাসুঘোষ আর।
সবে মিলি আসি কৈল পৃথিবী প্রচার ॥ ৬২৯ ॥
দামোদর পণ্ডিত মিলিয়া পাঁচ ভাই।
জনম লভিলা পৃথিবীতে একঠাঞি ॥ ৬৩০ ॥
পুরন্দর পণ্ডিত আর পরমানন্দ বৈদ্য।
পৃথিবী আইলা যত ছিলা অন্ত আদ্য ॥ ৬৩১ ॥
শ্রীনরহরি দাস—ঠাকুর আমার।
বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাহার ॥ ৬৩২ ॥
তাহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি।
আপন বুদ্ধির শক্তি যেই অনুমানি ॥ ৬৩৩ ॥
অভিমান কেহো কিছু না করিহ মনে।
প্রণতি করিয়ে নিজ গুরুর চরণে ॥ ৬৩৪ ॥
যাঁর পদ-পরসাদে আমি হেন ছার।
তোমার ঠাকুর গুণ কহোঁ তা সভার ॥ ৬৩৫ ॥
শ্রীনরহরি দাস - ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহাকুল-প্রভাব যাঁহার ॥ ৬৩৬ ॥
অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম—কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জনে না বুঝান প্রেম বিন্দু ॥ ৬৩৭ ॥
অসংখ্য জীবেরে দয়া কাতর হৃদয়।
কৃষ্ণ-অনুরাগে সদা অথির আশয় ॥ ৬৩৮ ॥
রাধাকৃষ্ণরসে তনু গঢ়িয়াছে যেন।
ভাবের উদয় বলি যখন যেমন ॥ ৬৩৯ ॥
ক্ষণে রাধাকৃষ্ণ রসে নির্মল কীরিতি।
শ্রীখণ্ড-ভুখণ্ড মাঝে যার অবস্থিতি ॥ ৬৪০ ॥
'নরহরি চৈতন্য' বলিয়া প্রভুর খ্যাতি।
সে চরণ বিনু মোর আর নাহি গতি ॥ ৬৪১ ॥
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রাধা ভাবের আবেশে।
রাধাকৃষ্ণরস মূর্ত্তিমন্ত পরকাশে ॥ ৬৪২ ॥
চৈতন্য-সম্মত পথে সে শুদ্ধ বিচার।
অতুল সরস ভাব সব অবতার ॥ ৬৪৩ ॥
সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সম্মান পীরিতি।
সকল সংসারে যার নির্মল কীরিতি ॥ ৬৪৪ ॥
বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যার।
রাধাপ্রিয় সখী তিহোঁ মধুর ভাণ্ডার ॥ ৬৪৫ ॥
এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহরি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-ভাণ্ডারে অধিকারী ॥ ৬৪৬ ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশঃ ঘোষয়ে প্রচুর ॥ ৬৪৭ ॥

শ্রীমূর্ত্তিকে লাড়ু খাওয়াইল যেই জন।
তারে অল্পবুদ্ধি করে কোন্ মূঢ় জন ॥ ৬৪৮ ॥
সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের ভিতর।
কৃষ্ণসঙ্গে যার কথা—সে কৃষ্ণ কেবল ॥ ৬৪৯ ॥
শ্রীমূর্ত্তির সনে কথা যার অনুব্রত।
তাহারে কেমন জান কেমন মহত্ত্ব ॥ ৬৫০ ॥
যাহারে চৈতন্য বৈল—মোর প্রাণ তুমি।
প্রকাশ করিল যারে অভিরাম গোস্বামী ॥ ৬৫১ ॥
মদন বলিয়া অবতার জানাইল।
চৈতন্যের কোলে সবে তেমনি দেখিল ॥ ৬৫২ ॥
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগ-মনঃ মোহে।
নাহি ভিন্নাভিন্ন—সব সমান-সিনেহে ॥ ৬৫৩ ॥
সর্বদা মধুরবাণী বোলয়ে বদনে।
সর্বকাল না শুনিল উৎকট-কথনে ॥ ৬৫৪ ॥
চাতুরী, মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য।
রসময় দেহ তার এ সংসারে ধন্য ॥ ৬৫৫ ॥
পিতা যার মহামতী শ্রীমুকুন্দদাস।
চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্মল বিশ্বাস ॥ ৬৫৬ ॥
ময়ূরের পাখা দেখি রাজসন্নিধানে।
পড়িলেন কৃষ্ণরূপ আকর্ষিয়া মনে ॥ ৬৫৭ ॥
কে জানে কেমন রস চৈতন্যের সঙ্গী।
জানয়ে অনন্ত-আদি—যারা অঙ্গসঙ্গী ॥ ৬৫৮ ॥
জীবে কি দেখিতে পায় কৃষ্ণের বৈভব।
সেই জন দেখে যাতে কৃষ্ণ অনুভব ॥ ৬৫৯ ॥
কি কহিব আর অন্ত-পারিষদ যত।
পৃথিবী আইলা সভে—নাম নিব কত ॥ ৬৬০ ॥
সমুদ্রের জল যবে কলসে পরিমানি।
পৃথিবীর রেণু যবে একে একে গণি ॥ ৬৬১ ॥
আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি।
তভু গোরা অবতার লেখিবারে নারি ॥ ৬৬২ ॥
মুঞি অতি অল্পবুদ্ধি—কি কহিব আর।
মূরুখ হইয়া করো বেদের বিচার ॥ ৬৬৩ ॥
অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্য রত্ন চাহে।
খর্ব্ব যেন চাঁদ ধরিবারে মেলে বাহে ॥ ৬৬৪ ॥
পঙ্গু মহী লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার।
ক্ষুদ্র পিপীলিকা গিরি চাহে বহিবার ॥ ৬৬৫ ॥
ঐছন হৃদয়ে আশা বিলাস আমার।
গোরা-অবতার-কথা করিতে প্রচার ॥ ৬৬৬ ॥
করজোড় করি বোলোঁ—শুন সর্ব্বজন।
বাচাল করয়ে গোরাগুণে মূকজন ॥ ৬৬৭ ॥
নির্জিহ্বে কহয়ে সে প্রকট পটু বাণী।
না পড়ি মূরুখ কহে ব্রহ্মের কাহিনী ॥ ৬৬৮ ॥
পৃথিবী জনমি মহা মহা ভাগবত।
কৃষ্ণের গোপত কথা করহে বেকত ॥ ৬৬৯ ॥
অকারণে করুণা করয়ে সর্ব্বজীবে।
মাতা যেন দুরন্ত তনয় পরিষেবে ॥ ৬৭০ ॥
ঐছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অগাধ।
অধম হইয়া অমৃতের করো সাধ ॥ ৬৭১ ॥
শ্রীনরহরিদাসের দয়াময় দেহে।
পাতকী দেখিয়া দয়া—অবাধ সিনেহে ॥ ৬৭২ ॥
দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি দুরাচারে।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে ॥ ৬৭৩ ॥
তার দয়াবলে আর বৈষ্ণব-প্রসাদে।
এই ভরসায় পুঁথি হইবে অবাধে ॥ ৬৭৪ ॥
করজোড় করি বোলোঁ কাতর-বয়ানে।
আত্ম নিবেদি এ মুঞি বৈষ্ণবচরণে ॥ ৬৭৫ ॥
মোর অধিক অধম নাহিক মহী-মাঝে।
বৈষ্ণবের কৃপাবলে সিদ্ধি হউক কাজে ॥ ৬৭৬ ॥
দশনে ধরিয়া তৃণ এ লোচনদাস।
প্রণতি বিনতি করেঁ—পূর' মোর আশ ॥ ৬৭৭ ॥
সূত্রখণ্ড সায় পুঁথি—শুন সর্ব্বজন।
অবতার আদিখণ্ডে কহিব এখন ॥ ৬৭৮ ॥
সূত্রকথা সায় এবে প্রেমের বিলাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ৬৭৯ ॥

ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল সূত্রখণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি

শ্রীচৈতন্যমংগল

আদিখণ্ড

জন্মলীলা

কথাসার।

আদি খণ্ডে প্রথমে সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির পৃথিবীতে আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

যিনি স্থূল (কার্য্য) সূক্ষ্ম (কারণ) পরব্রহ্ম নারায়ণ তিনি শচীগর্ভে আবির্ভূত হইলেন। এদিকে শচীর গর্ভ যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাঁহার অঙ্গকান্তিও সেইরূপ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব কান্তি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া 'শচীর গর্ভে নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে'—এইরূপ অনুমান করিলেন। গর্ভকাল ছয় মাস পূর্ণ হইলে একদিন অদ্বৈত-আচার্য্যপ্রভু শচী-জগন্নাথগৃহে আগমনপূর্ব্বক শচীর গর্ভবন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিলেন। ইহার কারণ তৎকালে শচী জগন্নাথও জানিতে পারিলেন না। শচীদেবী কোন কোন দিন ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবতাগণকে তাঁহার উদরসম্মুখে আসিয়া বিষ্ণুর বন্দনা এবং আচণ্ডালে প্রেমদাতা ভগবানের নিকট অনর্পিতচর রাধাকৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা করিতে দেখিতে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। শচীর হৃদয় সর্ব্বভূতদয়ায় পরিপূর্ণ হইল, ক্রমে ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হইল। পরে ফাল্গুনী পূর্ণিমার গ্রহণের ছলে হরিসঙ্কীর্ত্তনের সহিত ভগবান্ গৌরচন্দ্র শচীগর্ভ সিন্ধু হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে দশ দিক আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। দেবদেবী, নরনারী সকলেই শচীনন্দনের মুখচন্দ্র দর্শনে উদ্‌গ্রীব হইয়া শচীগৃহে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার গৃহ বৈকুণ্ঠ হইল।

জগন্নাথ মিশ্র ও নদীয়াবাসী-নরনারী (যাঁহারা দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন) সকলেই সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ বিশাল হৃদয় শিশুর পাদপদ্মে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ এবং বিভিন্ন অঙ্গে বিবিধ অমানুষিক চিহ্ন দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সকলেই অনুমান করিলেন, এ শিশু নিশ্চয়ই মনুষ্য নহে। পরে অষ্টম দিবসে আটকলাই বিতরণ, নবম দিবসে মহোৎসব, পুত্রের প্রতিবেশী নরনারীর ঐকান্তিকী রতি বর্ণন করিলেন।

ধানশী রাগ—দিশা।

জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
প্রভু গোরাচান্দ নারে জয় জয় ॥
গোরাচান্দ)
জয় জয় গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্বশক্তিধারী ॥ ১ ॥
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য মহেশ্বর।
জয় জয় গৌরাঙ্গের ভক্ত মহাবর ॥ ২ ॥
সবার চরণ-ধূলি মস্তকে ধরিয়া।
আদিখণ্ড-কথা কহি—শুন মন দিয়া ॥ ৩ ॥
সর্ব নিজজন যবে জনম লভিল।
সাজ সাজ বলি শব্দ ঘোষণা পড়িল ॥ ৪ ॥

পৃথিবী চলিব—আর নাহিক বিলম্ব।
আপনি ঠাকুর শচী-গর্ব্ভে অবলম্ব ॥ ৫ ॥
জয় জয় শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।
দেব, নাগ, নর দেখে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৬ ॥
কেহো যারে বোলে জ্যোতির্ম্ময় সনাতন।
কেহো যারে বোলে সূক্ষ্ম স্থূল নারায়ণ ॥ ৭ ॥
কেহো যারে বোলে স্থূল সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম।
সে জন করিল শচীগর্ব্ভে অবলম্ব ॥ ৮ ॥
তেজোময় বায়ুরূপ গর্ব্ভ বাঢ়ে নিতি।
দেখিয়া ত সর্বলোকের বাঢ়য়ে পীরিতি ॥ ৯ ॥
এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয় মাসে।
শচীর উদরে মহানন্দ পরকাশে ॥ ১০ ॥
দিনে দিনে তেজঃ বাঢ়ে শচীর শরীরে।
দেখিয়া সকল লোক হরিষ অন্তরে ॥ ১১ ॥
না জানিয়ে কোন্ জন আইল শচীর ঘরে।
ঘরে ঘরে এই মনে সবাই বিচারে ॥ ১২ ॥
ছয় মাস পূর্ণ হৈলে শচীর উদর।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ঘর ॥ ১৩ ॥
হেনই সময়ে এক অদ্‌ভুত কথা।
আচম্বিতে অদ্বৈত-আচার্য্য আইল তথা ॥ ১৪ ॥
ঘরে বসি আছে জগন্নাথ দ্বিজবর্য্য।
সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি অদ্বৈত-আচার্য্য ॥ ১৫ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সর্বগুণধাম।
ত্রিজগতে ধন্য তার নাহিক উপাম ॥ ১৬ ॥
দেখি মিশ্র পুরন্দর বড়ই সম্ভ্রমে।
বসিতে আসন আনি দিলেন আপনে ॥ ১৭ ॥
চরণের ধূলি লৈল মস্তক উপর।
সম্ভ্রমে আচার্য্যে কৈল বিনয় বিস্তর ॥ ১৮ ॥
পাদ-প্রক্ষালনে জল দিল শচীদেবী।
শচী দেখি সম্ভ্রমে উঠিলা অনুরাগী ॥ ১৯ ॥
অনুরাগে রাঙ্গা দুই কমললোচন।
বাষ্প ঝলমল আঁখি—অরুণ বদন ॥ ২০ ॥
সকম্প অধরে—কণ্ঠ গদগদ-স্বর।
ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল ॥ ২১ ॥
শচী-প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম।
চমকিত শচীদেবী দেখি অবিধান ॥ ২২ ॥
জগন্নাথ সসন্দেহ—শচী সবিস্মিতা।
কি কর কি কর বোলে হৃদয়ে দুঃখিতা ॥ ২৩ ॥
জগন্নাথ বোলে—শুন আচার্য্য-গোসাঞি।
তোমার চরিত্র কেহো বুঝিবারে নাঞি ॥ ২৪ ॥
দয়া করি কহ যদি ঘুচাও সন্দেহ।
নহে বা এ চিন্তা-অগ্নি পোড়াইব দেহ ॥ ২৫ ॥
আচার্য্য কহিল—শুন মিশ্র পুরন্দর।
জানিবে সকল পাছে—কহিল উত্তর ॥ ২৬ ॥
পুলকিত সব অঙ্গ—জানিঞা সন্দর্ভ।
গন্ধ-চন্দনেতে লেপে শচীর শ্রীগর্ব্ভ ॥ ২৭ ॥
সাত-প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম।
না কিছু কহিলা—গেলা আপনার স্থান ॥ ২৮ ॥
এথা শচী-জগন্নাথ মনে অনুমানে।
মোর গর্ব্ভ-বন্দনা করিলা কি কারনে ॥ ২৯ ॥
আচার্য্য-গোসাঞি কৈল গর্ব্ভের বন্দনা।
শতগুণ তেজঃ শচী পাশরে আপনা ॥ ৩০ ॥
সব সুখময় দেখে—না দেখয়ে দুঃখ।
সব দেবগণ দেখে আপনা-সম্মুখ ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি যত দেবগণ।
উদর সম্মুখ করি করয়ে স্তবন ॥ ৩২ ॥
জয় জয় অনন্ত, অদ্বৈত, সনাতন।
জয়াচ্যুতানন্দ, নিত্যানন্দ, জনার্দ্দন ॥ ৩৩ ॥
জয় সত্ত্ব, রজস্তম—প্রকৃতির পর।
জয় মহাবিষ্ণু কারণ সমুদ্র ভিতর ॥ ৩৪ ॥
জয় পরব্যোমনাথ মহিমা বিস্তার।
জয় সত্ত্ব, পরসত্ত্ব, বিষ্ণুসত্ত্বাকার ॥ ৩৫ ॥
জয় গোলোকের পতি—রাধার নাগর।
জয় জয় অনন্ত বৈকুণ্ঠ-অধীশ্বর ॥ ৩৬ ॥
জয় জয় নিশ্চিন্ত ধীর-ললিত।
জয় জয় সর্বমনোহর নন্দসুত ॥ ৩৭ ॥
এবে কলিযুগে শচীগর্ব্ভেতে প্রকাশ।
আপনে ভুঞ্জিতে আইলা আপন-বিলাস ॥ ৩৮ ।

জয় জয় পরানন্দ-দাতা এই প্রভু।
এ হেন করুণা আর নাহি হয় কভু ॥ ৩৯ ॥
আপনি আপন-দাতা হৈলা কলিকালে।
পাত্রাপাত্র-বিচার না হৈব গদাধরে ॥ ৪০ ॥
যে প্রেম যাচিঞা করেঁা মোরা সব দেবে।
না পাইল লব-লেশ গন্ধ অনুভবে ॥ ৪১ ॥
সে প্রেম মধুর রস আপনি খাইয়া।
ভুঞ্জাইবে আচণ্ডালে—দোষ না দেখিয়া ॥ ৪২ ॥
তুয়া প্রেম-লব-লেশ মোরা যেন পাই।
তোর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-গুণ যেন গাই ॥ ৪৩ ॥
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তনদাতা গৌরহরি।
ইহা বলি দেবগণ প্রদক্ষিণ করি ॥ ৪৪ ॥
চারিমুখে ব্রহ্মা করে বহুবিধ স্তুতি।
তরাসিল শচীদেবী চমকিত-মতি ॥ ৪৫ ॥
সর্বজীবে দয়া ভেল শচীর অন্তরে।
আত্মজ্ঞানে দয়া করে—নাহি ভিন্ন পরে ॥ ৪৬ ॥
দশ মাস পূর্ণ ভেল গর্ভ দিশে দিশে।
আপনা পাশরে দেবী মনের হরিষে ॥ ৪৭ ॥
শুভদিন শুভক্ষন পূর্ণিমার তিথি।
ফাল্গুনের শুভনিশি হিমকর জুতি ॥ ৪৮ ॥
রাহু চন্দ্র গরাসয়ে অদ্ভুত বেলে।
উঠিল চৌদিগ ভরি হরি হরি-বোলে ॥ ৪৯ ॥
চৌদিগ ভরল আর দিব্য চারুগন্ধ।
পরসন্ন দশদিগ—বায়ু মন্দ মন্দ ॥ ৫০ ॥
ষড় ঋতু উদয় ভৈ গেল সেইকালে।
প্রভু-শুভজন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে ॥ ৫১ ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য-যানে চাহে।
গৌর-অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধাএ ॥ ৫২ ॥
একমাত্র শুনি ধ্বনি—হরি-হরি-বোল।
জন্মমাত্র প্রকাশ করিল প্রভু মোর ॥ ৫৩ ॥
শচীর অঙ্গনে ভেল বৈকুণ্ঠ-সম্পদ।
আনন্দে বিভোল শচী বোলে গদগদ ॥ ৫৪ ॥
জগন্নাথ-পণ্ডিতেরে ডাকে হাথসানে।
জনম সফল—দেখ পুত্রের বয়ানে ॥ ৫৫ ॥

পুরনারীগণ জয় জয় দেই সুখে।
আনন্দে বিভোর সবে দেখিয়া বালকে ॥ ৫৬ ॥
বেদ-দেব-নাগকন্যা সবাই আইলা।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ জয়-জয়-ধ্বনি কৈলা ॥ ৫৭ ॥
গৌর-গাগরিমা-গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড।
প্রতি অঙ্গ রসরাশি অমিয়া অখণ্ড ॥ ৫৮ ॥
দেখিতে দেখিতে সভার জুড়াইল নয়ান।
সবার মনে হৈল—ব্রজ নাগরীর প্রাণ ॥ ৫৯ ॥
এ হেন বালক কভু দেখি নাহি শুনি।
ইহারে দেখিয়া হিয়া করয়ে কি জানি ॥ ৬০ ॥
মানুষের হেন দিন না দেখিয়ে কিছু।
দিব্য বিলাসিনী বোলে—জানিব ইহা পাছু ॥ ৬১ ॥
জগন্নাথ বিভোল দেখিয়া পুত্র-মুখ।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর-কৌতুক ॥ ৬২ ॥
কত চান্দ-উদয় দেখিয়া মুখখানি।
প্রফুল্ল কমলদল বয়ান বাখানি ॥ ৬৩ ॥
উন্নত নাসিকা তিলকুসুম জিনিঞা।
ঝলমল গোরা-অঙ্গ-কিরণ অমিঞা ॥ ৬৪ ॥
অধর অরুণ—আর চারু গণ্ডদ্যুতি।
সুন্দর চিবুক দেখি উঠয়ে পীরিতি ॥ ৬৫ ॥
সিংহ-গ্রীব গজ-স্কন্ধ বিশাল হৃদয়।
আজানুলম্বিত ভুজ—তনু রসময় ॥ ৬৬ ॥
বিশাল নিতম্ব—উরু-কদলীর যেন।
অরুণ-কমলদল দুখানি চরণ ॥ ৬৭ ॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ সে পঙ্কজ পদতলে।
রথ, ছত্র, চামর, স্বস্তিক জম্বুফলে ॥ ৬৮ ॥
উর্দ্ধরেখা ত্রিকোণ কুঞ্জর কুম্ভবরে।
সব-অপরূপ রূপ অমিয়া উগরে ॥ ৬৯ ॥
হেন অপরূপ রূপ পৃথিবীর মাঝে।
মহারাজ-রাজাধিক লক্ষণ বিরাজে ॥ ৭০ ॥
ইন্দ্র, চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবগণ।
পৃথিবী আইলা কিবা কৌতুক কারণ ॥ ৭১ ॥
নয়ানে লাগিল সভার অমিয়া-অঞ্জন।
চির অনুরাগে যেন প্রিয় দরশন ॥ ৭২ ॥

জন্মমাত্র বালক হইল যেই দেখা।
কত কাল ছিল পূরুবের যেন সখা ॥ ৭৩ ॥
প্রতি-অঙ্গে অমিয়া সঞ্চরে রাশি রাশি।
নিরখিতে নয়নে হৃদয়ে কেনে বাসি ॥ ৭৪ ॥
বালক দেখিয়া বুক ভরল আনন্দে।
আলসিত আঁখি কেনে শ্লথ নীবিবন্ধে ॥ ৭৫ ॥
জন্মমাত্র বালক দেখিল যেইক্ষণে।
কত কোটি কাম জিনি সুন্দর বদনে ॥ ৭৬ ॥
হেন অনুমানি সবে দেই জয় জয়।
স্বরূপে মানুষ নহে শচীর তনয় ॥ ৭৭ ॥
অভিনব-কামদেব শচীর নন্দন।
শ্রবণে অমৃত যবে করয়ে ক্রন্দন ॥ ৭৮ ॥
আপনে গোলোক-নাথ কৈল অবতার।
নির্দ্ধারিল নারীগণ অনুমান সার ॥ ৭৯ ॥
সবলোকনাথ এ অবনী-পরকাশ।
আনন্দে বিভোর কহে এ লোচনদাস ॥ ৮০ ॥

———

মঙ্গলগুর্জ্জরী—রাগ।

(মিশ্র পুরন্দর, আনন্দে গরগর,
গদগদ ভেল কণ্ঠস্বরে।
ইষ্ট কুটুম্ব, আনি অবিলম্ব,
পুত্র-মহোৎসব করে ॥
মঙ্গল করহ উৎসাহ।
আনন্দে শচীর মন্দিরে
গোরাগুণ গাহ নারে হারে ॥ ধ্রু ॥)
জয় জয় জয়, চৌদিগে সুখময়,
আনন্দে ভরল নগরী।
কুলবধূ যত, আওল শতশত,
বিলাইল সিন্দূর পিঠালি ॥ ৮১ ॥
পুত্র করি কোলে, আনন্দে প্রেমভরে,
গদগদ বোলে শচীদেবী।
আশীর্ব্বাদ কর, পদধূলি দেহ বর,
বালক হউ চিরজীবি ॥ ৮২ ॥
বালক নহে মোর, আপন বলি বর,
দেহনা সব নারীগণে।
অমিয়াধিক দেহ, পরিণাম বিপর্য্যয়,
নিমাই বলিয়া থুইল নামে ॥ ৮৩ ॥
এ অষ্ট-দিবসে, শিশুগণ সন্তোষে,
এ অষ্ট-কলাই বিলাই।
নবরাত্রি মহোৎসব, আনন্দময় সব,
বাজএ আনন্দ-বাধাই ॥ ৮৪ ॥
বাঢ়য়ে দিনে দিনে, শচীর নন্দনে,
অবনী-পূর্ণিমার চান্দে।
কাজরে উজোর, নয়ানযুগল,
গোরোচনা-তিলক-সুছান্দে ॥ ৮৫ ॥
এ কর-চরণ, সঘন চালন,
ঈষত হাসয়ে মুচকি।
শচী-জগন্নাথ, দেখি অদ্‌ভুত,
নিরখে অনিমিখ আঁখি ॥ ৮৬ ॥
শ্রীঅঙ্গমার্জ্জন, করয়ে নিতি নিতি,
সুগন্ধি-তৈল হরিদ্রা।
বদন চুম্বয়ে, হিয়া ভরি থুয়ে,
ধন্য শচী সুচরিতা ॥ ৮৭ ॥
ঐছন দিনে দিনে, বাঢ়য়ে অনুক্ষণে,
আনন্দ নদীয়ানগরে।
কিবা দিবা-রাতি, না জানে বার-তিথি,
প্রেমায় আপনা পাশরে ॥ ৮৮ ॥
নদীয়ানগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে,
না জানি কি নারী-পুরুষে।
বাল, বৃদ্ধ, অন্ধ, প্রেম-পরবন্ধ,
মাতল অতুল হরিষে ॥ ৮৯ ॥
শারদ-শশী জিনি, বদন অনুমানি,
মদন-সনে বিরাজে।
যুবতী যত ছিল, উমতি সভে ভেল,
ছাড়ল গুরু-গৃহ কাজে ॥ ৯০ ॥
দিনে তিন-বেরি, ধায় পুরনারী,
বালক দেখিবার তরে।

'দেখি দেখি, বলি, সভে কোলে করি,
পুলক ভরল কলেবরে ॥ ৯১ ॥
ঐছন দিনে দিনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
আনন্দ কহিল কি যায়।
শ্রীনরহরিদাস, পদ করি আশ,
লোচনদাস গুণ গায় ॥ ৯২ ॥

জন্মলীলাবর্ণন সমাপ্ত।

বাল্যলীলা

কথাসার।

ছয় মাস অতীত হইলে গৌরসুন্দরের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ যথাবিধি সম্পন্ন হইল। তাঁহার আবির্ভাবে সমগ্র জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল বলিয়া বিজ্ঞগণ তাঁহার নাম রাখিলেন বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভর ক্রমে পিতার অঙ্গুলি ধরিয়া প্রাঙ্গণে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। অঙ্গদ, কঙ্কণ, মতিহার প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত গৌরসুন্দরের অঙ্গ-কান্তিতে কোটিচন্দ্র-প্রভা মলিন হইল। আকাশের চন্দ্র বাহিরের তমোনাশ করিলেও অন্তরের তমোনাশ করিতে পারে না, কিন্তু গৌরচন্দ্রিমা অন্তর-বাহিরের তমোবিনাশ করিয়া থাকে।

শচীদেবী 'আয় আয় চাঁদ আয়'—প্রভৃতি গীত গান করিয়া পুত্রকে ঘুম পাড়াইতেন। তৎকালে কখন নানা দেবদেবী আসিয়া পুত্রকে বন্দনা করিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইতেন, কখন দেবতাদিগের সহিত গৌর-হরিকে রাধাগোবিন্দ বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। কখন পুত্রের শূন্যপদে নূপুরের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন, কখন বা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় অতীব চিন্তান্বিত হইয়া পড়িতেন! আবার পরক্ষণে পুত্রের শ্রীমুখ দেখিয়া সব বিস্মৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার শ্রীমুখ চুম্বন করিতেন।

এইরূপ কিছুদিন অতীত হইলে গৌরসুন্দর খেলার সঙ্গী বালকদিগের সহিত গৃহের বাহিরে বালকোচিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইলেন। শচীদেবী গৌরসুন্দরকে ধরিতে গেলে গৌরসুন্দর ছুটিয়া পলায়ন করিতেন; কখন বা ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহে আসিয়া তথাকার দ্রব্যাদি সব নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। কখন মাতাকে শুচি অশুচি প্রভৃতি প্রাকৃত-বিচারের হেয়ত্ব বুঝাইয়া দিয়া কৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্বরূপ অপ্রাকৃত-জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেন। অনন্তর উচ্ছিষ্ট ভাণ্ডপূর্ণ গর্ত্তে বসিয়া মাতাকে জ্ঞান প্রদান, মাতাকে প্রহার, তজ্জন্য মাতাকে মূর্ছিত দেখাইয়া নারিকেল ফল আনয়ন, নানাবিধ বালকোচিত চঞ্চলতা, কুক্কুর শাবক লইয়া ক্রীড়া, কুক্কুর শাবক ছাড়িয়া দেওয়ায় মাতার প্রতি গৌরহরির ক্রোধ করিয়া ক্রন্দন, কুক্কুর শাবকের দিব্য দেহে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে গমন, কুকুরের সৌভাগ্য দর্শনে ব্রহ্মাদির গৌরবন্দনা, শচীদেবী ষষ্ঠীপূজার জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করিলে তন্নিমিত্ত গৌরহরির ক্রন্দন এবং শচীকে বাক্যচ্ছলে নিজ সর্ব্বেশ্বরত্ব জ্ঞাপন বর্ণিত হইয়াছে।

সিন্ধুড়া—রাগ।

এই মত দিনে দিনে শচীর কুমার।
বাঢ়য়ে শরীর যেন অমৃতের ধার ॥ ৯৩ ॥
কি দিব উপমা তার—না দিলে সে নারি।
খলবল করে প্রাণ - কহিলে সে পারি। ৯৪ ॥
নিতি-ষোলকলা-পূর্ণ ইন্দু মুখচন্দ্র।
সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ ॥ ৯৫ ॥
আবেশে অধরে আধ-মুচকি হাসিতে।
অমিয়ার সাগর যেন হিল্লোল-সহিতে ॥ ৯৬ ॥
রসে ডুবুডুবু রাতা নয়নযুগল।
কাজর-অমিয়াপঙ্কে কে বান্ধ বান্ধল ॥ ৯৭ ॥
শচী পুণ্যবতী—জগন্নাথ ভাগ্যবান্।
সাদরে নিরখে দোঁহে পুত্রের বয়ান ॥ ৯৮ ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে রোয়ে ক্ষণে খটি করে।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥ ৯৯ ॥
শচী-স্তনযুগে দুই চরণ রাখিয়া।
দোলে যেন সোণার লতিকা-বায়ু পাঞা ॥১০০॥
অতি দীর্ঘ নয়ান সুন্দর অট্টহাসি।
অধরে অমিয়ারাশি পড়ে যেন খসি ॥ ১০১ ॥
নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনি মনোহর।
গণ্ডযুগ জ্যোতির্ম্ময়—গঠন সোসর ॥ ১০২ ॥

এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয় মাসে।
নামকরণ হইল অন্নপ্রাশন-দিবসে ॥ ১০৩ ॥
পুত্র-মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।
অলঙ্কারে ভুষিত সোণার কলেবর ॥ ১০৪ ॥
অঙ্গদ-কঙ্কণ করে—গলে মতিহার।
কটি স্বর্ণ-শিকলি—মগরা পায়ে আর ॥ ১০৫ ॥
মাড়িল-হিঙ্গুল যেন কর-পদতলে।
অধর বান্ধুলী—আঁখি রাতা-উতপলে ॥ ১০৬ ॥
বিজুলী মাজিল গোরা অঙ্গ ঠাঞি ঠাঞি।
ঝলমল অঙ্গতেজঃ—চাহিতে না পাই ॥ ১০৭ ॥
বিশ্বপালনে থুইল 'বিশ্বম্ভর' নাম।
সরস্বতী-সংবাদ –এ পুরুষপ্রধান ॥ ১০৮ ॥
ক্ষণে পিতা-মাতা-কর-অঙ্গুলি ধরিয়া।
অথির শরীর পড়ে পদ দুই যাঞা ॥ ১০৯ ॥
অবেকত আধ আধ লহু লহু বোলে।
চাঁদের সায়রে যেন অমিয়া উথলে ॥ ১১০ ॥
এইমতে দিনে দিনে আঙ্গিনা বেড়ায়।
ঘুচিল বিবিধ তাপ—জগত জুড়ায় ॥ ১১১ ॥
লখিমী-লালিত-পদ ধরণীর কোলে।
প্রেমায় পৃথিবী দেবী আপনা পাশরে ॥ ১১২ ॥
গগনে একলা চাঁদ—ভুমে দশ চাঁদ।
কিরণের তেজে সে যে আঁখি পাইল আন্ধ ॥ ১১৩ ॥
আর দশ চাঁদ কর-অঙ্গুলির আগে।
পাতকী দেখিয়া হিয়া আন্ধিয়ার ভাগে ॥ ১১৪ ॥
শ্রীমুখ-চাঁদ কত কোটি চাঁদের রাজা।
ভুরু কামধনু দিয়া কাম কৈল পূজা ॥ ১১৫ ॥
কি কহিব আর তার করুণ-চন্দ্রিমা।
অন্তরে তিমির কাটে—নাহি করে ক্ষমা ॥ ১১৬ ॥
কে কহিতে পারে তার বালক-চরিত্র।
লৌকিক আচারে কৈল পৃথিবী পবিত্র ॥ ১১৭ ॥
অগ্রজ তাঁহার বিশ্বরূপ মহাশয়।
অল্পকালে সর্বশাস্ত্র জানে গুণময় ॥ ১১৮ ॥
তাঁহার মহিমা-তত্ত্ব কে কহিতে পারে।
যাহার অনুজ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরে ॥ ১১৯ ॥

দিনে দিনে করে প্রভু করুণা প্রকাশ।
শুনি আনন্দিত হিয়া এ লোচনদাস ॥ ১২০ ॥

———

বরাড়ি—রাগ।

চান্দা চান্দা চান্দা, গগন-উপরে,
কে পাড়িয়া আনি' দিব।
কলঙ্ক মুছিয়া আমার গোরার,
কপালে চিত্র লিখিব ॥
আয় আয় আয় আমার, সোণার সুত নিমাই,
নিন্দের লাগিয়া কান্দে।
আখটি করিতে, একটি বোল যেন,
অমিয়া অধিক লাগে ॥ ধ্রু ॥
এখনি আসিবে, নিমাইর বাপ,
ক্ষীর-কদলক লঞা।
হের আসিছে বাপু, হা উ দুরন্ত রে,
নিন্দ যাহ আঁখি মুদিয়া ॥ ১২১ ॥
সোণার পদ্ম মুখ, রাতা-পদ্ম আঁখি,
মুদিত আধটি তারা।
হেন বুঝি পারা, মধুর পাথারে,
ডুবিল আধ ভ্রমরা ॥ ১২২ ॥
পাটের গিলাপ, তাথে নেতের তুলি,
রচিয়া শয্যাখানি।
কোলে করি পুত্র, পাথালি হইয়া
শুতিলা শচী ঠাকুরাণী ॥ ১২৩ ॥
এক স্তন মুখে, রহি রহি চাখে,
অঙ্গুলি নাড়য়ে আর।
লোচন বোলে সব, দেব-শিরোমণি,
বালক-রূপ-ব্যবহার ॥ ১২৪ ॥

———

ধানশী রাগ—দিশা।

আরে আরে হয়।
হেন অদ্‌ভুত কথা, শ্রবণমঙ্গল নাম,
শুন গোরা-গুন গাঁথা ॥
অকি আরে অকি আরে হয় ॥ ধ্রু ॥

আর দিন এক কথা শুন সাবধানে।
আপনা প্রকাশ প্রভু কৈল যেন মনে ॥ ১২৫ ॥
এক গৃহ জগন্নাথ—গৃহান্তরে শচী।
পুত্র কোলে করি শচী সুখে শুতি আছি ॥ ১২৬ ॥
শূন্যঘরে কত সৈন্য-সামন্ত ভরিল।
ঐছন দেখিয়া শচী তরাসিত হৈল ॥ ১২৭ ॥
যত দেবগণ আসি শচী কোল হৈতে।
বসাইল রত্নসিংহাসনেতে তুরিতে ॥ ১২৮ ॥
অভিষেক করি নানাবিধ পূজা করি।
প্রদক্ষিণ করি পড়ে চরণেতে ধরি ॥ ১২৯ ॥
শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি সভে করে বারবার।
জয়-জয়-হরিধ্বনি করিছে বিস্তার ॥ ১৩০ ॥
জয় জয় জগন্নাথ সভার পালন।
কলিযুগে মো-সভারে করিবে পোষণ ॥ ১৩১ ॥
বৃন্দাবন-ধন-রস দিবে মো-সভারে।
নিবেদন তোমার চরণে বিশ্বম্ভরে ॥ ১৩২ ॥
দেখি শচীমাতা বারংবার চমকিত।
পুত্র, পুত্র, করি শচী ভেল মহা ভীত ॥ ১৩৩ ॥
আপনাকে নাহি ভয়—পুত্রগত প্রাণ।
বালক পাঠাঞা দিল জগন্নাথস্থান ॥ ১৩৪ ॥
তোর পিতা শুতি আছে ঐ না দেবঘরে।
তথা গিয়া সুখে নিদ্রা যাহ তার কোলে ॥ ১৩৫ ॥
চলিলা সে বিশ্বম্ভর মায়ের বচনে।
নূপুরের ধ্বনি শুনি শূন্য চরণে ॥ ১৩৬ ॥
বাহিরে আইলা যবে দেব-শিরোমণি।
সকল দেবতা আইলা পাছে জোড়পাণি ॥ ১৩৭ ॥
প্রভু কহে—দেবগণ না চাহ আমারে।
গাহ রাধাকৃষ্ণ-লীলা—কহিল সভারে ॥ ১৩৮ ॥
দেবে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম গানেতে মিশাঞা।
দিলেন আনন্দে গৌরচন্দ্র যে ধরিয়া ॥ ১৩৯ ॥
আপনি কান্দেন কান্দায়েন দেবগণে।
রাধা, রাধা, গোবিন্দ, প্রভু বলিছে প্রাঙ্গনে ॥১৪০॥
কালিন্দী, যমুনা, বৃন্দাবন বলি ডাকে।
রাধা, রাধা, বলিয়া, ডাকেন মহাসুখে ॥ ১৪১ ॥
দেখিয়া পুত্রের লীলা মূর্চ্ছা শচী হইলা।
শব্দ শুনি জগন্নাথ অস্থিরে আইলা ॥ ১৪২ ॥
জগন্নাথ ডাকে—শচী কিনা ধ্বনি শুনি।
উচ্চস্বরে ডাকে তরাসিত শচীরাণী ॥ ১৪৩ ॥
বাহিরে আসিয়া দোঁহে পুত্র কৈল কোলে।
শূন্য-চরণ দেখি' আপনা পাশরে ॥ ১৪৪ ॥
ততক্ষণে কৃষ্ণের চরিত্র মনে পড়ে।
শচীদেবী কহিল যে দেখিল নিজঘরে ॥ ১৪৫ ॥
চারিমুখ, পাঁচমুখ-আদি যত দেবা।
দিব্য-যানে আসি কৈল বালকের সেবা ॥ ১৪৬ ॥
প্রাঙ্গণে নাচিল পুত্র রাধাকৃষ্ণ বলি।
আমিহ শুনিল স্বপ্নবৎ মনে করি ॥ ১৪৭ ॥
দেখিয়া তরাসে তব ঠাঞি পাঠাইল।
শূন্য-চরণে নূপুর-শবদ শুনিল ॥ ১৪৮ ॥
এহেন বালক দিব্য মূরতি সুঠাম।
না জানি কখন কার কি হয় বিধান ॥ ১৪৯ ॥
সাত কন্যা মরি মোর এইটি ছাওয়াল।
ইহার যে কিছু হৈলে—না জীব মো আর ॥১৫০॥
সাত, পাঁচ নাই মোর—এই আঁখি তাঁরা।
আন্ধলের লড়ি যেন এই ধন সারা ॥ ১৫১ ॥
ঘর-সরবস-ধন-দেহে আত্মা তনু।
না রহে জীবন মোর গোরাচান্দ বিনু ॥ ১৫২ ॥
বিঘ্ন-নিবারণ-হেতু প্রতিকার চিন্ত।
বালক-মঙ্গল করু দেব আদি অন্ত ॥ ১৫৩ ॥
হেনমনে অনুমানে রাত্রি সুপ্রভাতে।
খেলায় শচীর সুত বালক-সহিতে ॥ ১৫৪ ॥
ক্ষণে আঙ্গিনায় লুঠি ধূলায়ে ধূসর।
দেখিয়া জননী বোলে বচন কাতর ॥ ১৫৫ ॥
সোণার পুতলী তনু বদন সুছান্দ।
উপমা দিবার নারি আকাশের চান্দ ॥ ১৫৬ ॥
এহেন সুন্দর গায় ধূলায়ে পড়িয়া।
লুটাঞা বুলহ কেনে মায়ের মাথা খাঞা ১৫৭ ॥
ইহা বলি ধূলা ঝাড়ি চুম্বয়ে বদন।
পুলকে পূরল অঙ্গ—অরুণ নয়ন ॥ ১৫৮ ॥

তবে আর কথো দিনে শচীর নন্দন।
বয়স্থ সহিতে করে বাহিরে পর্য্যটন ॥ ১৫৯ ॥
গঙ্গাতীরে তরুমূলে খেলাঞা বেড়ায়।
মর্কট খেলা খেলে—একচরণে দাণ্ডায় ॥ ১৬০ ॥
শুনিলেন, শচী গঙ্গাতীরে গৌরহরি।
ধরিতে চলিলা শচী হাতে ছড়ি করি ॥ ১৬১ ॥
জানুর উপরে জানু—রহে একপদে।
দেখিয়া জননী ডাকে উৎকট শবদে ॥ ১৬২ ॥
মায়েরে দেখিয়া প্রভু পলাইয়া যায়।
মাতিল-কুঞ্জর যেন উলটিয়া চায় ॥ ১৬৩ ॥
ধর ধর বলি ডাক ছাড়ে শচীরাণী।
আগে আগে ধায় মোর প্রভু দ্বিজমণি ॥ ১৬৪ ॥
ধরিবারে চাহে শচী ধরিতে না পারে।
ধাঞা সান্ধাইল প্রভু ঘরের ভিতরে ॥ ১৬৫ ॥
ঘর-মধ্যে যত ভাণ্ড ভাজন আছিল।
ধর ধর করিতে সর্ব্ব আছাড়ি ভাঙ্গিল ॥ ১৬৬ ॥
নাসায় অঙ্গুলি শচী দাঁড়াই চাহে।
হেঠ বদন করি প্রভু বিশ্বম্ভর রহে ॥ ১৬৭ ॥
অতি বড় কম্পিত হইল লজ্জাভরে।
দাঁড়াইল হেঠমুখে অশ্রু নেত্রে ঝরে ॥ ১৬৮ ॥
চন্দ্রের উপরে যেন খঞ্জন বসিয়া।
উগারয়ে মতিহার যেমন গিলিয়া ॥ ১৬৯ ॥
দেখি শচী গোরামুখ প্রেমে পূর্ণ হঞা।
আইস কোলে করি বোলে মোর দুলালিয়া ॥১৭০॥
করে ধরি কোলে করি বোলে শচীরাণী।
ঘর-সরবস যাঙ তোমার নিছনি ॥ ১৭১ ॥
এই মতে নানা লীলা করে গৌরহরি।
বুঝিতে না পারে শচী পুত্রের চাতুরী ॥ ১৭২ ॥
লোক-বেদ অগোচর চরিত্র অপার।
ঔদ্ধত্য জানিল শচী না বুঝি বেভার ॥ ১৭৩ ॥
সুদৃঢ় চঞ্চল পুত্র জানিল নিমাই।
দুঃখভাবে শচীদেবী সোঙরে গোসাঞি ॥ ১৭৪ ॥
একদিন পরিণত আনি যত নারী।
পুছিলেন সভাকারে অনুনয় করি ॥ ১৭৫ ॥

কত সাধে পুত্র মোরে দিলেন গোসাঞি।
ক্ষিপ্ত-মত আচরণ—বুদ্ধি কিছু নাঞি ॥ ১৭৬ ॥
এক করে আর বোলে—বুঝিতে না পারি।
আচার পবিত্র কিছু না করে বিচারি ॥ ১৭৭ ॥
শুনি সভে কান্দিতে লাগিলা দুঃখভরে।
কোলে করি গোরাচান্দে সভে মেলি বোলে ॥১৭৮
কেনে কেনে বাপ, এত কর অমঙ্গলে।
শুনি বিশ্বম্ভর হৈলা অত্যন্ত চঞ্চলে ॥ ১৭৯ ॥
দেখি নারীগণ ব্যথা পাইল অন্তর।
শচী যে কহিল তাহা দেখিল সত্বর ॥ ১৮০ ॥
কবে হৈতে এমন হইল পুত্র তোর।
শচী বোলে—না পারি কহিতে কিছু ওর ॥১৮১॥
একদিন রাত্রে পুত্র ছিনু কোলে করি।
আসি সব দেবতা রহিল ঘর ভরি ॥ ১৮২ ॥
দিব্যসিংহাসনে মোর নিমাঞি রাখিঞা।
দণ্ডবৎ করে তাঁরা চরণে পড়িয়া ॥ ১৮৩ ॥
জাগিয়া দেখিনু মুঞি এত চমৎকার।
সেই হইতে কিবা তন্ত্র হইল ইহার ॥ ১৮৪ ॥
শুনি সবে এই সত্য বলিলেন বাণী—
কোন দেব ইহাতে রহিল অনুমানি ॥ ১৮৫ ॥
সব-দেব-নামে এক যজ্ঞ আরম্ভিয়া।
সব বিপ্র লঞা আইস মিশ্রেরে বলিয়া ॥ ১৮৬ ॥
স্বস্ত্যয়ন করি কর বালক-কল্যাণ।
পূজা পাঞা দেব যেন যায় নিজস্থান ॥ ১৮৭ ॥
চিন্তা না করিহ শচী কহিল নিশ্চয়।
পূজা পাইলে দেব তোরে করিবে অভয় ॥ ১৮৮ ॥
সভাই বিদায় দিল পদধূলি লঞা।
কহিলেন সব শচী মিশ্রেরে যাইয়া ॥ ১৮৯ ॥
শুনি মিশ্র সচিন্তিত দ্রব্য সব করি।
যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণের গণকে আহরি ॥ ১৯০ ॥
এথা শচী গৌরচন্দ্র লঞা গঙ্গাস্নানে।
চঞ্চল ঘুচিল পুত্র—করি এই মনে ॥ ১৯১ ॥
শচী আগে আগে যায় বিশ্বম্ভররায়।
খেলিতে খেলিতে সে অশুচিদেশে যায় ॥ ১৯২ ॥

ত্যক্ত ভাণ্ড পরশ করিয়া চলি যায়।
দেখিয়া জননী দেবী করে হায় হায় ॥ ১৯৩
অধিক চঞ্চল পুত্র হইল আমার।
স্বস্ত্যয়নের ধর্ম্ম আর হইল বিস্তার ॥ ১৯৪ ॥
ছি! ছি! বলিয়া ডাকে—বোলে কদুত্তর।
শুনিঞা সদয়-বাণী বোলে বিশ্বম্ভর ॥ ১৯৫ ॥
কি শুচি, অশুচি কিবা ধর্ম্মাধর্ম তত্ত্ব।
না বুঝি বিচার কিছু মরয়ে জগত ॥ ১৯৬ ॥
ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ আকার।
জগতে যতেক—ইহা বহি নাহি আর ॥ ১৯৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ বিনু নাহি অন্য ধর্ম।
কৃষ্ণ সর্বেশ্বরেশ্বর – কহিল এ মর্ম ॥ ১৯৮ ॥
ইহা শুনি শচীদেবী বিস্ময় হইয়া।
সুরনদী-স্নান কৈল গৌরাঙ্গ লইয়া ॥ ১৯৯ ॥
ঘরে গিয়া শচীদেবী জগন্নাথে কয়।
বালক-চরিত্র কিছু শুন মহাশয় ॥ ২০০ ॥
সর্ব্বযজ্ঞময় এই তোমার তনয়।
নিশ্চয়ে জানিল—ইহা বিনু কিছু নয় ॥ ২০১ ॥
অশুচি-দেশেতে গিয়া কহে হেন বার্ত্তা।
না দেখিল না শুনিল বালকের কথা ॥ ২০২ ॥
ইহা শুনি জগন্নাথ পুত্র কোলে কৈল।
ছুইলে অশুচি-দেশ – সব ভাল হৈল ॥ ২০৩ ॥
কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥২০৪॥
ইহা বলি দোঁহে পুত্র বদন নেহারে।
প্রেমে গরগর তারা আপনা পাশরে ॥ ২০৫ ॥
অরুণ-নয়নে জল শতধারা গলে।
পুলকিত সব অঙ্গ—আধ-আধ বোলে ॥ ২০৬ ॥
দোঁহে দোঁহা-মুখ হেরি উপজিল হাস।
গোরা-গুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ ২০৭ ॥

শ্রীরাগ—দিশা ॥

অকি হোরে গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
অকি না মোর গৌরাঙ্গ-প্রেম অমিয়া আনন্দ
কিনা মোর গৌরাঙ্গ কি আরে জয় জয় ॥ ধ্রু ॥

এইমতে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আন।
বাঢ়য়ে শরীর যেন সুমেরু সুঠাম ॥ ২০৮ ॥
অমৃতের ধারা যেন বচন-মাধুরি।
শুনি শচীদেবী মনে অতি কুতুহলী ॥ ২০৯ ॥
কথাচ্ছলে কথা শুনিবারে চাহে রাণী।
প্রভু কহে—শুনিতে না পাই তোর বাণী ॥২১০॥
উচ্চ করি শচী ডাকে মহা কুতুহলী।
শুনিতে না পাই-কহে গোরা বনমালী ॥ ২১১ ॥
বাৎসল্য-প্রেমেতে মুগ্ধ হৈলা শচীমাতা।
ক্রোধ করি ছড়ি লঞা ধায় উনমতা ॥ ২১২ ॥
আজি বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত।
বৃদ্ধকালে তুমি মোরে নাহি দিবে ভাত ॥ ২১৩ ॥
আর কথোদিনে সেই শচীর নন্দন।
খটি করি না শুনয়ে মায়ের বচন ॥ ২১৪ ॥
রুষিল সে শচীদেবী চাহে একদিঠে।
ধাঞা ধরিবারে যায় হাথে করি ছাটে ॥ ২১৫ ॥
ধাঞা বিশ্বম্ভর গেলা অশুচির স্থানে।
ত্যক্ত মৃত্তিকার ভাণ্ড বর্জ্জয়ে যেখানে ॥ ২১৬ ॥
দেখিয়া জননী নিজশিরে কর হানি।
হাহাকার করে শচী বোলে কটুবাণী ॥ ২১৭॥
অধিক সে বিশ্বম্ভর রুষিল হিয়ায়।
উপরি-উপরি ভাণ্ডে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥ ২১৮ ॥
কুপিত বচন শুনি করে বিপরীত।
বুঝিয়া জননী কিছু করয়ে পীরিত ॥ ২১৯ ॥
আইস আইস বাপ ছাড় জুগুপ্সিত কর্ম।
এ নহে উচিত তোর ব্রাহ্মণের ধর্ম ॥ ২২০ ॥
ব্রাহ্মণকুমার আরে কুলীনের পুত্র।
শুনি কি বলিব লোকে কুৎসিত চরিত্র ॥ ২২১ ॥
আইস আইস বাপু স্নান কর গঙ্গাজলে।
মায়ের পরাণ ফাটে চড়সিয়া কোলে ॥ ২২২ ॥
নহে বা মরিব এই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
এ ঘরে ও ঘরে যেন বেড়াসি কান্দিয়া ॥ ২২৩ ॥
কষিত এ দশ-বাণ সুবরণ তনু।
এহেন সুন্দর গায় কালি মাখ কেনু ॥ ২২৪ ॥

অশুচি কুৎসিত স্থান ছাড় বাপু মোর।
চান্দের কলঙ্ক যেন গায়ে কালি তোর ॥ ২২৫ ॥
শুনিঞা রুষিল বিশ্বম্ভর গুণরাশি।
বারে বারে কহোঁ তোরে—তভু না বুঝসি ॥২২৬॥
অশুচি অশুচি বলি বোলসি কুবোল।
কি শুচি, অশুচি আগে বিচারহ মোর ॥ ২২৭ ॥
ইহা বলি সম্মুখে ইষ্টকা লইল হাথে।
ইষ্টকা প্রহার কৈল জননীর মাথে ॥ ২২৮ ॥
প্রহারে কপট মূর্চ্ছা পাইল শচীরাণী।
মা, মা, বলিয়া পুনঃ কান্দয়ে আপনি ॥ ২২৯ ॥
কান্দনার বোল শুনি' পুরনারীগণ।
নিকটে যে ছিল ধাঞা আইল তখন ॥ ২৩০ ॥
গঙ্গাজল মুখে দিয়া সচেতন কৈল।
সংজ্ঞামাত্র 'বিশ্বম্ভর' বলিয়া ডাকিল ॥ ২৩১ ॥
বাহু পসারিয়া শচী পুত্র কোলে কৈল।
মূর্চ্ছিত হইয়া পূর্ব্বজ্ঞান পাশরিল ॥ ২৩২ ॥
কান্দয়ে সে বিশ্বম্ভর জননী দেখিয়া।
তহি এক দিব্য নারী কহিল হাসিয়া ॥ ২৩৩ ॥
চিবুকে ধরিয়া বিশ্বম্ভরে বোলে বাণী।
নারিকেল-ফল তুই মায়ে দেহ আনি ॥ ২৩৪ ॥
তবে সে জীয়য়ে শচী এই তোর মাতা।
নহে বা মরিল এই—শুন মোর কথা ॥ ২৩৫ ॥
ইহা শুনি বিশ্বম্ভর হরিষ হইলা।
তখনি যুগল নারিকেল আনি দিলা ॥ ২৩৬ ॥
তৎকালে-গলিত-বৃন্ত স্নিগ্ধ সানাবান।
নারিকেল-যুগল দিল জননীর স্থান ॥ ২৩৭ ॥
দেখিয়া সে নারীগণ বিস্ময় হইলা।
এইক্ষণে শিশু নারিকেল কোথা পাইলা ॥২৩৮॥
তহি এক দিব্য বিলাসিনী নারী আছে।
লহু লহু-বোলে বিশ্বম্ভরে কিছু পুছে ॥ ২৩৯ ॥
শিশু হঞা নারিকেল কোথা পাইলে তুমি।
তোমার চরিত্র কিছু বুঝিয়াছি আমি ॥ ২৪০ ॥
ঐছন শুনিয়া বাণী বিশ্বম্ভররায়।
হুহুঙ্কার করি' ধরে মায়ের গলায় ॥ ২৪১ ॥

সচেতন হঞা শচী পুত্র কৈল কোলে।
লাখ লাখ চুম্ব দিল বদনকমলে ॥ ২৪২ ॥
বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন-আঁচলে।
শ্রীঅঙ্গমার্জ্জন কৈল সুরনদী জলে ॥ ২৪৩ ॥
স্নান করাইল গঙ্গাজল-অভিষেকে।
অন্তর বিস্ময় পুত্র-বদন নিরীখে ॥ ২৪৪ ॥
সমুদ্র-গম্ভীর কোটি-দিনকর-ছটা।
কোটি-নিশাকর তেজঃ নখ কুড়ি-গোটা ॥ ২৪৫ ॥
কোটি কাম যিনি রূপ—সুবলিত তনু।
রঙ্গিম ভঙ্গিম আঁখি ভুরু কামধনু ॥ ২৪৬ ॥
সবলোকনাথ এ অবনী পরকাশ।
দেখিয়া জননী পাইল অন্তরে তরাস ॥ ২৪৭ ॥
পূরুব-রহস্য গর্ভধারণের কালে।
দেখিল দেবতা দিব্য-যানে সেই বেলে ॥ ২৪৮ ॥
আর যত বাল-চরিতে যে যে কৈল।
এখন সকল সেই স্মরণ হইল ॥ ২৪৯ ॥
নিশ্চয় জানিল—জ্যোতির্ম্ময় সনাতন।
নির্লেপ, নিরঞ্জন, নিরাকার, নারায়ণ ॥ ২৫০ ॥
সর্ব্বময়, সর্ব্বশক্তিধর, আত্মারাম।
যোগীন্দ্রগণের ইহোঁ ধ্যান অনুপম ॥ ২৫১ ॥
মোর ভাগ্য গণিবারে নারে কোন জন।
ব্রহ্মা-মহেশ্বর-আদি যত দেবগণ ॥ ২৫২ ॥
সবার আরাধ্য এই আমার তনয়।
বলিতে বলিতে কোলে কৈল গৌররায় ॥ ২৫৩ ॥
যেই-মাত্র শচী কোলে কৈল গৌরহরি।
পুত্রভাবে শচীদেবী ঐশ্বর্য্য পাশরি ॥ ২৫৪ ॥
ঘরেরে আইলা শচী বিস্ময় হইয়া।
কোন্ দেব আবির্ভাব হৈল পুত্র দিয়া ॥ ২৫৫ ॥
এত চিন্তি রক্ষা বান্ধে অঙ্গে হাথ দিয়া।
জনার্দ্দন, হৃষীকেশ, গোবিন্দ বলিয়া ॥ ২৫৬ ॥
শিরঃ তোর রক্ষা করু চক্র সুদর্শন।
চক্ষু, নাসিকা, মুখ রাখুক নারায়ণ ॥ ২৫৭ ॥
বক্ষঃ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর।
ভুজ তোর রক্ষা করু দেব গিরিধর ॥ ২৫৮ ॥

উদর-রক্ষণ তোর করু দামোদর।
নাভিদেশ রক্ষা করু নৃসিংহ ঈশ্বর ॥২৫৯॥
জানু দুই রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম।
রক্ষা করু ধরাধর তোর দুচরণ ॥ ২৬০ ॥
সব অঙ্গে ফুৎকৃতি দেই শচীমাতা।
পুত্রভাবে অতিশয় হৈল উনমতা ॥ ২৬১ ॥
হেনমতে আনন্দে সানন্দে দিন গেল।
পরম মঙ্গল কাল আসি সন্ধ্যা হৈল ॥ ২৬২ ॥
সুখে শচী গৌরহরি প্রাঙ্গণে রাখিল।
দাস-দাসীগণে সন্ধ্যাকার্য্যে নিয়োজিল ॥ ২৬৩ ॥
হেনমতে দিন অবসানে সন্ধ্যা হৈল।
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র গগনে উদিল ॥ ২৬৪ ॥
হেনকালে বিশ্বম্ভর চতুর সুজ্ঞান।
মা, মা, বলিয়া ডাকে যেমত অজ্ঞান ॥ ২৬৫ ॥
শচী বোলে—সন্ধ্যাকালে না কর ক্রন্দন।
যাহা চাহ তাহা দিব—শুনহ বচন ॥ ২৬৬ ॥
প্রভু কহে—চাঁদ দেহ আমারে পাড়িয়া।
হাসি হাসি শচী বোলে—আরে অবোধিয়া ॥২৬৭
ধিক্ ধিক্ পুত্র দিলেন মোর ঘরে।
চাঁদ কে বা আকাশের ধরিবারে পারে ॥ ২৬৮ ॥
প্রভু বোলে—বোলিলে যে যাহা চাহ তুমি।
তাহা দিব—এমন কহিলে কেনে বাণী ॥ ২৬৯ ॥
এই লাগি চাঁদ নিতে হৈল মোর মন।
ইহা বলি উচ্চ করি করয়ে রোদন ॥ ২৭০ ॥
আঁচলে ধরিয়া কান্দে নানা খটি করে।
চরণ আছাড়ে করে নয়ান কচালে ॥ ২৭১ ॥
মায়ের গলায় ধরি কান্দে গোরা রায়।
খেলা খেলিবারে আকাশের চাঁদ চায় ॥ ২৭২ ॥
ক্ষণে খটি ক্ষণে লুটি মায়ের চুলি ছিণ্ডে।
ধূলায় ধুসর—কর হানে নিজ-মুণ্ডে ॥ ২৭৩ ॥
দেখিয়া জননী বোলে—অবোধিয়া পুত।
তোহার চরিত্র মোরে বড় অদ্ভুত ॥ ২৭৪ ॥
আকাশের চান্দ কতি পাব ধরিবারে।
অমন কতেক চান্দ তোমার শরীরে ॥ ২৭৫ ॥
হেরো দেখ লাজে চান্দ মলিন হইল।
না বুঝিয়া তোর আগে উদয় করিল ॥ ২৭৬ ॥
না জানিঞা নবদ্বীপচান্দের উদয়।
লজ্জা পাঞা মেঘের ভিতরে গিয়া রয় ॥ ২৭৭ ॥
নবদ্বীপে হাউ আইল—শুনহ বচন।
না কান্দিহ আরে বাপ আমার জীবন ॥ ২৭৮ ॥
ইহা বলি কোলে করি চুম্ব দেই মুখে।
আপনা পাশরে দেবী প্রেমানন্দসুখে ॥ ২৭৯ ॥
আনন্দে-সানন্দে শচী সম্পদ-বিহ্বলা।
দিগ্ বিদিগ্ নাহি দেখি পুত্রলীলা ॥ ২৮০ ॥
অন্তর-উল্লাস শচী গদগদ-ভাষ।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ ২৮১ ॥

———

ধানশী রাগ—মধ্য-ছন্দ ॥

জয় জয় জয়, শচীর নন্দন,
আনন্দ-কন্দ কিশোরা।
বালকের সঙ্গে, খেলে নানা রঙ্গে,
করিয়া অর্ভক-লীলা ॥ ধ্রু ॥
সকল চপল, শিশু সঙ্গে করি,
খেলায় বিবিধ খেলা।
বালকের সঙ্গে, শিশুক্রীড়া রঙ্গে,
করিয়া কৌতুক-লীলা ॥ ২৮২ ॥
খেলিতে খেলিতে, তথি আচম্বিতে,
শ্বান-শাবক দুই-চারি।
বাঢ়ল কৌতুক, তহি বাছি এক,
ধরি লইল গৌরহরি ॥ ২৮৩ ॥
সঙ্গের ছাওয়ালে, কহিল তাহারে,
শুন শুন বিশ্বম্ভর।
কুৎসিত ছাড়িলে, ভাল তুমি নিলে,
না খেলিব—যাব ঘর ॥ ২৮৪ ॥
তবে বিশ্বম্ভর, কহিল উত্তর,
এই শ্বান সবাকার।

সবে এক হঞা, খেল ইহা লঞা,
থাকিবে ঘরে আমার ॥ ২৮৫ ॥
ইহা বলি সেই, শ্বান-স্থত লই,
চলিলা আপন-ঘরে।
নিজ ঘরে গিয়া, গলে দড়ি দিয়া,
বান্ধিল পিণ্ডার উপরে ॥ ২৮৬ ॥
হেন-কালে এথা, বিশ্বম্ভর-মাতা,
সমাধিয়া গৃহকাজ।
স্নান করিবারে, গেলা গঙ্গাতীরে,
পুরনারী করি সাথ ॥ ২৮৭ ॥
তবে বিশ্বম্ভর, পাঞা শূন্য ঘর,
শ্বানের শাবক লঞা।
বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,
ধূলায় ধূসর হঞা ॥ ২৮৮ ॥
খেলিতে খেলিতে, বালক-সহিতে,
দোঁহে উপজিল দ্বন্দ্ব।
তবে গৌরহরি, একে পুরস্করি,
আরেরে বলিল মন্দ ॥ ২৮৯ ॥
নিতি-নিতি আসি, কলহ করসি,
স্বভাব কেমন তোর।
হেন বুঝি তোর, চরিত্র আচার,
শ্বানের শাবক চোর ॥ ২৯০ ॥
সেই সেই কালে, রুষিয়া অন্তরে,
বাহিরে চলিল ধাঞা।
শচীর সম্মুখে, কহে বড়-ডাকে,
কোপে গদগদ হঞা ॥ ২৯১ ॥
শুন শুন আরে, তোর বিশ্বম্ভরে,
শ্বানের শাবক লঞা।
ক্ষণে কোলে করে, ক্ষণে গলে ধরে,
আপনে দেখ আসিয়া ॥ ২৯২ ॥
শুনি শচীরাণী, বালকের বাণী,
সত্বরে আইল ঘরে।
দেখি পরতেখ, শ্বানের শাবক,
বিশ্বম্ভর কোলে করে ॥ ২৯৩ ॥
শিরে কর হানি, বোলয়ে জননী,
না জানি কি তোর লীলা।
সকল থাকিতে, অতি বিপরীতে,
কুক্কুর-ছা লঞা খেলা ॥ ২৯৪ ॥
জনক তোহারি, অতি ধর্ম্মচারী,
তাহার তনয় তুমি।
কি বলিবে লোকে, শ্বানের শাবকে,
খেলাহ কি সুখ মানি ॥ ২৯৫ ॥
ব্রাহ্মণকুমার, হেনই আচার,
কিছুই নহিল তোর।
ইহা যে শুনিব, কে ভাল বলিব,
এ শেল হৃদয়ে মোর ॥ ২৯৬ ॥
এহেন সুন্দর, মূরতি তোহার,
ধূলা মাখ কিবা সুখে।
বলিতে বচন, নামাহ বদন,
আগি লাগু মোর মুখে ॥ ২৯৭ ॥
কত চাঁদ জিনি, তোর মুখখানি,
এ থির-বিজুরি অঙ্গ।
বেষ নাহি চায়, ধূলা মাখ গায়,
অধম-বালক সঙ্গ ॥ ২৯৮ ॥
ক্রোধে শচীদেবী, দন্তে ওষ্ঠ চাপি',
বালকেরে দেই গালি।
নিজঘরে যাহ, কুক্কুর-ছা লহ,
মা-বাপেরে দেহ ডালি ॥ ২৯৯ ॥
ইহা বলি সেই, পুত্র-মুখ চাই,
ডাকয়ে আনন্দে ভোরা।
আইস আইস বাপ, কোলে আসি চাপ,
বদন চুম্বউঁ তোরা ॥ ৩০০ ॥
শ্বানের শাবক, এড়ি দেহ বাপ,
স্নান কর গঙ্গাজলে।
বেলি দুই-পহর, ক্ষুধা নাহি তোর,
কত দুঃখ দিলে মোরে ॥ ৩০১ ॥
নহে শ্বান-স্থত, বান্ধি রাখ পুত,
স্নান করিবারে যাহ।

বিকালে খেলিহ, কুক্কুর-ছা লিহ,
এখনে ত কিছু খাহ ॥ ৩০২ ॥
এ মুখ মলিন, সোণার নলিন,
আতপে যেন মৈলান।
নাসিকার আগে, ঘর্ম্মবিন্দু জাগে,
দেখিতে বিদরে প্রাণ ॥ ৩০৩ ॥
মায়ের উত্তর, শুনি' বিশ্বম্ভর,
হাসি' উঠি' বলে বাণী।
মোর শ্বান-সুত, জানি যায় কথু,
তবে জানিবে আপনি ॥ ৩০৪ ॥
ইহা বলি হরি, মায়ের গলা ধরি,
স্নান করিবারে যায়।
এ ধুলি ছাড়িয়া, বদন মুছিয়া,
গন্ধ-তৈল দিল গায় ॥ ৩০৫ ॥
স্নান করিবারে, যায় গঙ্গাতীরে,
বয়স্য করিয়া সঙ্গে।
সুরনদীজলে, অতি কুতুহলে,
জলক্রীড়া করে রঙ্গে ॥ ৩০৬ ॥
সভে সভা-অঙ্গে, জল দেই রঙ্গে,
মাতিল কুঞ্জর যেন।
গোরার এ তনু, সুমেরুক জনু,
অটল অদ্ভুত হেন ॥ ৩০৭ ॥
এথা শচীদেবী, মনে অনুভবি,
শ্বানের ছা এড়ি দিল।
নিজমাতা পাঞা, সঙ্গে গেল ধাঞা,
না জানি কোথারে গেল ॥ ৩০৮ ॥
সেইখানে এক, আছিল বালক,
ধাঞা গেল গঙ্গাকূলে।
শুন বিশ্বম্ভর, জননী তোমার,
শ্বান-সুত এড়ি দিলে ॥ ৩০৯ ॥
বালক-বচন, শুনিয়া তখন,
সত্বরে আইলা ধাঞা।
যেখানে থাকিত, সেই শ্বান-সুত,
সেখানে দেখিল গিয়া ॥ ৩১০ ॥

চারি-পানে চাহি, শ্বান-শিশু নাহি,
অন্তর জ্বলিল কোপে।
কান্দে উভরায়, গালি দেই মায়'
শ্বানের শাবক-শোকে ॥ ৩১১ ॥
শুন অবোধিনি, কি কৈলি জননি,
এ দুঃখ দেওলি মোরে।
পরমসুন্দর, শ্বান-শিশুবর,
কেমনে দিলি কাহারে ॥ ৩১২ ॥
বোলে শচীরাণী, আমি ত না জানি,
শ্বানের শাবক তোর।
এইখানে ছিল, কে বা কতি নিল,
কেমন বালক চোর ॥ ৩১৩ ॥
কোন্ প্রয়োজনে, করহ ক্রন্দনে,
কুক্কুর শাবক-লাগি।
করিয়া যতন, চাহি বনে-বন,
কালি দিব আনি মাগি ॥ ৩১৪ ॥
করহ অবধি, আপন শপথি,
করিয়া বোল মা তোরে।
শ্বানের শাবকে, আনি দিব তোকে,
না কান্দ না কান্দ আরে ॥ ৩১৫ ॥
এতেক বলিয়া, বয়ান মুছিয়া,
পুত্র কোলে করি নিল।
শ্রীমুখ চাহিয়া, হরষিত হইয়া,
লাখ লাখ চুম্ব দিল ॥ ৩১৬ ॥
অঙ্গের মার্জ্জনা, করি শুচিপনা,
স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
সন্দেশ মোদক, ক্ষীর কদলক,
ভক্ষণ করিল ভালে ॥ ৩১৭ ॥
তিন ঝুটি মাথে, পাঁচ খূপী তাথে,
একত্র করিয়া বান্ধি।
নয়ানে কাজর, সুরেখা উজর,
দিঠি এ জগত রঞ্জি ॥ ৩১৮ ॥
রক্তপ্রান্ত ধড়া, কটি দিয়ে বেড়া,
প্রপদ-অঞ্চল দোলে।

মুকুতার হার, হিয়ার উপর,
চন্দন-তিলক ভালে ॥ ৩১৯ ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ, অমূল্য রতন,
চরণে মগরা খাড়ু।
বালকের ঠায়, খেলিবারে যায়,
হাতে করি ক্ষীর লাড়ু ॥ ৩২০ ॥
গমন সুন্দর, জিনিঞা কুঞ্জর,
বচন গভীর মধু।
বালকের মাঝে, গোরা দ্বিজরাজে,
তারায়ে বেঢ়ল বিধু ॥ ৩২১ ॥
ঐছন লীলায়, ঠাকুর খেলায়,
দেবতা দেখিয়া হাসে।
মার্জ্জার, কুক্কুর, পরশে ঠাকুর,
কৌতুক লোচনদাসে ॥ ৩২২ ॥
গৌরাঙ্গ পরশে কুক্কুর ভাগ্যবান্।
স্বভাব ছাড়িয়া তার হইল দিব্যজ্ঞান ॥ ৩২৩ ॥
রাধাকৃষ্ণ, গোবিন্দ বলিয়া ডাকে নাচে।
নদীয়ার লোক দেখি সব ধায় পাছে ॥ ৩২৪ ॥
কুক্কুরের আবেশ এমন সভে দেখি।
পুলকিত সব অঙ্গ—অশ্রুময় আঁখি ॥ ৩২৫ ॥
আচম্বিতে শ্বান-দেহ ছাড়ি ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণলোক হৈঞা করে গোলোকে পয়ান ॥৩২৬॥
আচম্বিতে দিব্য এক রথ যে আসিয়া।
আকাশের পথে যায় তাহারে লইয়া ॥ ৩২৭ ॥
সুবর্ণের রথ চারু সহস্রশিখর।
মণি-মুকুতার ঝারা করে ঝলমল ॥ ৩২৮ ॥
লক্ষ লক্ষ ঘণ্টাধ্বনি হইছে তাহাতে।
কাংস্য-করতাল তাথে বাজে যুথে যুথে ॥ ৩২৯ ॥
শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনি, হরিধ্বনি শুনি।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর গায় রাধাকৃষ্ণ-বাণী ॥ ৩৩০ ॥
ধ্বজপতাকা সব উড়ে রথোপরে।
সূর্য্যের মণ্ডল ঢাকে - কিরণ উজোরে ॥ ৩৩১ ॥
রথ-মধ্যস্থানে বসি রত্নসিংহাসনে।
কমনীয়-কান্তি তেঁহো অতি মনোরমে ॥ ৩৩২ ॥
দিব্য আভরণ তার অঙ্গে অঙ্গে সাজে।
কোটি কোটি মদন মূর্চ্ছিত হয় লাজে ॥ ৩৩৩॥
পরমশীতল হৈল কোটিচন্দ্র জিনি।
রাধাকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ বলিয়া করে ধ্বনি ॥ ৩৩৪ ॥
সিদ্ধগণ সভে আসি চামর করিয়া।
চলিলা গোলোক পথে তাহারে লইয়া ॥ ৩৩৫ ॥
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি সবে কর জুড়ি।
গৌরাঙ্গ-মহিমা গান সবে রথ বেড়ি ॥ ৩৩৬ ॥
জয় জয় কৃপাসিন্ধু শচীর নন্দন।
এমন করুণা প্রভু না কৈল কখন ॥ ৩৩৭ ॥
কুক্কুর উদ্ধার করি গোলোকে পাঠায়।
দিব্য দেহ হেন কভু কেহো নাহি পায় ॥ ৩৩৮ ॥
জয় জয় অগতির গতি গৌরহরি।
জয় জয় অবতার সভার উপরি ॥ ৩৩৯ ॥
তোর করুণায় কলি-জীব নিস্তারিব।
আর কিবা লীলা তোর অলৌকিক হব ॥ ৩৪০ ॥
মোরা-সব দেব কবে হ'ব ভাগ্যবান্।
পাইব তোমার পদ-প্রসাদ প্রধান ॥ ৩৪১ ॥
কুক্কুর তরিয়া যায় তোমার পরশে।
এমন করুণা কভু নাহি হৃষীকেশে ॥ ৩৪২ ॥
কবে মোরা হইব এমন ভাগ্যভাগী।
কুক্কুরে কৃতার্থ কৈলে—তাই মোরা মাগি ॥ ৩৪৩ ॥
নমো নমঃ অদোষ-দরশী গৌররায়।
নমো নমঃ তোমার সুন্দর দুই পায় ॥ ৩৪৪ ॥
অনুব্রজি হেনরূপে সব দেবগণ।
কবে মোরা পাব গৌরচন্দ্রের চরণ ॥ ৩৪৫ ॥
এথা গোলোকেরে আইলা মহাভাগ্যবান্।
গৌরাঙ্গের লীলা অনুব্রত তথা গান ॥ ৩৪৬ ॥
হেন অদভুত গোরাচাঁদের প্রকাশ।
আনন্দে কহয়ে শুন এ লোচনদাস ॥ ৩৪৭ ॥

———

এ শচীদেবী, মনে অনুভবি,
ষষ্ঠীব্রত করিবারে।

পুরনারী যত, সভে করি ব্রত,
গিয়া বটবৃক্ষ-তলে ॥ ৩৪৮ ॥
নৈবেদ্যের সজ্জ, করিয়া সুসজ্জ,
আঁচলে ঢাকিয়া লঞা।
ব্রত করিবারে, যায় বটতলে,
অতি হরষিত হঞা ॥ ৩৪৯ ॥
হেনই সময়, বিশ্বম্ভররায়,
খেলিতে খেলিতে পথে।
জননী দেখিয়া, আইলা ধাইয়া,
কি লইয়া যাহ হাতে ॥ ৩৫০ ॥
বাহু পসারিয়া, পথ আগুলিয়া,
জননী রাখিতে চায়।
কি কি বলি যায়, ধরিবারে চায়,
আখটি করিয়া মায় ॥ ৩৫১ ॥
দেব-আরাধনে, করিয়া যতনে,
লইয়া নৈবেদ্যখানি।
ষষ্ঠী পূজিবারে, যাই বটতলে,
এইখানে খেলহ তুমি ॥ ৩৫২ ॥
আসিবার বেলে, সন্দেশ কদলে,
আনি দিব শুন বাপ।
দেবতা পূজিব, এ বর মাগিব,
ঘুচিব অমল তাপ ॥ ৩৫৩ ॥
এতেক উত্তর, জননী অন্তর,
জানিঞা শ্রীবিশ্বম্ভর।
কহে লহু-বাণী, অমিয়া লবনী,
মুখে মিলাইছে তার ॥ ৩৫৪ ॥
এই মনে তোরে, বোলোঁ বারে বারে,
না বুঝসি অবোধিনি।
ক্ষুধায়ে আমার, পোড়য়ে অন্তর,
নৈবেদ্য খাইব আমি ॥ ৩৫৫ ॥
ইহা বলি ধরি, সেই গৌরহরি,
নৈবেদ্য ভরিল মুখে।
দেখিয়া জননী, হাহাকার-বাণী,
অন্তর জ্বলিল দুঃখে ॥ ৩৫৬ ॥

দেবতার দ্রব্য, ঘৃত মধু গব্য,
বিশ্বম্ভর খাইল দেখি।
শচীর অন্তরে, ধক্ ধক্ করে,
কোপে ছলছল আঁখি ॥ ৩৫৭ ॥
অবোধিয়া পুত, বুঝাইব কত,
দেবতা না মান তুমি।
ব্রাহ্মণ-কুমার, হঞা দুরাচার,
এ দুঃখে মরিব আমি ॥ ৩৫৮ ॥
শুনি গৌরমণি, জননীর বাণী,
অন্তর জ্বলিল কোপে।
কহিল সে সব, না বুঝসি তব,
কুবোল বোলসি মোকে ॥ ৩৫৯ ॥
শুন অবোধিনি, আমি সব জানি,
আমি তিনলোক-সার।
জগতে যতেক, আমি মাত্র এক,
ত্রিভুবনে নাহি আর ॥ ৩৬০ ॥
তরুমূলে যেন, জল-নিষেচন,
উপরে সিঞ্চিত শাখা।
প্রাণ-নিষেবণ, ইন্দ্রিয় যৈছন,
ঐছন আমার লেখা ॥ ৩৬১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৩১।১৪)—
"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥" ইতি ॥ ৩৬১ ॥

অন্বয়। যথা (যাদৃশং) তরোঃ (বৃক্ষস্য) মূল-নিষেচনেন (মূলপ্রদেশে জলপ্রদানেন) তৎস্কন্ধভুজোপ-শাখাঃ (তস্য স্কন্ধঃ মূলোপরিস্থপ্রধানভাগঃ ভুজাঃ স্থূলশাখাঃ উপশাখাঃ শাখাতঃ জাতাঃ ক্রমসূক্ষ্মতরশাখাশ্চ, পত্রাদীন্যপি উপলক্ষ্যন্তে) তৃপ্যন্তি (তৃপ্তিং লভন্তে, মূলং বিহায় পত্রাদিষু পৃথগ্বারিসেচনেন ন কস্যাপি তৃপ্তিরিতি ভাবঃ) প্রাণোপ-হারাৎ (প্রাণেভ্যঃ আহারাদি প্রদানেন) চ যথা (যদ্বৎ) ইন্দ্রিয়াণাং (নেত্রাদিবাহ্যানাং তথা মন আভ্যন্তরাণাং তৃপ্তির্জায়ত ইতি শেষঃ), তথৈব (তাদৃগেব) অচ্যুতেজ্যা

(শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনং) সর্ব্বার্হণম্ (সর্ব্বদেবপূজনং ভবতি, কেবলং অচ্যুতপূজনে সর্ব্বদেবাদীনাম্ অক্ষয়া তৃপ্তিরুৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৬১ ॥

অনুবাদ। বৃক্ষের মূলপ্রদেশে জলসেচন করিলে যেমন তাহার স্কন্ধ, শাখা ও প্রশাখাদির পূর্ণ তৃপ্তি হইয়া থাকে এবং প্রাণে খাদ্যাদি উপহার দ্বারা যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই তৃপ্তিলাভ করে, সেইরূপ একমাত্র অচ্যুতের পূজনেই নিখিল দেবাদির পূজা হইয়া থাকে ॥ ৩৬১ ॥

ইহা বলি হরি, করিয়া চাতুরী,
মায়ের গলায় ধরে।
শচীর হৃদয়, অতি সবিস্ময়,
গেলা ষষ্ঠী পূজিবারে ॥ ৩৬২ ॥
সেই ষষ্ঠীদেবী, বহুবিধ সেবি,
বোলয়ে কাতরবাণী।
আমার ছাওয়াল, বড়ই ধামাল,
এ দোষ ক্ষেমিবে আপনি ॥ ৩৬৩ ॥
তুমি দিলে মোরে, এ খেপা কোঙরে,
কেমনে লইবে দোষ।
করিবে কল্যাণ, এ মোর নন্দন,
না করিব কিছু রোষ ॥ ৩৬৪ ॥
সাত, পাঁচ নাই, এ ধন নিমাই,
দিলে গো করুণা করি।
বিঘ্ন নাহি হয়, এ মোর তনয়,
এ বালক দেবি তোরি ॥ ৩৬৫ ॥
এতেক বলিয়া, চরণে পড়িয়া,
যত বৃদ্ধ নারীগণে।
বলিয়ে বিনতি, করিএ প্রণতি,
আশীর্ব্বাদ কর মনে। ॥ ৩৬৬ ॥
চরণের ধূলি, দেহ নিজ বলি,
মোর বিশ্বম্ভর-শিরে।
এ মোর ছাওয়াল, বড়ই চঞ্চল,
বুদ্ধি হয় যেন স্থিরে ॥ ৩৬৭ ॥
দন্তে তৃণ ধরি, বোলে শচীরাণী,
সবার চরন সেবি।
সভে দেহ বর, মোর বিশ্বম্ভর,
পুত্র হউ চিরজীবী ॥ ৩৬৮ ॥
ষষ্ঠীপূজা করি, পুত্রে-করে ধরি,
ঘরেরে চলিলা দেবী।
জগন্নাথ-সনে, করে অনুমানে,
মনে অনুভব ভাবি। ॥ ৩৬৯ ॥
কি কহিব আর, সর্বদেব-সার,
পৃথিবীতে পরকাশ।
বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,
কহয়ে লোচনদাস ॥ ৩৭০ ॥

বরাড়ি রাগ—দীর্ঘ ছন্দ।

তবে আর কথোদিনে, সেই শচীনন্দনে,
ধুলায় খেলায় রাজপথে।
এ ধূলি ধূসর, হেমগিরি কলেবর,
অনুগত বয়স্য সহিতে। ॥ ৩৭১ ॥
শিশু শিশু ধুলা খেলি, ক্ষণে হয় গালাগালি,
ধূলা-রণে অঙ্গ দিগবাস।
সমান সে বয়ঃক্রম, সভে মেলি একমর্ম্ম,
ঘর্মবিন্দু খেলায় আয়াস ॥ ৩৭২ ॥
সভে মেলি খেলা খেলে, গুপ্তবেঝা হেনকালে,
সেই পথে আইলা আচম্বিত।
তার যত নিজ জন, সঙ্গে করে গমন,
জ্ঞানপথে বিচারে পণ্ডিত ॥ ৩৭৩ ॥
তার সনে অনুমানে, যোগশাস্ত্র বাখানে,
কর-শিরঃ করিয়া চালন।
দেখি' বিশ্বম্ভররায়, তার পাছে পাছে ধায়,
অনুসরি গমন-বচন ॥ ৩৭৪ ॥
দেখি বৈদ্য মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হেরি,
পুনঃ করে যোগের বাখান।
সেইমতে বিশ্বম্ভরে, যোগের বাখান করে,
যেন হাথ তেন মুখখান ॥ ৩৭৫ ॥
এইমতে বেরি বেরি, পরিহাসে গৌরহরি,
শিশুগণ সংহতি করিয়া।

দেখিয়া মুরারি বৈদ্য, নিজ আচরণে গদ্য,
কুবচন কহিল রুষিয়া ॥ ৩৭৬ ॥
এছারে কে বোলে ভাল, দেখিল ত ছাওয়াল,
মিশ্র-পুরন্দর সুত এই।
সর্বত্র শুনিএ কথা, ইহার সে গুণগাথা,
ভাল নাম ইহার নিমাই ॥ ৩৭৭ ॥
ঐছন শুনিয়া বাণী, রুষিলা সে গৌরহরি,
অনুগত কৃপার কারণে।
ভ্রুকুটি বয়ন করি, বোলে বাক্‌চাতুরী,
জানাইব ভোজনের ক্ষণে ॥ ৩৭৮ ॥
শুনি বিশ্বম্ভরবাণী, মুরারি সে মনে গুনি,
ঘর গেলা বিস্মিত-হিয়ায়।
গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতে, পাশরিল আনচিতে,
হইল সে ভোজন সময় ॥ ৩৭৯ ॥
এথা বিশ্বম্ভর হরি, অঙ্গের সুবেশ করি,
কটিতে টানিঞা পিন্ধে ধড়া।
শিরে শোভে তিন ঝুটি, গলায়ে সে রসকাঁঠী,
কণ্ঠলগ্ন মুকুতা দুবেঢ়া ॥ ৩৮০ ॥
নয়ানে কাজররেখা, পাঁচথুপী বান্ধে শিখা,
ঝলমল-হেম অলঙ্কার।
চরণে মগরা খাড়ু, হাথে করি ক্ষীরলাড়ু,
চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর ॥ ৩৮১ ॥
মুরারি গুপ্তের ঘরে, গেলা নিজ অভ্যন্তরে,
ভোজন করিছে বৈদ্যরাজ।
মেঘগম্ভীর-নাদে, নিজমন-পরসাদে,
'মুরারি' বলিয়া দিলা ডাক ॥ ৩৮২ ॥
স্বর শুনি স্মঙরিল, বিশ্বম্ভর যে বলিল,
গুপ্তবেঝা চমকিত চিত।
তবে সেই গৌরহরি, কি কর কি কর বলি,
সেইখানে হইল উপনীত ॥ ৩৮৩ ॥
তরন্ত না হও তুমি, এইখানে আছি আমি,
ভোজন করহ বাণী বৈল।
মধ্যভোজন-বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা,
থাল ভরি মূত মুতিলা ॥ ৩৮৪ ॥

কি কি বলি, ছি! ছি! করি, উঠিলা সে মুরারি,
করতালি দিয়া বোলে গোরা।
কর শির নাড়িয়া, ভক্তিপথ ছাড়িয়া,
যোগ বলে এই অভিপারা ॥ ৩৮৫ ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম উপেখিয়া, কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া,
রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ।
ভৌতিকে তাহার দৃষ্টি, এ নহে ভজনপুষ্টি,
নাহি বুঝ বুদ্ধি অতি মন্দ ॥ ৩৮৬ ॥
পরম দয়ালু হরি, তেঁহো সর্ব্বশক্তিধারী,
জীবেতে সম্ভবে ইকি কথা।
তেঁহো ব্রহ্ম সনাতন, গোপীর জীবনধন,
না ভজিয়া কেনে দেহ ব্যথা ॥ ৩৮৭ ॥
ইহা বলি গোরামণি, কতি গেলা নাহি জানি,
মুরারি দেখিতে নাহি পায়।
মনে-মনে অনুমান, এই কভু নহে আন,
সত্য পঁহু শচীর তনয় ॥ ৩৮৮ ॥
এত অনুমান করি, তবে সেই মুরারি,
আস্তে ব্যস্তে চলিলা সত্বর।
চলিতে না পারে পথে, অতি আনন্দিতচিতে,
গেলা যথা মিশ্র পুরন্দর ॥ ৩৮৯ ॥
(এথা) শচী-জগন্নাথ মেলি, পুত্রের দুলাল করি,
তুমি মোর সরবস ধন।
যেখানে সেখানে যাই, যথা যে বা দুঃখ পাই,
দেখি পাশরিয়ে চান্দবদন ॥ ৩৯০ ॥
ইহা বলি দোঁহে মেলি, দুইগালে চুম্ব দেই,
কোলে করিবারে টানাটানি।
হেনকালে মুরারি, সেইখানে বরাবরি,
আনন্দে না নিঃসরয়ে বাণী ॥ ৩৯১ ॥
দেখিয়া তরস্ত হৈয়া, শচী-জগন্নাথ গিয়া,
বৈদ্যেরে করিল অভ্যুত্থান।
কারে কিছু না বলিল, আর সব পাশরিল,
দেখি গোরাচাঁদের বয়ান ॥ ৩৯২ ॥
পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা,
ধারা বহে নয়ানের জলে।

অরুণ-বরন আঁখি, ঐ সে প্রেমার সাক্ষী,
গদগদ আধ-আধ বোলে ॥ ৩৯৩ ॥
থির দাঁড়াইতে নারে, পড়িয়া চরণতলে,
পুনঃ পুনঃ করে পরণাম।
দেখিয়া সে বিশ্বম্ভর, মায়ের কোল-ভিতর,
প্রবেশিল যেনক অজান ॥ ৩৯৪ ॥
শচী-জগন্নাথ বোলে, অহহ ! কি কৈলে কৈলে,
তোরে দেখি দেবতাসমান।
আশীর্বাদযোগ্য তোরি, এ অতি বালক মোরি,
কি করিলে বড় অবিধান ॥ ৩৯৫ ॥
তোরে বলি শূদ্রমুনি, সর্বলোকে বাখানি,
মোর বালকে কি কৈলে অপরাধ।
মো দিয়া যে হয় হউ, বাঢ়ু শিশু-পরমাউ,
চিরাউ বলি' দেহ আশীর্বাদ ॥ ৩৯৬ ॥
ইহা বলি হাতে ধরি, প্রণতি বিনতি করি,
শচী আর মিশ্র পুরন্দর।
হাসি' বৈল মুরারি, এনা পুত্র তোহারি,
দেব-দেব-দেব বিশ্বম্ভর ॥ ৩৯৭ ॥
বালক লালিছ কাছে, ইহা ত জানিবে পাছে,
তোর সম নাহি ভাগ্যবান্।
সম্বরি রাখিহ মনে, এই মোর বচনে,
বিশ্বম্ভর সেই ভগবান্ ॥ ৩৯৮ ॥
ইহা বলি গুপ্তবেঝা, না করিল আন-চর্চ্চা,
চলি গেলা হৃদ সম্বর।
আনন্দে ভরল হিয়া, গোরাপদ দেখিয়া,
গেলা যথা আচার্য্যের ঘর ॥ ৩৯৯ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নাম, সেই সর্বগুণধাম,
সেই সর্বজন শিক্ষাগুরু।
পড়িয়া চরণতলে, মুরারি বিনতি করে,
তুমি সর্বভক্ত কল্পতরু ॥ ৪০০ ॥
দেখিলাঙ অদ্‌ভুত, মিশ্র-পুরন্দর-সুত,
নিমাই পণ্ডিত বিশ্বম্ভর।
বাল্যক্রীড়া করে রঙ্গে, সকল শিশুর সঙ্গে,
চরিত্র দেখিলু লোকোত্তর ॥ ৪০১ ॥
ইহা শুনি দ্বিজমণি, হুহুঙ্কার করে ধ্বনি,
পুলকে-ভরল সব অঙ্গ।
রহস্য-রহস্য এই, তোমারে নিভৃতে কই,
সেই ব্রহ্ম রসিক শ্রীঅঙ্গ ॥ ৪০২ ॥
ইহা বলি' কোলাকুলি, দুজনে আনন্দে ভুলি,
বেকত না করে বিশোয়াস।
অখিল-ভুবনপতি, কৃপায়ে আইলা ক্ষিতি,
গুণ গায় এ লোচনদাস ॥ ৪০৩ ॥

ভাটিয়ারি রাগ—দিশা।

হরি হরি বোল চারিদিগ্ ভরি শুনি।
হাতে তালি জয় জয় নাচে দ্বিজমণি ॥ ৪০৪ ॥
বয়স্য বালক সব করি এক মেলা।
হরিগুন-কীর্ত্তন ভাল পাতিয়াছে খেলা ॥ ৪০৫ ॥
চৌদিকে বালক বেঢ়ি হরিহরি বোলে।
আনন্দে বিভোর প্রভু ভুমে গড়ি বুলে ॥ ৪০৬ ॥
বোল বোল বলি ডাকে মেঘগম্ভীর-স্বরে।
আইস আইস বলিয়া বালক কোলে করে ॥৪০৭॥
শ্রীঅঙ্গ পরশে বালক পাশরে আপনা।
কাঁফরে পড়িয়া দেখি বালকের কাঁদনা ॥ ৪০৮ ॥
আপাদমস্তকে পুলক—অশ্রুধারা গলে।
করতালি দিয়া বালক হরিহরি বলে ॥ ৪০৯ ॥
চৌদিকে বালক বেঢ়ি মাঝে গোরাসিংহ।
মধুময়-কমলে যেন বেঢ়িল মত্ত ভৃঙ্গ ॥ ৪১০ ॥
হেনকালে সেইপথে দুই চারি পণ্ডিত।
বিশ্বম্ভর খেলেন দেখিল আচম্বিত ॥ ৪১১ ॥
অপরূপ দেখি গোরা বালকের খেলা।
বনফুল গাঁথিয়া সভার গলে মালা ॥ ৪১২ ॥
হরিহরি বলে মুখে—করে করতালি।
আনন্দে নাচিয়া বুলে মাঝে গোরাহরি ॥ ৪১৩ ॥
আপনা পাশরি পণ্ডিত সব ধাইল মেলে।
করতালি দিয়া তারা হরিহরি বলে ॥ ৪১৪ ॥
যে যায় যায় পথে—দেখি হয় ভোলা।
কাঁখেতে কলসী করি চাহে নারীগুলা ॥ ৪১৫ ॥

হরি-হরি বোল শুনি জয়-জয় নাদ।
শুনিঞা ধাইল কেহো দেখিবারে সাধ ॥ ৪১৬ ॥
এ বোল শুনিঞা শচী আইলা আচম্বিতে।
দেখিল—আপন পুত্র নিমাই আর পণ্ডিতে ॥৪১৭॥
পুত্র পুত্র বলি শচী নিমাই কৈল কোলে।
সভারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুরবাণী বলে ॥ ৪১৮ ॥
এমত বেভার সব পণ্ডিত-সভায়।
পর-পুত পাগল করি উন্মত্ত নাচায় ॥ ৪১৯ ॥
কর্কশ-কথায় সভার হইল চেতন।
কি কৈল কি কৈল বলি গণে মনে মন ॥ ৪২০ ॥
বিশ্বম্ভরে লঞা গেলা বিশ্বম্ভরের মাতা।
আনন্দে লোচন কহে গোরাগুণগাথা ॥ ৪২১ ॥

———

সিন্ধুড়া—রাগ।

অকলঙ্ক কলানিধি উদয় নদীয়া ॥ ধ্রু ॥
এইখানে এক কথা কহিব এখন।
মুরারিতে দামোদর যে হৈল কথন ॥ ৪২২ ॥
মুরারিকে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর।
এক নিবেদঙ চির বেদনা অন্তর ॥ ৪২৩ ॥
কহ কহ গুপ্তবেঝা পুছো তোর ঠাঞি।
কতি গেলা বিশ্বরূপ—ঠাকুরের ভাই ॥ ৪২৪ ॥
তাহার চরিত্র কিছু পুছো মো সাদরে।
কহয়ে মুরারি বড় হরিষ অন্তরে ॥ ৪২৫ ॥
শুন শুন দামোদর পণ্ডিতপ্রধান।
যে জানো মো কহোঁ কিছু তোর বিদ্যমান ॥৪২৬॥
বিশ্বম্ভর জ্যেষ্ঠ—বিশ্বরূপ গুণধাম।
কি কহিব তার গুণ-চরিত্র-বাখান ॥ ৪২৭ ॥
অল্পকালে সর্বশাস্ত্র জানয় সকল।
স্বধর্মে তৎপর বুদ্ধি সংসারে বিরল ॥ ৪২৮ ॥
স্বচ্ছন্দ-হৃদয় দ্বিজ-দেব-গুরুভক্ত।
পিতা-মাতার সেবা করে অতি অনুরক্ত ॥ ৪২৯ ॥
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত জানে সর্ব্বধর্ম্ম মর্ম্ম।
বিষ্ণুভক্তি বিনু সে না করে কোন কর্ম্ম ॥ ৪৩০ ॥
সর্বলোক-প্রিয় সে পরম মহাসিদ্ধি।
অন্তরে বৈরাগ্য তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠ বুদ্ধি ॥ ৪৩১ ॥
সমাধ্যায়ি-সনে কথা—পুথি বামহাতে।
জগন্নাথপিতায়ে দেখিলা রাজপথে ॥ ৪৩২ ॥
ষোড়শবরিষ পুত্র ভেল বয়ঃক্রম।
বিবাহের যোগ্য রূপ-যৌবন-সম্পন্ন ॥ ৪৩৩ ॥
এই মনঃকথা পিতা হৃদয়ে করিল।
বিশ্বরূপ-যোগ্য কন্যা মনে বিচারিল ॥ ৪৩৪ ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে দ্বিজ আইলা নিজঘর।
বিশ্বরূপ-বিভা দিব চিন্তিত অন্তর ॥ ৪৩৫ ॥
কথোক্ষণে বিশ্বরূপ দ্বিজ আইলা ঘর।
সুবিস্মিত পিতা দেখি বুঝিল অন্তর ॥ ৪৩৬ ॥
তবে সেইমতে বিশ্বরূপ দ্বিজবর্য্য।
সুবিস্মিত পিতা দেখি বুঝিলেন কার্য্য ॥ ৪৩৭ ॥
অন্তরে জানিল—মোর বিবাহের তরে।
চিন্তিত হইলা দোঁহে কার্য্য করিবারে ॥ ৪৩৮ ॥
বিবাহ করিব আমি—নহে ত উচিত।
নহে বা জননী দুঃখ পাবে বিপরীত ॥ ৪৩৯ ॥
এইমনে অনুমানি রাত্রি-সুপ্রভাতে।
বাহির হইয়া গেলা পুথি বামহাতে ॥ ৪৪০ ॥
গঙ্গাজল-সন্তরণ করি পার হৈলা।
গত-মাত্র মহাশয় সন্ন্যাস করিলা ॥ ৪৪১ ॥

———

পঠমঞ্জরী—রাগ।

তৃতীয়-প্রহর বেলা, কেনে পুত্র না আইলা,
পিতা মাতা চিন্তিত-হৃদয়।
জগন্নাথ খোঁজ করে, চাহে প্রতি ঘরে ঘরে,
না পাইলা আপন তনয় ॥ ৪৪২ ॥
জনে জনে কানাকানি, কার্য্য হৈল জানাজানি,
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাসকরণ।
তো-কানি মো-কানি কথা, শুনি জগন্নাথ পিতা,
আচম্বিত হরিল চেতন ॥ ৪৪৩ ॥
তবে শচীদেবী শুনি, মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমি,
অন্ধকার হৈল ত্রিজগত।

বিশ্বরূপ বলি ডাকে, আইস পুত্র দেখি তোকে,
কি লাগিয়া হইলা বিরক্ত ॥ ৪৪৪ ॥
সে হেন সুন্দর গা, সে হেন সুন্দর পা,
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
প্রহরেক ভোগ তুমি, তিলেক সহিতে নার,
আখটি করিবে আর কাখে ॥ ৪৪৫ ॥
পড়িবারে যাও পুতে, সোয়াস্থ না পাঙ চিতে,
বেলি চাহোঁ তখনে তখন।
স্নান করিবারে যাও, তথা স্থির নাহি পাঙ,
বিশ্বরূপ আসিবে এখন ॥ ৪৪৬ ॥
তুমি মা বলিয়া ডাক, সেই ধন লাখোলাখ,
মুখ চাঞা পাশরেঁা আপনা।
না জানি কি দুঃখ পাঞা, মোর মুখে আগি দিয়া,
সন্ন্যাস করিলি দীনপনা ॥ ৪৪৭ ॥
কতি গেলা তার পিতা, যাউ বিশ্বরূপ যথা,
ধরিয়া আনহ পুত্র ঘরে।
যে বলুক সে বলুক লোকে, পুত্র আনি দেহ মোকে
পুনঃ উপবীত দিমু তারে ॥ ৪৪৮ ॥
জগন্নাথ বোলে বাণী, শুন দেবি শচীরাণী,
স্থির কর আপন অন্তর।
শোক না করিহ আর, মিথ্যা সব সংসার,
বিশ্বরূপ সুপুরুষবর ॥ ৪৪৯ ॥
আমার বংশের ভাগ্য, বিশ্বরূপ পুত্র যোগ্য,
আকুমার করিল সন্ন্যাস।
এই আশীর্বাদ কর, সেই পথে হউক স্থির,
সন্ন্যাস করুক অনায়াস ॥ ৪৫০ ॥
সম্পদে বিপদ্ যেন, না মানিহ ইহা শুন,
শোক না করিহ অকারণ।
একটি সন্ন্যাস করে, কোটি কুল নিস্তারে,
বিশ্বরূপ পুরুষরতন ॥ ৪৫১ ॥
শুনি জগন্নাথবাণী, পুনঃ কহে শচীরাণী,
কি কহিলে কহ মহাশয়।
একটি সন্ন্যাস করে, কোটি কুল নিস্তারে,
ভাল কৈল আমার তনয় ॥ ৪৫২ ॥

এইমতে দুইজনে, হরিষ-বিষাদ মনে,
গোঙাইলা কথোক সময়।
কি কহিব সে মহিমা, ভাগ্যপথ নাহি সীমা,
বিশ্বম্ভর পাইল তনয় ॥ ৪৫৩ ॥
কহিল মুরারিগুপ্ত, দামোদর সুপণ্ডিত,
শুন বিশ্বরূপের সন্ন্যাস।
পুনরপি পুছে কথা, বিশ্বম্ভর-গুণগাথা,
কহে এই এ লোচনদাস ॥ ৪৫৪ ॥
বিশ্বম্ভর হেনকালে, বসিয়া মায়ের কোলে,
নেহারয়ে বাপের বয়ান।
কতি গেলা মোর ভ্রাতা, শুন শুন পিতা মাতা,
আমি তোর করিব পালন ॥ ৪৫৫ ॥
এহেন শুনিঞা বাণী, জগন্নাথ শচীরাণী,
দোঁহে মেলি পুত্র কৈল কোলে।
দেখি বিশ্বম্ভরমুখ, পাশরিল যত দুঃখ,
এ কথা লোচনদাস বোলে ॥ ৪৫৬ ॥

বাল্যলীলা সমাপ্ত

পৌগণ্ডলীলা

কথাসার

মুরারির যোগশাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণপূর্ব্বক গৌরসুন্দর তাহাকে (মুরারিকে) অনুকরণ দ্বারা হাবভাব প্রকাশ করিয়া উপহাস করিতে আরম্ভ করিলে তিনি ক্রোধে তাঁহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন। তাহার বিনিময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু যোগের হেয়ত্ব ও যোগীর পরিণাম জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে মুরারির মধ্যাহ্নভোজনকালে তাহার ভোজনপাত্রে মূত্র ত্যাগ করেন এবং কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব উপদেশ করেন, অনন্তর গ্রন্থকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বয়স্য বালকদিগের সহিত সঙ্কীর্ত্তনলীলার অভিনয়, মুরারি-দামোদরের কথাপ্রসঙ্গে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, শচী-জগন্নাথের শোক প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া গৌরসুন্দরের পৌগণ্ডলীলা বর্ণনা করিতেছেন।

যথাসময়ে গৌরহরির চূড়াকরণাদি সংস্কার সুসম্পন্ন হইল। হাতে খড়িও শুভলগ্নে যথারীতি দেওয়া হইল, তিনি

সর্বদা বালকোচিত ক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকিতেন। পড়াশুনায় উদাসীন দেখিয়া মিশ্রপুরন্দর একদিন তাঁহাকে তিরস্কারাদি দ্বারা শাসন করিলেন, সেইদিন নিশাকালে মিশ্র স্বপ্নে দেখিতেছেন, যেন বিশ্বম্ভর তাঁহাকে নিজ ভগবত্তার কথা জ্ঞাপন করাইয়া তাঁহার প্রতি শাসনবাক্য প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিতেছেন, মিশ্রও নিজপুত্রকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। স্বপ্নোত্থিত হইয়া তাঁহার সে ভাব অপসারিত হইল, পুনরায় স্বীয় বাৎসল্যভাবে মুগ্ধ রহিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে গৌরহরির উপনয়ন-সংস্কার যথাবিধি সম্পন্ন হইল। তৎপরে চতুর্যুগাবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাপরযুগাবসানে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাব-কান্তিধারণপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দররূপে হরিনামসংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হন, তিনি প্রেমে প্রমত্ত হইয়া সর্ব্বজীবের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া যাচিয়া প্রেম প্রদান করিলেন, গৃহস্থলীলাকালে তিনি মাতাকে একাদশী দিবসে অন্নভোজন-নিষেধপূর্ব্বক জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্র অসুস্থ হইলে মনুষ্যজীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক মাতাকে অনেক সান্ত্বনা প্রদান করেন, জগন্নাথ মিশ্রের অপ্রকটকালে শচীদেবী স্বামীর শোক প্রকাশ করিলেন। গৌরহরিও পিতার জন্য শোক করিলেন। তৎপরে তিনি মনোযোগের সহিত বিদ্যারম্ভ করিলেন।

ধানশী—রাগ।

এইমতে আর দিনে মিশ্র পুরন্দর।
চিন্তিতে লাগিলা মনে দেখি বিশ্বম্ভর ॥ ৪৫৭ ॥
শুভদিন শুভক্ষণ তিথি সুনক্ষত্র।
হাথে খড়ি দিল তার সময় বিচিত্র ॥ ৪৫৮ ॥
দিনে-দিনে পঢ়ে সেই জগতের গুরু।
দেখি শচী-জগন্নাথ আপনা পাশরু ॥ ৪৫৯ ॥
এইমতে খেলা-লীলায় কথোদিন গেল।
জগন্নাথ-শচী দোঁহে যুক্তি করিল ॥ ৪৬০ ॥
বিশ্বম্ভর-চূড়াকর্ম্ম করি মনে মনে।
ইষ্ট-কুটুম্ব যত আনিল তখনে ॥ ৪৬১ ॥
চর্চ্চিল সে শুভক্ষণ তিথি শুভদিনে।
করিব ত চূড়াকর্ম্ম দঢ়াইল মনে ॥ ৪৬২ ॥
নদীয়ানগরে ঘরে ঘরে আনন্দিত।
ব্রাহ্মণ-সজ্জন আনি লোকে যে পূজিত ॥ ৪৬৩ ॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পঢ়ে গায়নে গায় গীত।
করিল সে যজ্ঞবিধি যে ছিল উচিত ॥ ৪৬৪ ॥
জয় জয় দেই যত কুলবধূ-জন।
সভাকারে দিল গন্ধ, গুবাক, চন্দন ॥ ৪৬৫ ॥
নানা বাদ্যভাণ্ড বাজে আনন্দ অপার।
শঙ্খ, দুন্দুভি বাজে ভেউল কাহাল ॥ ৪৬৬ ॥
মৃদঙ্গ, পটাহ বাজে কাংস্য, করতাল।
সানাই শবদ শুনি বড়ই রসাল ॥ ৪৬৭ ॥
চতুর্দ্দিকে হরি-ধ্বনি ঝাপয়ে গগন।
চূড়াকর্ম্ম, কর্ণবেধ করিল তখন ॥ ৪৬৮ ॥
আনন্দিত হৈল সব নদীয়ানগরী।
বিশ্বম্ভর-মুখ দেখি আপনা পাশরি ॥ ৪৬৯ ॥
হাটে বাটে ঘাটে যেই যথা তথা যায়।
দোঁহে দোঁহা মেলি গোরাচাঁদের গুণ গায় ॥
পর-পুত্র দেখি হেন করয়ে হৃদয়।
শচী-জগন্নাথ ভাগ্যে এ হেন তনয় ॥ ৪৭১ ॥
নবদ্বীপের ভাগ্য আর সংসারের ভাগ্য।
ও রূপ দেখিলে হয় নয়ানের শ্লাঘ্য ॥ ৪৭২ ॥
আর একদিনে গঙ্গা-বালুকার তটে।
বালক সহিতে ক্রীড়া করে গঙ্গাঘাটে ॥ ৪৭৩ ॥
বালুকায় পক্ষিগণ-পদ অনুসারি।
গমন করিলা পক্ষি-পদচিহ্ন ধরি ॥ ৪৭৪ ॥
ইহা বলি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
বালক-সহিতে ক্রীড়া করিল নির্ব্বন্ধ ॥ ৪৭৫ ॥
এই পদচিহ্ন যেই বালক ডেঙ্গায়।
সেই ততক্ষণে খেলা পরাজয় পায় ॥ ৪৭৬ ॥
যে জনা ত আগে ধাঞা পারে ধরিবার।
সেই জন খেলা জিনে কান্ধে চঢ়ে তার ॥ ৪৭৭ ॥

তার কান্ধে চড়ি তার পিঠে মারে ছাট।
কান্ধে করি লঞা যায় সঙ্কেতের ঘাট ॥ ৪৭৮ ॥
ইহা বলি শিশুসনে বালুকায় যায়।
মহাপরিশ্রমে ঘর্ম নিকলিছে গায় ॥ ৪৭৯ ॥
হেনকালে জগন্নাথমিশ্র পুরন্দর।
স্নান করিবারে গেলা জাহ্নবীর তীর ॥ ৪৮০ ॥
দেখিয়া পুত্রের খেলা ক্রোধ উপজিল।
পরিশ্রম দেখি' হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥ ৪৮১ ॥
সুবরণপদ্ম যেন আতপেতে ম্লান।
মধু নিকলয়ে যেন বদনের ঘাম ॥ ৪৮২ ॥
ডাকিতে ডাকিতে মিশ্র যায় পাছে পাছে।
পিতা দেখি বিশ্বম্ভর পাইল বড় লাজে ॥ ৪৮৩ ॥
লাজে মুখ নাহি তুলে— অন্তরে তরাস।
আপনি পণ্ডিত গেলা গোরাচাঁদের পাশ ॥ ৪৮৪ ॥
করে ধরি লঞা আইল আপন কুমার।
সকল বালক গেলা ঘর আপনার ॥ ৪৮৫ ॥
জগন্নাথ গঙ্গাস্নান করি আইলা ঘর।
ঘরে আসি গোরাচাঁদে ভৎ'সিলা বিস্তর ॥ ৪৮৬ ॥
পাঠ সাঠ গেল তোর অধমের হেন।
কুবুদ্ধি হইয়া কেনে বুল অনুক্ষণ ॥ ৪৮৭ ॥
ব্রাহ্মণকুমার হঞা নাহিক আচার।
ইহার উচিত ফল দিতেছি তোমার ॥ ৪৮৮ ॥
ইহা বলি জগন্নাথ হাথে ছাট ধরি।
তর্জ্জন করিতে শচী তার হাথে ধরি ॥ ৪৮৯ ॥
না মারিহ পুত্র মোর না খেলিবে আর।
সর্ব্বদা পড়িবে কাছে থাকিয়া তোমার ॥ ৪৯০ ॥
বিশ্বম্ভর সান্ধাইলা জননীর কোলে।
না খেলিব না খেলিব ধীরে ধীরে বোলে ॥ ৪৯১ ॥
জগন্নাথে পাছে করি পুত্র আগোরিয়া।
না মারিহ পুত্র মোর মৈল ডরাইয়া ॥ ৪৯২ ॥
ইহা বলি শচীদেবী পুত্র করি কোলে।
বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন-অঞ্চলে ॥ ৪৯৩ ॥
না পড়ুক পুত্র মোর হউক মুরুখ।
মুরুখ হইয়া শত-বরিষ জীউক ॥ ৪৯৪ ॥

শুনিঞা শচীর বাণী মিশ্রপুরন্দর।
কহিতে লাগিল কিছু সক্রোধ উত্তর ॥ ৪৯৫ ॥
মুরুখ হইলে পুত্র জীবেক কেমনে।
কেমনে ব্রাহ্মণ ইহায় কন্যা দিবে দানে ॥ ৪৯৬ ॥
তবে জগন্নাথ দেখে পুত্রের বয়ান।
পিতা-পানে চাহে পুত্র তরাস-নয়ান ॥ ৪৯৭ ॥
অন্তরে পোড়ায়ে মিশ্র বাহিরে কঠিন।
ফেলিল হাথের ছাট প্রেম-পরবীণ ॥ ৪৯৮ ॥
সজল নয়ানে পুত্র কৈল লঞা কোলে।
পুত্রেরে বুঝায় মিশ্র সুমধুর বোলে ॥ ৪৯৯ ॥
পড়িলে শুনিলে বাছা লোকে বোলে ভাল।
আমি পাটধরা দিব কদলক আর ॥ ৫০০ ॥
এইমতে আনন্দে-সানন্দে দিন গেলা।
সন্ধ্যা সমাধিয়া মিশ্র শয়ন করিলা ॥ ৫০১ ॥
নিদ্রাগত হৈল - রাত্রি তৃতীয় প্রহর ॥
স্বপন দেখিয়া মিশ্র হইলা ফাঁপর ॥ ৫০২ ॥
রাত্রি সুপ্রভাতে উঠি ডাকিল সবারে।
স্বপ্ন এক দেখিয়াছি কহিতো সবারে ॥ ৫০৩ ॥
দেখিল ত এক দ্বিজ পুরুষ বিশাল।
দিনকর-কিরণ বরণ উজিয়ার ॥ ৫০৪ ॥
রত্ন-অলঙ্কারে সে ভূষিত দিব্য দেহ।
নিরখি-না পারি—ঝলমল করে গেহ ॥ ৫০৫ ॥
বলিল আমারে মেঘ-গম্ভীর-বচনে।
বিশ্বম্ভরে নিজপুত্র করি মান কেনে ॥ ৫০৬ ॥
আমি দেব ভগবান্—ইহা নাহি জান।
কেবল আপন সুত করি কেনে মান ॥ ৫০৭ ॥
পশু না জানয়ে স্পর্শমণির পরশ।
পুত্রজ্ঞানে জান মোরে—এ বড় সাহস ॥ ৫০৮ ॥
সর্বশাস্ত্র জানি আমি - সর্বদেব গুরু।
আমা পড়াবারে কেনে হাথে ছাট ধরু ॥ ৫০৯ ॥
ঐছন স্বপন আজি দেখিয়াছি আমি।
সেই অবধি মোর হিয়া করয়ে কি জানি ॥ ৫১০ ॥
শচী অতি হৃষ্টমন আর সর্ব্বজন।
সবে নিরখয়ে বিশ্বম্ভরের বদন ॥ ৫১১ ॥

শচী-জগন্নাথ কোলে করে হিয়া ভরি।
আমার তনয়—বিশ্বম্ভর গৌরহরি ॥ ৫১২ ॥
অনন্ত মহিমা যার বেদে নাহি জানে।
শিব-সনকাদি যারে নাহি পায় ধেয়ানে ॥ ৫১৩ ॥
হেন মহামহত্ব মহিমা জানে যেবা।
মোর পুত্র হইয়া জনম গৌর দেবা ॥ ৫১৪ ॥
বলিতে বলিতে স্নেহ বাৎসল্য হইল।
ঐশ্বর্য্য যতেক ভাব—সব দূরে গেল ॥ ৫১৫ ॥
স্বপন শুনিয়া সর্বজনের উল্লাস।
গোরাগুন গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ ৫১৬ ॥

———

বরাড়ি রাগ—দিশা ॥

মোর প্রান আরে গোরাচাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু ॥
এই মনে আনন্দে-সানন্দে দিন যায়।
নদীয়ানগর সুখসাগরে ভাসায় ॥ ৫১৭ ॥
তিলেকের যত সুখ—কে কহিতে পারে।
শচী-জগন্নাথ-ভাগ্য ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে ॥ ৫১৮ ॥
একদিন বয়স্যের সঙ্গে আচম্বিত।
জগন্নাথ দেখিল তনয় সুচরিত ॥ ৫১৯ ॥
নবম-বরিষ পুত্র যোগ্য সুসময়।
উপবীত দিব বলি চিন্তিল হৃদয় ॥ ৫২০ ॥
ঘরে আসি শচীসনে যুকতি করিল।
দৈবজ্ঞ আনিঞা শুভদিন যে রচিল ॥ ৫২১ ॥
ইষ্ট-কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা।
আজ্ঞা কর—দিব বিশ্বম্ভরের পইতা ॥ ৫২২ ॥
মিশ্র আচার্য্য আনি খ্যাত যে পণ্ডিত।
যজ্ঞ কর্ম জানে যে জানএ বেদরীত ॥ ৫২৩ ॥
গুবাক, চন্দন, মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
শত শত কুলবধূ সিন্দূর পরিল ॥ ৫২৪ ॥
খদি, কদলক আর তৈল হরিদ্রা।
প্রত্যেকে সভারে দিল শচী সুচরিতা ॥ ৫২৫ ॥
শঙ্খ-শবদ হুলাহুলি জয় জয়।
গন্ধ অধিবাস করে গোধুলি সময় ॥ ৫২৬ ॥

ব্রাহ্মণে মঙ্গল পড়ে ভাটে রায়বার।
আশীর্বাদ দিঞা কৈল যে বিধি আচার ॥ ৫২৭ ॥
রাত্রি-সুপ্রভাতে উঠি' মিশ্রপুরন্দর।
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ-বিধি করিল সুন্দর ॥৫২৮ ॥
ব্রাহ্মণ পূজিল পাদ্য-আচমন দিয়া।
যজ্ঞকর্ম আরম্ভিলা সময় বুঝিয়া ॥ ৫২৯ ॥
হেথা শচীদেবী যত আইহ সুইহ লঞা।
পুত্র-মহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া ॥ ৫৩০ ॥
তৈল, হরিদ্রা বিশ্বম্ভর-অঙ্গে দিল।
গন্ধ-আমলকী দিয়া মস্তক মাজিল ॥ ৫৩১ ॥
অভিষেক করাইলা সুরনদীজলে।
আপনা পাশরে শচী আনন্দহিল্লোলে ॥ ৫৩২ ॥
শঙ্খ, দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল।
মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্য করতাল ॥ ৫৩৩ ॥
ঢাকের দুড়দুড়ি শুনি যোজনেক পথে।
শুনিয়া জুড়ায় হিয়া শাহিনী-শবদে ॥ ৫৩৪ ॥
বীণা, বেণু, কুপিলা সব বংশীর নিসান।
রবাব, উপাঙ্গ, পাখোয়াজ একতান ॥ ৫৩৫ ॥
নর্ত্তক নাচয়ে—গীত গাএ ত গায়ন।
শুভক্ষণ করি কৈল মস্তকমুণ্ডন ॥ ৫৩৬ ॥
প্রতি-অঙ্গে অলঙ্কার ভুষণ করিল।
গন্ধ-মাল্য-চন্দনেতে সুবেশ রচিল ॥ ৫৩৭ ॥
যজ্ঞস্থানে লঞা আইলা শচীর নন্দনে।
যথা বেদধ্বনি করে ব্রাহ্মণের গণে ॥ ৫৩৮ ॥
রক্তবস্ত্র উপবীত পরাইল অঙ্গে।
রূপ দেখি' ভুলি গেলা আপনে অনঙ্গে ॥ ৫৩৯ ॥
বিশ্বম্ভর-কর্ণে মন্ত্র কহে তার বাপ।
দণ্ড করে দেখি ডরে ডরাইল পাপ ॥ ৫৪০ ॥
ভিক্ষা মাগয়ে প্রভু আশ্রম-আচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম—সর্ব-আশ্রমের সার ॥ ৫৪১ ॥
যুগধর্মে সন্ন্যাস করিব মনে ছিল।
মুণ্ডনের কালে সেই মনেতে পড়িল ॥ ৫৪২ ॥
এমন হইব বলি হইল আবেশ।
কলি-সর্বজনের আমি ঘুচাইব ক্লেশ ॥ ৫৪৩ ॥

পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ—আপাদ-মস্তক।
কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলক ॥ ৫৪৪ ॥
করুণ অরুণ দুই দীঘল লোচন।
বাল-দিনকর যেন অঙ্গের কিরণ ॥ ৫৪৫ ॥
প্রেমারম্ভে মহাদম্ভ হুঙ্কার গর্জ্জন।
চমক লাগল দেখি সকল ব্রাহ্মণ ॥ ৫৪৬ ॥
সুদর্শন-আদি যত পণ্ডিত প্রধান।
একত্র হইয়া সভে করে অনুমান ॥ ৫৪৭ ॥
সকল পণ্ডিত মিলি করয়ে বিচার।
মানুষ না হয় এই শচীর কুমার ॥ ৫৪৮ ॥
কোন দেবতার তেজঃ জানিল নিশ্চয়।
এ তেজঃ গোবিন্দ বিনু আর কারু নয় ॥ ৫৪৯ ॥
আমরা কি জানি প্রভুর চরিত্র আচার।
অনুমান করি সবে বুদ্ধির বিচার ॥ ৫৫০ ॥
একজন বোলে—শুন আমার বচন।
না বুঝিয়ে এই দৃঢ় প্রভুর আচরন ॥ ৫৫১ ॥
যে কিছু কহিয়ে শুন আপনার মর্ম।
লোক নিস্তারিতে প্রভু যুগে যুগে জন্ম ॥ ৫৫২ ॥
কত কত অবতার কার্য্য-অনুসারে।
যুগের স্বভাবে সবে চারি অবতারে ॥ ৫৫৩ ॥
ধর্মসংস্থাপন আর অধর্ম্ম বিনাশে।
সাধুজন-পরিত্রাণ-হেতু পরকাশে ॥ ৫৫৪ ॥
অসুর-সংহার হেতু আদি যত আর।
কার্য্য-অবতার বলি এ নাম তাহার ॥ ৫৫৫ ॥
শ্রীরাম-আদি যত অবতার লেখি।
কার্য্য-অবতার—তার কার্য্যে পাই সাক্ষী ॥ ৫৫৬ ॥
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ—যজ্ঞ তার ধর্ম।
দুর্বাদলশ্যাম প্রভু—রাক্ষস-ক্ষয় কর্ম ॥ ৫৫৭ ॥
সকল ত্রেতায় সে না হয় রঘুনাথ।
রাবন বধিতে খেলা বানরের সাথ ॥ ৫৫৮ ॥
চৌদ্দ চৌযুগ সে রাবণের পরমাই।
কত কত ত্রেতা গেল—লেখা কর তাই ॥ ৫৫৯ ॥
এতেকে বোলিয়ে—সব ত্রেতা এক নহে।
কার্য্য অনুসারে বোলি যখন যে হয়ে ॥ ৫৬০ ॥

সত্যে শ্বেত, তপোধর্ম্ম হংস-নাম জানি।
নৃসিংহাদি অবতার কার্য্য অনুমানি ॥ ৫৬১ ॥
যুগ-অনুরূপ বর্ণ ধর্মসংস্থাপন।
যুগ-অবতার বলি জানিয়ে সে জন ॥ ৫৬২ ॥
দ্বাপরে কৃষ্ণের কথা শুন এক মনে।
একলা ঠাকুর সেই—নাহি অন্যজনে ॥ ৫৬৩ ॥
কার্য্য-অবতার কিবা যুগ-অবতার।
সর্ব-কলা-পূর্ণ সেই নন্দের কুমার ॥ ৫৬৪ ॥
পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম তারে বোলে সর্ব্বজনে।
গোপিকা-লম্পট সেই জানিহ বৃন্দাবনে ॥ ৫৬৫ ॥
অবতার-শিরোমণি—কৃষ্ণ-অবতার।
দ্বাপর-ভিতরে এই দ্বাপর যে সার ॥ ৫৬৬ ॥
আর দ্বাপরে আছে অবতার দুই।
কার্য্য-অবতার কিবা যুগাবতার এই ॥ ৫৬৭ ॥
যেই দ্বাপরে হয় কৃষ্ণ-অবতার।
সেই কলিযুগে গৌরচান্দের প্রচার ॥ ৫৬৮ ॥
যেন কৃষ্ণ-অবতার তেন গৌরচন্দ্র।
এই দুই যুগ—সব যুগের স্বতন্ত্র ॥ ৫৬৯ ॥
সব দ্বাপরে নাহি কৃষ্ণের বিহার।
সব কলিযুগে নাহি গোরা-অবতার ॥ ৫৭০ ॥
কতেক দ্বাপর, কলি, সত্য, ত্রেতা যায়।
অংশ-অবতার প্রভু হয় তা-সভায় ॥ ৫৭১ ॥
এই দ্বাপরে আর এই কলিযুগে।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণচৈতন্য মিলে বড় ভাগে ॥ ৫৭২ ॥
ব্রহ্মার দিবসে অবতার একবার।
দ্বাপরেতে কলিযুগে করেন বিহার ॥ ৫৭৩ ॥
বৈবস্বত-মন্বন্তরে শ্যাম গৌর হঞা।
দ্বাপরের পূজা কৈলা কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৫৭৪ ॥
ধন্য ধন্য কলিযুগ—যুগের উপরি।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে সভে হৈলা অধিকারী ॥ ৫৭৫ ॥
আরে আরে দয়াল ঠাকুর গৌরচন্দ্র।
সঙ্কীর্ত্তনে পার কৈল পঙ্গু-জড় অন্ধ ॥ ৫৭৬ ॥
আমার বচনে যদি না যাহ প্রতীত।
যে কিছু পুছিএ—তাহা কহ সমুচিত ॥ ৫৭৭ ॥

যে যুগে যাহার যেই আছে বর্ণ ধর্ম্ম।
যুগ-অবতারে প্রভু করে সেই কর্ম্ম ॥ ৫৭৮ ॥
দ্বাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
যুগধর্ম-আচরণে কি কৈল আচার ॥ ৫৭৯ ॥
দ্বাপরে পরিচর্য্যাধর্ম শাস্ত্রে কহে।
কোথা ধর্মসংস্থাপন কৈল প্রভু তাহে ॥ ৫৮০ ॥
অবজ্ঞা না কর যবে বো'ল এক বোল।
যুক্তিপর কহোঁ—কথা না ঠেলিহ মোর ॥ ৫৮১ ॥
আপনে ঠাকুর সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কার্য্য কিবা যুগধর্ম—সব তার ভার ॥ ৫৮২ ॥
যুগধর্মসংস্থাপন কৈল যে বা কার্য্য।
সকল করিল প্রভু—বুঝিতে আশ্চর্য্য ॥ ৫৮৩ ॥
রাধাকৃষ্ণ-অবতার করিতে বিহার।
আপনে স্বতন্ত্র রাধা প্রকৃতি-আকার ॥ ৫৮৪ ॥
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে আত্ম তনু।
দোঁহে একতনু—কার্য্য বুঝি হৈল ভিনু ॥ ৫৮৫ ॥
রাধানাম ধরে কৃষ্ণ-আরাধন-কাজ।
পরিচর্য্যা করে লঞা গোপিকা সমাজ ॥ ৫৮৬ ॥
প্রেমভক্তি করে শত শত শাখা।
প্রকৃতি-স্বরূপ সেই একলা রাধিকা ॥ ৫৮৭ ॥
কৃষ্ণে সমর্পয়ে দেহ দেহের স্বভাব।
নিত্যই নুতন তার বাঢ়ে অনুরাগ ॥ ৫৮৮ ॥
এই পরিচর্য্যা-ধর্ম না বুঝিল কেহ।
এই কথা কহে সব ভাগবত সেহ ॥ ৫৮৯ ॥
আর দ্বাপরযুগে অংশে করে কর্ম।
ধর্ম সংস্থাপন করে না বুঝয়ে মর্ম্ম ॥ ৫৯০ ॥
ধর্ম বলি, দান, ব্রত, তপো, ধর্ম কহি।
ধর্ম করি সমর্পণা করে সবে তাহি ॥ ৫৯১ ॥
এই ত কারণে প্রভু প্রকাশিল নিজ।
তভু না বুঝিল কেহ ধর্মাধর্ম বীজ ॥ ৫৯২ ॥
কলিযুগে গৌরদেহ প্রকাশে আপনা।
যুগ অবতার কার্য্য প্রকাশয়ে প্রেমা ॥ ৫৯৩ ॥
রাধার বরণে অঙ্গ গৌর-অঙ্গ হঞা।
রাধিকার ভাব রস অন্তরে করিয়া ॥ ৫৯৪ ॥
সেই ভাবে কান্দে এই রসিক-শেখর।
বিকসিত পুলক কদম্ব কলেবর ॥ ৫৯৫ ॥
সেই প্রেমে গর গর মাতোয়াল হঞা।
হুঙ্কার গর্জ্জন করে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৫৯৬ ॥
সেই গর্জ্জন শুনি অচেতন কলিকাল।
চেতন পাইয়া সবে আনন্দ বিশাল ॥ ৫৯৭ ॥
তেঞি রাধাকৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে হাসে।
অন্ধকার দূরে গেল পাইল প্রকাশে ॥ ৫৯৮ ॥
দ্বাপরে উপজে কৃষ্ণ গৌরময় তন।
কলি অচেতন লোক করাইএ চেতন ॥ ৫৯৯ ॥
প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু করি দীনভাব।
আপনা বিলায় আপে মানে নিজ লাভ। ৬০০ ॥
এহেন ঠাকুর কোন্ কৈল ঠাকুরাল।
না ভজিলে প্রেম দেয় নাহিক বিচার ॥ ৬০১ ॥
এতেক বলিয়ে যুগ—অবতার এই।
এই পূর্ণ অবতার প্রকাশিল সেই ॥ ৬০২ ॥
আর কলিযুগে নারায়ণ অবতার।
কৃষ্ণ দু আখর নামে সে নাম তাঁহার ॥ ৬০৩ ॥
শুকপক্ষ পাখার বরণে বর্ণ তাঁর।
তেঞি ইন্দ্রনীলমণি বোলে টীকাকার ॥ ৬০৪ ॥
এই কলিযুগে গৌরচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম।
অংশ প্রবেশিল ইথে কহিল এ মর্ম ॥ ৬০৫ ॥
পূর্ণ পূর্ণ অবতার চৈতন্য-গোসাঞি।
এহেন করুণানিধি আর কেহো নাঞি ॥ ৬০৬ ॥
কার্য্য অবতারে যুগ অবতারে এক।
যুগ-অনুরূপ তেঞি গৌর পরতেখ ॥ ৬০৭ ॥
কলি পীত সঙ্কীর্ত্তনধর্ম শাস্ত্রে কহে।
এই বিশ্বম্ভর প্রভু—কভু আন নহে ॥ ৬০৮ ॥
বিচারি পণ্ডিত সব দঢ়াইল হিয়া।
আপনা সম্বরে প্রভু সে কাল বুঝিয়া ॥ ৬০৯ ॥
সব সম্বরিল প্রভু তিলেকে তখন।
বিশ্বম্ভর গৌরহরি উঠিল বচন ॥ ৬১০ ॥
সব-লোক কাণাকানি অপরূপ কথা।
সাতে পাঁচে অনুমানি যায় যথা তথা ॥ ৬১১ ॥

আশ্চর্য্য থাকিল কারো সন্দেহ হৃদয়।
কি দেখিল বিশ্বম্ভর-চরিত্র-আশয় ॥ ৬১২ ॥
লোকমুখে যে শুনিল বিশ্বম্ভর-কথা।
সাক্ষাৎ দেখিল এই জগত-করতা ॥ ৬১৩ ॥
আনন্দে ভরল পুরী—দেই জয় জয়।
ধন্য গোরাগুণগাথা এ লোচনে গায় ॥ ৬১৪ ॥

———

শ্রীরাগ—দিশা ॥

অকি হোরে গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
(কিনা মোর গৌরাঙ্গপ্রেম অমিয়া আনন্দ)।
কিনা মোর গৌরাঙ্গ কি আরে জয় জয় ॥ ধ্রু ॥
আর একদিন প্রভু বসি নিজঘরে।
আপন-অন্তর-কথা পরকাশ করে ॥ ৬১৫ ॥
নিজ তেজ-অমিয়া-পূরিত সব দেহ।
নিরখি না পারি—ঝলমল করে গেহ ॥ ৬১৬ ॥
মায়েরে দেখিয়া বৈল—শুন মোর বোল।
এক মহাদোষ মুঞি দেখিয়াছি তোর ॥ ৬১৭ ॥
একাদশী তিথি অন্ন না খাইহ আর।
যতনে পালিহ তুমি এ বোল আমার ॥ ৬১৮ ॥
মেঘ-গম্ভীর-নাদে কহিল মায়েরে।
শুনি মাতা সবিস্মিতা সম্ভ্রম অন্তরে ॥ ৬১৯ ॥
সঙ্কোচ-সম্ভ্রমে প্রেমে ভরিল শরীরে।
পালিব তোমার আজ্ঞা—বোলে ধীরে ধীরে ॥৬২০
শুনিঞা মায়ের বোল সন্তোষ-হৃদয়।
ধর্ম শিখাইল সেই অন্তর-সদয় ॥ ৬২১ ॥
সেই কালে এক দ্বিজ আসি আচম্বিত।
আনি দিল গুয়া-পান অতি শুদ্ধচিত ॥ ৬২২ ॥
হাসিয়া তখনে প্রভু গুবাক খাইল।
ক্ষণেক-অন্তরে পুনঃ মায়েরে ডাকিল ॥ ৬২৩ ॥
মায়ের কহিল প্রভু—আমি যাই গেহ।
যতনে পালিহ তুমি—নিজস্থত এহ ॥ ৬২৪ ॥
ইহা বলি ক্ষণার্দ্ধ নিশ্চেষ্ট হঞা রহি।
দণ্ড-পরণাম করে লোটাইয়া মহী ॥ ৬২৫ ॥
নিঃশব্দে রহিলা পুনঃ—শচী তরাসিত।
গঙ্গাজল মুখে দেই হৃদয় ত্বরিত ॥ ৬২৬ ॥
ক্ষণেকে তখন প্রভু হইলা সম্বিত।
সহজ রূপের তেজে ঘর আলোকিত ॥ ৬২৭ ॥
মায়েরে কহিল প্রভু—আমি যাই গেহ।
এ কথা বিচার করিবারে আছে কেহ ॥ ৬২৮ ॥
শ্রীমুরারি গুপ্তবেঝা প্রভুর অন্তরীণ।
সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা সেই ভকতপ্রবীণ ॥ ৬২৯ ॥
দামোদর পণ্ডিত পুছিল তার স্থানে।
এ কথার তত্ত্ব মোরে কহ মহাজনে ॥ ৬৩০ ॥
কিবা মায়া কৈল প্রভু কিবা কোন শক্তি।
ইহার বিচার মোরে করি দেহ যুক্তি ॥ ৬৩১ ॥
মুরারি কহয়ে—শুন শুন মহাশয়।
আমি কি সকল জানি কৃষ্ণের আশয় ॥ ৬৩২ ॥
যে কিছু কহিয়ে নিজ বুদ্ধি-অনুমানে।
যুক্তিসিদ্ধ হয় যদি রাখিহ পরাণে ॥ ৬৩৩ ॥
শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান আর সঙ্কীর্ত্তনে।
হৃদয়ে প্রবেশে প্রভু নিজ ভক্তজনে ॥ ৬৩৪ ॥
নিজ দেহ—দেহ নহে—নির্গুণ আকার।
গুণে সে গুণের ভোগ আচার বিচার ॥ ৬৩৫ ॥
এতেকে ভকতদেহ দেহ করি মানে।
স্বচ্ছন্দ-বিহার তহি সব আচরণে ॥ ৬৩৬ ॥
নিজপূজা-অধিক ভকতপূজা মানে।
পূজার সংগ্রহ তাথে জানে মনে মনে ॥ ৬৩৭ ॥
আপনে ঠাকুর সেই তদধীন জন।
লোক-আচরণে মায়া বলি দুই জন ॥ ৬৩৮ ॥
আপনা অধিক কেনে মানয়ে ভকত।
এ কথা বুঝিতে নারে সকল জগত ॥ ৬৩৯ ॥
রসময়বিগ্রহ লাবণ্যময় দেহ।
সকল সম্পদ্ তনু নিরমিল সেহ ॥ ৬৪০ ॥
বিলাস-বিনোদ-লীলা বিনে নাহি আর।
নির্গুণ বলিয়া গালি দেই কোন্ ছার ॥ ৬৪১ ॥
মায়ার কারণে আপে না হয় বেকত।
ভক্তদেহে বিনোদ করয়ে অবিরত ॥ ৬৪২ ॥

ভক্তের ভোজন, নিদ্রা, শয়ন, বিলাস।
তাহাতেই কৃষ্ণসুখ হয়ে ত প্রকাশ ॥ ৬৪৩ ॥
ভক্তজন আর-জন আচরণ এক।
দেহের স্বভাব এক দেখে পরতেখ ॥ ৬৪৪ ॥
পরতেখ দেখি যার মানুষ গেয়ানে।
কোথা কৃষ্ণ মানুষ যে দেখিয়ে নয়ানে ॥ ৬৪৫ ॥
কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নির্গুণ ব্রহ্ম।
মানুষ শরীরে করে প্রাকৃতের কর্ম ॥ ৬৪৬ ॥
ইহা বলি নাহি মানে যে অধম জন।
ভক্তদেহে প্রভুদেহে জানয়ে উত্তম ॥ ৬৪৭ ॥
এই অনুমান-কথা মোর চিত্তে লয়।
আপনে বুঝিয়া চিত্তে কর যে জুয়ায় ॥ ৬৪৮ ॥
সদা কৃষ্ণময়তনু বৈষ্ণব জানিয়ে।
শ্রীবেদপুরাণ-ভাবগতেতে শুনিয়ে ॥ ৬৪৯ ॥
যার পদপাংশুতে পবিত্র সর্ব্বজন।
গঙ্গা-আদি করি তীর্থ সভার পাবন ॥ ৬৫০ ॥
হেন জনার দেহে যে অধম করে বাধ।
না বুঝয়ে যেই—সেই করে অপরাধ ॥ ৬৫১ ॥
এই মত দামোদর-মুরারি-গুপতে।
নিবড়িল কথা—দোঁহে হরষিত-চিতে ॥ ৬৫২ ॥
আপনার দেহ প্রভু দেহ নাহি গণে।
ভকত-জনার দেহ নিজ করি মানে ॥ ৬৫৩ ॥
এতেক বিচারি গেল সেই দুইজনে।
শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥ ৬৫৪ ॥

———

বিভাস—রাগ। দিশা ॥

হয় হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥

না হারে হে হয় হয় না হারে প্রাণ হয় ॥ ধ্রু ॥
সর্ব্বজন শুন আর অপরূপ কথা।
যাহা শুনিলে ঘুচিবেক অন্তরের ব্যথা ॥ ৬৫৫ ॥
গুরুর আশ্রমে সব বেদতত্ত্ব জানি।
ঘরেরে আইলা জগন্নাথ দ্বিজমণি ॥ ৬৫৬ ॥
দৈবনিবর্ব্বন্ধে তার জ্বর আইল দেহে।
বিপরীত জ্বর দেখি তরাস উঠায়ে ॥ ৬৫৭ ॥

শচীর কান্দনা অতিব্যাকুল দেখিয়া।
প্রবোধ করেন প্রভু তত্ত্ব বুঝাইয়া ॥ ৬৫৮ ॥
মরণ সভার মাতা আছয়ে নিশ্চয়।
ব্রহ্মা, রুদ্র, সমুদ্র, পর্ব্বত, হিমালয় ॥ ৬৫৯ ॥
ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি—কালে সর্ব্বনাশে'।
মরণ লাগিয়া কেনে পাইছ তরাসে ॥ ৬৬০ ॥
তোর বন্ধুগণ যত আনহ এখন।
সভে মিলি কৃষ্ণনাম করাহ স্মরণ ॥ ৬৬১ ॥
বান্ধবের কার্য্য মৃত্যুকালে সত্য জানি।
স্মরণ করায় প্রভু দেব যদুমণি ॥ ৬৬২ ॥
শুনিঞা কুটুম্ব-বন্ধুজন সব আইলা।
প্রভুর বাড়িতে আসি মিশ্রেরে বেড়িলা ॥ ৬৬৩ ॥
পরিণত বুদ্ধি যত বন্ধুগণ ছিলা।
কাল প্রত্যাসন্ন দেখি যুকতি করিলা ॥ ৬৬৪ ॥
বিশ্বম্ভর বোলে - মা গো কি কর বিলম্ব।
এইক্ষণে চাহি যত ইষ্টকুটুম্ব ॥ ৬৬৫ ॥
ইহা বলি মায়ে পোয়ে ধরি' নিল তারে।
বন্ধুর সহিত গেলা জাহ্নবীর তীরে ॥ ৬৬৬ ॥
বাপের চরণ ধরি কান্দে বিশ্বম্ভর।
সম্বরিতে নারে অশ্রু গদগদ-স্বর ॥ ৬৬৭ ॥
আমারে এড়িয়া বাপ কোথা যাহ তুমি।
বাপ বলি আর ডাক নাহি দিব আমি ॥ ৬৬৮ ॥
আজি হৈতে শূন্য হৈল এ ঘর আমার।
আর না দেখিব বাপ চরণ তোমার ॥ ৬৬৯ ॥
আজি দশদিক্ শূন্য আন্ধিয়ার ঘোরে।
না পঢ়াবে যতন করি ধরি নিজ করে ॥ ৬৭০ ॥
ঐছন অমিঞা-বাণী শুনি জগন্নাথ।
সকরুণ-কণ্ঠে নিঃস্বরে নাহি বাত ॥ ৬৭১ ॥
গদগদ-স্বরে বোলে—শুন বিশ্বম্ভর।
কহিল না হয় মোর যে ছিল অন্তর ॥ ৬৭২ ॥
রঘুনাথ-চরণে সপিলুঁ মুঞি তোমা।
তুমি পাছে কোন কালে পাশরিবে আমা ॥৬৭৩॥
ইহা বলি হরিহরি করয়ে স্মরণ।
গঙ্গাজলে নাম্বাইল সকল ব্রাহ্মণ ॥ ৬৭৪ ॥

গলায় তুলিয়া দিল তুলসীর দাম।
চতুর্দ্দিগে বন্ধুগণে লয় হরিনাম ॥ ৬৭৫ ॥
চতুর্দ্দিগে হয় হরিগুণ-সঙ্কীর্ত্তন।
হেনকালে দ্বিজোত্তমের বৈকুণ্ঠে গমন ॥ ৬৭৬ ॥
বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ রথ-আরোহনে।
ধরণী-বিদার দেই শচীর ক্রন্দনে ॥ ৬৭৭ ॥
পতির চরণ ধরি কান্দে লোটাইয়া।
মো যাঙ আমারে লহ সংহতি করিয়া ॥ ৬৭৮ ॥
একতাল ধরি তোর সেবা কৈলুঁ মুঞি।
বৈকুণ্ঠে চাললা তুমি—আমি রইলাম ভুঞি ॥৬৭৯
শয়নে-ভোজনে মুঞি সেবা কৈলুঁ তোর।
আজি দশদিক্ শূন্য অন্ধকার মোর ॥ ৬৮০ ॥
অনাথিনী হৈলুঁ তোর ছোট পুত্র লঞা।
নিমাই থাকিবে কোথা কার মুখ চাঞা ॥ ৬৮১ ॥
জগত দুর্ল্লভ হের তনয় নিমাঞি।
সব পাশরিয়া যাহ আমার গোসাঞি ॥ ৬৮২ ॥
মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ।
কান্দয়ে শচীর সুত ঝরয়ে নয়ন ॥ ৬৮৩ ॥
গজমতিহার যেন গাঁথিল সুতায়।
নয়ানে গলয়ে জল বিশাল হিয়ায় ॥ ৬৮৪ ॥
ভক্তজন বন্ধুজন হাহাকার করে।
প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংসারে ॥ ৬৮৫ ॥
শান্ত করাইল সভে মধুর-বচনে।
সৃষ্টি নষ্ট হয় প্রভু তোমার ক্রন্দনে ॥ ৬৮৬ ॥
নারীগণে প্রবোধ করিল শচীদেবী।
বিশ্বম্ভর দেখি শচী সব পাশরিবি ॥ ৬৮৭ ॥
আপনে সুধীর প্রভু সব সম্বরিয়া।
কাল-যথোচিত কর্ম করিল সৎক্রিয়া ॥ ৬৮৮ ॥
তবে বেদবিধি-মতে যে ছিল উচিত।
করিল বাপের কর্ম কুটুম্ববেষ্টিত ॥ ৬৮৯ ॥
পিতৃবৎসল প্রভু পিতৃযজ্ঞ কৈল।
ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণ পূজিল ॥ ৬৯০ ॥
তোয়াধার অন্নভাজনাদি দ্রব্য যত।
ব্রাহ্মণেরে দিলা প্রভু পিতৃ-ভকত ॥ ৬৯১ ॥
জগন্নাথ-বৈকুণ্ঠগমন এই কথা।
আপনে সে দ্বিজোত্তম বিশ্বম্ভর পিতা ॥ ৬৯২ ॥
শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি এই কথা শুনে।
বৈকুণ্ঠ চলয়ে সেই গঙ্গায় মরণে ॥ ৬৯৩ ॥
গোরাচাঁদ দেখি শচী ছাড়এ নিঃশ্বাস।
পিতৃশূন্য পুত্র পাছে পায়েন তরাস ॥ ৬৯৪ ॥
বিদ্যারসে চিত্ত যদি ডুবায় ইহার।
তবে মনঃসুখে পুত্র গোঙায় আমার ॥ ৬৯৫ ॥
হেন অদ্‌ভুত কথা শুন সর্ব্বজন।
চৈতন্যচরিত্র কিছু কহয়ে লোচন ॥ ৬৯৬ ॥

———

ধানশী রাগ—দিশা ॥

(আরে আরে হয় ॥ ধ্রু ॥)

একদিন শচী করে ধরি গৌরহরি।
পঢ়িতে গৌরাঙ্গ দিলা নিয়োজিত করি ॥৬৯৭ ॥
সকল পণ্ডিত স্থানে পুত্র সমর্পিয়া।
বোলয়ে কাতরে দেবী বিনয় করিয়া ॥ ৬৯৮ ॥
পঢ়াইও মোর পুত্রে তোমরা ঠাকুর।
রাখিবে আপন কাছে—না রাখিবে দূর ॥ ৬৯৯ ॥
পিতৃশূন্য পুত্র মোর - পীরিতি করিবে।
আপন তনয় হেন ইহারে জানিবে ॥ ৭০০ ॥
শুনিঞা পণ্ডিত সব সঙ্কোচ অন্তরে।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তরে ॥ ৭০১ ॥
মো সভার ভাগ্য এতদিনে সে জানিল।
কোটি-সরস্বতী-কান্ত আমরা পাইল ॥ ৭০২ ॥
অখিলে পঢ়াইবে ইহোঁ নিজ-প্রেম নাম।
সর্বলোক গুরু ইহোঁ সভার প্রধান ॥ ৭০৩ ॥
আমরাহ পঢ়ব ইহাঁর সন্নিধানে।
নিশ্চয় জানিহ মাতা কহিল বচনে ॥ ৭০৪ ॥
শুনি শচীদেবী বৈল বিনয়-বচনে।
পুত্র সমর্পিয়া আইলা আপন-ভবনে ॥ ৭০৫ ॥
তবে আর কথোদিনে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পঢ়িবারে গেলা বিষ্ণুপণ্ডিতের ঘর ॥ ৭০৬ ॥

সুদর্শন আর গঙ্গাদাস যে পণ্ডিতে।
পঢ়িলা জগত-গুরু তা সভার হিতে॥ ৭০৭॥
লোক আচরয়ে মায়ামানুষ-বিগ্রহ।
পঢ়য়ে পঢ়ায় বিদ্যা লোক অনুগ্রহ॥ ৭০৮॥
পণ্ডিত শ্রীসুদর্শন আর একদিনে।
পরিহাস করে প্রভু সতীর্থের সনে॥ ৭০৯॥
বঙ্গজের কথা কহে বড়ই রসাল।
অতি মনোহর হাসি—অমিয়া মিশাল॥ ৭১০॥
এই মতে রঙ্গে ঢঙ্গে কথোদিন গেল।
বনমালী আচার্য্য দেখিব মনে কৈল॥ ৭১১॥
তারে দেখিবারে তার আশ্রমেতে গেলা।
দেখিয়া প্রণতি করি সম্ভ্রমে উঠিলা॥ ৭১২॥
করে ধরি তার সনে চলি যায় পথে।
কৌতুক—রহস্য-কথা কহিতে কহিতে॥ ৭১৩॥
হেনকালে বল্লভ সে আচার্য্যের কন্যা।
রূপে, গুণে, শীলে সেই ত্রিজগত-ধন্যা॥ ৭১৪॥
গঙ্গাস্নানে যায় সেই সখীর সহিতে।
বিশ্বম্ভর হরি তারে দেখে আচম্বিতে॥ ৭১৫॥
একদৃষ্টে চাহে প্রভু সস্মিত আনন।
দেখিয়া জানিল তার জন্মের কারণ॥ ৭১৬॥
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা ইঙ্গিতে বুঝিল।
প্রভুপাদপদ্ম দেবী শিরে করি নিল॥ ৭১৭।
আচার্য্য সে বনমালী বড়ই চতুর।
বুঝিল অন্তর কথা হৃদয় অঙ্কুর॥ ৭১৮॥
আরদিন বনমালী আচার্য্য আপনে।
আনন্দহৃদয়ে গেলা শচীর ভবনে॥ ৭১৯॥
হাসিয়া প্রণাম কৈল শচীর চরণে।
প্রণতি করিয়া বৈল মধুর বচনে॥ ৭২০॥
তোমার পুত্রের যোগ্য আছে এক কন্যা।
রূপে, গুণে, শীলে সেই ত্রিজগতে ধন্যা॥ ৭২১॥
বল্লভ আচার্য্য-কন্যা অতি সুচরিতা।
যদি ইচ্ছা থাকে কহ হৃদয়ের কথা॥ ৭২২।
তবে শচীদেবী শুনি আচার্য্য-বচন।
এ অতি বালক মোর পঢ়ুক এখন॥ ৭২৩॥
পিতৃশূন্য পুত্র মোর পঢ়ুক কথোদিন।
তাহাতে করহ যত্ন—হউক প্রবীণ॥ ৭২৪॥
শুনিঞা আচার্য্য তবে সন্তোষ না পাইল।
বিরসবদন হঞা ঘরেতে চলিল॥ ৭২৫॥
কাঁদিতে কাঁদিতে চলে ব্যাকুল অন্তরে।
হা হা 'গোরাচাঁদ' বলি ডাকে উচ্চস্বরে॥ ৭২৬॥
মোর ভাগ্যে না করিলে পতিতপাবন।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধর কি কারণ॥ ৭২৭॥
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ যদি না কৈলে আপনে।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধরিবে কেমনে॥ ৭২৮॥
জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জা-ভয়হারী।
জয় গজরাজকে কুম্ভীরমুখে তারি॥ ৭২৯॥
জয় অজামিল গণিকার ত্রাণদাতা।
আমার যে ত্রাণ কর অখিলের পিতা॥ ৭৩০॥
এথা গুরুগৃহে প্রভু জানিল অন্তরে।
আচার্য্য শোকেতে যত হঞাছে কাতরে। ৭৩১॥
আস্তে ব্যস্তে পুস্তক সম্বরি ভগবান্।
গুরু সম্ভাষিয়া প্রভু করিল পয়ান॥ ৭৩২॥
মাতল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
গৌরতনু অলঙ্কারে করে ঝলমল॥ ৭৩৩॥
চাঁচর কেশের বেশ অখিল মোহন।
অধর বান্ধুলী-ফুল—মুকুতা দশন॥ ৭৩৪॥
চন্দনে চর্চ্চিত মনোহর অঙ্গশোভা।
তনু সূক্ষ্ম বসন পিন্ধন মনোলোভা॥ ৭৩৫॥
কত কোটি কামের নৃপতি গৌরহরি।
কুলবতী কলঙ্ক বিথার দেহধারী॥ ৭৩৬॥
আচার্য্য লাগিয়া প্রভুর তুরিতে গমন।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম বলিএ কারণ॥ ৭৩৭॥
আচার্য্য কাঁদিয়া তবে আইসে পথে পথে।
হা হা 'গোরাচাঁদ' বলি' ধায় উর্দ্ধহাথে। ৭৩৮।
হেনকালে মহাপ্রভু গুরুগৃহ হৈতে।
আসিতে হইল দেখা আচার্য্য-সহিতে॥ ৭৩৯॥
পড়িলা আচার্য্য পায় দণ্ডবৎ হঞা।
তুলিলেন মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥ ৭৪০॥

নমস্কার করি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন।
কোথা গিয়াছিলা বৈল মধুর বচন ॥ ৭৪১ ॥
আচার্য্য কহয়ে—শুন শুন বিশ্বম্ভর।
আমি গিয়াছিলাম এই ঘরেরে তোমার ॥ ৭৪২ ॥
তোমার জননী দেবী অতি সুচরিতা।
গোচর করিলুঁ চিত্তে যে আছিল কথা ॥ ৭৪৩ ॥
তোমার বিভার যোগ্যা আছে এক কন্যা।
বল্লভ-আচার্য্য-কন্যা সর্ব্বগুণে ধন্যা ॥ ৭৪৪ ॥
এ কথা তোমার মাতা শুনি শ্রদ্ধাহীন।
ঘরেরে চলিলাঙ আমি অন্তর মলিন ॥ ৭৪৫ ॥
কিছু না বলিলা প্রভু শুনিঞা বচন।
মুচকি হাসিয়া ঘরে করিলা গমন ॥ ৭৪৬ ॥
সে চাতুরী লাবণ্য মধুর মন্দ হাসি।
হেরিয়া আচার্য্য মনে হঞা অভিলাষী ॥ ৭৪৭ ॥
জানিলেন—মোর কার্য্য অবশ্য হইব।
অন্তরে জানিল—প্রভু বিবাহ করিব ॥ ৭৪৮ ॥
ঘরেরে আইলা আচার্য্য আনন্দিত হঞা।
প্রভুর চরিত্র সব হৃদয়ে ভাবিয়া ॥ ৭৪৯ ॥
ঘরে গিয়া জননীরে বৈল বিশ্বম্ভর।
বনমালী-আচার্য্যেরে কি দিলা উত্তর ॥ ৭৫০ ॥
বিমনা দেখিল আমি তারে পথে যাইতে।
সম্ভাষে না পাইলুঁ সুখ আচার্য্য-সহিতে ॥ ৭৫১ ॥
তার অসন্তোষ কেনে করিয়াছ তুমি।
বিমনা দেখিয়া তারে দুঃখ পাইলুঁ আমি ॥ ৭৫২ ॥
শুনিয়া পুত্রের বাণী শচী সুচতুরা।
ইঙ্গিত জানিঞা হৈল হৃদয় সত্বরা ॥ ৭৫৩ ॥
ত্বরায় মানুষ গেল আচার্য্য আনিবারে।
সংবাদ শুনিয়া তেঁহো আইলা সত্বরে ॥ ৭৫৪ ॥
আনন্দে পূরিত তনু গদগদ হঞা।
শচী-কাছে উপনীত প্রণত হইয়া ॥ ৭৫৫ ॥
দণ্ডবৎ করি লৈল চরণের ধূলি।
কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বরী ॥ ৭৫৬ ॥
পূরুবে যে কহিলা তার করহ উদ্‌যোগ।
বিশ্বম্ভর বিভা দিব সভার সন্তোষ ॥ ৭৫৭ ॥
আমার অধিক স্নেহ তোর বিশ্বম্ভরে।
আপনে করিবি সব—কি বলিব তোরে ॥ ৭৫৮ ॥
বিশ্বম্ভর-বিবাহ-নিমিত্তে যে কহিল।
আপনে উদ্‌যোগ কর তোমারে কহিল ॥ ৭৫৯ ॥
ইহা শুনি বনমালী আচার্য্য-উত্তম।
পালিব তোমার আজ্ঞা—বলিল বচন ॥ ৭৬০ ॥
ইহা বলি বল্লভ-আচার্য্য-বাড়ী গেলা।
বল্লভ-আচার্য্য অতি সম্ভ্রমে উঠিলা ॥ ৭৬১ ॥
বসিতে আসন দিল বিনয় করিয়া।
নিজ ভাগ্য মানি কিছু কহিল হাসিয়া ॥ ৭৬২ ॥
বলিল—আমার ভাগ্যে তোর আগমন।
আর কিবা কার্য্য থাকে কহ ত, এখন ॥ ৭৬৩ ॥
বল্লভ-মিশ্রের কথা শুনিঞা আচার্য্য।
প্রবন্ধ করিয়া কহে হৃদয়ের কার্য্য ॥ ৭৬৪ ॥
সর্বকাল আমারে করহ তুমি স্নেহ।
স্নেহবশ হঞা মো আইলুঁ তোর গেহ ॥ ৭৬৫ ॥
মিশ্রপুরন্দর-সুত—শ্রীবিশ্বম্ভর।
কুলে, শীলে, গুণে সেই সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর ॥ ৭৬৬ ॥
আমি কি কহিতে পারি তার গুণ-কথা।
একত্র সকল-গুণে গড়িল বিধাতা ॥ ৭৬৭ ॥
কি কহিব তার গুণ—গায় সর্ব্বলোকে।
শুনিবে তাহার গুণ সর্ব্বলোকমুখে ॥ ৭৬৮ ॥
তোমার কন্যার যোগ্যবর বিশ্বম্ভর।
কহিল সকল যদি মনে লয় তোর ॥ ৭৬৯ ॥
এ কথা শুনিঞা মিশ্র মনে অনুমানি।
এ কথা আমার ভাগ্যে কহিলে যে তুমি ॥ ৭৭০ ॥
আমি ধনহীন—কিছু দিবারে না পারি।
কন্যা একমাত্র মোর আছএ সুন্দরী ॥ ৭৭১ ॥
ইহা জানি আজ্ঞা যবে করহ আপনে।
কন্যা দিব বিশ্বম্ভর জামাতা রতনে ॥ ৭৭২ ॥
দেব-ঋষি-পিতৃলোকে করিব আনন্দে।
যবে মোর কন্যা বিভা দিব গৌরচন্দ্রে ॥ ৭৭৩ ॥
অনেক তপের ফলে হয় হেন কর্ম্ম।
তোর অধিক বন্ধু নাহি—কহিল এ মর্ম ॥ ৭৭৪ ॥

এই মনঃকথা মোর রজনী-দিবস।
প্রকট বদনে রহি—নহিক সাহস ॥ ৭৭৫ ॥
এইমতে তুইজনে কথা নিবড়িল।
আচার্য্য শচীর স্থানে সব নিবেদিল ॥ ৭৭৬ ॥
শুনিঞা সে শচীদেবী বড় তুষ্ট হৈল।
বনমালী আচার্য্যেরে আশীর্ব্বাদ কৈল ॥ ৭৭৭ ॥
ইষ্টকুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা।
আনন্দে ভরল তনু—অতি হরষিতা ॥ ৭৭৮ ॥
কুটুম্ব সোদর যত—সভে আজ্ঞা দিল।
বিচার করিয়া সভে ভাল ভাল বৈল ॥ ৭৭৯ ॥

পৌগণ্ডলীলা সমাপ্ত

কৈশোর লীলা—বিবাহ

কথাসার

একদিন গৌরসুন্দর পাঠ সমাপনান্তে গুরুগৃহ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে বনমালী আচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আচার্য্যের সহিত আলাপ করিয়া গৌরহরি বুঝিতে পারিলেন যে, আচার্য্য তাঁহারই বিবাহ সম্বন্ধ যোজনার নিমিত্ত তাঁহার মাতা শচীদেবীর নিকট গমন করিয়াছিলেন কিন্তু শচীদেবীর নিকট সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছেন। গৌরহরি আচার্য্যকে পথিমধ্যে কোন কথা না বলিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক ইঙ্গিতে শচীমাতাকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, শচীমাতা পুনরায় ঘটক বনমালী আচার্য্যকে আহ্বান করিয়া তদীয় পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ যোজনা করিতে আদেশ করিলেন। শচীমাতার আদেশ পাইয়া বনমালী আচার্য্য বল্লভ-আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত গৌরহরির পরিণয়ের বার্ত্তা স্থির করিলেন।

বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইলে শচীদেবী আত্মীয় ও প্রতিবেশীবর্গকে ডাকিয়া নিজ পুত্রের বিবাহের কথা জ্ঞাপন করিলে, সকলে পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন। এদিকে শচীদেবীও পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত গৃহে নানাবিধ আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে অধিবাসের দিন সমাগত হইল। কুলবতীগণ প্রাচীন লৌকিক-পদ্ধতি অনুসারে গাত্রহরিদ্রা, জলসাহ প্রভৃতি কৃত্য যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। বৈদিক-ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইল। বল্লভাচার্য্যের গৃহেও ঐ সকল কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হইল। অনন্তর বিবাহের দিন মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া গৌরহরি বহুপরিকর সঙ্গে বল্লভাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলে, আচার্য্য প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে জামাতাকে পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়া বরণ করিলেন। পরে আচার্য্য কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহমণ্ডপে আনয়ন পূর্বক গৌরহরিকে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর কুশণ্ডিকা ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি কর্ম্ম সমাপনান্তে কন্যাকে জামাতৃ-গৃহে প্রেরণ করিলেন।

বরাড়ি রাগ—দিশা ॥

মোর প্রাণ আরে দ্বিজচাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু ॥
তবে শচী নিজসুত-বদন চাহিয়া।
মধুর বচনে কিছু কহে ত হাসিয়া ॥ ১ ॥
শুন শুন বিশ্বম্ভর মোর সোনার সুত।
বল্লভ-আচার্য্য-কন্যা অতি অদভুত ॥ ২ ॥
তোর বিবাহের যোগ্য মোর মনে লয়।
তেন পুত্রবধূ মোর কত ভাগ্যে হয় ॥ ৩ ॥
বিচার করিয়া কর বিচিত্র সময়।
দ্রব্য আহরন কর—যে উচিত হয় ॥ ৪ ॥
শুনিঞা মায়ের বাণী বিশ্বম্ভররায়।
করিল সকল দ্রব্য—যতেক যুয়ায় ॥ ৫ ॥
দৈবজ্ঞ আনিল আর উত্তম পণ্ডিত।
করিল ত শুভক্ষন সময় অঙ্কিত ॥ ৬ ॥
সেই শুভদিন শুভসময় হইল।
ব্রাহ্মণ-সজ্জন সব আনন্দে আইল ॥ ৭ ॥
আনন্দে ভরল সব নদীয়ানগরী।
উথলিল প্রেমসিন্ধু আপনা পাশরি ॥ ৮ ॥
আইহ-সুহ লঞা শচী করে শুভকার্য্য।
প্রভু-অধিবাস করে সকল আচার্য্য ॥ ৯ ॥

চতুর্দ্দিকে বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ।
শঙ্খ মৃদঙ্গ বাজে —মঙ্গল লক্ষণ ॥ ১০ ॥
দীপ-মালা-পতাকা-ভূষিত দিগন্তরে।
সুগন্ধি-চন্দন, মালা অতি মনোহরে ॥ ১১ ॥
সকল ব্রাহ্মণে প্রভুর কৈল অধিবাস।
কোটি-কামরূপ দেহ কৈল পরকাশ ॥ ১২ ॥
ঝলমল করে অঙ্গ-ছটা আলোকিত।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ সব ভেল চমকিত ॥ ১৩ ॥
সুগন্ধি-চন্দন, মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
ঘন ঘন তাম্বুলদানে বড় তুষ্ট কৈল ॥ ১৪ ॥
কন্যা অধিবাস করে বল্লভ-আচার্য্য।
সুমঙ্গল কর্ম্ম কৈল লঞা দ্বিজবর্য্য ॥ ১৫ ॥
অন্যোন্যে সৌরভ্য গন্ধ-মাল্য-চন্দন।
অধিবাসে ভূষা কৈল জামাতা-রতন ॥ ১৬ ॥
অধিবাস-সমাধান রজনীর শেষে।
পানী সাহিব বলি আইল উল্লাসে ॥ ১৭ ॥
নানাবাদ্য একি-কালে হইল তরঙ্গ।
কুলবতী সভাকার ব্রত কৈল ভঙ্গ ॥ ১৮ ॥
যুবতী উমতি হৈল নদীয়া-নগরে।
গৌরাঙ্গ-বিবাহ-রস-সমুদ্র-হিল্লোলে ॥ ১৯ ॥
যূথে যূথে নাগরী চলিল বিপ্রবধূ।
অবনীমণ্ডলেরে মণ্ডিত যেন বিধু ॥ ২০ ॥
কুরঙ্গ-নয়নী চারু কুঞ্জরগামিনী।
ঝলমল অঙ্গতেজ মদন-দাপুনী ॥ ২১ ॥
কেশ-বেশ-বসন-ভূষণ অনুপাম।
হেরিলে হরিতে পারে মুনির পরাণ ॥ ২২ ॥
হাসিতে দামিনী কাঁপে—বচনে অমিয়া।
হাস পরিহাসে চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥ ২৩ ॥
গাইছে গৌরাঙ্গগুণ মধুর-আলাপে।
স্বর-সঞ্চ-ধ্বনিতে অনঙ্গ-অঙ্গ কাঁপে ॥ ২৪ ॥
নাসায় বেশর শোভে মুকুতা-হিল্লোলে।
নক্ষত্র পড়িছে যেন অরুণমণ্ডলে ॥ ২৫ ॥
শচীর মন্দিরে আইলা কুলবধূগণ।
সভাকারে দিলা গন্ধ, গুবাক, চন্দন ॥ ২৬ ॥
চলিলা নাগরী সভে পানী সাহিবারে।
মঙ্গল আনন্দরস প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ২৭ ॥

(তুড়ীরাগেন গীয়তে)

সচন্দ্রিমা রজনী চন্দ্রমুখী বালা।
সুস্বর সঙ্গীত গো গাইব গোরালীলা ॥ ২৮ ॥
কে কে আগে যাইবে গো, গোরাগুণ গাইবে গো,
চল যাই পানী সাহিবারে।
হিয়া উথলে চিত কে বা পারে ধরিবারে ॥ ধ্রু ॥
কেহ পট্টবিলাসিনী কেহ পীতবাসে।
ঢুলিতে ঢুলিতে যায় গোরা অঙ্গের বাতাসে ॥২৯॥
শচী আগে আগে করি যাব পাছে পাছে।
আসিতে যাইতে গো, দাঁড়াব গোরা কাছে ॥৩০॥
সুগন্ধি-চন্দন, মালা ঢাকি লহ করে।
গোরা অঙ্গ পরশ করিব সেহি ছলে ॥ ৩১ ॥
কর্পূর, তাম্বুল লেহ যত্ন করি তাথে।
করে কর ধরি গোরার দিব হাথে হাথে ॥ ৩২ ॥
আইহ-সুহ মিলিয়া কৌতুকরঙ্গ-রসে।
পানী সাহিল—গুণ গায় এ লোচনদাসে ॥ ৩৩ ॥

———

ভাটিয়ারি—রাগ ॥

আনন্দে-সানন্দে রাত্রি সুপ্রভাতে।
যথাবিধি কর্ম কৈল হরষিত-চিতে ॥ ৩৪ ॥
স্নান-দান কর্ম কৈল যে ছিল উচিত।
দেবপূজা, পিতৃপূজা করিল বিহিত ॥ ৩৫ ॥
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কৈল যে বেদবিধান।
সর্ব্ব সম্পূর্ণ ভোজ্য ব্রাহ্মণেরে দান ॥ ৩৬ ॥
নর্ত্তকেরে দিল দ্রব্য আর ভাটগণে।
সভার সন্তোষ কৈল নানাদ্রব্যদানে ॥ ৩৭ ॥
দ্রব্যকে অধিক মানে মধুর বচনে।
দেখিয়া জুড়ায় হিয়া চন্দ্রিম-বদনে ॥ ৩৮ ॥
প্রবোধ করিলা যার যেই অনুমান।
বিবাহ উচিত প্রভু করে পুনঃ স্নান ॥ ৩৯ ॥
নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল সেকালে।
শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জনা করে কুলবধূ-মেলে ॥ ৪০ ॥

নানাবিধ বাদ্য বাজে সুমধুর ধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে হুলাহুলি জয়জয় শুনি ॥ ৪১ ॥
তবে শচীদেবী লই আইহ-সুহ যত।
আদরে পূজয়ে—যার যেই সমুচিত ॥ ৪২ ॥
সভারে পূজিলা গৃহাগত বন্ধু যত।
বলিল সবারে শচী হৃদয় বেকত ॥ ৪৩ ॥
পতিহীন মুঞি ছার, পুত্র—পিতৃহীন।
তো সভার পূজা কি করিব আমি দীন ॥ ৪৪ ॥
এ বোল বলিতে শচী গদগদ-ভাষ।
ভিজিল আঁখির জলে হৃদয়ের বাস ॥ ৪৫ ॥
ঐছন কাতরবাণী শচী যবে বৈল।
শুনি বিশ্বম্ভর পহুঁ হেট মাথা কৈল ॥ ৪৬ ॥
চিন্তিতে লাগিলা—মোর পিতা গেলা কোথা।
পুড়িতে লাগিলা হিয়া—পাইল বড় ব্যথা ॥ ৪৭ ॥
মুকুতা-গাথনী যেন চক্ষে পড়ে পানী।
দেখিয়া তরস্ত হৈলা দেবী শচীরাণী ॥ ৪৮ ॥
আর যত কুলবধূ তার পাশে ছিল।
প্রভুর কান্দনা দেখি কান্দিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥
কেনে কেনে বাপ হেরি বিরস-বদন।
এহেন মঙ্গলকার্য্যে করহ ক্রন্দন ॥ ৫০ ॥
সকল সংসারে মোর তুমি মাত্র ধন।
তুমি বিমরিষ—প্রাণ ছাড়িব এখন ॥ ৫১ ॥
শুনিঞা মায়ের বাণী প্রভু বিশ্বম্ভর।
বাপের হতাশে কণ্ঠ গদগদ-স্বর ॥ ৫২ ॥
প্রাতঃকালে শশী যেন মলিন-বদন।
নবীন-মেঘের যেন গম্ভীর গর্জ্জন ॥ ৫৩ ॥
মায়েরে কহিল প্রভু—শুন মোর কথা।
কি লাগিয়া এতদূর তোর মন-ব্যথা ॥ ৫৪ ॥
কোন্ ধন নাহি তোর—কিবা পাইলে দুঃখ।
দীন একাকিনী হেন কহ অতি রূখ ॥ ৫৫ ॥
পিতা-অদর্শন মোর স্মঙরাইলে তুমি।
বেমন করিছে হিয়া—কি কহিব আমি ॥ ৫৬ ॥
একজনে দুবার দেহ গুবাক, চন্দন।
নানা দ্রব্য দেহ—তোমার যত লয় মন ॥ ৫৭ ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপহ সভার গন্ধ-চন্দনে।
যথেষ্ট করিয়া দেহ চিন্তা নাহি মনে ॥ ৫৮ ॥
পৃথিবীতে কেহ যাহা নাহি করে লোকে।
ইঙ্গিতে করিব তাহা—কহিল তোমাকে ॥ ৫৯ ॥
এ-বোল শুনিঞা শচী কহে ধীরে ধীরে।
মধুরবচনে শান্ত করি বিশ্বম্ভরে ॥ ৬০ ॥
যেন রূপে আদেশ করিল বিশ্বম্ভর।
তেন রূপে তুষিল সে ব্রাহ্মণ-সকল ॥ ৬১ ॥
হেনকালে বল্লভ-আচার্য্য নিজঘরে।
ব্রাহ্মণসহিতে দেব-পিতৃপূজা করে ॥ ৬২ ॥
আপন কন্যারে নানা আভরণ দিল।
গন্ধ-চন্দন-মাল্যে সুবেশ করিল ॥ ৬৩ ॥
শুভক্ষণ নিকট বুঝিয়া দ্বিজবর।
ব্রাহ্মণ পাঠাঞা দিল আনিবারে বর ॥ ৬৪ ॥
এথা বিশ্বম্ভর পঁহু বয়স্যের সঙ্গে।
অতি অদ্ভুত বেশ করেন শ্রীঅঙ্গে ॥ ৬৫ ॥
গন্ধ-চন্দনে অঙ্গ করিল লেপন।
ললাটে তিলক যেন চাঁদের কিরণ ॥ ৬৬ ॥
মকরকুণ্ডল গণ্ডে করে ঝলমল।
মুকুতার হার শোভে হৃদয়-উপর ॥ ৬৭ ॥
কাজরে উজোর রাতা কমল-নয়ান।
ভুরুযুগ যেন দুই কামের কামান ॥ ৬৮ ॥
অঙ্গদ, কঙ্কন দিব্য রতন-অঙ্গুরী।
ঝলমল দিব্য তেজঃ—চাহিতে না পারি ॥ ৬৯ ॥
দিব্যমালা পরিধান রক্ত-প্রান্ত বাস।
গন্ধে মহ-মহ করে অঙ্গের বাতাস ॥ ৭০ ॥
সুবর্ন-দর্পন করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
হেরি লোক নিজ হিয়া না হয় স্বতন্ত্র ॥ ৭১ ॥
বধূগন বিকল হইল রূপ দেখি।
রূপ দেখি নারী না নিয়ড় করে আঁখি ॥ ৭২ ॥
মায়ে নমস্করি প্রভু চলে শুভক্ষণে।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয় হরিনামে ॥ ৭৩ ॥
দিব্য-যানে চঢ়ে প্রভু বয়স্য-বেষ্টিত।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে গায়নে গায় গীত ॥ ৭৪ ॥

ব্রাহ্মণেতে বেদ পঠে ভাটে রায়বার।
শিঙ্গা, বরগোঁ বাজে ভেউর কাহাল ॥ ৭৫ ॥
দামামা, দগড় বাজে পটাহ মৃদঙ্গ।
দোসরি মোহরি বাজে—শুনিতে আনন্দ ॥ ৭৬ ॥
হরি-হরিবোল শুনি জয়জয়-নাদ।
আনন্দে নদীয়ার লোক ভেল উনমাদ্ ॥ ৭৭ ॥
ঠেলাঠেলি ধায় লোক—পথ নাহি পায়।
চমক লাগিল নাগরিকের সভায় ॥ ৭৮ ॥
কেহ কেশ নাহি বান্ধে—না সম্বরে বাস।
দেখিবারে ধায়াধাই—ঘন বহে শ্বাস ॥ ৭৯ ॥
কাণাকানি সানাসানি নাহি আর লাজ।
ডাকাডাকি ধায় সব নদীয়া-সমাজ ॥ ৮০ ॥
গরবী গরব সব দূরে তেয়াগিঞা।
গৌরাঙ্গ দেখিতে ধায় উলসিত হঞা ॥ ৮১ ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্যযানে চাহে।
গোরা-অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধায়ে ॥ ৮২ ॥
সুরবধূগণ বিশ্বম্ভর মুখ চাহে।
চতুর্দ্দিকে দিব্য নারী সুমঙ্গল গায়ে ॥ ৮৩ ॥

———

বিহাগড়া—রাগ।

জয়-জয়-ধ্বনি, চৌদিকে শুনি,
গৌরাঙ্গচাঁদের বিবাহ রে।
কুলবধূ মেলি, দেই হুলাহুলি,
আনন্দে মঙ্গল গাহরে ॥ ধ্রু ॥
কেশ বেশ কর, পাটশাড়ী পর,
কাজর দেহ নয়ানে।
শ্রীবিশ্বম্ভর বিহা, সবজন মেলি,
সাজিয়া করল পয়ানে ॥ ৮৪ ॥
হার, কেয়ূর, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
নূপুর পরহ না ঝাট।
অলকা নিকটে, সিন্দুর ললাটে,
চন্দনবিন্দু তার হেঠ ॥ ৮৫ ॥
তাম্বুল অধরে, তাম্বুল বাম করে,
লীলায় ঢুলি ঢুলি যায়।
দেখি বিশ্বম্ভর, যেন পাঁচশর,
ধৈরজ ধরিতে না পায় ॥ ৮৬ ॥
নানা বাদ্য বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
মৃদঙ্গ পটাহ কাহাল।
আনন্দে দুন্দুভি, বাজয়ে ডিণ্ডিমি,
মুহরি বাজয়ে রসাল ॥ ৮৭ ॥
বীণাক বিলাস, বেণু মন্দভাষ,
রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজে।
নদীয়ানগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে,
মঙ্গল-বাধাই বাজে ॥ ৮৮ ॥
গৌরচন্দ্র মুখ, দেখি সবলোক,
আনন্দ নদীয়া-সমাজ।
কোটি কাম জিনি, সেরূপ বাখানি,
নিরখি না রহে লাজ ॥ ৮৯ ॥
ফুয়ল কবরী, চীর না সম্বরি,
ধায়ে উনমত-বেশ।
পাশরি পতি-সুত, বদন সুবেকত,
হিয়া-পরি ফেলে কেশ ॥ ৯০ ॥
ধনি ধনি ধনি, কহয়ে রমণী,
আন না শুনিয়া বাণী।
চৌদিকে হাটে-বাটে, নাগরিয়া ঠাটে,
দেখিতে করল উঠানি ॥ ৯১ ॥
কেহ বীণা বায়, কেহ গীত গায়,
কেহ ধায়ে উল্লাসে।
চৌদিকে জয় জয়, মঙ্গল বিজয়,
কহয়ে লোচনদাসে ॥ ৯২ ॥

———

ভাটিয়ারি রাগ—দিশা ॥

দেখ মন অপরূপ
পরাণ-পুতলী নবদ্বীপে ॥ মূর্চ্ছা ॥
হেনমতে বল্লভ আচার্য্য বাটী গিয়া।
জয় জয় শব্দ হৈল আকাশ যুড়িয়া ॥ ৯৩ ॥
শত শত দ্বীপ জ্বলে—উজ্জ্বল পৃথিবী।
ঝলমল করে তাহে গোরা-অঙ্গের ছবি ॥ ৯৪ ॥

তবে ত বল্লভমিশ্র পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
ঘরেরে আনিল বর মঙ্গল করিয়া ॥ ৯৫ ॥
তবে সেই মহাপ্রভু ছোড়লাতে গিয়া।
দাণ্ডাইলা পিঠোপরি উলসিত হঞা ॥ ৯৬ ॥
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র জিনিঞা বদন।
তাহাতে মধুর হাসি—অমিয়া-মিলন ॥ ৯৭ ॥
তপত-কাঞ্চন যেন অঙ্গের কিরণ।
সুমেরু পর্ব্বত যেন দেহের গঠন ॥ ৯৮ ॥
অঙ্গদ, কঙ্কণ ভুজে রতন-অঙ্গুরি।
অরুণ-কমল করতল ঝলমলি ॥ ৯৯ ॥
সুদিব্য মালতীমালা দোলে গোরা-অঙ্গে।
সুমেরু উপরে যেন গঙ্গার তরঙ্গে ॥ ১০০ ॥
মুকুটের নিকটে ললাট ভাল সাজে।
কাম-কোটি কাতর—দেখিয়া রহে লাজে ॥ ১০১ ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে—কি দিব তুলনা।
দূর কৈল মানিনীর মানের বাসনা ॥ ১০২ ॥
হেনমতে মহাপ্রভু ছোড়লাতে আছে।
বর উরথিতে তথা আইওগন কাছে ॥ ১০৩ ॥
করিল বিচিত্র বেশ—পরে দিব্যবাস।
হাথেতে উজ্জ্বল দীপ—অন্তর উল্লাস ॥ ১০৪ ॥
আইওগন আগে—পাছে কন্যার জননী।
বর উরথিতে ধনী চলিলা আপুনি ॥ ১০৫ ॥
সাত প্রদক্ষিন করি সাত-দীপ-হাথে।
চরনে ঢালিল দধি হরষিত-চিতে ॥ ১০৬ ॥
বর উরথিয়া সভে চলিলা আলয়।
শুভক্ষণ হইল সেই গোধূলি সময় ॥ ১০৭ ॥
তবে সেই বল্লভ-আচার্য্য দ্বিজবর।
কন্যা আনিবারে আজ্ঞা করিল সত্বর ॥ ১০৮ ॥
সুগঠিত সিংহাসন-মাঝে রূপবতী।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি ॥ ১০৯ ॥
রতনপ্রদীপ জ্বলে তার চারি পাশে।
বদন জিতল পূর্ণচন্দ্রপরকাশে ॥ ১১০ ॥
সর্ব্ব অংগে অলঙ্কার রতন-কাঞ্চনে।
অন্ধকার দূরে গেল তাহার কিরণে ॥ ১১১ ॥

প্রভু প্রদক্ষিণ করি ফিরে সাতবার।
করজোড় করি শিরে করে নমস্কার ॥ ১১২ ॥
অন্তঃপট ঘুচাইল দোঁহে দোঁহা দেখি।
দোঁহে দোঁহা দেখি দোঁহার নাচয়ে দু' আঁখি॥১১৩
চন্দ্র রোহিণী যেন একত্র মিলন।
অন্যোন্যে করয়ে দোঁহে কুসুমের রণ ॥ ১১৪ ॥
যেন হরপার্ব্বতী—দোঁহে হৈলা মেলা।
ছামুনি নাড়িল দোঁহে আনন্দে বিভোলা ॥ ১১৫ ॥
চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি হরি হরি-নাদ।
নাচয়ে সকল লোক হরিষে উন্মাদ ॥ ১১৬ ॥
তবে সে কমলাপতি বিশ্বম্ভর পহুঁ।
একত্রে বসিলা বামপাশে করি বহু ॥ ১১৭ ॥
লজ্জা-নম্রমুখী সে বসিলা পহুঁ কাছে।
জামাতা পূজয়ে মিশ্র—যে বিধান আছে ॥ ১১৮ ॥
যার পাদপদ্মে ব্রহ্মা পাদ্য নিবেদিয়া।
সৃষ্টির করতা হৈল প্রসাদ পাইয়া ॥ ১১৯ ॥
যে পদ হইতে গংগা আইলা মহীতলে।
সর্ব্বলোক মুক্তিপদ পাইল সেকালে ॥ ১২০ ॥
যাহারে ত্রিপাদ-ভুমি উৎসর্গিল বলি।
তাহার মস্তকে দিলা পাদপদ্ম-ধূলি ॥ ১২১ ॥
যে পদ জপিয়া যোগী হৈলা মহেশ্বর।
যেই পদ আনন্দে কমলা-দেবী সেবে ॥ ১২২ ॥
তাহা হইতে বিষ্ণু যার অংশ অবতার।
যার অংশ আদিবরাহ পৃথিবী উদ্ধার ॥ ১২৩ ॥
যার অংশ মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহাদি।
হিরণ্যকশিপু-বামন-ম্লেচ্ছ প্রভৃতি ॥ ১২৪ ॥
পরশুরাম-ভৃগুরাম-বৌদ্ধ-ব্যাসমুনি।
অষ্টাদশপুরাণ যাহার মুখে শুনি ॥ ১২৫ ॥
এই শুন গুন-গাথা দশ অবতার।
যুগে যুগে অবতার জীব-তরাবার ॥ ১২৬ ॥
সে প্রভু হইলা বল্লভাচার্য্যের জামাতা।
ত্রিভুবনে যাহার ভাগ্যের নাহি কথা ॥ ১২৭ ॥
গৌরাঙ্গের গুনগাথা অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥ ১২৮ ॥

হেন সে পদারবিন্দে পাদ্য দেই মিশ্র।
যার আরাধনে ঘুচে সংসার-তমিস্র ॥ ১২৯ ॥
মহেন্দ্র যাহারে দিল-নৃপ-সিংহাসন।
হেন জনে দেই মিশ্র বিষ্টর-আসন ॥ ১৩০ ॥
যে প্রভু বসন পরে দিব্য-পীতবাস।
তাহারে বসন দেই—শুনিতে তরাস ॥ ১৩১ ॥
এই মনে ক্রমে ক্রমে যে বিধি আছিল।
যজ্ঞ আদি যত কর্ম্ম সব নিবড়িল ॥ ১৩২ ॥
বল্লভ আচার্য্য হেন নাহি ভাগ্যবান্।
আপনে বৈকুণ্ঠনাথ লৈল কন্যাদান ॥ ১৩৩ ॥
কি কহিব বল্লভমিশ্রের ভাগ্যরাশি।
যার ঘরে কৈলা প্রভু এ পঞ্চ-গরাসি ॥ ১৩৪ ॥
কন্যা-বরে একগৃহে ভোজন করিল।
শত শত কুলবধূ বাসরে মিলিল ॥ ১৩৫ ॥
যূথে যূথে তরুণী আইল প্রভু কাছে।
বেড়িয়া রহিল বিশ্বম্ভর আগে পাছে ॥ ১৩৬ ॥
সে চন্দ্র-বদন-হাস্য উদয় দেখিয়া।
লজ্জা-তিমির সভার গেল পলাইয়া ॥ ১৩৭ ॥
নাম-বিপর্য্যয় কেহ করে বাসরঘরে।
বিশ্বম্ভরগুণে ভোরা—পরিহাস করে ॥ ১৩৮ ॥
কেহ বোলে—বিশ্বম্ভর শুন মোর বোল।
গুয়াখানি দেহ লক্ষ্মী নিদে হইল ভোর ॥ ১৩৯ ॥
আপনে তুলিয়া দেহ লখিমী-বদনে।
দেখুক সকল সখী হরষিত-মনে ॥ ১৪০ ॥
কেহ বোলে—হেন ভাগ্যবতী কে বা আছে।
বিশ্বম্ভর হেন পতি মিলিয়াছে কাছে ॥ ১৪১ ॥
কোন্ তপঃ কৈল, কোন্ কৈল ব্রত-দান।
দেব-আরাধনে কিবা সাধিল গেয়ান ॥ ১৪২ ॥
কোন্ সতী পতিব্রতা আছে পৃথিবীতে।
বিশ্বম্ভর-রূপ দেখি স্থির করু চিতে ॥ ১৪৩ ॥
মদন-সদন-জিনি বদন সুন্দর।
মানিনীর মানস-রতন-বর-চোর ॥ ১৪৪ ॥
ভুজদণ্ড অখণ্ড যে কামদণ্ড জিনি।
সাধ করে নিজবুকে ধরিতে রমণী ॥ ১৪৫ ॥
লখিমী এ সব অংগ বিলাস করিব।
আমরা ইহার কবে পরশ পাইব ॥ ১৪৬ ॥
এই আমাদের আশা—হ'ব ইহার দাসী।
ক'বে সে সেবিব মোরা শ্রীগৌরাঙ্গ-শশী ॥ ১৪৭ ॥

———

বরাড়ি—রাগ।

(মোর প্রাণ আরে গোরাচাঁদ আরে হয় ॥ ধ্রু ॥)
এইমনে রংগে ঢংগে প্রভাত হইল।
প্রাতঃক্রিয়া কৈল প্রভু যে বিধি আছিল ॥ ১৪৮ ॥
বিবাহের পর দিনে কুশণ্ডিকা-কর্ম।
ব্রাহ্মণ ভোজন করে ব্রাহ্মণের ধর্ম ॥ ১৪৯ ॥
সকল করিল প্রভু সে দিন তথায়।
আর দিনে ঘর যাব—কহিল কথায় ॥ ১৫০ ॥
ঘরেরে চলিল প্রভু আনন্দিত মনে।
পরিজনে পূজা করে রজতকাঞ্চনে ॥ ১৫১ ॥
একাসনে বৈসে প্রভু লক্ষ্মী বামপাশে।
চৌদিগে বেড়িল নারীগণ তার কাছে ॥ ১৫২ ॥
বল্লভমিশ্রের হিয়া হরিষ-বিষাদ।
যাত্রাকালে করে কন্যা-বরে আশীর্বাদ ॥ ১৫৩ ॥
দূর্ব্বা, ধান্য, গন্ধ, মাল্য, গুবাক, চন্দন।
জামাতারে দিয়া কিছু করে নিবেদন ॥ ১৫৪ ॥
ধনহীন আমি ছার—নাহি করি ভাগ্য।
কি দিব তোমারে দান—কিবা তোর যোগ্য ॥ ১৫৫ ॥
কেবল আপনাগুণে কৈলে অনুগ্রহ।
ধন্য করাইলে করি কন্যাপরিগ্রহ ॥ ১৫৬ ॥
তোরে কি বলিব প্রভু কি আছে যোগ্যতা।
আপনার নিজগুণে আমার জামাতা ॥ ১৫৭ ॥
তোমার অভয় পাদ-পদ্মেতে শরন।
লভিলে না দিবে দুঃখ আমারে শমন ॥ ১৫৮ ।
দেব-পিতৃগণ মোরে প্রসন্ন হইল।
যখনে তোমারে নিজ কন্যা সমর্পিল ॥ ১৫৯ ॥
যে পদ ধেয়ানে পূজে ব্রহ্মা-শিব-আদি।
সে পদ পূজিল বিপ্রসামে যথাবিধি ॥ ১৬০ ॥

আর কিছু নিবেদিয়ে শুন বিশ্বম্ভর।
এ বোল বলিতে কণ্ঠে গদগদস্বর ॥ ১৬১ ॥
ছলছল করে আঁখি করুণার জলে।
লক্ষ্মী-কর ধরি দিল বিশ্বম্ভর-করে ॥ ১৬২ ॥
আজি হৈতে লক্ষ্মী তোরে কৈলুঁ সমর্পণ।
জানিঞা করিবে ইহার ভরণ-পালন ॥ ১৬৩ ॥
মোর ঘরে ছিলা লক্ষ্মী ঘরের ঈশ্বরী।
আজি হৈতে তোর দাসী কুলের বহুরি ॥ ১৬৪ ॥
মোর ঘরে ছিল এই স্বচ্ছন্দ-আচারে।
আখটি করিয়া মায়ে করিত আহারে ॥ ১৬৫ ॥
মোর ঘরে আছিলা এ মা-বাপের কোলে।
যথা তথা হৈতে আইলে ধরেসিয়া গেলে ॥১৬৬॥
সভার তুলালী লক্ষ্মী—আমি অপুত্রকা।
ঘরমধ্যে সবে মোর এইটি বালিকা ॥ ১৬৭ ॥
আমি কি বলিব—এই তোর নিজজন।
মোহে মুগ্ধ হঞা বলি যতেক বচন ॥ ১৬৮ ॥
এই যে বলিল সেই আমি মূঢ়মতি।
কি করিব মোর মায়া তুমি যার পতি ॥ ১৬৯ ॥
ত্রিভুবনে নাহি লক্ষ্মীসম ভাগ্যবতী।
আমি যত বলি সেই এ মোহ-পীরিতি ॥ ১৭০ ॥
এতেক বলিয়া মিশ্র কৈল সম্বরণ।
ঢল ঢল সকরুণ অরুণনয়ন ॥ ১৭১ ॥
চলিলা সেই বিশ্বম্ভর নিজপ্রিয়া বামে।
লক্ষ্মীর সহিত চড়ে মনুষ্যের যানে ॥ ১৭২ ॥
শঙ্খ-তুন্দুভি বাজে—জয়-জয়-রোল।
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দহিল্লোল ॥ ১৭৩ ॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে—আনন্দ অপার ॥ ১৭৪ ॥
বয়স্য-বেষ্টিত প্রভু চলি যায় পথে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ চলে দিব্যরথে ॥ ১৭৫ ॥
এথা শচী আনন্দিত আইহ-সুহ লৈয়া।
পুত্র-মহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া ॥ ১৭৬ ॥
সশাখ মঙ্গলঘট পাতিল তুয়ারে।
নারিকেল-ফল দিল তাহার উপরে ॥ ১৭৭ ॥
নির্মঞ্ছন-সজ্জ আর ঘৃত-বাতি জ্বলে।
ঘরেরে আইলা প্রভু সেই শুভকালে ॥ ১৭৮ ॥
বিশ্বম্ভর-নির্মঞ্ছন করে নারীগণ।
জয় জয় হুলাহুলি সুগীত নাচন ॥ ১৭৯ ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার।
সর্বসুখময় হৈল শচীর আগার ॥ ১৮০ ॥
উঠিল মঙ্গলধ্বনি আনন্দ বিশেষ।
লক্ষ্মী-কর ধরি নিজগৃহে পরবেশ ॥ ১৮১ ॥
পুত্র আর বধু কোলে করে শচীদেবী।
দূর্বা-ধান্য দিয়া বলে হও চিরঞ্জীবী ॥ ১৮২ ॥
পুত্রমুখে চুম্ব দেই বধূপানে চাঞা।
বধূমুখে চুম্ব দেই পুত্র নিরখিয়া ॥ ১৮৩ ॥
সর্ব্বসুখময় হৈল শচীর আবাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ ১৮৪ ॥

কৈশোরলীলা—প্রভুর বঙ্গবিজয়

কথাসার

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু দিবা-অবসানে বয়স্যগণ-সঙ্গে গঙ্গা-দর্শনার্থ গমন করিলে, গঙ্গাদেবী স্বীয় অভীষ্টদেবকে দর্শনপূর্ব্বক প্রেমে উচ্ছলিত হইয়া, অনুরাগভরে পুনঃ পুনঃ তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে লাগিলেন। তৎকালে যে সকল আচার্য্য, মিশ্র, ভট্ট প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে গঙ্গার স্তব স্তুতি করিতেছিলেন, তাঁহারা অকস্মাৎ গঙ্গার এইরূপ জলবৃদ্ধি দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় গঙ্গার ভক্ত কোন এক ব্রাহ্মণ গঙ্গার কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারেন। গঙ্গার এইরূপ জলবৃদ্ধির কারণ বর্ণন করিতে গিয়া গ্রন্থকার একটী পৌরাণিক ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই—কোন সময় দেবর্ষি নারদ মহাদেব ও গণেশের সহিত হরিগুণগান কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় ভগবান্ শ্রীহরি তথায় উপস্থিত হন। তৎকালে স্বীয় কীর্ত্তনশ্রবণে ভগবানের শ্রীঅঙ্গ হইতে যে স্বেদ নির্গত হইয়াছিল, তাহাই জলব্রহ্ম গঙ্গা।

গঙ্গার ন্যায় পদ্মাবতীকেও কৃপা করিবার উদ্দেশে ভগবান্ গৌরহরি ধন উপার্জ্জনছলে বঙ্গদেশে গমনের বাসনা করিলেন। অনন্তর পদ্মাবতীর ও বঙ্গদেশবাসীর প্রতি অপার করুণা প্রদর্শন করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন; তৎপূর্ব্বেই লক্ষ্মীদেবী প্রভুবিরহ-সর্পদংশনে অপ্রকট হন, তজ্জন্য শচীদেবী দুঃখ প্রকাশ করিলে, গৌরহরি মাতাকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া স্বীয় প্রচ্ছন্ন অবতারোচিত ও অসুর-বিমোহন-লীলা-সাধন-উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীদেবীকে ইন্দ্রের অপ্সরা ও তৎকর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া মর্ত্যলোকে স্বীয় পত্নীরূপে আবির্ভূতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবী ভগবানের অনপায়িনী শক্তি।

শ্রীরাগ।

ভাল দেখ অপরূপ প্রাণপুতলী নবদ্বীপে
আরে হয়॥ ধ্রু॥
আর দিনে এক কথা শুন সর্ব্বজন।
বিশ্বম্ভর-গুণ-গাথা নিতুই নূতন॥ ১॥
গঙ্গা দেখিবারে গেলা বয়স্যের মেলা।
দিন-অবসানে সন্ধ্যা হইল রম্য-বেলা॥ ২॥
গঙ্গার দুকূলে যত ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
গঙ্গা নমস্করি নিতি করয়ে স্তবন॥ ৩॥
কাঁখে কুম্ভ করি যায় পুরনারীগণ।
নিরিখয়ে গঙ্গাদেবী—বেকত-বদন॥ ৪॥
মিশ্র আচার্য্য ভট্ট—পণ্ডিত অপার।
কত কত ধর্ম্মশীল উত্তম-আচার॥ ৫॥
সর্ব্বজন দাণ্ডাইয়া দেখে গঙ্গাকূলে।
গঙ্গার নির্ম্মল জল শোভে নানা ফুলে॥ ৬॥
গন্ধ, চন্দন, মালা, দিব্য কদলক।
যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ পূজয়ে বালক॥ ৭॥
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা বহে মহাবেগে।
আপনা না ধরে গঙ্গা প্রভু অনুরাগে॥ ৮॥
উথলিল গঙ্গাদেবী—বাড়িল সলিল।
কুল কুল শব্দে পঁহু-অঙ্গ পরশিল॥ ৯॥
পুনঃ প রশের আশে বাঢ়ে গঙ্গাদেবী।
সন্দেহ লাগিল লোকে— মনে মনে ভাবি॥ ১০॥
প্রতিদিন দেখি গঙ্গা যেমন তেমন।
আজি অপরূপ তেজঃ—শুনিএ গর্জ্জন॥ ১১॥
মেঘ-বরিষণ নাহি—বাঢ়য়ে সলিল।
খরতর স্রোতো বহে—নীর উথলিল॥ ১২॥
এই মনে অনুমান করে সর্ব্বজন।
গঙ্গার ভকত এক আছয়ে ব্রাহ্মণ॥ ১৩॥
গঙ্গার প্রসাদে তার অন্তর নির্মল।
ভূত, ভবিষ্যৎ বিপ্র জানয়ে সকল॥ ১৪॥
গঙ্গা-মহোৎসব দেখি বাঢ়য়ে উল্লাস।
চিন্তিতে-চিন্তিতে তাহে ভেল পরকাশ॥ ১৫॥
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু বয়স্যে বেষ্টিত।
গঙ্গার সমীপে রহে দেখে আচম্বিত॥ ১৬॥
গঙ্গা নিরিখয়ে প্রভু বড় অনুরাগে।
দ্বিগুণ হইল দেহ—অঙ্গের পুলকে॥ ১৭॥
করুণা-অরুণ ছলছল করে আঁখি।
দেখিয়া পাইল বিপ্র অন্তরের সাক্ষী॥ ১৮॥
এই সেই ভগবান্—কভু নহে আন।
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা প্রভু-বিদ্যমান॥ ১৯॥
প্রভুর নিকটে গিয়া দাণ্ডাইয়া দেখে।
অবশ হঞাছে প্রভু গঙ্গা-অনুরাগে॥ ২০॥
গঙ্গার হৃদয় প্রভু জানে মনে মনে।
আগুসরি করে গঙ্গা কর-পরশনে॥ ২১॥
কর-পরশনে গঙ্গার না পুরিল আশ।
ঢেউ-ছলে করে গঙ্গা চরণ-সম্ভাষ॥ ২২॥
আবেশ হইয়া প্রভু বোলে হরিবোল।
অবশ হইয়া নিজজনে দেই কোল॥ ২৩॥
অরুণ- বরন ভেল প্রেমার আরম্ভ।
কদম্ব-কেশর জিনি পুলক-কদম্ব॥ ২৪॥
প্রভু-অনুরাগে গঙ্গা হিয়ামাঝে রহে।
শত ধারা জল আঁখি-সাগরেতে বহে॥ ২৫॥
লোমে লোমে বহে নীর—লোক বোলে ঘর্ম।
উথলিল প্রেমসিন্ধু—দ্রবময় ব্রহ্ম॥ ২৬॥

চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দ-হিল্লোলে ॥ ২৭ ॥
চমৎকৃত হৈল সব নদীয়া-সমাজ।
গঙ্গার ভকত বিপ্র জানিলেক আজ ॥ ২৮ ॥
সেই ভগবান্ প্রভু বিশ্বম্ভর দেব।
ইহা দেখি বাঢ়ে গঙ্গা এই অনুভব ॥ ২৯ ॥
চরণে পড়িয়া বিপ্র করে আর্ত্তনাদ।
এতদিনে গঙ্গা মোরে কৈল পরসাদ ॥ ৩০ ॥
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র যাহা না পায় ধেয়ানে।
হেন মহাপ্রভু আজি দেখিল নয়ানে ॥ ৩১ ॥
ভূমে গড়াগড়ি যায় কান্দে আর্ত্তনাদে।
আপনা পাশরে বিপ্র প্রেমার আনন্দে ॥ ৩২ ॥
চতুর্দ্দিগে সর্বজন দাণ্ডাইয়া রহে।
বেকত-বদনে বিপ্র পূর্বকথা কহে ॥ ৩৩ ॥
অবশ ব্রাহ্মণ দেখি চলিলা ঠাকুর।
নিজঘরে গেলা হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ ৩৪ ॥
আদিকথা কহে বিপ্র—শুনে সর্বজন।
যেমনে হইল গঙ্গাদেবীর জনম ॥ ৩৫ ॥
এখনে বা গঙ্গাদেবী বাঢ়ে যে-কারণে।
সকল কহিয়ে—সভে শুন সাবধানে ॥ ৩৬ ॥
পূর্বে এককালে মহামহেশ ঠাকুর।
কৃষ্ণগুণ গায় মহা আনন্দ প্রচুর ॥ ৩৭ ॥
নারদঠাকুর গায়—গণেশ বাদক।
পুলকে পূরিত অঙ্গ আপাদ মস্তক ॥ ৩৮ ॥
সঙ্গীত-সুতান তিনে গায় একমেলে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল শব্দ-ব্রহ্মের হিল্লোলে ॥ ৩৯ ॥
একে সে মহেশ—আরে কৃষ্ণের আবেশ।
নারদের বীণা—তাহে বাদক গণেশ ॥ ৪০ ॥
অথির হইয়া প্রভু আইলা সেই ঠাঞি।
মহেশ, নারদ মিলি যথা গুণ গাই ॥ ৪১ ॥
কহিল—না গাও গুণ—শুন হে মহেশ।
তো সভার গান-তত্ত্ব না বুঝোঁ বিশেষ ॥ ৪২ ॥
তোমার সঙ্গীত-গানে নাহি রহে দেহ।
আউলায় শরীরবন্ধ—দ্রবময় নেহ ॥ ৪৩ ॥
শুনিঞা ঠাকুরবাণী হাসয়ে মহেশ।
গাইয়া দেখিব তত্ত্ব ইহার বিশেষ ॥ ৪৪ ॥
ইহা বলি গায় গুণ অধিক উল্লাস।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল শব্দে এ ভূমি আকাশ ॥ ৪৫ ॥
দ্রবিলা শরীর প্রভু ক্ষীণ হৈল তন।
তরাসে মহেশ কৈল গান-সম্বরণ ॥ ৪৬ ॥
সম্বরণ কৈল গান—থির হৈল মতি।
সেহ সে কারুণ্য-জল লোকে আছে খ্যাতি ॥৪৭॥
সেই দ্রবব্রহ্ম-নাম করুণার জল।
তীর্থরূপী জনার্দ্দন ঘোষয়ে সকল ॥ ৪৮ ॥
দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ এই সংসার ভিতর।
কমণ্ডলু করি ব্রহ্মা রাখিল সে জল ॥ ৪৯ ॥
আছিল ত' বলিরাজ প্রভুর ভকত।
তারে অনুগ্রহ লাগি' ভৈগেল বেকত ॥ ৫০ ॥
ত্রিপাদ থুইতে প্রভু মাগিল পৃথিবী।
ত্রিভুবন জোড়ে প্রভু দ্বিপাদ-পদবী ॥ ৫১ ॥
আর পাদ দিল বলির মাথার উপর।
ঐছন কৃপালু প্রভু নাহি হয় আর ॥ ৫২ ॥
আর অপরূপ শুন ত্রিপাদ মহিমা।
ত্রিজগতে ধন্য হৈল যাহার করুণা ॥ ৫৩ ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই পদনখ-আগে।
সেই জলে পাগু ব্রহ্মা দিল অনুরাগে ॥ ৫৪ ॥
প্রভু-পাদাম্বুজ-জল পূজয়ে মস্তকে।
ত্রিপাদসম্ভবা গঙ্গা তেঞি বলে লোকে ॥ ৫৫ ॥
হেনই ঠাকুর মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দেখহ সকল লোক নয়ানগোচর ॥ ৫৬ ॥
দেখি গঙ্গাদেবী পূর্ব্ব-সোঙরণ হৈল।
প্রেম-অনুরাগে গঙ্গা বাঢ়িতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥
গঙ্গাপানে চাহে প্রভু অনুরাগ-দিঠে।
অমৃত-অধিক গোরা-অঙ্গ লাগে মিঠে ॥ ৫৮ ॥
চরণপরশে পুনঃ তরঙ্গের ছলে।
অনুভবে জানিল মো কহিল সবারে ॥ ৫৯ ॥
শুনিঞা সকল লোকের বাঢ়ল উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ ৬০ ॥

ধানশী রাগ—দিশা।

আরে আমার গোরাপদ-কমল-মাধুরী।
ভকত-ভ্রমরা উড়ি পড়ে ঘুরি ঘুরি ॥
আরে আরে হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
হেন অদভুত কথা শ্রবণ মঙ্গল নামরে
শুন গোরাগুণ গান।

এইমতে কতদিন গোঙাইলা সুখে।
বান্ধব সহিতে প্রভু আনন্দ-কৌতুকে ॥ ৬১ ॥
এক দিন মনে মনে কৈল আচম্বিত।
পূর্বদেশে যাব আমি সর্বলোক-হিত ॥ ৬২ ॥
পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ—সর্বলোকে গায়।
গঙ্গা হঞা গঙ্গা নহে—এই খ্যাতি তায় ॥ ৬৩ ॥
আমার পরশে পদ্মাবতী হৈব ধন্য।
সর্বলোক আমা বিনু না জানিব অন্য ॥ ৬৪ ॥
ঐছন যুগতি প্রভু মনে অনুমানে।
মায়েরে কহিল—যাব ধন উপার্জ্জনে ॥ ৬৫ ॥
যাত্রা করি যায় প্রভু—সঙ্গে নিজজন।
ছটফট করে শচীমায়ের পরাণ ॥ ৬৬ ॥
কাতর হৃদয়ে শচী কহয়ে পুত্রেরে।
এক নিবেদন মুঞি কহিএ তোমারে ॥ ৬৭ ॥
ধন-উপার্জ্জনে দূরদেশে যাবে তুমি।
তোমা না দেখিলে সে কেমনে জীব' আমি ॥৬৮॥
জল বিনু যেন মীন না ধরে পরান।
তোমা বিনু আমার কেমন সমাধান ॥ ৬৯ ॥
তোমার মুখ-চন্দ্র-রূপ মনেতে ভাবিয়া।
মরি যাব বাপ হের তোমা না দেখিয়া ॥ ৭০ ॥
মায়ের বচন শুনি প্রভু দামোদর।
বিনয় করিয়া কৈল প্রবোধ-উত্তর ॥ ৭১ ॥
আমার বিচ্ছেদে ডর না ভাবিহ তুমি।
নিকটে তোমার ঠাঞি আসিব যে আমি ॥ ৭২ ॥
লক্ষ্মীরে কহিল প্রভু হাসিয়া উত্তর।
মাতার সেবায় তুমি হইবে তৎপর ॥ ৭৩ ॥
মায়ে যত বৈল—কিছু না শুনিল পহুঁ।
শুভযাত্রা করি যায় হাসি লহু লহু ॥ ৭৪ ॥
চলিল সে মহাপ্রভু সঙ্গে নিজজন।
কৌতুকে ভ্রময়ে প্রভু আনন্দিত মন ॥ ৭৫ ॥
যেখানে সেখানে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর।
দেখিয়া সেখানের লোক হয়েত কাঁপর ॥ ৭৬ ॥
সেরূপ দেখিতে কারু না লেউটে আঁখি।
কেহ বোলে এইরূপ অহর্নিশি দেখি ॥ ৭৭ ॥
পুরনারীগণ বোলে দেখিয়া বদন।
সফল জনম আজি সফল নয়ন ॥ ৭৮ ॥
কোন ভাগ্যবতী-মায়ে ধরিল উদরে।
কভু নাহি দেখে হেন সুন্দর শরীরে ॥ ৭৯ ॥
হরগৌরী আরাধিয়া কোন ভাগ্যবতী।
হেনরূপে হেন গুণে মিলিয়াছে পতি ॥ ৮০ ॥
নবীন-কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ।
সুমেরু-পর্বত জিনি দেহের গঠন ॥ ৮১ ॥
সহজ-রূপের নাহি ভুবনে তুলনা।
যজ্ঞসূত্র অতিশয় তাহাতে শোভনা ॥ ৮২ ॥
মরি যাই হেরিয়া সুন্দর মুখের হাসি।
প্রেমবতী হৃদয়ে রহল তেঁহো পশি ॥ ৮৩ ॥
কোন ভাগ্যবতী কৃষ্ণের রসতত্ত্বজ্ঞাতা।
অনুমানি কহে সেই নির্য্যাস বারতা ॥ ৮৪ ॥
দীঘল সুন্দর আঁখি—পুণ্ডরীক জিনি।
অপরূপ তাহে চারু সুন্দর চাহনি ॥ ৮৫ ॥
দেখি যেন শ্রীরাধাবল্লভ হেন ঠাম।
রাধার বরণ অঙ্গ দেখি বিদ্যমান ॥ ৮৬ ॥
পদ্মাবতী-স্নান কৈল যে আছিন বিধি।
চরণ পরশে গঙ্গা-সম ভেল নদী ॥ ৮৭ ॥
পদ্মাবতী মহাবেগা পুলিন-সংযুতা।
কুম্ভীর-কচ্ছপ-মীনে অতি সুশোভিতা ॥ ৮৮ ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন সব বৈসে তার তটে।
দিব্য পুরুষ-নারী স্নান করে ঘাটে ॥ ৮৯ ॥
বিশ্বম্ভর-স্নানে পূতা ভেল পদ্মাবতী।
সর্বলোক-পাপ হরে স্নান করি তথি ॥ ৯০ ॥
প্রেমভক্তি হয় কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।
স্নান করে কভু যদি বৈষ্ণব না নিন্দে ॥ ৯১ ॥

সেই পদ্মাবতী-তটবাসী যত জন।
গৌরচন্দ্র দেখি শ্লাঘ্য করিল নয়ন।। ৯২ ॥
সেই পদ্মাবতী তীরে ভ্রমে গৌরহরি।
সে দেশ ভকত হৈল শ্রীচরণ ধরি'॥ ৯৩ ॥
শীতল চরণ পাঞা ধরণী শীতল।
পুলকিত হৈলা দেবী—গেল অমঙ্গল॥ ৯৪ ॥
সে দেশ তারিল আগে বহু যত্ন করি।
পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ দূর কৈল হরি॥ ৯৫ ॥
চণ্ডাল, পতিত কিবা সজ্জন, দুর্জ্জন।
সভারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম॥ ৯৬ ॥
শুচি বা অশুচি কিবা আচার, বিচার।
না মানিল—সভারে করিল ভবপার॥ ৯৭ ॥
নাম-সংকীর্ত্তন প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
পার কৈল সব জীবে আপনি যাচিয়া॥ ৯৮ ॥
যে জন পলায়—তারে ধরি কোলে করি॥
কাণ্ডারীর রূপে পার করে গৌরহরি॥ ৯৯ ॥
এহেন করুণা নাহি শুনি কোন যুগে।
কোন্ অবতারে কোথা কে বা পাপ মাগে ॥১০০॥
সভারে পবিত্র কৈল সম-ভাব করি।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমের করিল অধিকারী॥ ১০১ ॥
বিদ্যাদান কৈল প্রভু অশেষ-বিশেষে।
পণ্ডিত হইল সভে দিন পক্ষ-মাসে॥ ১০২ ॥
দয়ার সাগর প্রভু সর্বলোকপতি।
করুণা প্রকাশি' লোকে শুদ্ধ কৈল মতি॥ ১০৩ ॥
এইমতে আছে প্রভু সজ্জন-সমাজে।
এথা লক্ষ্মী শচীদেবী নবদ্বীপে আছে॥ ১০৪ ॥
পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী—পতিগতপ্রাণ।
আনন্দে শচীর সেবা করয়ে বিধান॥ ১০৫ ॥
দেবতার সজ্জ করে গৃহ সম্মার্জ্জন।
ধুপ-দীপ-নৈবেদ্য, গন্ধ, মাল্য, চন্দন॥ ১০৬ ॥
সকল সংস্করি' দেই দেবতার ঘরে।
বধুর শীলতায় শচী আপনা পাশরে॥ ১০৭ ॥
বশ ভেল শচীদেবী বধূর চরিতে।
পুলকিত বধু শচীমাতার পীরিতে॥ ১০৮ ॥

বিভাস—রাগ।

এইমত আছে শচী লক্ষ্মীর সহিত।
দৈবের নির্বন্ধ তাহা না যায় খণ্ডিত॥ ১০৯ ॥
প্রভু না দেখিয়া লক্ষ্মী কাতর-অন্তর।
প্রভুর বিরহ তাঁর স্ফুরে নিরন্তর॥ ১১০ ॥
বিরহ হৈল মূর্ত্তি সর্পের আকার।
লখ্মী ঠাকুরাণী তাহা জানিল অন্তর॥ ১১১ ॥
দংশিলেক মহাসর্প লক্ষ্মীর চরণে।
অস্তব্যস্ত হইয়া শচী গুণে' মনে মনে॥ ১১২ ॥
দংশন-জ্বালায় লক্ষ্মী করে ছট্‌ফট্।
দেখি' শচীদেবী পাইল পরমসঙ্কট ॥ ১১৩॥
ডাকিয়া আনিল ওঝা—জানে নানা মন্ত্র।
জিজ্ঞাসা করিল নানা ঔষধের তন্ত্র॥ ১১৪ ॥
অনেক যতন কৈল—না লেউটে বিষ।
বড় ভয় পাইলা শচী হইল বিমরিষ॥ ১১৫ ॥
প্রাপ্তিকাল দেখি' সভে ছাড়িল যতন।
গঙ্গাজলে নামাইল শ্রীহরি-স্মরণ॥ ১১৬॥
গলায় তুলিয়া দিল তুলসীর দাম।
চৌদিগে সকল লোক লয় হরিনাম॥ ১১৭ ॥
লখ্মী গেলা প্রভুস্থানে—না জানিল লোকে।
পরম অদ্ভুত সভে দেখে পরতেখ॥ ১১৮ ॥
আকাশের পথে রথ অনিল গন্ধর্ব্ব।
হরি বলি' দেহ ছাড়ি' লখ্মী গেলা স্বর্গ॥ ১১৯ ॥
লখ্মী-অংশ কোন শক্তি বৈকুণ্ঠ চলিল।
দেখিয়া সকল লোক পরমবিহ্বল॥ ১২০ ॥
ইন্দ্রপুরী গেলা লখ্মী আপন আলয়।
পরম লখ্মী-দ্যুতি সর্ব্ব লখ্মীময়॥ ১২১ ॥
তবে শচীদেবী এথা কান্দয়ে দুঃখিতা।
গুণ বিনাইয়া কান্দে স্ত্রীগণ-বেষ্টিতা॥ ১২২ ॥
নয়নে গলয়ে জল—ভিজে হিয়াবাস।
শিরে কর হানি ছাড়ে তপত নিঃশ্বাস॥ ১২৩ ॥
সর্বগুণে, শীলে বধুলখ্মী লখ্মীসমা।
নদীয়ানগরে নাহি দিবারে উপমা॥ ১২৪ ॥

কেমনে ঘরেরে যাব একেশ্বরী আমি।
কি লাগিয়া মোরে দয়া পাশরিলে তুমি॥ ১২৫ ॥
দেব-আরাধন সজ্জ থাকিল পড়িয়া।
আমার শুশ্রূষা কেনে গেলা ত' ছাড়িয়া॥ ১২৬ ॥
আজি হৈতে শূন্য হৈল মোর গৃহবাস।
বিভা কৈলা বিশ্বম্ভর না গেলা ত' পাশ॥ ১২৭ ॥
আরে রে পাপিষ্ঠ সর্প! কোথা তুই ছিলি।
আমারে না খাইলি কেনে—জী'ত বধূ খা'লি॥
মোর সেবা করিবারে বধূ নিয়োজিয়া।
বিদেশে চলিল পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া॥ ১২৯ ॥
কেমনে বা পুত্রমুখ চাহিব অভাগী।
কি করিব প্রাণ পোড়ে বধূকে না দেখি' ॥ ১৩০ ॥
এতেক বিলাপ দেখি, যত বন্ধুগণ।
সভে বোলে—শচীদেবি কর সম্বরণ॥ ১৩১ ॥
যার যে নির্ব্বন্ধ আছে—ঘুচাইবে কেহ।
সকল সংসার মিথ্যা এই সব দেহ॥ ১৩২ ॥
তোমারে কি বুঝাইব—তুমি সব জান।
জানিঞা শুনিঞা কেনে প্রবোধ না মান ॥১৩৩॥
শরীর ধরিয়া কেহো মৃত্যু না এড়ায়।
ব্রহ্মাদি দেবতা যত তারা মৃত্যু পায়॥ ১৩৪ ॥
কেহো আগে কেহো পাছে—মরণ সভার।
জনম, মরণমাত্র সভার ব্যভার॥ ১৩৫ ॥
সত্য এক বস্তু কৃষ্ণ—বেদে মাত্র জানি।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে—সেই মূঢ়খনি ॥ ১৩৬ ॥
ইহা বলি প্রবোধিয়া সব বন্ধুজন।
হরি বলি' সভে মিলি সম্বরে ক্রন্দন॥ ১৩৭ ॥
তবে সব-জন মিলি' যে বিধি আছিল।
করিয়া সৎক্রিয়া সভে ঘরেরে চলিল॥ ১৩৮ ॥
কান্দিতে কান্দিতে শচী নিজঘর গেলা।
প্রবোধ করিলা তারে বন্ধুগণ মেল্যা॥ ১৩৯ ॥
তবে ওথা কথোদিন রহি বিশ্বম্ভর।
ঘরেরে চলিলা প্রভু আনন্দ-অন্তর ॥ ১৪০ ॥
রজত, কাঞ্চন, বস্ত্র, মুকুতা, প্রবাল।
সকলবৈষ্ণব-পূজা করিল অপার॥ ১৪১ ॥

ঘরেরে আইলা প্রভু নানা ধন লঞা।
মাতৃস্থানে দিল ধন হরষিত হঞা॥ ১৪২ ॥
নমস্কার করি প্রভু নেহারে বদন।
বিরসবদন শচী না কহে বচন॥ ১৪৩ ॥
পুনরপি পদধূলা লয় বিশ্বম্ভর।
মলিনবদন দেখি কহিল উত্তর॥ ১৪৪ ॥
যে কিছু আনিল ধন মায়েরে নিবেদিয়া।
ধীরি ধীরি কহে প্রভু বিস্মিত হইয়া॥ ১৪৫ ॥
কেনে হেন দেখি তোমার মলিনবদন।
তোমারে মলিন দেখি, পোড়ে মোর মন ॥ ১৪৬ ॥
এ বোল শুনিঞা শচী গদগদ-ভাষ।
ঝরয়ে আঁখির নীর—ভিজে হিয়া বাস॥ ১৪৭ ॥
কহিতে না পারে কিছু—সকরুণ কণ্ঠ।
কহিল—আমার বধূ গেলা ত বৈকুণ্ঠ॥ ১৪৮ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু বিরস অন্তর।
ছলছল করে আঁখি করুণার জল॥ ১৪৯ ॥
মায়েরে কহিল প্রভু—শুনহ বচন।
পূর্ব্বকথা কহি তার জন্মের কারন॥ ১৫০ ॥
ইন্দ্রের অপ্সরা নৃত্য করে এক-কালে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ—পদস্খলন হৈল তারে॥ ১৫১ ॥
তালভঙ্গ হৈল—শাপ দিল সুরেশ্বরে।
পৃথিবীতে জন্ম' গিয়া মনুষ্যের ঘরে॥ ১৫২ ॥
শাপ দিয়া পুনঃ দয়া ভেল দেবরাজে।
দুঃখ না পাইব তুমি—হৈব বড় কাজে॥ ১৫৩ ॥
পৃথিবীতে অবতার হইবে ঈশ্বর।
তার বধূ হৈবা তুমি—এই দিল বর ॥ ১৫৪ ॥
তবে ত আসিবে তুমি এই ইন্দ্রপুরী।
কহিল সকল—সেই ইন্দ্রের সুন্দরী॥ ১৫৫ ॥
শোক না করিহ আর—শুন মোর মাতা।
নির্ব্বন্ধ না ঘুচে যেই লিখিল বিধাতা॥ ১৫৬ ॥
পুত্রের বচন শচী শুনি সাবধানে।
না করিল শোক কিছু না করিলা মনে॥ ১৫৭ ॥
প্রবোধ পাইয়া শচী করে অন্য-চিন্তা।
ভক্তগণসঙ্গে বসি কহে নিজকথা॥ ১৫৮ ॥

এ বোল বলিয়া বিশ্বম্ভর পাইল চিন্তা।
আত্মসঙ্গোপন করে—কহে নানা কথা ॥ ১৫৯ ॥
কহয়ে লোচনদাস—শুনহ বিচিত্র।
লক্ষ্মী-স্বর্গ-আরোহন গৌরাঙ্গচরিত্র ॥ ১৬০ ॥

———

কৈশোরলীলা—প্রভুর দ্বিতীয়-বিবাহ

কথাসার

চিচ্ছক্তি স্বরূপিণী শ্রীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রপঞ্চলীলা সংবরণের পর কিছু দিবস গত হইলে, শচীমাতা প্রভু বিশ্বম্ভরের পুনরায় বিবাহ দিবার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং কাশীশ্বরদ্বিজকে সনাতন-পণ্ডিতের কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতের বাড়ীতে প্রেরণ করিলেন। কাশীশ্বর বিপ্র সনাতন-পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইয়া, বিশ্বম্ভরের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিণয়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে, সনাতন পণ্ডিত পরমানন্দে বিশ্বম্ভরকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। গণক ডাকিয়া বিবাহের দিন ও লগ্ন স্থির করা হইল; বিবাহের পূর্ব্ব-দিবসে লৌকিকী ও বৈদিকীক্রিয়া কুলপ্রথানুযায়ী যথা-রীতি সুসম্পন্ন হইল। পূর্ব্বের ন্যায় গাত্র-হরিদ্রা প্রভৃতি কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হইল। বিবাহের দিন মহাসমা-রোহে বিবাহ কার্য্য পূর্ব্বের মতই হইয়া গেল। বিবাহের পর সনাতন মিশ্র নিজ কন্যাকে জামাতা সহ তদ্‌গৃহে প্রেরণ করিলেন।

———

শ্রীরাগ—দিশা।

দ্বিজকুলচাঁদ গোরামনি রে।
নদীয়া-আনন্দ হরি উঠে নানা ধ্বনি রে ॥
অকি হোরে গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ ধ্রু ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
আনন্দে গোঙায় দিন শচীর কোঙর ॥ ১ ॥
সুখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে।
শচীর হৃদয়ে দুঃখ ভেল আচম্বিতে ॥ ২ ॥
বধূশূন্য গৃহ দেখি' বড় পাইল চিন্তা।
বিশ্বম্ভর-বিভা দিব—এই মনঃকথা ॥ ৩ ॥
মনে অনুমান করি করিল নিশ্চয়।
আছে একখানি কন্যা—যদি ভাগ্যে হয় ॥ ৪ ॥
কাশীনাথ-নামে দ্বিজ দেখিল সম্মুখে।
অন্তর কহিল শচী নিভৃতে তাহাকে ॥ ৫ ॥
সনাতন-পণ্ডিতের ঘর যাহ তুমি।
প্রবন্ধ করিয়া কহ—যে কহিয়ে আমি ॥ ৬ ॥
সর্ব্ব-গুণ-শীলে এই আমার তনয়।
তার কন্যা-যোগ্য বর—যদি মনে লয় ॥ ৭ ॥
এতেক বচন শচী দ্বিজেরে কহিলা।
শুনি কাশীনাথ দ্বিজ সত্বরে চলিলা ॥ ৮ ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন আছে নিজঘরে।
কাশীনাথ দ্বিজোত্তম গেলা তথাকারে ॥ ৯ ॥
আইস, আইস বলি দিল আসন বসিতে।
কি কাজে আইলা—কহে হাসিতে হাসিতে ॥১০॥
কাশীনাথ কহে—শুন শুন হে পণ্ডিত।
কহিব সকল কথা যে হয় উচিত ॥ ১১ ॥
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান—ধন্য পৃথিবীতে।
কি আছয়ে যত গুণ তোর অবিদিতে ॥ ১২ ॥
পরমধার্ম্মিক তুমি বিষ্ণুপরায়ণ।
নিজধর্ম্মপরায়ণ বলিয়ে ব্রাহ্মণ ॥ ১৩ ॥
ঐছন জানিঞা শচী—বিশ্বম্ভর-মাতা।
ডাকিয়া কহিল মোরে অন্তরের কথা ॥ ১৪ ॥
পাঠাইয়া দিল মোরে তোমা-বরাবর।
অবধান করি শুন যে কহি উত্তর ॥ ১৫ ॥
আপন বলিয়া তোরে কহি নিজমর্ম্ম।
আপনে বুঝিয়া কর—যে যুযায় কর্ম ॥ ১৬ ॥
তোমার কন্যার যোগ্য বর—বিশ্বম্ভর।
কহিল সকল কথা—যে দেহ উত্তর ॥ ১৭ ॥
শুনি সনাতন মিশ্র মনে অনুমানি।
বন্ধুর সহিত কথা দড়াইল বাণী ॥ ১৮ ॥
কাশীনাথ-পণ্ডিতেরে কহে সনাতন।
আপন অন্তর কহি শুন মহাজন ॥ ১৯ ॥

এই মনঃকথা মোর রজনী দিবস।
প্রকটবদনে কহি—নাহিক সাহস ॥ ২০ ॥
আজি শুভদিন-পরসন্ন ভেল বিধি।
জামাতা হইব বিশ্বম্ভর গুণনিধি ॥ ২১ ॥
আপনার ভাগ্যতত্ত্ব জানিল মো তবে।
আপনে সে শচীদেবী আজ্ঞা কৈল যবে ॥ ২২ ॥
মোর ভাগ্য-সম ভাগ্য কাহার হইব।
পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দে কন্যা সমর্পিব ॥ ২৩ ॥
সদা যার পাদপদ্ম পূজে ব্রহ্মা-শিব।
সে চরণে কন্যা দিয়া আমিহ অর্চ্চিব ॥ ২৪ ॥
আগুসরি কাশীনাথ চলে দ্বিজোত্তমে।
কহিল—কহিও শচীদেবীর চরণে ॥ ২৫ ॥
সময়-নির্ণয় করি পাঠাব ব্রাহ্মণ।
শুভকার্য্য-অনুবন্ধে করিহ যতন ॥ ২৬ ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন কহিল উত্তর।
কাশীনাথ দ্বিজোত্তম চলিলা সত্বর ॥ ২৭ ॥
শচীর চরণে আসি কৈল পরণাম।
কহিল সকল কথা তার বিদ্যমান ॥ ২৮ ॥
অতি হরষিতা শচী উত্তর পাইয়া।
পুত্র বিবাহের কার্য্য করেন হাসিয়া ॥ ২৯ ॥
নানাদ্রব্য আহরন করে শচী ধন্যা।
কোন কোন ছলে দেখিবারে যায় কন্যা ॥ ৩০ ॥
তবে সেই সনাতন—পণ্ডিত-উত্তম।
কথোদিন রহি তথা পাঠাইল ব্রাহ্মণ ॥ ৩১ ॥
শচীর চরণে মোর বলিহ বচন।
গোচরিহ পূরুবে যে কহিল ব্রাহ্মণ ॥ ৩২ ॥
মোর ভাগ্যে আজ্ঞা যদি করে সেই কথা।
সত্বরে আসিহ কার্য্য করি যেন এথা ॥ ৩৩ ॥
পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ শ্রীশচীনন্দন।
কন্যা দিয়া সংসারে হইব বিমোচন ॥ ৩৪ ॥
শুনিঞা চলিলা বিপ্র শচীর ভবনে।
সকল কহিল গিয়া শচীর চরণে ॥ ৩৫ ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন পাঠাইল মোরে।
নিজ মর্ম্ম-নিবেদন করিতে তোমারে ॥ ৩৬ ॥
তার ভাগ্যে আজ্ঞা যদি কর তুমি ধন্যা।
তোর পুত্র বিশ্বম্ভরে দেই নিজকন্যা ॥ ৩৭ ॥
ভাল ভাল বলি শচী অতি হৃষ্টচিত।
আমার সম্মত কার্য্য—করহ তুরিত ॥ ৩৮ ॥
এ বোল শুনিঞা দ্বিজ অতি হৃষ্টমনে।
কহিতে লাগিলা কিছু মধুরবচনে ॥ ৩৯ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর-হেন পতি পাব।
বিষ্ণুপ্রিয়া-নাম তার যথার্থ হইব। ৪০ ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে পতি যেন পাইল রুক্মিণী।
ঐছন হইব সেই হিয়া অনুমানি ॥ ৪১ ॥
এ বোল শুনিঞা শচী অতি হরষিতা।
ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া পণ্ডিতেরে কথা ॥ ৪২ ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন বড় তুষ্ট হৈলা।
বিবাহ-উচিত দ্রব্য করিতে লাগিলা ॥ ৪৩ ॥
নানাদ্রব্য অলঙ্কার করে মহামতি।
অধিবাস করিবারে করিল যুগতি ॥ ৪৪ ॥
গণক আনিঞা বলে বচন বিনয়।
বিষ্ণুপ্রিয়া-বিভা দিব—করহ সময় ॥ ৪৫ ॥
গণক কহিল—শুন শুন হে পণ্ডিত।
আসিতে দেখিল বিশ্বম্ভর আচম্বিত ॥ ৪৬ ॥
তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন।
কৌতুকে তাহারে আমি যে কৈল বচন ॥ ৪৭ ॥
কালি শুভ অধিবাস হইব তোমার।
বিবাহ হইব শুন বচন আমার ॥ ৪৮ ॥
এ বোল শুনিঞা তেহো কহিল উত্তর।
কহ কোথা কার বিভা—কে বা কন্যা বর ॥ ৪৯ ॥
আমার সাক্ষাতে কথা কহিল কথন।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি—কর আচরণ ॥ ৫০ ॥
গণকের মুখে এত শুনিঞা বচন।
ধৈর্য্য অবলম্বি কিছু না কৈল তখন ॥ ৫১ ॥
সনাতন পণ্ডিত সে—চরিত্র উদার।
বন্ধুগণ লঞা করে অনুমান সার ॥ ৫২ ॥
নানা দ্রব্য কৈল নানা কৈল অলঙ্কার।
কাহারে কি দোষ দিব—করম আমার ॥ ৫৩ ॥

আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি।
অকারণে আদর ছাড়িলা গৌরহরি ॥ ৫৪ ॥
অন্তরে জন্মিল দুঃখ—করিল উদ্গার।
হৃদয়ে সন্তপ্ত কহে ব্রাহ্মণী তাহার ॥ ৫৫ ॥
কুলজা, সুলজ্জা, কুলবতী, পতিব্রতা।
সর্ব-গুণ-শীলা সেই বিষ্ণুর ভকতা ॥ ৫৬ ॥
স্বামি-দুঃখ দেখিয়া পাইল বড় দুঃখ।
লজ্জা পরিহরি কহে স্বামীর সম্মুখ ॥ ৫৭ ॥
আপনে যে বিশ্বম্ভর না করিল কাজ।
তোমারে কি দোষ দিবে নদীয়াসমাজ ॥ ৫৮ ॥
আপনে সে না করিলা বিশ্বম্ভর হরি।
তোমার শকতি কিবা করিবারে পারি ॥ ৫৯ ॥
স্বতন্ত্র পুরুষ সেই সভার ঈশ্বর।
ব্রহ্ম-রুদ্র-ইন্দ্র আদি যাহার কিঙ্কর ॥ ৬০ ॥
সে জন কেমতে হইব তোমার জামাতা।
শান্ত কর মন—স্মর কৃষ্ণের বারতা ॥ ৬১ ॥
শকতি সম্ভবে নাহি দুঃখ অকারণ।
বলিতে ডরাঙ,—দুঃখ ঘুচাহ এখন ॥ ৬২ ॥
এতেক বচন যদি তার প্রিয়া বৈল।
পণ্ডিত শ্রীসনাতন দুঃখ সম্বরিল ॥ ৬৩ ॥
বান্ধব-সহিত এই যুক্তি নিয়ড়িল।
আমার কি দোষ—বিশ্বম্ভর না করিল ॥ ৬৪ ॥
ইহা বলি কারে কিছু না বলিল বাণী।
অন্তর-দুঃখিত হৈলা ব্রাহ্মন-ব্রাহ্মণী ॥ ৬৫ ॥
অনন্তর-চিন্তিত পুনঃ খেদ উপজিল।
হা হা বিশ্বম্ভর দেব মোরে লজ্জা দিল ॥ ৬৬ ॥
জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জা-ভয়-হারি।
জয় জয় গজকে কুম্ভীরমুখে তারি ॥ ৬৭ ॥
পাণ্ডবের পরিত্রাণ রুক্মিণী-জীবন।
জয় জয় অহল্যা দুষ্কৃতি-বিমোচন ॥ ৬৮ ॥
এইমত বহু স্তব কৈল বিপ্রবর।
জানিল গৌরাঙ্গ প্রভু জগৎ ঈশ্বর ॥ ৬৯ ॥
তবে ত সকল কথা শুনি বিশ্বম্ভর।
কেনে হেন বৈল দুঃখ ভাবিল অন্তর ॥ ৭০ ॥
আমার ভকত দোঁহে দুঃখ পাইল চিতে।
কৌতুকে কহিল কথা হাসিতে হাসিতে ॥ ৭১ ॥
প্রিয় একজন ছিল বয়স্যের মাঝে।
নিভৃতে কহিল তারে যত মনে আছে ॥ ৭২ ॥
কোন কথাচ্ছলে যাহ পণ্ডিতের ঘর।
আমি নাহি জানি—হেন কহিও উত্তর ॥ ৭৩ ॥
কৌতুক-রভসে আমি গণকে কহিল।
না বুঝিয়া কার্য্য কেনে অবহেলা কৈল ॥ ৭৪ ॥
কার্য্য-অবহেলা তাহে নাহিক অধিক।
সে দোঁহার চিত্তে দুঃখ—এ নহে উচিত ॥ ৭৫ ॥
মায়ে যে বলিল তাহে কি আছয়ে কথা।
তাহার উপরে আর কে করে অন্যথা ॥ ৭৬ ॥
মিছা কার্য্যক্ষতি—মিছা দুঃখ ভাব চিতে।
করহ বিভার কার্য্য—যে হয় উচিতে ॥ ৭৭ ॥
এতেক শিখাঞা প্রভু ব্রাহ্মণ পাঠাইল।
সনাতন পণ্ডিতেরে সকল কহিল ॥ ৭৮ ॥

———

রামকেলি রাগ—দিশা।

হরি, রাম, নারায়ণ শচীর দুলাল হেমগোরা ॥ ধ্রু
তবে ত পণ্ডিত অতি হরষিত মনে।
আনন্দে করয়ে শুভদিন শুভক্ষণে ॥ ৭৯ ॥
এথা প্রভু বিশ্বম্ভর ঐছন জানিঞা।
শুভদিন করে ঘরে গণক আনিঞা ॥ ৮০ ॥
চর্চ্চিয়া করিল দিন সময় বিচিত্র।
শুভকাল শুভলগ্ন তিথি সুনক্ষত্র ॥ ৮১ ॥
অধিবাস-কালে সাধু, ব্রাহ্মণ, সজ্জন।
মিলিয়া করিল প্রভুর শুভ প্রয়োজন ॥ ৮২ ॥
আনন্দিত শচীদেবী আইহ-সুহ লঞা।
পুত্র-মহোৎসব করে নানাদ্রব্য দিয়া ॥ ৮৩ ॥
তৈল, হরিদ্রা আর ললাটে সিন্দূর।
খদি, কদলক আর সন্দেশ, তাম্বুল ॥ ৮৪ ।
আনন্দে মঙ্গল গায় যত আইহগণ।
প্রভু-অধিবাস করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥ ৮৫ ॥

ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে—বাজে শুভশঙ্খ।
নানাবিধ বাদ্য বাজে পটাহ মৃদঙ্গ ॥ ৮৭ ॥
চৌদিকেতে কুলবধূ দেই জয় জয়।
প্রভু-অধিবাস হইল উত্তম সময় ॥ ৮৮ ॥
গন্ধ-চন্দন-মাল্যে পূজিল ব্রাহ্মণ।
কর্পূর' তাম্বুল আর ভুরি বিভুষণ ॥ ৮৯ ॥
হেনকালে পণ্ডিত শ্রীযুত সনাতন।
অতিশ্রদ্ধাযুত সেই উলসিত-মন ॥ ৯০ ॥
ব্রাহ্মণ পাঠাইল আর বিপ্রসাধ্বীগণ।
জামাতার অধিবাস করিবার মন ॥ ৯১ ॥
আপনে আপন-কন্যা-অধিবাস করে।
ঝলমল করে অঙ্গ রত্ন-অলঙ্কারে ॥ ৯২ ॥
দেবপূজা পিতৃপূজা করে যথাবিধি।
অধিবাস কালে জয় জয় নিরবধি ॥ ৯৩ ॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে—বাজে শুভশঙ্খ।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে বাজয়ে মৃদঙ্গ ॥ ৯৪ ॥
হেনমতে দুইজনের অধিবাস হৈল।
তার-পর-দিনে প্রভু প্রভাতে উঠিল ॥ ৯৫ ॥
প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ কৈল যে ছিল বিধান ॥ ৯৬ ॥
দেবপূজা পিতৃপূজা করি সমাধান।
বিবাহ-উচিত প্রভু করে পুনঃ স্নান ॥ ৯৭ ॥
নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল তখন।
অঙ্গ-উদ্বর্ত্তন করে কুলবধূগণ ॥ ৯৮ ॥
নদীয়া নগরে ভেল আনন্দ উৎসাহ।
সর্ব সুমঙ্গল বিশ্বম্ভরের বিবাহ ॥ ৯৯ ॥
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভররায়।
অঙ্গের সুবেশ করে যতেক জুয়ায় ॥ ১০০ ॥
দিব্য রত্ন-অলঙ্কার রক্তপ্রান্ত-বাস।
মহ-মহ করে গোরা-অঙ্গের বাতাস ॥ ১০১ ॥
সহজে শ্রীঅঙ্গ-গন্ধ—আরে দিব্য-গন্ধ।
চন্দন-তিলক ভালে শ্রীমুখচন্দ্র ॥ ১০২ ॥
নখ চন্দ্র শোভা করে অঙ্গুলে অঙ্গুরি।
ঝলমল অঙ্গতেজঃ চাহিতে না পারি ॥ ১০৩ ॥

অতি সুকোমল রাঙা অধর-বিম্বক।
শ্রবণে শোভয়ে গণ্ড কুসুম কন্থক ॥ ১০৪ ॥
অঙ্গদ, কঙ্কণ করে চরণে নূপুর।
দেখিয়া নাগরী হিয়া করে দুর দুর ॥ ১০৫ ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন এথা নিজ ঘরে।
নিজ কন্যা ভুষা করে রত্ন অলঙ্কারে ॥ ১০৬ ॥
গন্ধ, চন্দন, মাল্যে করাইল বেশ।
বিনা বেশে অঙ্গছটায় আলো কৈল দেশ ॥ ১০৭ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখবান্ সোনা।
ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা ॥ ১০৮ ॥
ফণিধর জিনি বেণী মুনিমন-মোহে।
কপালে সিন্দুর সে তুলনা দিব কাহে ॥ ১০৯ ॥
ভুরুভঙ্গ অনঙ্গ সারঙ্গ মনোহর।
শুক ওষ্ঠ জিনি নাসা পরম সুন্দর ॥ ১১০ ॥
কুরঙ্গনয়ন জিনি নয়নযুগল।
গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর ॥ ১১১ ॥
অধর বাঁধুলি জিনি অনুপম-শোভা।
দশন-মতিম জিনি ঝলমল আভা ॥ ১১২ ॥
কম্বুকণ্ঠ জিনিয়া জগদ্‌মনোহারি।
সিংহগ্রীব জিনিয়া সুন্দর গ্রীবাধারী ॥ ১১৩ ॥
বাহুযুগল কনক-মৃণাল-শোভা জিনি।
করতল রাতা-পদ্ম জিনি অনুমানি ॥ ১১৪ ॥
অঙ্গুলি চম্পককলি জিনি মনোহর।
নখ-চন্দ্র জিনি শোভা অতি ঝলমল ॥ ১১৫ ॥
বক্ষঃস্থল পরিসর সুমেরু জিনিয়া।
কেশরী জিনিয়া মাজা অতি সে ক্ষীণিয়া ॥ ১১৬ ॥
কামদেব রথচক্র জিনিয়া নিতম্ব।
উরুযুগ জিনি রাম-কদলক-স্তম্ভ ॥ ১১৭ ॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গড়িল বিধাতা।
ডগমগ করে করপদপদ্ম-রাতা ॥ ১১৮ ॥
নখচন্দ্র পাঁতি জিনি অকলঙ্ক-চাঁদে।
তাহার কিরণে আঁখি পাইল জন্ম অঙ্গে ॥ ১১৯ ॥
গন্ধ, চন্দন, মাল্যে করাইল বেশ।
বিনি বেশে অঙ্গছটা আলো করে দেশ ॥ ১২০ ॥

ত্রৈলোক্য-মোহিনী জিনি কন্যা পার্ব্বতী।
অঙ্গ অলঙ্কারে ঝলমল করে ক্ষিতি ॥ ১২১ ॥
হেনকালে শুভ লগ্ন সময় বুঝিয়া।
বর আনিবারে বিপ্র দিল পাঠাইয়া ॥ ১২২ ॥
ব্রাহ্মণ প্রভুর আগে দাণ্ডাইয়া রহে।
পাঠাইল দ্বিজ মোরে সবিনয় কহে ॥ ১২৩ ॥
অঙ্গ ঝলমল তেজঃ দেখিয়া ব্রাহ্মণ।
আপনাকে ধন্য মানে ধন্য সনাতন ॥ ১২৪ ॥
কহিল প্রভুর আগে শুন বিশ্বম্ভর।
নিকট হইল লগ্ন চলহ সত্বর ॥ ১২৫ ॥
আমি কি কহিতে জানি তোমার সম্মুখে।
তুমি দেব ভগবান্ দেখি পরতেকে ॥ ১২৬ ॥
তবে সেই শুভক্ষণে বিশ্বম্ভর পহু।
চলিলা মনুষ্যযানে হাসে লহু লহু ॥ ১২৭ ॥
আইও সুইও লঞা শচী আশীর্বাদ করে।
মাতৃ পদধূলি-প্রভু লই নিজ শিরে ॥ ১২৮ ॥
শঙ্খ, দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল।
দণ্ডিম মুহরি বাজে ডিণ্ডিম রসাল ॥ ১২৯ ॥
বীণা, বেণু, বিলাস, রবাব, উপাঙ্গ।
মিলিয়া বাজয়ে সব পাখোয়াজ রঙ্গ ॥ ১৩০ ॥
পড়াহু, মৃদঙ্গ বাজে কাংস্য, করতাল।
শিঙ্গা, রবাব বাজে সহিনী মিশাল ॥ ১৩১ ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে নাম নাহি জানি।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে শুনি বেদধ্বনি ॥ ১৩২ ॥
গায়নেতে গীত গায় ভাটে কায়বার।
বয়স্যে বেষ্টিত প্রভু কৈল আগুসার ॥ ১৩৩ ॥
নদীয়ানগরে ঘরে ঘরে পড়ে সারা।
দেখিবারে ধায় লোক দিয়া বাহু নাড়া ॥ ১৩৪ ॥

বিহাগড়া—রাগ।

পাট শাড়ি পর, নেত্তের কাঁচুলী,
কানর ছান্দে বান্দে খোপা।
মুকুতা বান্ধিয়া, সোনায়ো গাঁথিয়া,
পিঠে ফেলে রাঙ্গা থুপা ॥ ১৩৫ ॥
ধনি ধনি ধনি, নদীয়া-নাগরী,
আনন্দ-পাথারে নীত।
বিশ্বম্ভর-বিভা, চল দেখি যাঞা,
গাব সুমংগল গীত ॥ ১৩৬ ॥
কেহোত কাপড়, পাট শাড়ী পরে,
শ্রবণে গন্ধরাজ চাঁপা।
গজেন্দ্রগমনে, চলিতে না জানে,
কুরংগ দিঠে চাহে বাঁকা ॥ ১৩৭ ॥
অঞ্জনে রঞ্জিত, খঞ্জন নয়ন,
চঞ্চল তারক যোর।
গোরারূপ পঙ্কে, পঙ্কিল আলসে,
আর না চলিব তোর ॥ ১৩৮ ॥
নগরে নগরে, যতেক নাগরী,
ধাইল ধ্বনি শুনিয়া।
চিকুরে চিরুণী, চলল তরুণী,
চির না সম্বরে তুলিয়া ॥ ১৩৯ ॥
নবীন যুবতী, ছাড়ি পতি-মতি,
ছাড়ি কুলবন্ধু জন।
বসন-ভুষণ, না সম্বরে হেন,
সতত উনমত হেন ॥ ১৪০ ॥
থির বিজুরী, যেমন গমন,
গমন মরাল-বধূ।
সারি সারি সারি, হাত ধরাধরি,
যেমন শারদ-বিধু ॥ ১৪১ ॥
এ নারী, পুরুষ, ধায় এক মুখ,
কেহ কাহে নাহি মানে।
ঠেলাঠেলি পথ, ধায় উনমত,
দেখিতে গৌরাঙ্গবদনে ॥ ১৪২ ॥
বাল, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গুর ভঙ্গুর,
আতুর দেখয়ে সাধে।
কেহ কেহ বন্ধু, করে কর দিয়া,
ধায় চির নাহি বান্ধে ॥ ১৪৩ ॥

মদন বেদন, বদন দেখিয়া,
অধীর দেখিতে নারী।
পশু-পক্ষী সব, গৌরাঙ্গ দেখিয়া,
রহে সভে সারি সারি ॥ ১৪৪ ॥
বয়স্থে বেষ্টিত, দিব্য অলঙ্কৃত,
মুকুট নিকট ললাটে।
লোচন বলে হরি, ভুলল নাগরী,
ঘুচল হৃদয়-কপাটে ॥ ১৪৫ ॥

বরাড়ি রাগ—ধূলাখেলাজাত।

হেনমতে বিশ্বম্ভর, গেলা পণ্ডিতের ঘর,
দ্বিজবর আনন্দপাথার।
পাদ্য, অর্ঘ্য লইঞা করে, গেলা প্রভু বরাবরে,
ধন্য ধন্য শচীর কুমার ॥ ১৪৬ ॥
তবে পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়া, গৌরচন্দ্র থুইল লৈয়া,
দাণ্ডাইল ছোড়লা ভিতরে।
সব জনে হরি বলে, শত শত দীপ জ্বলে,
তাহে জিনি গৌর কলেবরে ॥ ১৪৭ ॥
উলসিত আইওগণ, হুলাহুলি ঘনে ঘন,
শঙ্খ, দুন্দুভি বাদ্য বাজে।
হেতা আইওগণ মেলি, কেহ পাট শাড়ী পরি,
প্রভু প্রদক্ষিণ হেতু সাজে ॥ ১৪৮ ॥
নির্ম্মঞ্ছন সজ্জ করি, আইওগন আগুসারি,
আগুসরে কন্যার জননী।
ভুমেতে না পড়ে পা, উলসিত সব গা,
দেখি বিশ্বম্ভর গুণমণি ॥ ১৪৯ ॥
মনে ভাবে গৌরহরি, হিয়ার মাঝারে ভরি,
হৃদয়ে উঠয়ে কত সাধা।
বিষ্ণুপ্রিয়া মোর সুতা, হইব অনুরূপতা,
ভাবিয়া সে মনে দিল বাধা ॥ ১৫০ ॥
একে আইওরূপে চলে, রতন প্রদীপ করে,
তাহে গোরা অঙ্গের কিরনে।
সেইত শ্রীঅঙ্গ গন্ধে, আইও মরে উনমাদে,
হিয়া রাখে অনেক যতনে ॥ ১৫১ ॥
সাত প্রদক্ষিণ করাঞা, গোরাচান্দে উরষিয়া,
দধি ঢালে চরণারবিন্দে।
ঘর চলিবার বেলে, গোরা-মুখ নেহালে,
পালটিতে নারে অঙ্গ গন্ধে ॥ ১৫২ ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন, করে বর-বরন,
দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার।
দিব্য গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন,
গলে দিল মালতির মাল ॥ ১৫৩ ॥
সুমেরু-সুন্দর তনু, তাহে সুরধুনী জনু,
দ্বিধা হইয়া বহে দুই ধারা।
দেখিয়া পণ্ডিত তা, পুলকিত সব গা,
গোরা-অঙ্গে মালতির মালা ॥ ১৫৪ ॥
তবে সেই সনাতন, মিশ্র দ্বিজ-রতন,
কন্যা আনিবারে আজ্ঞা দিল।
রত্নসিংহাসনে বসি, ত্রৈলোক্য-রূপসী,
অঙ্গ-ছটায় বিজুরী পড়িল ॥ ৫৫ ॥
প্রভুর নিকটে আনি, জগ-মন-মোহিনী,
বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী-নামা।
তরল নয়ান বঙ্ক, হেরি মুখ গৌরাঙ্গ,
মন্দমন্দ হাসি অনুপমা ॥ ১৫৬ ॥
প্রভু-প্রদক্ষিণ করি, সাতবার চৌদিকে ফিরি,
করজোড়ে করে নমস্কার।
অন্তঃপট ঘুচাইল, চারি-চক্ষে দেখা হৈল,
দোহে করে কুসুমবিহার ॥ ১৫৭ ॥
উঠিল আনন্দ-রোল, সভে হরি হরি বোল,
ছামুনি নাড়িল কন্যা বর।
সভে বলে ধনি ধনি, যেন চান্দ-রোহিনী,
কেহ বলে পার্ব্বতী-শঙ্কর ॥ ১৫৮ ॥
তবে বিশ্বম্ভর পহু, মুচকি হাসিয়া লহু,
বসিলা উত্তম সিংহাসনে।
সনাতন দ্বিজবরে, কন্যা সম্পাদন করে,
পদাম্বুজে কৈল সমর্পনে ॥ ১৫৯ ॥

যথাবিধি যে আছিল, নানাদ্রব্য দান দিল,
একত্র বসিলা দুইজনে।
বিবাহ-অন্তরে দোঁহে, সনাতন-দ্বিজগৃহে,
একবারে করিল ভোজনে ॥ ১৬০ ॥
উলসিত আইহগণ, যুক্তি করে মনে মন,
করে করি' তাম্বুল, কর্পূর।
দেখিব নয়ান ভরি, শ্রীগৌরাঙ্গচাঁন্দ হরি,
বাসরঘরে বসিল ঠাকুর ॥ ১৬১ ॥
বিশ্বম্ভর-বিষ্ণুপ্রিয়া, বাসরে বসিল গিয়া,
আইহগণে মনে অনুমানে।
এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হঞা,
পৃথিবীতে কৈল অবধানে ॥ ১৬২ ॥
নানাবিধ জানে কলা, করে করি দিব্যমালা,
তুলি দেই বিশ্বম্ভর গলে।
হিয়া অভিলাষ করে, যে আছিল অন্তরে,
মনঃকথা—বিকাইনু তোরে ॥ ১৬৩ ॥
কেহো গন্ধ-চন্দন, অঙ্গে করে লেপন,
পরশিতে বাঢ়ে উনমাদ।
করি নানা পরসঙ্গে, লোলি' পড়য়ে অঙ্গে,
পুরাইল জনমের সাধ ॥ ১৬৪ ॥
(কেহো) বাটা ভরি তাম্বুলে, দেই প্রভু পদমূলে,
করে সেই কুসুম-অঞ্জলি।
তার মনঃকথা এই, জন্ম জন্ম প্রভু তুঞি,
আত্ম সমর্পয়ে ইহা বলি ॥ ১৬৫ ॥
এইমতে রজনী, গোঙাইলা গুণমণি,
আইহগণ ভাগ্যের প্রকাশে।
প্রভাতে উঠিয়া বিধি, কৈল প্রভু গুণনিধি,
কুশণ্ডিকা-কর্ম্ম সে-দিবসে ॥ ১৬৬ ॥
তার-পর-দিনে পহুঁ, বসিলা ত' বামে বহু,
ঘরেরে চলিব—বৈল বাণী।
পরিজনে পূজা করে, যার যেই দ্রব্য ছলে,
জয় জয় হৈল শঙ্খ-ধ্বনি ॥ ১৬৭ ॥
গুবাক, চন্দন, মালা, করে দিয়া দোঁহে গেলা,
সনাতন-ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
শিরে দেই দুর্ব্বা-ধান, কর শুভ কল্যাণ,
চিরজীবি আশীর্বাদ-বাণী ॥ ১৬৮ ॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তরল হইল হিয়া,
মুখ চাহে জনক জননী।
সকরুণ-কণ্ঠস্বরে, আত্মনিবেদন করে,
অনুনয়-সবিনয় বাণী ॥ ১৬৯ ॥
সনাতন দ্বিজবর, বোলে হিয়া কাতর,
তোরে আমি কি বলিতে জানি।
আপনার নিজগুণে, লৈলে মোর কন্যাদানে,
তোর যোগ্য কিবা দিব আমি ॥ ১৭০ ॥
আর নিবেদিয়ে কথা, তুমি মোর জামাতা,
ধন্য আমি—আমার আলয়।
ধন্য মোর বিষ্ণুপ্রিয়া, তোর পাদপদ্ম পাঞা,
ইহা বলি গদগদ হয় ॥ ১৭১ ॥
বাষ্প-ছলছল আঁখি, অরুণ-বদনা দেখি,
গদগদ আধ-আধ বোলে।
বিষ্ণুপ্রিয়া-কর লঞা, বিশ্বম্ভর-করে দিয়া,
ঢল ঢল নয়নের জলে ॥ ১৭২ ॥
তবে পহু শুভক্ষণে, চঢ়িলা মনুষ্য-যানে,
সর্বজন-হৃদয়-উল্লাস।
নানাবিধ বাদ্য বাজে, শঙ্খ, মৃদঙ্গ গাজে,
হরিধ্বনি পরশে আকাশ ॥ ১৭৩ ॥
সম্মুখে নাটুয়া নাচে, যার যে বা গুণ আছে,
সব সেইক্ষণে পরকাশ।
প্রভু যায় চতুর্দ্দোলে, জয় জয় লোকে বোলে,
উত্তরিলা আপন আবাস ॥ ১৭৪ ॥
শচী উলসিত হঞা, নির্ম্মঞ্ছনসজ্জ লঞা,
আইহগণ সাহতি করিয়া।
জয় জয় মঙ্গল পঢ়ে, সর্বলোক হরি বোলে,
নানাদ্রব্য ফেলায় নিছিয়া ॥ ১৭৫ ॥
সম্মুখে মঙ্গলঘট, কায়বার পঢ়ে ভাট,
বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণে।
বিষ্ণুপ্রিয়ার কর ধরি, বিশ্বম্ভর গৌরহরি,
গৃহে প্রবেশয়ে শুভক্ষণে ॥ ১৭৬ ॥

প্রেমানন্দে গরগর, কোলে করি বিশ্বম্ভর,
চুম্ব দেই সে চাঁদ বদনে।
আনন্দে বিভোল হঞা, আইহগণ-মাঝে গিয়া,
বধূকোলে শচীর নাচনে ॥ ১৭৭ ॥
আপন না ধরে সুখে, নানাদ্রব্য দেই লোকে,
তুষ্ট হৈলা যত সর্বজন।
বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া, এক-মেলি দেখিয়া,
গোরাগুণ কহয়ে লোচন ॥ ১৭৮ ॥

দ্বিতীয় বিবাহলীলা বর্ণন সমাপ্ত।

কৈশোরলীলা—প্রভুর গয়া-যাত্রা

কথাসার

কিছুদিন পরে গৌরসুন্দর অধ্যয়নলীলা সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। পরে পিতার উদ্দেশে পিণ্ড-প্রদান ছলে গয়ায় শুভ-বিজয় করেন। পথে যাবতীয় পশু পক্ষীদিগকে দর্শন দিয়া তাহাদিগকে স্বীয় চরণে আকৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিপ্র পাদোদক পান করিয়া স্বীয় ব্যাধি মুক্ত হওয়ার লীলাভিনয় করেন এবং কৃষ্ণ-ভজন-রহিত ব্যক্তি কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, ইহাও শিক্ষা দেন। অনন্তর গয়ায় গমন পূর্ব্বক দেব-পূজা, পিতৃ-পূজা করিয়া বিষ্ণুপদ দর্শনার্থ গমন করিলেন তথায় ভক্তপ্রবর ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎকার হয় এবং তাঁহাকে কৃপা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট মন্ত্র প্রার্থনা করেন, ঈশ্বরপুরীর নিকট কৃষ্ণমন্ত্র পাইবামাত্র প্রভুর ভাবোদয় হয় এবং তিনি বিষ্ণুপদ দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হন। বিষ্ণুপদ দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবেশে হাস্য, নৃত্য-গীতাদি প্রেম-চিহ্ন প্রকাশ করিলেন এবং তথায় কয়েকদিন মাত্র থাকিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

বরাড়ি রাগ—দিশা।

মোর প্রাণ আরে রে দ্বিজচান্দ নারে হয় ॥ ধ্রু ॥
তবে সেই মহাপ্রভু আনন্দ-কৌতুকে।
সুখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে ॥ ১ ॥
নবদ্বীপপুরবাসী যতেক ব্রাহ্মণ।
ধন্য ধন্য করি সভে সভারে কথন ॥ ২ ॥
লৌকিক-সৎক্রিয়াবিধি পঢ়ে শিষ্যগণ।
আপনি পঢ়ায় প্রভু পুরুষ-রতন ॥ ৩ ॥
বৃহস্পতি জিনি কবি কাব্যরস জানে।
আপনি ঈশ্বর—স্তুতি কি বলি বচনে ॥ ৪ ॥
শিষ্যের মহিমা কে বা কহিবারে পারু।
আপনে পঢ়ায় যারে জগতের গুরু ॥ ৫ ॥
কোটি-সরস্বতী-কান্ত প্রভু বিশ্বম্ভরে।
বিদ্যারসে কৃপা করে পণ্ডিত সকলে ॥ ৬ ॥
এইমতে লোকশিক্ষা করে বিশ্বম্ভর।
গয়া করিবারে যাব—করিলা অন্তর ॥ ৭ ॥
পিতৃ-পিণ্ডদান দিব গয়াশিরোপরি।
গদাধর আর বিষ্ণুপদে নমস্করি ॥ ৮ ॥
এত বলি শুভযাত্রা করিলা ঠাকুর।
সংহতি চলিলা বিপ্রগণ মহাকুল ॥ ৯ ॥
শচীর অন্তর পোড়ে—গদগদ ভাষ।
পুত্রের নিকটে গিয়া ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥ ১০ ॥
প্রবাসে যাইবে তুমি শুন বিশ্বম্ভর।
তোমা না দেখিলে অন্ধকার মোর ঘর ॥ ১১ ॥
আন্ধলের ল'ড় মোর নয়ানের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥ ১২ ॥
পিতৃগণ-নিস্তার করিতে যাবে তুমি।
আপনা লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি ॥ ১৩ ॥
এতেক বচন যবে বৈল শচীমাতা।
মধুর বচনে তার প্রবোধিল কথা ॥ ১৪ ॥
তোমার নিকটে যেন আছি নিরন্তর।
এমন জানিবে মাতা কহিল উত্তর ॥ ১৫ ॥
পুত্র পিণ্ড লাগি' প্রয়োজন সর্বলোকে।
মোরে কৃপা-আজ্ঞা কর—না করিহ শোকে ॥১৬॥

চলিলা ত বিশ্বম্ভর গয়া করিবারে।
সংহতি চলিহ বিপ্র হরিষ অন্তরে ॥ ১৭ ॥
যে পথে চলয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
সে পথের লোক দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥ ১৮ ॥
বাল, বৃদ্ধ, পঙ্গু, জড় ধায় দেখিবারে।
পশু পক্ষী ধায় সব—অশ্রু নেত্রে ঝরে ॥ ১৯ ॥
কুলবধূ ধায় সব—কুলত্যাগ করি'।
সভে বোলে—হের দেখ ব্রজের শ্রীহরি ॥ ২০ ॥
ইহা বলি ধায় লোক না বান্ধয়ে কেশ।
উন্মত্ত করিল প্রভু ভ্রমি সর্বদেশ ॥ ২১ ॥
সর্বপথে এই মতে সর্বলোক ধায়।
সর্বলোকে প্রেম-রস-সাগরে ভাসায় ॥ ২২ ॥
পথে যাইতে একঠাঞি দেখে গৌরহরি।
কুরঙ্গ-কুরঙ্গে কেলি করে এক মেলি ॥ ২৩ ॥
মৃগের কৌতুক দেখি ভেল কুতুহল।
প্রাকৃতলোকের মত হাসে খল খল ॥ ২৪ ॥
লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধে মত্ত পশুগণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত সর্ব্বজন ॥ ২৫ ॥
সঙ্গিগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান্।
যে বুদ্ধি পশুতে সে মানুষে বিদ্যমান ॥ ২৬ ॥
কৃষ্ণজ্ঞান নাঞি মাত্র পশুর শরীরে।
মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ—পশু বলি তারে ॥ ২৭ ॥
এত বুঝাইয়া প্রভু জগতের গুরু।
চলিলা পথেতে প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু ॥ ২৮ ॥
তবে সেই চিরনামে আছে এক নদী।
স্নানদান কৈল প্রভু যে আছিল বিধি ॥ ২৯ ॥
দেব পূজা পিতৃপূজা করি হরষিতে।
মন্দিরে উঠিলা প্রভু দেবতা দেখিতে ॥ ৩০ ॥
দেবতা দেখিয়া প্রভু নাম্বিলা সত্বর।
পর্বত নিকটে বাসা—ব্রাহ্মণের ঘর ॥ ৩১ ॥
হেনকালে বিশ্বম্ভর-সঙ্গের ব্রাহ্মণ।
সে-দেশের বিপ্র দেখি দোষে' তার মন ॥ ৩২ ॥
দেশ-আচরণ তারা করে যথাবিধি।
দেখিয়া ব্রাহ্মণে তার নাহি বিপ্রবুদ্ধি ॥ ৩৩ ॥
ব্রাহ্মণে অবজ্ঞা দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশিব দ্বিজভক্তি—করিলা অন্তর ॥ ৩৪ ॥
আচম্বিতে প্রভুদেহে আইল মহাজ্বর।
জ্বর দেখি ত্রাস পাইল সভার অন্তর ॥ ৩৫ ॥
বলিলা ঠাকুর—শুন শুন সর্ব্বজন।
দেব-পিতৃকার্য্যে বিঘ্ন ভেল কি-কারণ ॥ ৩৬ ॥
না জানি কি মোর দোষে সঙ্গিগণ-দোষে।
শ্রেয়ঃকার্য্যে বিঘ্ন হয়—বড় অসন্তোষে ॥ ৩৭ ॥
সর্ববিঘ্ন-নিবারণ আছয়ে উপায়।
বিপ্রপাদোদক মোরে দেহ ত জুয়ায় ॥ ৩৮ ॥
বিপ্রপাদোদক খাইলে সর্বপাপ হরে।
এখনে ঘুচিব জ্বর কি করিতে পারে ॥ ৩৯ ॥
সেইখানে সেইদেশী আছিল ব্রাহ্মণ।
আপনে উঠিয়া তার পাখালে চরণ ॥ ৪০ ॥
বিপ্রপাদোদক-পান কৈল বিশ্বম্ভর।
প্রকাশিল দ্বিজভক্তি পলাইল জ্বর ॥ ৪১ ॥
সঙ্গের সে দ্বিজবর বোলে চাটুবাণী।
আমার অন্তর-দোষে দুঃখ পাইলে তুমি' ॥ ৪২ ॥
কুৎসিত আচার দেখি মোর মন দোষে'।
মোর মন-দোষে তুমি পাইলে অসন্তোষে ॥ ৪৩ ॥
এখনে ব্রাহ্মণভক্তি প্রকাশিলে তুমি।
অপরাধ কৈলু—দোষ ক্ষমিবে আপনি ॥ ৪৪ ॥
তুমি সে ব্রহ্মণ্য দ্বিজভক্তি-অধিকারী।
ভৃগুমুনি-পদ চিহ্ন নিজবক্ষে ধরি ॥ ৪৫ ॥
নিজভক্তি-মহিমা প্রকাশ নিজমুখে।
জগতের নিস্তার করহ এইরূপে ॥ ৪৬ ॥
জয় বিশ্বম্ভরপ্রিয় জয় দ্বিজরাজ।
তোমায় সেবিলে সিদ্ধ হয় সব কাজ ॥ ৪৭ ॥
নম দ্বিজবল্লভ দয়ালু গৌরহরি।
নম ধর্ম্মসংস্থাপন সর্ব অধিকারী ॥ ৪৮ ॥
সঙ্গীর এতেক বাক্য শুনি বিশ্বম্ভর।
ক্ষমা কৈলা সভাকার দোষ বহুতর ॥ ৪৯ ॥
ইহারা পূজয়ে মধুসূদন ঠাকুর।
এ সকল ত্যজ্য নহে—না ভাবিহ দূর ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত।
পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত ॥ ৫১ ॥

তথাহি—

"চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥" ৫২ ॥

অন্বয়। বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ (বিষ্ণোরনন্যঃ ভক্তঃ) চণ্ডালঃ অপি (চণ্ডালকুলোদ্ভূতোঽপি) মুনেঃ শ্রেষ্ঠঃ তু (পরন্তু) বিষ্ণুভক্তবিহীনঃ দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূতঃ) অপি শ্বপচাধমঃ (চণ্ডালাদপি অধমঃ) ॥ ৫২ !

অনুবাদ। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ-মুনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিষ্ণুভক্তিশূন্য ব্রাহ্মণও চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট ॥ ৫২ ॥

ইহা বলি সঙ্গের ব্রাহ্মণে তুষ্ট হইয়া।
দোষ ক্ষমাইলা তারে প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫৩ ॥
এইমতে প্রভু দ্বিজভক্তি প্রকাশিয়া।
পুনঃ পুনঃ নদী-তীর্থে উত্তরিল গিয়া ॥ ৫৪ ॥
স্নান-দেবার্চ্চন তিথি করিলা তখন।
পিতৃকার্য্য সমাধিয়া করিলা গমন ॥ ৫৫ ॥
তবে ত উত্তম তীর্থ—রাজগিরি নাম।
ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া প্রভু কৈল স্নানদান ॥ ৫৬ ॥
দেবপূজা পিতৃপূজা কৈলা সেই ঠায়।
বিষ্ণুপদ দেখিবারে চলিলা ত্বরায় ॥ ৫৭ ॥
যাইতে দেখিল পথে এক ন্যাসিবর।
মহাভাগবত—নাম পুরী যে ঈশ্বর ॥ ৫৮ ॥
প্রণাম করিয়া তারে বৈল বিশ্বম্ভর—।
বড় ভাগ্যে দেখিল এ চরণযুগল ॥ ৫৯ ॥
চরণে পড়িয়া বোলে বচন কাতর।
করুণ অরুণ আঁখি করে ছলছল ॥ ৬০ ॥
কেমনে তরিব এই সংসার সাগরে।
কৃষ্ণপাদাম্বুজ-ভক্তি দেহ ত আমারে ॥ ৬১ ॥
কৃষ্ণদীক্ষা বিন্নু দেহ অকারন দেখি।
পুরাণে এ সব বাক্য সাধুমুখে সাক্ষী ॥ ৬২ ॥
ঐছন শুনিঞা বাণী পুরী যে ঈশ্বর।
নিভৃতে কহিলা তাঁরে মহামন্ত্রবর ॥ ৬৩ ॥

গোপীনাথ মহামন্ত্র পায়া বিশ্বম্ভর।
পুলকিত সব অঙ্গ—হরিষ অন্তর ॥ ৬৪ ॥
নয়নে গলয়ে নীর—পুলকিত অঙ্গ।
রাধা রাধা বলি সুখ বাঢ়িল তরঙ্গ ॥ ৬৫ ॥
ব্রজের যতেক—সব মনে হৈল।
বিশেষে মাধুর্য্যরসে মন ডুবাইল ॥ ৬৬ ॥
রাধাভাবে অবশ হইয়া কলেবর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চৈঃস্বর ॥ ৬৭ ॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন বলি ডাকে হাসে।
কালিন্দী যমুনা বলি গরজে উল্লাসে ॥ ৬৮ ॥
ক্ষনে ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম।
ক্ষনে নন্দ যশোদা বলিয়া করে নাম ॥ ৬৯ ॥
ধবলি সাঙলি বলি গরজে গম্ভীর।
ক্ষনে সখী বলি প্রভু পড়য়ে অস্থির ॥ ৭০ ॥
ক্ষনে দাসভাবে তৃণ দশনে ধরিয়া।
ক্ষনে অহঙ্কার করে আমি সে বলিয়া ॥ ৭১ ॥
ধরিলুঁ পর্বত আমি মারিলুঁ অঘাসুর।
মারিলুঁ পুতনা-আদি যতেক অসুর ॥ ৭২ ॥
ক্ষনে যে ত্রিভঙ্গ হঞা বংশীমুখে রহে।
ক্ষনে চমকিত হঞা চৌদিগে ত চাহে ॥ ৭৩ ॥
নয়নে গলয়ে নীর—গদগদ ভাষ।
মধুর বচনে করে গুরুর সম্ভাষ ॥ ৭৪ ॥
তোমার প্রসাদে মুই হইলু কৃতার্থ।
আজি হৈতে দেহ ধর্ম ভৈগেল যথার্থ ॥ ৭৫ ॥
গুরুভক্তি প্রকাশিয়া চলিলা ত প্রভু।
ফল্গুনামা নদী দেখি হাসে লহু লহু ॥ ৭৬ ॥
পূর্ব সভরন হইল হরিষ-বিষাদে।
সীতা সভরিয়া হইল পরম প্রমাদে ॥ ৭৭ ॥
দেব-পূজা, পিতৃ-পূজা, কৈল স্নানদান।
প্রেত-শিলায় পিণ্ডদান করিলা বিধান ॥ ৭৮ ॥
ব্রাহ্মণেরে দিল ধন পিতার উদ্দেশে।
উদীচী করিয়া কৈল দক্ষিণ-মানসে ॥ ৭৯ ॥
উত্তর মানস করি জিহ্বা-লোল তীর্থ।
দেব পিতৃ-পূজা করি বিলাইল অর্থ ॥ ৮০ ॥

তবে গয়া উত্তরিল অতি হৃষ্টমনে।
দেখিতে বাঢ়িল আৰ্ত্তি বিষ্ণুর-চরণে ॥ ৮১ ॥
ষোড়শ বেদিকা প্রভু পিণ্ডদান করে।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল বিষ্ণুপদ দেখিবারে ॥ ৮২ ॥
সর্ব্বকার্য্য সমাধিয়া চলিলা ত্বরিতে।
বিষ্ণুপদ দেখিবারে হরষিত চিতে ॥ ৮৩ ॥
বিষ্ণুপদ-চিহ্ন আমি দেখিব নয়নে।
হরিষে অন্তর কথা কহে মনে মনে ॥ ৮৪ ॥
এতভাবি উত্তরিলা বিষ্ণুপদে আসি।
পরম-আনন্দে দণ্ডবৎ করি বসি ॥ ৮৫ ॥
বোলয়ে গৌরাঙ্গ শুন শুন সর্ব্বজন।
কেমন কর়য়ে বিষ্ণুপদ দেখি মন ॥ ৮৬ ॥
বিষ্ণুপদ-চিহ্ন আমি দেখিল নয়নে।
দেখিয়া ত প্রেমোদয় না হইল কেনে ॥ ৮৭ ॥
ইহা বলি মহাপ্রভু পাখালে বিষ্ণুপদ।
অভিষেক করি কৈল হিয়ার-প্রসাদ ॥ ৮৮ ॥
ভক্তি প্রকাশিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর হরি।
প্রকাশ করয়ে গোরা শুন-অধিকারী ॥ ৮৯ ॥
কম্প-পুলক ভেল প্রেমার আরম্ভ।
নয়নে গলয়ে ধারা ক্ষণে হয় স্তম্ভ ॥ ৯০ ॥
বিভোল হইলা প্রভু পাদাব্জ দেখিয়া।
প্রেমে মহা-মহোৎসবে বলয়ে নাচিয়া ॥ ৯১ ॥
গয়া-শিরে পিণ্ডদান পাদাব্জ উপর।
আনন্দে নাচয়ে সঙ্গে ব্রাহ্মণ সকল ॥ ৯২ ॥
আর দিনে মনঃ কথা দঢ়াইল চিতে।
মধুপুরী যাত্রা প্রভু কৈল আচম্বিতে ॥ ৯৩ ॥
সঙ্গের ব্রাহ্মণগণে কহিল বচন।
বৃন্দাবন দরশনে করহ গমন ॥ ৯৪ ॥
শুনিয়া সঙ্গতিগণ কুণ্ঠিত হইলা।
যাইতে নারিব ব্যয় অলপ হইলা ॥ ৯৫ ॥
প্রভু কহে ভক্ত-সঙ্গে মনুষ্যের জন্ম।
না বুঝি বিকল হঞা করে কত কর্ম্ম ॥ ৯৬ ॥
সার্থক মনুষ্য-জন্ম কৃষ্ণ যদি ভজে।
না ভজিলে কৃষ্ণ, দুঃখ-সাগরেতে মজে ॥ ৯৭ ॥

এইমত বুঝাইয়া প্রভু গৌরহরি।
গয়া হইতে বৃন্দাবন প্রভু যাত্রা করি ॥ ৯৮ ॥
সঙ্গিগণ সঙ্গে করি চলিলা আপনি।
হেনকালে উঠি গেল আকাশেতে বাণী ॥ ৯৯ ॥
নূতন মেঘের যেন গভীর গর্জ্জন।
বিশ্বম্ভর সম্বোধিয়া কহিল বচন ॥ ১০০ ॥
শুন শুন মহাপ্রভু অহে বিশ্বম্ভর।
না যাইবে বৃন্দাবন যাহ নিজ ঘর ॥ ১০১ ॥
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবে পর্য্যটন।
সময়ের বশ হইঞা যাবে বৃন্দাবন ॥ ১০২ ॥
এইমত দৈববাণী শুনি নিজ কর্ণে।
গমন-নিরোধ কৈল সংগের ব্রাহ্মণে ॥ ১০৩ ॥
লেউটিয়া মহাপ্রভু ঘরেতে চলিলা।
ক্রমে ক্রমে পদব্রজে নদীয়া আইলা ॥ ১০৪ ॥
নমস্কার করি শচী মায়ের চরণে।
ঘরেরে বিদায় দিলা যত সঙ্গিগণে ॥ ১০৫ ॥
পুত্র কোলে করি শচী আনন্দিত মনে।
হরিষে প্রেমার নীর ঝরে দুনয়নে ॥ ১০৬ ॥
পুলকিত সব অংগ কম্প কলেবর।
আনন্দে ধাইল সব নদীয়া নগর ॥ ১০৭ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ হিল্লোল।
ধরিতে না পারে অংগ সুখের নাহি ওর ॥ ১০৮ ॥
আনন্দে আইলা প্রভু আপন আবাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ ১০৯ ॥

বরাড়ি—রাগ।

দ্বিজচাঁদ (মূর্চ্ছা) না আরে হারে হয় ॥
নবদ্বীপ চরিত্র সে অপরূপ কথা।
অমিয়া মাখিল গোরাচাঁদ গুণগাথা ॥ ১১০ ॥
লোকবেদ অগোচর নদীয়া চরিত।
শ্রবণ মংগল হয় সভার পিরিত ॥ ১১১ ॥
শিব শুক নারদ এ লখিমী অনন্ত।
যার মতে আপনাকে মানে ভাগ্যবন্ত ॥ ১১২ ॥

আমি ছার কি বলিব অতি বুদ্ধিহীন।
ভালমন্দ নাহি জ্ঞান নাহি নিশা দিন ॥ ১১৩ ॥
পশুর চরিতে মোর আচরণ একে।
তাহাতে অধম বলি লিখিয়ে আমাকে ॥ ১১৪ ॥
সব অবতার সার গোরা অবতার।
তাহাতে নদীয়াপুর প্রেমের প্রচার ॥ ১১৫ ॥
প্রণতি করিয়া বোলু বৈষ্ণব চরণে।
কৃপা কর গোরাগুণ বল মো বদনে ॥ ১১৬ ॥
অধম বলিয়া ঘৃণা না করিবা মোরে।
পতিতের প্রাণ লোক চলে তো সভারে ॥ ১১৭ ॥
নিজগুণে দয়া করি কর পরসাদ।
গোরাগুণ গাও মুখে বড় লাগে সাধ ॥ ১১৮ ॥
গৌরপদ কমলে মো করি পরণতি।
তিলেক করুণা—দিঠে কর অবগতি ॥ ১১৯ ॥
শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার।
এই তো ভরসা গুণ বলি যে তোমার ॥ ১২০ ॥
নহে বা অধমাধম মুঞি পাপী ছার।
তব গুণ কহিবারে কিবা অধিকার ॥ ১২১ ॥
অধিকারী নহ মুঞি কর পরসাদ।
তোর গুণ কহিবারে বড় লাগে সাধ ॥ ১২২ ॥
যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য।
সাবধানে গুণ কথা নদীয়া রহস্য ॥ ১২৩ ॥
জানি বা না জানি কহি বড় প্রতি আশে।
আদিখণ্ড সার কহে এ লোচন দাসে ॥ ১২৪ ॥

ইতি শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
আদিখণ্ড সম্পূর্ণ।

———

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীচৈতন্যমংগল।

মধ্যখণ্ড।

প্রভুর প্রেমদান-লীলা
কথাসার

গ্রন্থকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর-অধ্যাপনা-লীলায় যাঁহারা ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া শচীমাতার প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ-প্রদান লীলা বর্ণন করিয়াছেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজগৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ শ্রীমতী রাধিকার মাথুর-বিরহভাবে স্বয়ং বিভোর হইয়া হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন শুনিয়া শচীদেবী তথায় উপস্থিত হইয়া গৌর-সুন্দরের নিকট প্রেমভিক্ষা করিলে, গৌরসুন্দর তাঁহাকে প্রেম দান করেন। অনন্তর শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে মহা-প্রেম-প্রকাশ-লীলাভিনয় করেন। তৎকালে বাহ্যস্মৃতি-রহিত হইয়া সর্ব্বদা "হা কৃষ্ণ" বলিয়া ক্রন্দন করিতেন, কেহ কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইতেন। ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বাঙ্গে অষ্ট-সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইত এবং নৃত্য, গীত, বিলুণ্ঠন প্রভৃতি অনুভাবসকল প্রকাশ পাইত। গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভক্তির ও ভক্তের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, তাই তিনি সর্ব্বাবতার-শিরোমণি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমপ্রচারলীলা আরম্ভ করিলে, গদাধর-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ এবং নানাদেশ-বিদেশগত ভক্তগণ সকলে একত্র সমবেত হইলেন। গৌরহরির কৃপায় সকলে মহা-প্রেমে উন্মত্ত। একদিন প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত গমন করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী গান্ধর্ব্বিকার যে দশা হইয়াছিল, সেই দশা প্রাপ্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় অট্টহাস্য, ক্রন্দন, মৌনভাবাবলম্বন, দৈন্য প্রভৃতি অনুভাব-সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল—"হে বিশ্বম্ভর! তুমি স্বয়ং ভগবান্, প্রেম প্রচারার্থ অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ"। মুরারির গৃহে প্রভু বরাহরূপ প্রকাশ করিলে, মুরারি স্তব করিয়া প্রভু-সন্নিধানে প্রেম প্রার্থনা করেন, প্রভু তাহার প্রতি গোপগোপীগণ সেবিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা করিতে বলেন। মুরারি রামচন্দ্রের মূর্ত্তি দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রভু তাঁহাকে সেইরূপ প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর গৌরসমীপে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের আগমন পূর্ব্বক প্রেম-প্রার্থনা, গৌরকৃপায় তাহাদের প্রেম প্রাপ্তি ও 'হা রাধে,' 'হা গোবিন্দ,' বলিয়া নৃত্য, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রতি কৃপা, গদাধরের অঙ্গে নিজ অঙ্গমাল্য প্রদান, গৌরগদাধর-যুগল-রূপের অপূর্ব্ব লাবণ্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

করুণ—শ্রীরাগ।

জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥ ১॥
আদিখণ্ড সায়—মধ্যখণ্ডের আরম্ভ।
যা শুনিলে প্রেমধন পাবে অবিলম্ব॥ ২॥
মধ্যখণ্ডকথা কহি অমৃতের সার।
নদীয়াবিহার যাথে প্রেমার প্রচার॥ ৩॥

জগাই-মাধাই পাপী যাহে উদ্ধারিলা।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম যারে তারে দিলা ॥ ৪ ॥
হরিনামসঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রকাশ।
পতিত-উদ্ধার হেতু যাহাতে সন্ন্যাস ॥ ৫ ॥
কহিব এ সব কথা—অমৃতের খণ্ড।
যা শুনিলে ঘুচে জীবের অন্তর-পাষণ্ড ॥ ৬ ॥
নদীয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিত-চিতে।
সুখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে ॥ ৭ ॥
নবদ্বীপবাসী যত ব্রাহ্মণকুমার।
সৎকুলস্তব তারা অতি শুদ্ধাচার ॥ ৮ ॥
বড়ই সুকৃতি তারা ধন্য তিনলোকে।
আপনে ঠাকুর বিদ্যাদান দিল যাকে ॥ ৯ ॥
সব শিষ্যগণে একদিন গৌরহরি।
বলিল সভারে প্রভু অনুগ্রহ করি ॥ ১০ ॥
পঢ় এক সত্য বস্তু—কৃষ্ণের চরণ।
সেই বিদ্যা—যাথে হরিভক্তির লক্ষণ ॥ ১১ ॥
তাহা বিনু অবিদ্যা সকল শাস্ত্রে কহে।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে কেহো সঙ্গী নহে ॥ ১২ ॥
বিদ্যা-কুল-ধনমদে কৃষ্ণ নাহি পায়।
ভক্তিতে সে অনায়াসে পাই যদুরায় ॥ ১৩ ॥
ভক্তি রসে বশ কৃষ্ণ দেখহ বিচারি।
এত কহি শ্লোক পঢ়ে শাস্ত্র-অনুসারি ॥ ১৪ ॥

তথাহি—

(পদ্যাবল্যাং ধৃতং দাক্ষিণাত্যকবিবাক্যম্ ।)

"ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎ সুদাম্নো ধনম্
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥"১৫

অন্বয়। ব্যাধস্য (কিরাতস্য) আচরণং (আচারঃ কথম্ভূতঃ ইতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্), ধ্রুবস্য চ বয়ঃ (জন্মাবধিকালঃ কিমিতিশেষঃ), গজেন্দ্রস্য বিদ্যা (শাস্ত্রজ্ঞানং) কা (কিম্ভূতম্), কঃ (কথম্ভূতঃ), যাদবপতেঃ (যদুবংশোদ্ভূতানামধিপস্য) উগ্রস্য (উগ্রসেনাখ্যস্য) পৌরুষং (পুরুষত্বং বীর্য্যম্ কিম্), কুব্জায়াঃ (কংসচেট্যাঃ নামঃ প্রসিদ্ধং) অধিকং রূপং (সৌন্দর্য্যাতিশয্যাং) কিম্, সুদাম্নঃ (তন্নাম বিপ্রস্য) ধনং (ঐশ্বর্য্যং) বা কিম্ (আসীৎ, অতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তেনাতুষ্যৎ, ন হি ন হি যতঃ) ভক্তিপ্রিয়ঃ (ভক্তির্ভজনমেব প্রিয়া যস্য সঃ তাদৃশঃ) মাধবঃ (লক্ষ্মীশঃ) কেবলং ভক্ত্যা (এব) তুষ্যতি (তৃপ্নোতি ন চ গুণৈঃ (বিদ্যাদিভিঃ তুষ্যতিতি শেষঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। ব্যাধের কি আচার ছিল, ধ্রুবেরই বা বয়স কত ছিল, বিদুরের কি বংশমর্য্যাদা ছিল, যদুপতি উগ্রসেনেরই বা কি পৌরুষ ছিল, কুব্জার কি অধিক রূপ ছিল এবং সুদামা বিপ্রের বা কত ধন ছিল? অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই তুষ্ট হন, অসংখ্যগুণে তুষ্ট নহেন ॥ ১৫ ॥

এইমতে শিষ্যগণে পড়ায় ঠাকুর।
প্রকাশিব নিজপ্রেম আনন্দ প্রচুর ॥ ১৬ ॥
একদিন নিজগৃহে আছয়ে শুইয়া।
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে কান্দে বিহ্বল হইয়া ॥ ১৭ ॥
রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রভু ডাকে।
মাথুর-বিরহে হাথ মারে নিজবুকে ॥ ১৮ ॥
অরে রে অক্রুর ! মোর কৃষ্ণ লঞা গেলি।
ইহা বলি কান্দে প্রভু করিলা বিকুলি ॥ ১৯ ॥
কুবুজা কুৎসিত-মতি কৃষ্ণ নিল মোর।
শঠরতি লম্পট যুবতী-মন-চোর ॥ ২০ ॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু গরজে হুঙ্কার।
পুলকে আকুল-অঙ্গ—ভাব চমৎকার ॥ ২১ ॥
বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে—।
কি লাগিয়া কান্দ বাপ দুঃখ তোর কিসে ॥ ২২ ॥
মায়ের বচন শুনি না দিয়া উত্তর।
রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে বিভোর ॥ ২৩ ॥
তবে সেই শচীদেবী মনে মনে গণে'।
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ প্রেম জানিল লক্ষণে ॥ ২৪ ॥
বড় ভাগ্যবতী শচী সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
পুত্রের সম্মুখে কহে মধুরবচনে—॥ ২৫ ॥

শুন শুন আরে বাপ ! মোর সোণার সুত।
জগত-দুর্ল্লভ তোর দেখোঁ অদ্‌ভুত ॥ ২৬ ॥
যথা তথা যাও তুমি পাও যে বা ধন।
আনিঞা আমার ঠাঞি কর সমর্পণ ॥ ২৭ ॥
গয়াতে পাইলে কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
দেবতাদুর্ল্লভ বস্তু অমূল্য রতন ॥ ২৮ ॥
আমা প্রতি কভু যদি দয়া থাকে চিতে।
দেহ কৃষ্ণপ্রেমধন—ডরাঙ চাহিতে ॥ ২৯ ॥
এতেক বচন যদি শচীদেবী বৈল।
হৃদয় দরবে প্রভু চাহিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥
বৈষ্ণব-প্রসাদে প্রেম পাবে মাতা তুমি।
নিশ্চয় জানিহ কথা কহিলাম আমি ॥ ৩১ ॥
এ বোল শুনিঞা শচী অতি হৃষ্টচিত।
তখনে পাইল প্রেমভক্তি আচম্বিত ॥ ৩২ ॥
পুলকিত সব অঙ্গ—কম্প কলেবর।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বলি' ডাকে হৃদয়-উল্লাস।
কহয়ে লোচন গোরা প্রথম প্রকাশ ॥ ৩৪ ॥

———

শ্রীরাগ—দিশা।

তবে বিশ্বম্ভর পহুঁ প্রেমে গরগর।
আছয়ে ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ॥ ৩৫ ॥
তার ঘরে কান্দে প্রভু প্রেমায় বিভোর।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥ ৩৬ ॥
নাসিকায় বহে শ্লেষ্মা অতি নিরন্তর।
নিরবধি ফেলে তাহা বিপ্র শুক্লাম্বর ॥ ৩৭ ॥
ভুমেতে লুটাঞা কান্দে রজনী, দিবস।
সন্ধ্যার সময়ে প্রশ্ন করয়ে বিবশ ॥ ৩৮ ॥
দিবসে পুছয়ে প্রভু—কত রাত্রি যায়।
সব-জন কহে—দিবা,—রাত্রি নাহি হয় ॥ ৩৯ ॥
তবে সেইমত প্রভু প্রেমাতে বিবশ।
রোদন করয়ে পুনঃ আনন্দে অবশ ॥ ৪০ ॥
প্রহরেক রাত্রি গেলে—দিন বলি পুছে।
দিন নাহি হয়—কহে কাছে যত আছে ॥ ৪১ ॥

প্রেমায় বিভোর—নাহি জানে দিবা-রাতি।
কারো মুখে কৃষ্ণনাম শুনি' পড়ে ক্ষিতি ॥ ৪২ ॥
কৃষ্ণ-গুণ-নাম-গীত কেহো যদি গায়।
শুনিঞা তখনি কান্দে ভুমেতে লুটায় ॥ ৪৩ ॥
ক্ষণে দণ্ডবৎ করি করে পরণাম।
ক্ষণে উচ্চস্বর করি গায় কৃষ্ণনাম ॥ ৪৪।
সকরুণ কণ্ঠ ক্ষণে কম্প কলেবর।
পুলকিত অঙ্গ জিনি কদম্বকেশর ॥ ৪৫ ॥
নিরন্তর পরবশ—ক্ষণেকে প্রবোধে।
সেইক্ষণে স্নান-দান জন-অনুরোধে ॥ ৪৬ ॥
সেইকালে পূজা করে অন্ন-নিবেদন।
ভোজন করয়ে মহাপ্রসাদ তখন ॥ ৪৭ ॥
হেনমতে আনন্দে-কৌতুকে দিন যায়।
সকল রজনী নিজসুখে নাচে গায় ॥ ৪৮ ॥
হেনমতে কৌতুকে সে রজনী-দিবস।
লোক শিক্ষা করে প্রভু ভুঞ্জে প্রেমরস ॥ ৪৯ ॥
আপনে আপনরস করে আস্বাদন।
মুখ্য এই হেতু কথা শুন সর্ব্বজন ॥ ৫০ ॥
জীব-উদ্ধারণ-হেতু গৌণ করি মানি।
এই হেতু অবতার বলি শিরোমণি ॥ ৫১ ॥
সব অবতারাবলি দেহেতে প্রকাশ।
সব অবতার সঙ্গী—সঙ্গে সব দাস ॥ ৫২ ॥
নবদ্বীপে উদয় করিল গৌরচন্দ্র।
দূর কৈল জগজন-হৃদয়ের অন্ধ ॥ ৫৩ ॥
করুণা-কিরণে কলিযুগ হৈল আলা।
ঘুচিল সকল লোকের হৃদয়ের জ্বালা ॥ ৫৪ ॥
ভকত-চকোর সব আসিয়া মিলিলা।
প্রেমামৃত-পান করি' সভাই ভুলিলা ॥ ৫৫ ॥
মিলিলেন গদাধর-পণ্ডিত গোসাঞি।
নরহরি মিলিয়া রহিলা তার ঠাঞি ॥ ৫৬ ॥
শ্রীনিবাস, মুরারি, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর।
শ্রীধরপণ্ডিত—নবদ্বীপে যার ঘর ॥ ৫৭ ॥
শ্রীমান্ সঞ্জয় পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
শুক্লাম্বর নীলাম্বর-আদি মহাশয় ॥ ৫৮ ॥

শ্রীরামপণ্ডিত আর মহেশপণ্ডিত।
হরিদাস-নন্দন-আচার্য্য সুচরিত ॥ ৫৯ ॥
রুদ্রপণ্ডিত আর পণ্ডিতদামোদর।
অনেক মিলিলা সে গৌরাঙ্গ-অনুচর ॥ ৬০ ॥
নামক্রমে লিখন না হয় তা-সভার।
সম্বরণ নহে গ্রন্থ হয় ত অপার ॥ ৬১ ॥
নানা দেশে যতেক আছিলা ভক্তগণ।
সভেই মিলিলা আসি প্রভুর চরণ ॥ ৬২ ॥
মহাপ্রেমে উন্মত্ত হইলা ভক্তগণ।
মাতাইলা সর্বলোকে দিয়া প্রেমধন ॥ ৬৩ ॥
সমভাবে সব-জীবে করুণা করিয়া।
ভক্তসঙ্গে বুলে গোরা প্রেমবিনোদিয়া ॥ ৬৪ ॥
তবে সেই বিশ্বম্ভর আর এক দিনে।
শ্রীবাসপণ্ডিত আর তার ভ্রাতৃগণে ॥ ৬৫ ॥
এ-সব-সহিতে প্রভু পথে চলি যায়।
শুনয়ে বংশীর ধ্বনি—না জানি কে গায় ॥ ৬৬ ॥
গান্ধর্বার ভাবে বংশীধ্বনি যে শুনিঞা।
কান্দিয়া কান্দিয়া বুলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ ৬৭ ॥
বিভোর হইয়া ভূমে দণ্ডবৎ করে।
রোদন করয়ে নানাবিধ প্রেমভরে ॥ ৬৮ ॥
অবশ হইল প্রভু নির্ভর-আবেশে।
নিজজনে আশীর্বাদ করে—অট্ট হাসে ॥ ৬৯ ॥
শিষ্যগন-সনে ক্ষণে অলৌকিক কহে।
ক্ষণে উনমাদ ক্ষণে নিঃশবদে রহে ॥ ৭০ ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত আর রাম নারায়ণ।
মুকুন্দ-সহিত গেলা শ্রীবাস ভবন ॥ ৭১ ॥
চৌদিগে বেড়িয়া লোক—মাঝে গৌরহরি।
মদে মাতোয়াল যেন কিশোর-কিশোরী ॥ ৭২ ॥
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে ভূমিতে লোটায়।
হরি হরি বলি' ডাকে কান্দে উচ্চরায় ॥ ৭৩ ॥
রাত্রিদিনে প্রেমানন্দে পুলকিত তনু।
আন-পরসঙ্গ নাহি কৃষ্ণকথা বিনু ॥ ৭৪ ॥
এক-কালে নিজ ঘরে আছে প্রেমে ভোরা।
রোদন করয়ে আঁখে সাত-পাঁচ ধারা ॥ ৭৫ ॥
কি করিব—কোথা যাব—কেমন উপায়।
শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি কোন মতে হয় ॥ ৭৬ ॥
ইহা বলি' রোদন করয়ে আর্ত্তনাদে।
কাতর বচন শুনি সর্বলোক কান্দে ॥ ৭৭ ॥
হেনকালে দৈববাণী উঠিল সাদরে—।
আপনে ঈশ্বর তুমি শুন বিশ্বম্ভরে ॥ ৭৮ ॥
প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈলে অবতার।
নিজ-করুণায় প্রেমা করিবে প্রচার ॥ ৭৯ ॥
ধর্ম্মসংস্থাপন ক্ষিতি করিবে কীর্ত্তন।
খেদ না করিহ—কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ॥ ৮০ ॥
তোমার প্রসাদে কলি নিস্তারিব লোক।
নিজ-প্রেম দিয়া সব ঘুচাইব শোক ॥ ৮১ ॥
সংশয় নাহিক ইথে—শুনহ বচন।
খেদ দূর করি' কর নিজ সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮২ ॥
এতেক বচন যবে দৈব মুখে শুনি।
অন্তর হরিষ—কিছু না কহিল বাণী ॥ ৮৩ ॥
তারপর দিনে শুন অপরূপ কথা।
অমিয়া-মাখিল বিশ্বম্ভর-গুণ-গাথা ॥ ৮৪ ॥
মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা একদিন।
গণ্ড পুলকিত সব আবেশের চিন ॥ ৮৫ ॥
দেবতার ঘর মধ্যে প্রবেশ করিল।
আবেশে বিভোল কিছু কহিতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥
প্রেম-নীর-ধারা বহে নয়ান-সাগরে।
সুরধুনী ধারা যেন সুমেরু শিখরে ॥ ৮৭ ॥
কহে সব লোক—হের দেখ অপরূপ।
পর্বত-আকার এক বরাহ সম্মুখ ॥ ৮৮ ॥
মহাবেগে আইসে হের দেখহ বরাহে।
দন্ত সারি' আইসে মোরে মারিবারে চাহে ॥৮৯॥
তুই দন্ত সারি' মোরে মারিবে শুকর।
ইহা বলি প্রবেশিলা দেবতার ঘর ॥ ৯০ ॥
বরাহ-আবেশ পুনঃ হইলা তখন।
কর-চরণেতে মহী করে পর্য্যটন ॥ ৯১ ॥
বর্ত্তুল আকার—রাঙ্গা-বরণ লোচন।
মহা পরাক্রম মহা হুঙ্কার-গর্জ্জন ॥ ৯২ ॥

সেইখানে ছিল এক পিত্তলের পাত্র।
ঊর্দ্ধমুখে দশনে ধরিল ক্ষণমাত্র ॥ ৯৩ ॥
পিত্তলের পাত্র ছাড়ি' বিকশে বয়ান।
মুরারিকে পুছে নিজ-স্বরূপ আখ্যান ॥ ৯৪ ॥
বেদ-উদ্ধারণ-রূপ ধরি ভগবান্।
বসিয়ে কহয়ে প্রভু পুরুষ-প্রধান ॥ ৯৫ ॥
কহ ত' স্বরূপ মোর কি জানহ তুমি।
মুরারি কহয়ে—প্রভু কি জানিয়ে আমি ॥ ৯৬ ॥
দণ্ডবৎ করি' ভূমে পড়িলা মুরারি।
স্বয়ম্ভু না জানে প্রভু চরিত্র তোহারি ॥ ৯৭ ॥
ইহা বলি পড়িল গীতার এক শ্লোক।
প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি—শুন সর্ব্বলোক ॥ ৯৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (১০।১৫)

"স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেথ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥" ইতি ॥ ৯৯ ॥

অন্বয়। (হে) পুরুষোত্তম! (সর্ব্বপুরুষেশ্বর) ভূতভাবন! (সর্ব্বপ্রাণিজনক) ভূতেশ! (সর্ব্বপ্রাণি-নিয়ন্তঃ) দেবদেব! (সর্ব্বারাধ্যানামপি দেবানামারাধ্য) জগৎপতে। (হিতাহিতোপদেশেন জীবিকার্পণেন চ বিশ্বপালক) ত্বং স্বয়ম্ আত্মনা (স্বেনৈব জ্ঞানেন) এব আত্মানং (নিজং স্বং) বেথ (জানাসি অন্যঃ কোঽপি জ্ঞাতুম-শক্তঃ) ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ। হে পুরুষোত্তম! ভূতজনক! ভূত-সকলের নিয়ামক! দেবদেব! জগৎপতে! আপনি কেবল নিজ চিচ্ছক্তি দ্বারা আপন স্বরূপ জ্ঞাত আছেন। (অন্যে কেহই জানিতে সমর্থ নহে) ॥ ৯৯ ॥

আপনে আপনা তুমি জান মহাপ্রভু।
তোমা বহি তোমারে না জানে আর কেহু ॥১০০॥
তবে সেই পুনরপি কহে গৌরহরি।
বেদের শকতি আমা কি জানিতে পারি ॥১০১॥
মুরারি কহয়ে পুনঃ কাতরবচন।
তোর তত্ত্ব নাহি জানে সহস্রবদন ॥ ১০২ ॥
বেদে কি জানিব তোর আচরণ-তত্ত্ব।
কেহো নাহি জানে প্রভু তোমার মহত্ত্ব ॥ ১০৩ ॥

ইহা শুনি পুনঃ কহে গৌর ভগবান্।
আমারে বিড়ম্বে'বেদ—শুনহ আখ্যান ॥ ১০৪ ॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি (৩।১৯)—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন হি তস্য বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ইতি" ॥ ১০৫ ॥

অন্বয়। সঃ (পরমেশঃ) অপাণিঃ পাদঃ (প্রাকৃত-করচরণাদি শূন্যঃ তথাপি) জবনঃ (বেগবান্) গ্রহীতা (গ্রাহকঃ চ, অপ্রাকৃততত্তদঙ্গযুক্তত্বাৎ ইতি সর্ব্বত্র বোধ্যম্) অচক্ষুঃ (প্রাকৃতলোচনবিহিনোঽপি) পশ্যতি (অবলোকয়তি) অকর্ণঃ (প্রাকৃতশ্রবণেন্দ্রিয় শূন্যোঽপি) শৃণোতি (আকর্ণ-য়তি) সঃ বেদ্যং (সর্ব্ববেদনীয়ং বস্তু) বেত্তি (জানাতি) তস্য বেত্তা (বেদকঃ) ন চ অস্তি (কশ্চিদিতি শেষঃ)। তং (পরমেশম্) অগ্র্যং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠং) মহান্তং পুরুষং (মহাপুরুষম্) আহুঃ (কথয়ন্তি) ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ। সেই পরমেশ্বর প্রাকৃতপদহস্তরহিত হইয়াও বেগবান্ ও গ্রহণকারী, নেত্রবিহীন হইয়াও দ্রষ্টা, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রোতা। তিনি সকল জ্ঞেয় বস্তুকে জানেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেহই নাই। ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ১০৫ ॥

বেদে কহে—আমি কর এ চরণ শূন্য।
হেন বিড়ম্বনা মোরে নাহি করে অন্য ॥ ১০৬ ॥
ইহা বলি হাসে প্রভু প্রসন্নবদন।
নাহি যেন বেদ আমা—কহিল কথন ॥ ১০৭ ॥
তবে ত' কহিল বৈদ্য করি পরণাম।
করুণা করহ প্রভু দেহ প্রেমদান ॥ ১০৮ ॥
ঠাকুর কহিলা পুনঃ—শুনহ মুরারি।
আমারে পীরিতি কর—এই প্রেমা তোরি ॥ ১০৯ ॥
ভজিবে পরমব্রহ্ম—নরাকৃতি তনু।
ইন্দ্রনীল-বরন—ত্রিভঙ্গ—করে বেণু ॥ ১১০ ॥
নবগোরোচনাগর্ভ গর্বভঙ্গ-দ্যুতি।
বৃষভানুসুতা নাম—মূল যে প্রকৃতি ॥ ১১১ ॥

নব বরাঙ্গনা কত বল্লবী-বল্লবে।
সমর্পিবে নিজতনু— নন্দসুতে পাবে ॥ ১১২ ॥
চিন্তামণি ভূমি রত্নমন্দির সুন্দর।
কল্পবৃক্ষ রত্ন-বেদী আসন উপর ॥ ১১৩ ॥
কামধেনুগণ তথা অচিন্ত্যপ্রভাব।
অভীষ্ট করয়ে পূর্ণ—করয়ে যে ভাব ॥ ১১৪ ॥
তার অঙ্গ-ছটা—নিরাকার ব্রহ্ম বলি'।
জানিবে এ সব তত্ত্ব কৃষ্ণের মাধুরী ॥ ১১৫ ॥
এইমতে সব ভক্তে বলিল ঠাকুর।
শুনিঞা সভার হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ ১১৬ ॥
শুনিঞা মুরারি কহে প্রভুর চরণে।
রঘুনাথ-রূপ প্রভু দেখিব নয়নে ॥ ১১৭ ॥
এতেক কহিতে মাত্র দেখে সেইক্ষণে।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম জানকী-জীবনে ॥ ১১৮ ॥
লক্ষ্মণ-ভরত আর শত্রুঘ্নাদি যত।
দেখিয়া মুরারি হইল আনন্দে পূরিত ॥ ১১৯ ॥
বাহ্য দূরে গেল—ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
পদ্মহস্ত দিয়া প্রভু শান্ত কৈল তায় ॥ ১২০ ॥
বর দিল—প্রেমে পরিপূর্ণ হও তুমি।
তুমি হনুমান্ সেই রামচন্দ্র আমি ॥ ১২১ ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা মন্দিরে।
আর-দিনে শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘরে ॥ ১২২ ॥
সব নিজগণ যত সংহতি করিয়া।
বসিয়া কহয়ে নিজ-প্রেম প্রকাশিয়া ॥ ১২৩ ॥
হরিহরি বলি' ডাকে অন্তরে কৌতুক।
নিজ জনে কহে—শুন শুন অপরূপ ॥ ১২৪ ॥
সেই রাধাকৃষ্ণ পাবে কলিতে যেমতে।
সে কথা কহিএ তোরা শুন একচিতে ॥ ১২৫ ॥
ইহা বলি নারদীয় পঢ়িল এক শ্লোক।
ইহার মর্ম্ম-ব্যাখ্যা নাহি জানে লোক ॥ ১২৬ ॥

তথাহি (বৃহন্নারদীয়ে ৩৮।১২৬)—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" ইতি ॥১২৭॥

অন্বয়। হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) নাম (অভিধায়কং), হরেঃ নাম, হরেঃ নাম (দার্ঢ্যায় ত্রিরুক্তিঃ) এব (নিশ্চয়ং) কেবলং (ন তু অন্যৎ কিমপি জীবানাং মুক্তিকারণম্) কলৌ (কলিযুগে) অন্যথা (অন্যপ্রকারা) গতিঃ (উপায়ঃ সত্যে সমাধিঃ, ত্রেতায়াং যজ্ঞঃ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা, তদ্বৎ) নাস্তি এব (নিশ্চিতং হি ন বিদ্যতে) নাস্তি এব, নাস্তি এব (অত্যন্ত-অস্বীকার-প্রতিপাদনে ত্রিরুক্তম্ এব) ॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ। কলিযুগে শ্রীহরিনাম—একমাত্র শ্রীহরিনাম—কেবল শ্রীহরিনাম; তদ্ভিন্ন আর গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই ॥ ১২৭ ॥

নামরূপী,—নাম—এক আদি যে পুরুখ।
কলি মূর্ত্তিমন্ত আছে—না জানে মুরুখ ॥ ১২৮ ॥
নামরূপী ভগবান্ জানিবে কেবল।
দ্বিধা ঘুচাইতে ব্যাস বোলে তিনবার ॥ ১২৯ ॥
তিনবার বহি আর আছে একবার।
দুরাশয় পাপী জীব জন বুঝাবার ॥ ১৩০ ॥
হরিনামমাত্রে হয় কৈবল্য তাহার।
কেবল—কৈবল্য অর্থ জানিবে বিচার ॥ ১৩১ ॥
নামমাত্র নামাভাস স্পষ্টার্থ ইহার।
কৈবল্য সে মুখ্য হয় শাস্ত্রপরচার ॥ ১৩২ ॥
নামাভাসে মোক্ষ হয় সত্য শাস্ত্রবাণী।
নামোদয় প্রেমানন্দ পুরাণে বাখানি ॥ ১৩৩ ॥
ইহা বহি আন দেব মানে যেই জন।
তার গতি নাহি—তিনবার এ বচন ॥ ১৩৪ ॥
গো-পোপী-গোপাল-সঙ্গে ধ্যান হরিনাম।
জানিবে এ সব অর্থ বেদের প্রমাণ ॥ ১৩৫ ॥
এতেক বলিল গোরা বরাহ-আবেশে।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে নাচে প্রেমাবেশে ॥ ১৩৬ ॥
যে শুনয়ে গোরাগুণ নদীয়াবিহার।
অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেম উপজে তাহার ॥ ১৩৭ ॥
দশনে ধরিয়া তৃণ কহয়ে লোচন।
গৌরপদ বিনু মোর অন্য নাহি ধন ॥ ১৩৮ ॥

———

ধানশী—রাগ।

নবদ্বীপে নিতুই পূর্ণিমাচাঁদ গোরা।
প্রকাশয়ে নিজ-প্রেম-অমিয়ার ধারা ॥ ১৩৯ ॥
পিবই চরণামৃত ভকত-চকোরা।
অবাধ করুণা প্রেমা প্রকাশয়ে গোরা ॥ ১৪০ ॥
আর এক-দিনে কথা শুন অপরূপ।
নিজঘরে বসি তেঃ কোটি-কাম-রূপ ॥ ১৪১ ॥
সিংহগ্রীব, কম্বুকণ্ঠ, কমললোচন।
কহয়ে প্রকট ঘন গম্ভীর বচন ॥ ১৪২ ॥
এ ঘরে কি দেখি চারি-পাঁচ-ছয়-মুখ।
দেখিতে বাঢ়য়ে মোর অন্তর-কৌতুক ॥ ১৪৩ ॥
শ্রীনিবাস-পণ্ডিত আছিল প্রভু-কাছে।
শুনিয়া উত্তর দিল যে বিধান আছে ॥ ১৪৪ ॥
তোমা দেখিবারে সব দেব-আগমন।
ব্রহ্মা-আদি চারি, পাঁচ ছয় যে বদন ॥ ১৪৫ ॥
প্রেমার সমুদ্র তুমি দেহ প্রেমধন।
তোরে প্রেমধন মাগে সব দেবগণ ॥ ১৪৬ ॥
তবে সেই মহাপ্রভু বসি দিব্যাসনে।
এক ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ—পদ আর জনে ॥ ১৪৭ ॥
শ্রীনিবাস-আদি করি যত ভক্তজন।
চরণে পড়িয়া তারা করয়ে রোদন ॥ ১৪৮ ॥
বর মাগোঁ তোর পদাম্বুজ-মধু-প্রেমা।
দেহ ত আমারে প্রভু করুণার সীমা ॥ ১৪৯ ॥
তবে বিশ্বম্ভর প্রভু বোলে মেঘনাদে—।
লেহ ত সভারে দিল প্রেম-পরসাদে ॥ ১৫০ ॥
তৎকাল হইল প্রেম সব দেবতার।
ভাবময় শরীর হইল চমৎকার ॥ ১৫১ ॥
হা রাধাগোবিন্দ, বলি নাচে দেবগণ।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরষিত মন ॥ ১৫২ ॥
দেবগন নাচে দেবীগণ করি সঙ্গে।
অশ্রু, পুলক, স্বেদ—প্রেমার তরঙ্গে ॥ ১৫৩ ॥
ক্ষণে ভুমি গড়ি' যায় চরণে পড়িয়া।
ক্ষণে উভরায়ে নাচে হরিবোল বলিয়া ॥ ১৫৪ ॥
ক্ষণে স্তব করে গৌরগোবিন্দ বলিয়া।
ক্ষণে দণ্ডবৎ করে চরনে পড়িয়া ॥ ১৫৫ ॥
ক্ষণে পদ মস্তকে ধরিয়া দেবগণ।
বর মাগে—তোর পদে রহু মোর মন ॥ ১৫৬ ॥
তথাস্তু বলিয়া প্রভু বোলে বার বার—।
প্রেমধন পরিপূর্ণ হউ তো-সভার ॥ ১৫৭ ॥
দেবগণ প্রেম পাই গেলা নিজস্থান।
দেখিয়া সকল ভক্ত আনন্দিত মন ॥ ১৫৮ ॥
এতেক বচন বৈল ভকতবৎসল।
করুণা-প্রকাশ দেখি' বোলে শুক্লাম্বর ॥ ১৫৯ ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—বড়ই পবিত্র।
তীর্থপূত-কলেবর—মধুরচরিত্র ॥ ১৬০ ॥
প্রভু-আগে কহে কথা—নাহি করে ভয়।
প্রেম-লোভে কহে কথা—যত মনে লয় ॥ ১৬১ ॥
শুন শুন অহে অহে প্রভু গৌর ভগবান্।
এতদিনে হৈল মোর প্রসন্ন-নয়ান ॥ ১৬২ ॥
নানা-তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াছি আমি।
অনেক যন্ত্রণা দুঃখ—কিছুই না জানি ॥ ১৬৩ ॥
মধুপুরী, দ্বারাবতী কৈলুঁ পর্য্যটন।
দুঃখিত হঞাছি আমি—দেহ প্রেমধন ॥ ১৬৪ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু কহিল উত্তর—।
মোর এক বোল তুমি শুন শুক্লাম্বর ॥ ১৬৫ ॥
সে বনে কতক আছে শৃগাল-কুক্কুর।
আমার কি হৈল তাথে—কহিল ঠাকুর ॥ ১৬৬ ॥
হৃদয়ে যাবত কৃষ্ণ উদয় না করে।
তাবত তীর্থের অনুগ্রহ নাহি তারে ১৬৭ ॥
কৃষ্ণপ্রেম বিনু ধর্ম কেহো কিছু নহে।
পঢ়িয়া দেখহ ইহা শাস্ত্রে সব কহে ॥ ১৬৮ ॥

তথাহি—

মীনঃ স্নানপরঃ ফণী পবনভুঙ্ মেষোঽপি পর্ণাশনঃ।
শশ্বদ্ ভ্রাম্যতি চক্রিগৌরপি বকো ধ্যানে সদা তিষ্ঠতি।
গর্ত্তে তিষ্ঠতি মূষিকোঽপি গহনে সিংহঃ সদা বর্ত্ততে।
তেষাং ফলমস্তি হন্ত তপসা সদ্ভাবসিদ্ধিং বিনা ॥ ১৬৯ ॥

অন্বয়। মীনঃ (মৎস্যঃ) স্নানপরঃ (নিত্যস্নায়ী, সদা জলবাসত্বাৎ), ফণী (সর্পঃ) পবনভুক্ (বাতাশী), মেষঃ (ভেড়কঃ) অপি পর্ণাশনঃ (পত্রভোজী), চক্রিগোঃ (তৈলকারবলীবর্দ্দঃ) অপি শশ্বৎ (নিরন্তরং) ভ্রাম্যতি (তৈলযন্ত্রাকর্ষনপরত্বাৎ) বকঃ (ক্রৌঞ্চঃ) সদা (সর্ব্বদা) ধ্যানে (মৌনব্রতে) তিষ্ঠতি (বিষ্ঠতে), মূষিকঃ (আখুঃ) অপি গর্ত্তে (গহ্বরে) তিষ্ঠতি, সিংহঃ (পশুরাজঃ) সদা (অনায়তং) গহনে (অরণ্যে) বর্ত্ততে (নিবসতি), হন্ত! এতেষাং (মীনাদীনাং) সদ্ভাবসিদ্ধিং (মনঃশুদ্ধিং) বিনা তপসা (তপশ্চর্য্যয়া) ফলম্ অস্তি (কিমিত্যধ্যাহার্য্যম্)? ১৬৯॥

অনুবাদ। মৎস্য স্নানপরায়ণ, সর্প, পবনাশী, মেষ পত্রভোজী, তৈলিকের বলীবর্দ্দ ও সর্ব্বদা ভ্রমণশীল, বক সততই ধ্যানমগ্ন, মুষিকও গর্ত্তবাসী এবং সিংহ সর্বদা অরণ্যচর; সুতরাং তাপসের সর্ব আচরণ উক্ত প্রাণি-গুলিতে বর্ত্তমান। কিন্তু ভাবশুদ্ধি ব্যতিরিকে তপস্যার ফল কোথায় হইয়া থাকে? ॥ ১৬৯ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে, প্রথমৈকরাত্রে (২।৬)—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। ইতি। ১৭০।

অন্বয়। হরিঃ যদি আরাধিতঃ (পূজিতঃ) ততঃ (তর্হি) তপসা (তপ আচরণেন) কিম্ (ফলমিতি শেষঃ, তদাচরণং নিরর্থকং প্রাগেব লব্ধফলত্বাৎ), যদি হরিঃ (কৃষ্ণঃ) ন আরাধিতঃ (পূজিতঃ) ততঃ (তদা) তপসা (তপশ্চর্য্যয়া) কিম্ (ফলমিতি শেষঃ, তপঃ ফলং তদারাধনমেব অনাদৃতত্বাৎ), অন্তঃ (হৃদয়ে) বহিঃ (বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যে বস্তুনিচয়ে) যদি হরিঃ (অনুভূয়তে) ততঃ তপসা কিম্ (শ্রেষ্ঠভাগবতস্য) তস্য তাদৃশদেহক্লেশেন অলমিতার্থঃ অন্তঃ বহিঃ হরিঃ যদি ন (ভবেৎ) ততঃ তপসা (তপোরূপং ক্লেশাদিসহনং বিড়ম্বনমেব তপশ্চর্য্যাফল-হরিপ্রেমালব্ধেঃ ইত্যন্বয়ঃ) ॥ ১৭০ ॥

অনুবাদ। হরি যাঁহা কর্ত্তৃক আরাধিত হন, তাঁহার আর তপস্যার প্রয়োজন কি? যিনি হরির আরাধনা করেন নাই, তাঁহারও তপস্যার প্রয়োজন নাই। যাঁহার অন্তরে বা বাহিরে শ্রীহরি বিরাজ করেন, তাঁহারও তপস্যায় কি আবশ্যক? আবার হৃদয়ে বা বাহ্যে কুত্রাপি যাঁহার শ্রীহরি স্ফুর্ত্তি হয় নাই, তাঁহারও তপস্যা নিরর্থক ॥ ১৭০।

এ বোল শুনিঞা বিপ্র ভূমেতে পড়িল।
কাতর হইয়া কান্দে—আরতি বাঢ়িল ॥ ১৭১ ॥
অনুগত-আর্ত্তি প্রভু সহিবারে নারে।
করুণ অরুণ ভেল গৌর-কলেবরে ॥ ১৭২ ॥
প্রেম দিল প্রেম দিল, ডাকে আর্ত্তনাদে।
শুক্লাম্বর বিপ্র পাইল প্রেম-পরসাদে ॥ ১৭৩ ॥
তৎকালে পাইল্ প্রেম—কম্পকলেবর।
পুলকিত ভেল অঙ্গ—নয়নেতে জল ॥ ১৭৪ ॥
হরিষে করয়ে গুণ-নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দেখিয়া সকল লোক অতি হৃষ্টমন ॥ ১৭৫ ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর—সর্ব্বগুণধাম।
প্রভু কাছে থাকে নিরন্তর লয় নাম ॥ ১৭৬ ॥
রজনী শুতিয়া ছিলা প্রভুর সংহতি।
পরিতোষে বৈল প্রভু দেখিয়া আরতি—॥ ১৭৭ ॥
পাইবে দুর্ল্লভ প্রেম রজনী-প্রভাতে।
মনোরথ সিদ্ধি হইব বৈষ্ণব-প্রসাদে ॥ ১৭৮ ॥
ইহা বলি, অঙ্গমালা দিলা তার গলে।
প্রভাতে আইলা সভে প্রভু দেখিবারে ॥ ১৭৯ ॥
সভারে কহিল প্রভু রজনীচরিত।
কথা ছলে প্রেম লভে গদাধর পণ্ডিত ॥ ১৮০ ॥
অতি হৃষ্টমনে স্নান করি গঙ্গাজলে।
প্রেমায় অবশ তনু টলমল করে ॥ ১৮১ ॥
জগন্নাথদেব-পূজা করিলা বিধানে।
পুনঃ পূজা করে নিজ-প্রভু-বিদ্যমানে ॥ ১৮২ ॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন।
দিব্যমালা গলে দিয়া করয়ে স্তবন ॥ ১৮৩ ॥
এইমত প্রতিদিন করে পরিচর্য্যা।
শয়নমন্দিরে করে শয়নের শয্যা ॥ ১৮৪ ॥
চরণ-নিকটে নিতি করয়ে শয়ন।
নিরন্তর শ্রদ্ধাভক্তি-পর তার মন ॥ ১৮৫ ॥

প্রভুর সম্মুখে কহে অমৃতবচন।
শুনি বিশ্বম্ভর প্রভু আনন্দিত মন ॥ ১৮৬ ॥
তাহার অমৃত-বাণী সিঞ্চিল অন্তর।
নাচিবারে যায় প্রভু ধরি' তার কর ॥ ১৮৭ ॥
নরহরি-ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস-বিনোদিয়া ॥ ১৮৮ ॥
গৌরদেহে শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইলা তখন ॥ ১৮৯ ॥
মধুমতি নরহরি হৈলা সেইকালে।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে ॥ ১৯০ ॥
বৃন্দাবন প্রকাশ হইল সেইস্থানে।
গো-গোপী গোপাল-সঙ্গে শচীরনন্দনে ॥ ১৯১ ॥
পূর্ব্বে সখা সখীগণ যেরূপে আছিলা।
রস-আস্বাদনে প্রভু সঙ্গে ভক্ত হৈলা ॥ ১৯২ ॥
অভিনব-কামদেব শ্রীরঘুনন্দন।
অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন ॥ ১৯৩ ॥
তারা সব পূর্ব দেহ ধরি' প্রভু-কাছে।
আবরণ-ক্রমে তারা প্রভু বেড়ি' নাচে ॥ ১৯৪ ॥
দেখি' অন্য-অবতার-সঙ্গী সব কাঁদে।
নবদ্বীপে উদয় করিল ব্রজচাঁদে ॥ ১৯৫ ॥
ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর করি' সঙ্গে।
ক্ষণে শ্যামলীলা রাধা-রাসরস-রঙ্গে ॥ ১৯৬ ॥
চমৎকার লীলা দেখি' সব ভক্তগণ।
হরিহরি জয় জয় জয় বোলে ঘনে ঘন ॥ ১৯৭ ॥
দিন-অবসান—সন্ধ্যা রম্য দিগন্তর।
আচম্বিতে মেঘারম্ভ গগন-মণ্ডল ॥ ১৯৮ ॥
ঘন ঘন গরজয়ে গম্ভীর-নিনাদে।
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদে ॥ ১৯৯ ॥
বিঘ্ন উপসন্ন দেখি' সভেই দুঃখিত।
কেমনে ঘুচয়ে বিঘ্ন চিন্তাপর-চিত ॥ ২০০ ॥
মেঘগণ প্রেম-পরসাদ নিতে আইলা।
গৌরলীলা দেখি' প্রেমে গর্জ্জিতে লাগিলা ॥ ২০১ ॥
তবে মহাপ্রভু সে মন্দিরা করি' করে।
নাম-গুন-সংকীর্ত্তন করে উচ্চস্বরে ॥ ২০২ ॥
দেবলোক কৃতার্থ করিব হেন মনে।
উর্দ্ধমুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে ॥ ২০৩ ॥
দূরে গেল মেঘগণ—প্রকাশ আকাশ।
হরিষে বৈষ্ণবগণের বাড়িল উল্লাস ॥ ২০৪ ॥
নিরমল ভেল শশি-রঞ্জিত রজনী।
অনুগত গুন গায়—নাচয়ে আপনি ॥ ২০৫ ॥
মেঘগণ নিজরূপ ধরি' প্রভু-কাছে।
নাচিয়া বুলয়ে তারা ভক্ত পাছে পাছে ॥ ২০৬ ॥
সেই প্রেম বিচার না করে গৌরহরি।
মেঘে কি বলিব—দিল ত্রিজগৎ ভরি' ॥ ২০৭ ॥
আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ-সনে।
সভার আবেশে নাচে শচীর নন্দনে ॥ ২০৮ ॥
প্রেমার আবেশে নাচে মহানটরাজে।
পদাম্বুজ মুখর মঞ্জীর ঘন বাজে ॥ ২০৯ ॥
বিপ্রসাধ্বীগণ জয় জয় দেই সুখে।
আকাশেতে দেবগণ দেখয়ে কৌতুকে ॥ ২১০ ॥
প্রেমায়ে বিভোল সব নাচে ভক্তগণ।
না জানি কি কৈল তপঃ কতেক জনম ॥ ২১১ ॥
তাহার কারণে নাচে ঠাকুরের সনে।
আমোদ করয়ে তারা প্রেম হেন ধনে ॥ ২১২ ॥
করুণায় ছাইল প্রভু এ ভুমি আকাশ।
শুনি' আনন্দিত কহে এ লোচনদাস ॥ ২১৩ ॥

মুকুন্দের প্রতি কৃপা

কথাসার

গ্রন্থকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপরূপ রূপলাবণ্য বর্ণন করিয়া আম্রবৃক্ষ-রোপণ-লীলা কীর্ত্তন করিয়াছেন অর্থাৎ একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ সমক্ষে একটী আম্র-বীজ রোপণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ ঐ বীজ অঙ্কুরিত ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত এবং মুকুলিত হইল, গাছে আম্র ফল ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিপক্ক হইল, ভক্তগণ তাহা ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া সকলে মিলিয়া প্রসাদ পাইলেন, পরে দেখিলেন,—সে সকল আর কিছুই নাই, সব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ বৃক্ষের দৃষ্টান্তে

সংসারের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন পূর্বক মায়া জয় করিবার উপায় ও মুকুন্দদত্তকে মাধুর্য্যময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং অধ্যাত্ম-চর্চ্চা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনোপদেশ করিলেন। মুরারিগুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তৎকৃপা প্রার্থনা করিলে, প্রভু তাঁহার প্রতি আশীর্বাদ প্রদান করেন। শ্রীবাস ও শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতীব প্রিয়-পাত্র, ইহাদের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে বিহার করিতেন। একদিন কোন এক অবোধ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি মায়িক বলিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সবস্ত্রে গঙ্গা-স্নান করেন।

শ্যামগড়া—রাগ।

সুমেরুশিখরে জনু, সুন্দর দীঘল তনু,
প্রেমভরে করে টলমল।
পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা,
রাঙা দুটি আঁখি করে ছল ছল॥
আনন্দিত নদীয়ানগর।
ভাল রঙ্গে নাচে শচীর কোঙর॥ ধ্রু॥

শ্রীনিবাস চারি ভাই, আনন্দে মঙ্গল গাই,
হরিদাস হরিহরি বোলে।
কিশোরী-কিশোর যেন, গোরাগুণ-গরজন,
হুহুঙ্কার প্রেমার হিল্লোলে॥ ১॥
মুরারি মুকুন্দদত্ত, গুণ গায় অবিরত,
উলসিত পুলকিত গায়।
প্রেম-মকরন্দ-আশে, পদ-অরবিন্দ-পাশে,
যেন মত্তভ্রমর বেড়ায়॥ ২॥
চৌদিগে জয় বোল, মাঝে নাচে হেমগৌর,
আনন্দে বিভোর জনা-জনা।
যে-দিগে সে-দিগে চাহি, আনন্দিত সব-ঠাঞি,
দশদিগে প্রেমের কাঁদনা॥ ৩॥
কেহো কেহো দুহেঁ মেলি প্রেমানন্দে কোলাকুলি,
কেহো যশোগানে হয় ভাট।
পড়িয়া চরণতলে, পণ্ডিত গোসাঞি বোলে
পসারিলা অপরূপ হাট॥ ৪॥

সোণার মুকুতা জনু, পুলকে গাঁথিল তনু,
অনুরাগে এ রাঙ্গা বদন।
রসের আলসে হাসে, লস-লস আলসে,
প্রকাশয়ে অন্তরের ধন॥ ৫॥
ক্ষণে অলৌকিক বোলে, যেন মদ-মাতোয়ালে,
ক্ষণে বোলে—মুঞি ভগবান্।
ক্ষণে পরণাম করে, ক্ষণে আশীর্বাদ বোলে,
ক্ষণে নিজজনে দেই বর দান॥ ৬॥
প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু, যা নাহি দেখয়ে কভু,
সপ্তদ্বীপে মাগিল তরাস।
কি নারী, পুরুষ সব, দেখি' গোরা অনুভব,
প্রেমে ভুলি গেল এ লোচনদাস॥ ৭॥

———

তরজাবন্ধ—ধানশী রাগ।

কেমন বিধাতা সে, গৌরাঙ্গ সুন্দর দে,
গড়ল আপন তনু ধরিয়া।
কেমন কঠিন সে, দারু-পাষাণ-অন্তরে,
রূপ দেখ্যা না গেল মিলিয়া॥ ধ্রু॥
অমিয়া মথিয়া কেবা, নবনী তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহা।
জগৎ ছানিঞা কেবা, রস নিঙ্গাড়িছে গো,
এক কৈল সুধুই সুনেহা॥ ৮॥
অনুরাগের দধিখানি, প্রেমার সাঁচন দিয়া,
কেবা পাতিয়াছে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মহু, লহু লহু কথা গো,
হাসিয়া বোলয়ে গুটী গুটী॥ ৯॥
অখণ্ড-পীযূষধারা, কে না আউটিল গো,
সোণার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা, ফেনি তুলিল গো,
হেন বাসো গোরা-অঙ্গখানি॥ ১০॥
বিজুরী বাঁটিয়া কে বা, গাখানি মাজিল গো,
চান্দে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাঁটিয়া কে বা, চিত্র-নিরমাণ কৈল,
অপরূপ রূপের বলনি॥ ১১॥

সকল পূর্ণিমার চান্দে, বিকল হইয়া কান্দে,
কর-পদ-পদুমের গন্ধে।
কুড়িটী নখের ছটা, জগৎ আলা কৈল গো,
আঁখি পাইল জনমের আন্ধে ॥ ১২ ॥
এমন বিনোদিয়া গোরা, কোথাও দেখিয়ে নাই,
অপরূপ প্রেমার বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি-ভাবে, কান্দিয়া বিকল গো,
নারী কেমনে প্রান বান্ধে ॥ ১৩ ॥
সকল রসের রসে, বিলাস হৃদয়খানি,
কে না গঢ়াইল রঙ্গ দিয়া।
মদন বাঁটিয়া কে বা, বদন গড়িল গো,
বিনি-ভাবে মো মলুঁ কান্দিয়া ॥ ১৪ ॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি, গোরার কপালে গো,
কে না দিল চন্দনের রেখা।
ওরূপ স্বরূপে যত, কুলের কামিনী গো,
দুইহাত করিতে চাহে পাখা ॥ ১৫ ॥
রঙ্গের মন্দির খানি, নানারত্ন দিয়া গো,
গঢ়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলাবিনোদকলা, ভাবের বিলাস গো,
মদন-বেদনা ভাবি' কান্দে ॥ ১৬ ॥
না চাহে আঁখির কোণে, সদাই সভার মনে,
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
আঁখির পিয়াস দেখি', মুখে লালসা গো,
আলসল জরজর গায় ॥ ১৭ ॥
কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধায় উভ-রড়ে,
গুন গায় অসুর-পাষণ্ড।
ধূলায়ে লোটাঞা কান্দে, কেহো স্থির নাহি বান্ধে
গোরাগুন অমিয়া অখণ্ড ॥ ১৮ ॥

ধাওরে ধাওরে বলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি,
কেহো নাচে অট্ট অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বহু, সে বোলে সকল যাউ,
গোরা-গুন-রূপের বাতাসে ॥ ১৯ ॥
নদীয়ানগর-বধূ, হেরি' গোরা-মুখবিধু,
ঝর ঝর নয়নে সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে, পুলকিত কলেবরে,
মনমাঝে সদাই জাগাই ॥ ২০ ॥
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র কিবা, মনে গণে রাত্রি-দিবা,
গোরাগুনে লাগি' গেল ধান্ধা।
অখিল-ভুবনপতি, ধূলায় লোটাঞা কান্দে,
সদাই সোঙরে রাধা-রাধা ॥ ২১ ॥
লখিমী-বিলাস ছাড়ি', প্রেম-অভিলাষী গো,
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
রাধার ধেয়ানে হিয়া, বেকত না হয় গো,
ওই গোরা তনু তার সাখী ॥ ২২ ॥
দেখরে দেখরে লোক, হেন প্রেম অপরূপ,
ত্রিজগদ্‌-নাথ-নাথ হঞা।
অকিঞ্চনজন-সঙ্গে, কি জানি কি ধন মাঙ্গে,
কিবা সুখে বুলয়ে নাচিয়া ॥ ২৩ ॥
জয় রে জয় রে জয়, হেন প্রেমরসালয়,
ভাঙ্গি' বিলাইল গোরারায়।
নির্জীবে জীবন পাইল, পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল,
আনন্দে লোচনদাসে গায় ॥ ২৪ ॥

বরাড়ি রাগ—দিশা।

হরি নাম নারায়ণ শচীর দুলাল গোরা ॥ ধ্রু ॥
আর-দিনে আর কথা শুন অদভুত।
নিতুই নূতন প্রকাশয়ে শচীসুত ॥ ২৫ ॥
অতি অপরূপ কথা—লোকে অবিদিত।
অধমজনের মনে না হয় প্রতীত ॥ ২৬ ॥
কেবল নিগূঢ় প্রকাশয়ে ঠাকুরাল।
নিজজনে কহে—দেখ মিছা এ সংসার ॥ ২৭ ॥
ইহা বলি' আন-পরসঙ্গে কহে আন।
পাশরিল সবলোক লয় হরিনাম ॥ ২৮ ॥
নিজ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনে মাতল অন্তর।
ভূমিতে লুটাঞা কান্দে—প্রেম পরবল ॥ ২৯ ॥
আচম্বিতে উঠি' কহে দিয়া করতালি।
নিজজনে প্রকাশয়ে নিজ-ঠাকুরালি ॥ ৩০ ॥

দেখ দেখ আম্রবীজ আরোপিল আমি।
আমার অর্জ্জিত তরু হইবে আপনি ॥ ৩১ ॥
তখনে কহয়ে সবজনে আচম্বিত।
এখনি রোপিল বীজ ভেল অঙ্কুরিত ॥ ৩২ ॥
দেখিতে দেখিতে ভেল তরু মুঞ্জরিত।
হইল উত্তম শাখা তরু মুকুলিত ॥ ৩৩ ॥
দেখ দেখ সব-লোক অপরূপ আর।
মুকুলিত হৈল হের তরুটী আমার ॥ ৩৪ ॥
তখনি হইল ফল—পাকিল সেকালে।
অঙ্গুলি হেলাঞা প্রভু দেখায় সভারে ॥ ৩৫ ॥
পাড়িয়া আনিল ফল—দেখে সব লোকে।
নিবেদন করি' দিল ঈশ্বর সম্মুখে ॥ ৩৬ ॥
তিলেকে সকল সেই না দেখিয়ে কিছু।
ফলমাত্র আছে—গাছ মিছা হৈল পাছু ॥ ৩৭ ॥
ঐছে মায়া দেখাইল—কহে সর্ব্বলোকে।
ইহা জানি' না মরিহ এ সংসার-শোকে ॥ ৩৮ ॥
মোর মায়াবলে সৃষ্টি সকল সংসার।
না বুঝি' সকল লোক বোলে আপনার ॥ ৩৯ ॥
মোর মায়া-দড়ি কেবা ছিঁড়িবারে পারে।
সবে এক পথ আছে মায়া জিনিবারে ॥ ৪০ ॥
যত যত দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে লোকে।
সর্ব্বকর্ম্ম আরোপণ করে যদি মোকে ॥ ৪১ ॥
তবে দেহ-সমর্পণ কৃষ্ণপদে হয়।
কর্ম্মাকর্ম-শুভাশুভ-বন্ধ নাহি হয় ॥ ৪২ ॥
এ ভক্তি পরম তত্ত্ব—সমর্পণ গণি।
সমর্পিতে কৃষ্ণে—ভেদ নাহি রহে আপনি ॥৪৩॥
সব সমর্পিলে—কৃষ্ণ পাই সর্ব্বথায়।
সকল পুরাণে গীতা, ভাগবতে গায় ॥ ৪৪ ॥
নহে বা সকল এই হয় অনর্থক।
ঈশ্বরে অর্পিলে সব সংসার সার্থক ॥ ৪৫ ॥
হেন অদভুত গোরাচাঁদের প্রকাশ।
শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস ॥ ৪৬ ॥

———

শ্রীরাগ।

অকি হোরে গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ ধ্রু ॥
হেনই সময়ে বৈদ্য মুকুন্দ দেখিয়া।
কহিলেন—মহাপ্রভু মুচকি হাসিয়া ॥ ৪৭ ॥
তুমি নাকি ব্রহ্মবিদ্যা মান—ইহা শুনি।
ভাল ত মুকুন্দদত্ত তোমারে বাখানি ॥ ৪৮ ॥
ইহা বলি' এই শ্লোক পড়িল ঠাকুর।
শুনিতে সভার হিয়া করে দুরদুর ॥ ৪৯ ॥

তথাহি—

(কবিকর্ণপুরকৃতচৈতন্যচরিতামৃতকাব্যধৃতং বচনম্ ৬।৩৬)
রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ইতি ॥ ৫০ ॥

অন্বয়। যোগিনঃ (তপস্বিনঃ) অনন্তে (নাস্তি অন্তম্ আত্মমবসানং চ যস্য স তস্মিন্) সত্যানন্দে চিদাত্মনি (সচ্চিদানন্দস্বরূপে জ্ঞানানন্দস্বরূপবিগ্রহে) রমন্তে (বিহরন্তি, সদা তদনুশীলনেন শাশ্বতসুখমনুভবন্তি) ইতি (অতএব) রামপদেন (রাম ইত্যক্ষরদ্বয়াত্মকনাম্না) অসৌ (হরিঃ) পরং ব্রহ্ম অভিধীয়তে (উচ্যতে) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। যোগীগণ অনন্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহে সদা রমন বা বিহার করেন। এই হেতু 'রাম' এই পদে পরব্রহ্ম অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

তবে পুনঃ ভগবান্ সেই গৌরহরি।
বৈদ্যেরে কহিল কিছু অনুগ্রহ করি' ॥ ৫১ ॥
চতুর্ভুজ ভজন তুমি বড় করি মান।
দ্বিভুজ ধেয়ানে তোর অলপ গেয়ান ॥ ৫২ ॥
সকল সম্পদ চাহ আপনার হিত।
দ্বিভুজ ভজহ কৃষ্ণে মজাইয়া চিত ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণের প্রকাশ 'নারায়ন'—শাস্ত্রে কহে।
নারায়ন হইতে কৃষ্ণ—হেন বাক্য নহে ॥ ৫৪ ॥
ঐছন করুণ-বাণী কহে বিশ্বম্ভর।
শুনিঞা সাদর বৈদ্য প্রণতকন্ধর ॥ ৫৫ ॥
সুরনদী-জলে স্নান করি' করেঁ। কাম।
বৈষ্ণব-চরণ-ধূলি প্রসাদপ্রধান ॥ ৫৬ ॥

তোর পাদপদ্ম মোর শিরে রহু ছত্র।
দাস্য-অভিষেক কর—এই চাহোঁ মাত্র ॥ ৫৭ ॥
আমি কি জানিয়ে প্রভু নিজ ভাল-মন্দ।
নিরন্তর অন্তরে বাহিরে মন্দ-অন্ধ ॥ ৫৮ ॥
নিজগুণে করুণা করহ প্রভু যবে।
নিজদাস্যে প্রসাদ করহ মোরে তবে ॥ ৫৯ ॥
তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর বিগ্রহ আনন্দ।
সেই নন্দসুত তুমি অবতারকন্দ ॥ ৬০ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অন্তর-সন্তোষে।
পদ-অরবিন্দ তার মস্তকে পরশে ॥ ৬১ ॥
সর্বাঙ্গে পুলক ভেল—সজল লোচন।
গদগদ-ভাস বৈদ্য প্রেমার লক্ষণ ॥ ৬২ ॥
গদ্‌গদস্বরে স্তব করিল বিস্তর।
জয় মহামহেশ্বর কারণের পর ॥ ৬৩ ॥
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হরি।
কহিতে লাগিলা কিছু দেখিয়া মুরারি ॥ ৬৪ ॥
শুন শুন অহে বৈদ্য আমার বচন।
এড় গীতা-অধ্যাত্ম চরচা তোর মন ॥ ৬৫ ॥
জীবার বাসনা যদি থাকয়ে তোমার।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে যদি ইচ্ছা থাকে আর ॥ ৬৬ ॥
অধ্যাত্ম-চরচা তবে কর পরিত্যাগ।
গুণসঙ্কীর্ত্তন কর কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ ৬৭ ॥
নটবরশেখর সুন্দর শ্যামতনু।
ইন্দ্রনীলমণিকান্তি করে বর-বেণু ॥ ৬৮ ॥
পীতাম্বরধর বনমালা যার গলে।
সে প্রভুকে নাহি ভজ গোপীগণ-মেলে ॥ ৬৯ ॥
শুনিঞা মুরারি বৈদ্য প্রভু-আজ্ঞাবাণী।
কাতর হইয়া কান্দে পড়িয়া ধরণী ॥ ৭০ ॥
প্রভুর চরণে করে বিনয় বিস্তর।
লঙ্ঘিবারে নারি প্রভু সংসার দুস্তর ॥ ৭১ ॥
ব্রহ্মা, মহেশ্বর কিবা লখিমী অনন্ত।
জিনিতে না পারে মায়া কেবল দুরন্ত ॥ ৭২ ॥
পরম প্রবল মায়া কে জিনিতে পারে।
তোমার প্রসাদ বিনা—শুন বিশ্বম্ভরে ॥ ৭৩ ॥
আমি মহাধম—কিবা শকতি আমার।
সংসার জিনিঞা পদ ভজিতে তোমার ॥ ৭৪ ॥
দুঃখিত দেখিয়া যদি দয়া কর মোরে।
করুণাবিগ্রহ প্রভু ভজ মো তোমারে ॥ ৭৫ ॥
এতকাল আছিল গুপত প্রেমধন।
প্রকট করিলা প্রভু করুণা-কারণ ॥ ৭৬ ॥
তোমার পদারবিন্দ-মকরন্দ-প্রেম।
পিবউ আমায় মন মধুকর যেন ॥ ৭৭ ॥
এইবর দেহ মোরে করুণাসাগর।
ঘৃণা না করিহ মোরে—মো অতি পামর ॥ ৭৮ ॥
ঐছন কাতরবাণী শুনিঞা ঠাকুর।
করুণা বাঢ়িল হিয়া আনন্দে প্রচুর ॥ ৭৯ ॥
হাসিয়া কহিল প্রভু—শুনহ মুরারি।
অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তোঁহারি ॥ ৮০ ॥
তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর।
অতি মহাশুদ্ধমতি ভক্ত সুচতুর ॥ ৮১ ॥
কৃষ্ণসেবা করে নিতি লঞা ভ্রাতৃগণ।
সর্বভাবে ভজে বিশ্বম্ভরের চরণ ॥ ৮২ ॥
নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তন করে নিতি-নিতি।
অনুজ রামের সনে বড়ই পীরিতি ॥ ৮৩ ॥
জ্যেষ্ঠসেবা-পরায়ণ শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই মিলি গায় হরিগুণগীত ॥ ৮৪ ॥
শ্রীবাস শ্রীরাম—প্রভুর—প্রিয় দুইজন।
তার সনে ক্রীড়া করে আনন্দিত মন ॥ ৮৫ ॥
তার ঘরে নাচে প্রভু তা'সভার সনে।
কপিল ঠাকুর যেন বেঢ়ি' ঋষিগণে ॥ ৮৬ ॥
হেনমতে আনন্দে কৌতুকে দিন যায়।
শতশত শিষ্যগণ আপনে পঢ়ায় ॥ ৮৭ ॥
শিষ্যে শিষ্য মিলি' তারা করে অনুমান।
আছিল তাহাতে এক বড় আগেয়ান ॥ ৮৮ ॥
'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়ে যারে সেই মায়া এক।
অবোধ ব্রাহ্মণ পুত্র ইহ বলিলেক ॥ ৮৯ ॥
শুনিঞা ঠাকুর দুই-কর দিল কানে।
তখন চলিলা প্রভু সুরনদী-স্নানে ॥ ৯০ ॥

স-বসনে শিষ্যবর্গ সনে গঙ্গাস্নান।
সপুলক ঘন ঘন লয় হরিনাম ॥ ৯১ ॥
পাপিষ্ঠ অধম ছার পাষণ্ড চরিত্র।
দুর্ব্বচনে কর্ণ মোর কৈল অপবিত্র ॥ ৯২ ॥
ইহা বলি' ঘন ঘন লয় হরিনাম।
কহয়ে লোচন—গোরা সর্বগুণধাম ॥ ৯৩ ॥

অদ্বৈততত্ত্ব-কথন

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভুকে দর্শন করিবার ছলে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে, অদ্বৈতপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে নিপতিত হইলেন, মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে প্রেমালিঙ্গন প্রদানপূর্বক কথোপকথনপ্রসঙ্গে কলিকালে একমাত্র ভক্তিরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন। জনৈক পাষণ্ডী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কীর্ত্তনবিঘ্নকারী মনে করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত শঙ্কিত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় সেই ব্রাহ্মণ মায়া-মোহিত হয়। পরে অদ্বৈতগৃহে কীর্ত্তনবিলাস ও ভোজন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু সদৃষ্টান্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতঃ প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভু নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে পাষণ্ড বিনাশার্থ স্বীয় অস্ত্র গদার পূজা করিতেছিলেন, আচার্য্যপ্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু অতীব হৃষ্টচিত্ত হইয়া "অদ্বৈতের ইচ্ছাতেই ভগবানের অবতার" —এই কথা লোকসমক্ষে কীর্ত্তনপূর্ব্বক খট্টায় আরোহণ করিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত অদ্বৈততত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈততত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া সকলকে ভগবদ্ভজন উপদেশ করেন।

ভাটিয়ারি—রাগ।

হরি নারায়ণ শচীর দুলাল গোরাচান্দ।
বান্ধল জীবের মন দিয়া প্রেমফাঁদ ॥ ধ্রু ॥
আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
সাবধানে শুন সভে ছাড়ি' আন মন ॥ ১ ॥
গোরাগুণ কহিতে পুলক বান্ধে গায়।
অখণ্ড-পীযূষ গোরা-গুণের প্রভায় ॥ ২ ॥
শ্রীনিবাস-আদি করি শিষ্যবর্গ সঙ্গে।
অদ্বৈত-আচার্য্য দেখিবারে ভেল রঙ্গে ॥ ৩ ॥
কেহো গীত গায় কেহো লয় হরিনাম।
হরিহরি-বোল বলে—নাহিক উপাম ॥ ৪ ॥
আপনে ঠাকুর নাচে—ভক্তগণ গায়।
আপনা না জানে তারা প্রেম-পরভায় ॥ ৫ ॥
আপাদ-মস্তক পুলক—রাঙ্গা দুই আঁখি।
টলমল করে সব গোরা মুখ দেখি' ॥ ৬ ॥
মালসাট মারে প্রভু হুহুঙ্কার নাদে।
ভূমিতে লোটাঞা সব পারিষদ কান্দে ॥ ৭ ॥
এইমতে আনন্দে চলিয়া যায় পথে।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি দেখিবার চিতে ॥ ৮ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি দেখিলা ত গিয়া।
দণ্ডপরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ৯ ॥
সম্ভ্রমে আচার্য্য-গোসাঞি পড়িলা চরণে।
বিস্তর বিনয় করে কাতর বচনে ॥ ১০ ॥
আমা হেন কোটি অদ্বৈতের শিরোমণি।
প্রণতি করিয়া বোলে লোটাঞা ধরণী ॥ ১১ ॥
অন্যোন্যে দোঁহারে দোঁহে আলিঙ্গন করে।
দোঁহারে সিঞ্চিল দোঁহে নয়নের জলে ॥ ১২ ॥
আসনে বসিয়া প্রভু কহে নিজকথা।
মনোহর পাপহর প্রেমভক্তিদাতা ॥ ১৩ ॥
শুনিয়া আচার্য্য-গোসাঞি বোলেন বচন।
পাষণ্ডীকে গালি দিতে রাঙা দুলোচন ॥ ১৪ ॥
পাষণ্ডী বোলয়ে—কলিযুগে ভক্তি নাই।
সে চক্ষে দেখুক মোর চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ১৫ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু স্ফুরিত-অধর।
কহিতে লাগিলা মেঘগম্ভীর উত্তর ॥ ১৬ ॥
ভক্তি নাহি কলিযুগে—আছে আর কি?
ভক্তিমাত্র আছে—তেঞি সংসারেতে জি ॥ ১৭ ॥
'কলিযুগে ভক্তি নাহি' যে বোলে বচন।
নিরর্থক জন্ম তার—শুন সর্বজন ॥ ১৮ ॥

কলিযুগে কৃষ্ণভক্তি পরসন্ন মায়া।
কলিযুগ হেন কোন যুগে নাহি দয়া ॥ ১৯ ॥
হেনই সময়ে সে পণ্ডিত শ্রীবাস।
কহিতে লাগিলা কিছু অন্তরে তরাস ॥ ২০ ॥
সম্মুখে দেখহ প্রভু পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণমহোৎসবে বাধা দিবেক এখন ॥ ২১ ॥
এই মহাপাষণ্ড এ অতি দুরাচার।
বিদ্যা-অভিমানে করে মহা-অহঙ্কার ॥ ২২ ॥
তবে মহাপ্রভু কথা কহিল তাহারে।
এথা না আসিব এই দুষ্ট দুরাচারে ॥ ২৩ ॥
না আইল ব্রাহ্মণ সেই মায়াবিমোহিত।
ক্রীড়া করে মহাপ্রভু আনন্দিতচিত ॥ ২৪ ॥
শ্রীনিবাস-ভুজে এক ভুজ আরোপিয়া।
গদাধর কর ধরি' বাম-কর দিয়া ॥ ২৫ ॥
নরহরি-অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ দিয়া।
শ্রীরঘুনন্দনমুখ কান্দয়ে হেরিয়া ॥ ২৬ ॥
শ্রীরামপণ্ডিত-অঙ্গে দিয়া পদাম্বুজ।
ক্রীড়া করে মহাপ্রভু আচার্য্য-সম্মুখ ॥ ২৭ ॥
চৌদিগে বৈষ্ণব করে গুণসঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যেতে নাচেন প্রভু শচীর নন্দন ॥ ২৮ ॥
যেন রাসমহোৎসবে বেড়ি' গোপীগণ।
কীর্ত্তনের মাঝে এইমত সুশোভন ॥ ২৯ ॥
এইমতে কথোক্ষণে নৃত্য-অবসানে।
হরষিত অদ্বৈত-আচার্য্য সীতা-সনে ॥ ৩০ ॥
তবে তার ঘরে প্রভু ভোজন করিল।
সুগন্ধি চন্দন, মালা শ্রীঅঙ্গে লেপিল ॥ ৩১ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য ধন্য আপনা মানিল।
আমারে প্রভুর দয়া এবে সে জানিল ॥ ৩২ ॥
অদ্বৈতের গণ কান্দে চরণে পড়িয়া।
বিশ্বম্ভর কোলে করে সভারে তুলিয়া ॥ ৩৩ ॥
নিজনামগুণে প্রভু নাচিয়া গাইয়া।
ঘরেরে আইলা প্রভু নিজজন লঞা ॥ ৩৪ ॥
হেনমতে দিনে দিনে বাঢ়ে পরকাশ।
শুনিঞা আনন্দ হিয়া এ লোচনদাস ॥ ৩৫ ॥

বরাড়ি—রাগ।

নিছনি যাঙ গোরারূপের বালাই লঞা।
বিলাইল প্রেমধন জগৎ ভরিয়া ॥ ধ্রু ॥
তবে সেই মহাপ্রভু বসি' নিজঘরে।
অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা কহয়ে ঈশ্বরে ॥ ৩৬ ॥
একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী সৃষ্টিরূপস্থিতি।
আপনে সে এক আত্মা-রূপে আছে ক্ষিতি ॥ ৩৭ ॥
ইহা বলি হস্ত মেলি' পুনঃ করে মুষ্টি।
দেখায় সভারে এইমত মোর সৃষ্টি ॥ ৩৮ ॥
পুনঃ কহে—তত্ত্ব সত্তামাত্র স্বরূপিন।
ভাবের আবেশ তাথে শুন সর্ব্বজন ॥ ৩৯ ॥
তথাপি সদ্রূপে সেই করিয়ে যতন।
একজ্ঞান বিনে মুক্ত নহে এ কারণ ॥ ৪০ ॥
বিষম সংসারবন্ধ জিনিতে না পারে।
মুক্তবন্ধ হয়—যদি একজ্ঞান করে ॥ ৪১ ॥
মুক্তি বিনু কৃষ্ণ জ্ঞান নাহি হয় কভু।
এতেক বলিয়া শুন জ্ঞানগম্য প্রভু ॥ ৪২ ॥
হের দেখ মোর করে এ পাঁচ অঙ্গুলি।
মধুতে-মিশ্রিত এক—ঘৃণা-কর চারি ॥ ৪৩ ॥
দুর্গন্ধ লাগিয়া তাহা না চাহে নয়নে।
একাঙ্গুলি মধু—জিহ্বা লিহায় যতনে ॥ ৪৪ ॥
এক অব্যয় সেই ভগবান্ মাত্র।
ইহা বলি' মুক্ত হইবারে নাহি পাত্র ॥ ৪৫ ॥
এইমনে জ্ঞানযোগ কহে নানাবিধি।
ক্ষণেকে রহিলা নিশবদে গুণনিধি ॥ ৪৬ ॥
দয়া করি পুনঃ কহে সর্বতত্ত্বসার।
শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিনে কিছু নাহি আর ॥ ৪৭ ॥
জ্ঞানগম্য কৃষ্ণ—ইহা বুঝাইল সভারে।
কৃষ্ণ-পাদাম্বুজপ্রেম ভক্তি সর্বসারে ॥ ৪৮ ॥
এই জ্ঞান হইলে হয় কৃষ্ণে দৃঢ়মতি।
মতি দৃঢ়া হইলে হয় ভক্তি অহৈতুকী ॥ ৪৯ ॥
কৃষ্ণ-পাদাম্বুজ-ধ্যান করিল তখন।
হরিহরি বলি পাদাম্বুজ-সঙ্করণ ॥ ৫০ ॥

রাধা সঙ্গে চিদানন্দ শ্যামতিরিভঙ্গী।
মদন-মোহন নটবর বহুরঙ্গী ॥ ৫১ ॥
বৃন্দাবন-মাঝে নব-রতন-মন্দিরে।
বল্লবসুন্দরী সব বেঢ়ি' মনোহরে ॥ ৫২ ॥
কোকিল, ময়ূর, সারী, শুক, অলিকুলে।
প্রফুল্লিত বৃন্দাবন শোভে নানাফুলে ॥ ৫৩ ॥
চিন্তামণি-ভূমি কল্পতরুগণ যত।
কামধেনুগণ যেন সুরভিগণযুত ॥ ৫৪ ॥
যমুনা বেষ্টিত মনোহর অতি শোভা।
সে রসলাবণ্য দেখি' লক্ষ্মী মনোলোভা ॥ ৫৫ ॥
উঠিল প্রেমের ধারা বহে দুনয়ানে।
পুলকিত কলেবর—অরুণ নয়ানে ॥ ৫৬ ॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে নাচে গায়।
কহিল সবারে প্রভু গদ্‌গদ ভাষায় ॥ ৫৭ ॥
ঐছন আমার যেই যেই ভক্তগণ।
নিজগুণে পবিত্র করয়ে ত্রিভুবন ॥ ৫৮ ॥
ইহা বলি' হৃষ্ট হঞা নিজভক্ত-সনে।
নাচায় সভারে প্রভু নাচয়ে আপনে ॥ ৫৯ ॥
এইমতে সুখে নিবসয়ে নবদ্বীপে।
নিজভক্তগণ মেলি গঙ্গার সমীপে ॥ ৬০ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি তবে আর দিনে।
নবদ্বীপে আইলা বিশ্বম্ভর-দরশনে ॥ ৬১ ॥
গিয়াছিলা মহাপ্রভু শ্রীনিবাস-ঘরে।
আগমন চাহি' আচার্য্য স্নানপূজা করে ॥ ৬২ ॥
শ্রীনিবাস-ঘরে প্রভু আনন্দিত মনে।
দণ্ডাগ্রে পুষ্প দিয়া কহিল বদনে—॥ ৬৩ ॥
গদাপূজা কৈল এই দুষ্ট নাশিবারে।
আমার ভকতহিংসা যেই যেই করে ॥ ৬৪ ॥
ইহাতে শাসিব আমি সেই সেই জন।
সভা-বিগুমানে প্রভু কহিল বচন ॥ ৬৫ ॥
মোর ভক্ত-দ্বেষী এক আছে দুষ্টজন।
কুষ্ঠব্যাধি হইবে তার অনেক জনম ॥ ৬৬ ॥
পৈশাচ-নরকে বাস করাইব আমি।
বিড়্‌ভুজ শূকর সেই হইবে আপনি ॥ ৬৭ ॥
তাহার শিষ্যের আমি করাইব দণ্ড।
আমার গদায় সব নাশিব পাষণ্ড ॥ ৬৮ ॥
বনেরে যাইব বলি' ছিল মোর মন।
এথাই আমার সেই হৈল মহাবন ॥ ৬৯ ॥
ব্যাঘ্রসদৃশ কেহো—কেহো বা পাষাণ।
বৃক্ষের সদৃশ কেহো তৃণের সমান ॥ ৭০ ॥
পশুর সমান করি গণি' কোনজন।
এতেক বলিয়ে—মোরে এই মহাবন ॥ ৭১ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য এথা আইল ইহা শুনি।
এথা না আইলা—তথা যাইব আপনি ॥ ৭২ ॥
হেনই সময়ে আচার্য্য আইলা আচম্বিত।
প্রভুর সম্মুখে গিয়া হইল উপনীত ॥ ৭৩ ॥
পাদাম্বুজ-সন্নিকটে উপায়ন দিয়া।
দণ্ডপরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ৭৪ ॥
তার কর ধরি' প্রভু বোলয়ে বচন।
এথা আগমন মোর তোমার কারণ ॥ ৭৫ ॥
মোর পাদপদ্ম নিজ মস্তকে ধরিয়া।
তুলসী-মঞ্জরী দিয়া পূজিলে কান্দিয়া ॥ ৭৬ ॥
ভাগবতচিত্ত তুমি হুঙ্কারে আনিলা।
তোমার পীরিতি লাগি' মোরে সভে পাইলা ॥ ৭৭ ॥
ইহা বলি' মহাপ্রভু খট্বায় বসিলা।
'নাচহ' বলিয়া আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা ॥ ৭৮ ॥
তবে সেই অদ্বৈত-আচার্য্য দ্বিজবর।
দশ-অবতার গীতে নাচিলা বিস্তর ॥ ৭৯ ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত-আদি যত ভক্তগণ।
আনন্দে বিভোর—করে গুণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮০ ॥
তা দেখিয়া মহাপ্রভু গৌর ভগবান্‌।
হৃষ্ট হইয়া কৈল তারে প্রসন্নবয়ান—॥ ৮১ ॥
এ তোর বালক সব প্রেম মাগে মোরে।
দিব প্রেমভক্তিদান—কহিল তোমারে ॥ ৮২ ॥
এ বোল শুনিয়া তুষ্ট হইলা আচার্য্য।
অন্তরে জানিল—মোর সিদ্ধ হইল কার্য্য ॥ ৮৩ ॥
আচার্য্য কহয়ে প্রভু শুনহ বচন।
এই-সব জন তোর পদপরায়ণ ॥ ৮৪ ॥

ভকতবৎসল তুমি করুণাসাগর।
প্রেমধন দিয়া নিজ ভক্ত রক্ষা কর ॥ ৮৫ ॥
তবে সেই সব জন প্রভুপাশে গিয়া।
বসিলা আসন করি' ঠাকুর বেড়িয়া ॥ ৮৬ ॥
সচন্দ্রিকা রজনী—শোভিত দিগন্তর।
আচার্য্য দেখিয়া পুনঃ কহিল উত্তর—॥ ৮৭ ॥
কমলাক্ষ তুমি মোর পরম ভকত।
তোমার লাগিলা আইলু—হৈলু বেকত ॥ ৮৮ ॥
মোর গুণ-নৃত্য-গীতে হও তুমি সুখী।
সর্ব্বজন ভক্তিপর হউ ইহা দেখি ॥ ৮৯ ॥
এ বোল শুনিঞা সেই শ্রীবাসপণ্ডিত।
কহয়ে ঠাকুর-আগে পরসন্ন-চিত ॥ ৯০ ॥
এক নিবেদন করোঁ—শুন মোর বোল।
কহিতে ডরাঙ,—পুনঃ চিত উতরোল ॥ ৯১ ॥
একটি সন্দেহ পুছোঁ। হৃদয়ের কার্য্য।
তোমার কি ভক্ত এই অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ৯২ ॥
ইহা শুনি' ক্রোধমুখ গৌর ভগবান্।
ভৎ'সিতে লাগিলা ক্রোধে অরুণনয়ান ॥ ৯৩ ॥
উদ্ধব অক্রুর—মোর প্রিয় দুইজন।
আচার্য্য বাসহ তুমি তা-সভাকে ন্যূন ॥ ৯৪ ॥
ভারতবরষে এই আচার্য্য সমান।
আমার ভকত আছে—হেন কোন জন ॥ ৯৫ ॥
এতেক বলিয়ে তুমি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ।
আচার্য্য সমান মোর ভক্ত নাহি আন ॥ ৯৬ ॥
বৈষ্ণবের রাজা সেই—মোর আত্মা বলি।
জগতের কর্ত্তা—তরিবারে আইলা কলি ॥ ৯৭ ॥
শাস্ত্রে মহাবিষ্ণু বলি করে নিরূপণ।
সে জন অদ্বৈত ভক্ত অবতার জান ॥ ৯৮ ॥
এতেক কহিয়ে আমি সুদৃঢ়বচন।
আচার্য্যের স্তুতি' ভক্তি কর সর্ব্বক্ষন ॥ ৯৯ ॥
এবোল শুনিঞা বিপ্র অন্তরে তরাস।
নিশবদে রহে বিপ্র—মুখে নাহি ভাষ ॥ ১০০ ॥
তবে সেই গৌরহরি বোলে পুনর্ব্বার।
অধ্যাত্ম-চরচা তোরা না করিবি আর ॥ ১০১ ॥
যদি বা অধ্যাত্মবাদে দেখি শুনি তোমা।
তবে পুনঃ তো-সভারে নাহি দিব প্রেমা ॥ ১০২ ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম উপেক্ষিলে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
ইহা জানি জ্ঞানকর্ম্ম না কর আশ্রয় ॥ ১০৩ ॥
এ বোল শুনিঞা কহে শ্রীবাসপণ্ডিত।
এই বর দেহ—তাহা পাশরউ চিত ॥ ১০৪ ॥
মুরারি কহিল—আমি অধ্যাত্ম না জানি।
প্রভু কহে—কমলাক্ষ হৈতে জান তুমি ॥ ১০৫ ॥
শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণচন্দ্রে কর দৃঢ়ভক্তি।
ভক্তিরস-নিকটে চেটিকা হয় মুক্তি ॥ ১০৬ ॥
এ বোল শুনিঞা সভে আনন্দিত মন।
অন্তরে করিল—আজ্ঞা করিব পালন ॥ ১০৭ ॥
হরি-হর-পাদাম্বুজ-মধুমত্ত তারা।
আনন্দে নাচয়ে তারা দেবতার পারা ॥ ১০৮ ॥
হেন অপরূপ কথা নদীয়া-বিহার।
কহিল লোচন—গোরা-প্রেমার প্রচার ॥ ১০৯ ॥

সিন্ধুড়া—রাগ।

অরুণ-কমল-আঁখি, তারক ভ্রমরপাখী,
ডুবুডুবু করুণা-মকরন্দ।
বদন পূর্ণিমার চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাহে কত প্রেমার আরম্ভ ॥ ১১০ ॥
আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমার ভরে,
শচীর দুলালচান্দ নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, দেখিয়া চমক লাগে,
মদনমোহন নটরাজে ॥ (ধ্রু)
পুলক ভরিল গায়, ঘর্ম্ম বিন্দু-বিন্দু তায়,
লোমচক্রে সোনার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রাতঃকালের ভানু,
আধবাণী রাখে কম্বুকণ্ঠ ॥ ১১১ ॥
শ্রীপাদপদমগন্ধে, বেড়ি দশ নখ চান্দে,
উপরে কনক-বঙ্ক রাজে।
যখন ভাতিয়া চলে, দিজুরী ঝলমল করে,
চমকিত অমর-সমাজে ॥ ১১২ ॥

সপ্তদ্বীপা মহীমাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে,
তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব গৌরহরি, হরি-গুণকীর্ত্তন করি,
আনন্দিত এ ভূমি-আকাশ ॥ ১১৩ ॥
সিংহের শাবক যেন, গম্ভীর গর্জ্জন ঘন,
হুঙ্কার-হিল্লোল প্রেম-সিন্ধু।
হরি হরি-বোল বোলে, জগত পড়িল ভোলে,
দু-কুল খাইল কুলবধূ ॥ ১১৪ ॥
অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর দীপ হেন,
তাহে লীলা বেশের বিলাস।
কোটি কুসুমধনু, জিনিঞা বিনোদ তনু,
তাহে কর প্রেমার প্রকাশ ॥ ১১৫ ॥
লাখলাখ পূর্ণিমার চান্দে, জিনিঞা বদন-ছান্দে,
তাহে চারু চন্দন-চন্দ্রিমা।
নয়ান-অঞ্চল চলে, ঝর্ঝর অমিয়া ঝরে,
জনম-মুগধে পায় প্রেমা ॥ ১১৬ ॥
মাতিল-কুঞ্জর গতি, ভাবে গরগর অতি,
ক্ষণে সেই চমকিয়া চায়।
কামিনীমোহন বেশ, হেরিয়া ভুলিল দেশ,
মদন বদন হেরি পায় ॥ ১১৭ ॥
কি দিব উপমা তার, করুণাবিগ্রহ-সার,
হেন রূপে মোর গোরারায়।
প্রেমায় নদীয়া-লোকে, নাহি নিশিদিশি তাকে,
আনন্দে লোচনদাসে গায় ॥ ১১৮ ॥

নিত্যানন্দ মিলন

কথাসার

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে তাঁহার নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া নিজেই "ভক্তির আবাস—শ্রীবাস"—এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিলেন। পরে প্রভুর আদেশে মুরারি 'রঘুবীরাষ্টক' পাঠ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার কপালে 'রামদাস' নাম লিখিয়া তাঁহার অভীষ্ট রামরূপ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাম পণ্ডিতকে তদীয় ভ্রাতা পরমভাগবত শ্রীবাসের সেবা করিবার জন্য উপদেশ করিয়া ভক্তবৃন্দকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অন্বেষণে প্রেরণ করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নন্দন আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতেছেন জানিয়া মহাপ্রভু সপরিকরে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং সর্ব্ব-সমক্ষে নিত্যানন্দপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-লাভের উপায় কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ভিক্ষা গ্রহণ কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ষড়ভুজ মূর্ত্তি চতুর্ভুর্জ ও দ্বিভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন।

(মোর প্রাণ আরেরে গোরাচাঁদ আরে হয়। ধ্রু॥)
তবে নিজঘরে প্রভু বসি দিব্যাসনে।
চৌদিকে বেঢ়িয়া, আছে নিজভক্তজনে ॥ ১ ॥
শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু করিল এ উক্তি—।
তোমার নামের তুমি কি জান ব্যুৎপত্তি ॥ ২ ॥
শ্রীভকতির তুমি কেবল আবাস।
এতেক বলিয়ে তোর নাম সে 'শ্রীবাস' ॥ ৩ ॥
তবে ত কহিল প্রভু দেখি গোপীনাথ—।
আমার ভকত তুমি বুল মোর সাথ ॥ ৪ ॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু বোলে পুনর্ব্বার।
পঢ়হ আপন শ্লোক শুনিব তোমার ॥ ৫ ॥
এ বোল শুনিঞা সেই মুরারি চতুর।
পঢ়য়ে কবিত্ব নিজ—শুনয়ে ঠাকুর ॥ ৬ ॥

তথাহি (মুরারিগুপ্তকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতে),
দ্বিতীয়প্রক্রমে সপ্তমসর্গে—
রাজৎকিরীট-মণিদীধিতিদীপিতাশ-
মুদ্যদ্বৃহস্পতিকবিপ্রতিমে বহন্তম্।
দ্বে কুণ্ডলেঽঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৭ ॥

অন্বয়। রাজৎকিরীট মণিদীধিতিদীপিতাশং (রাজৎ শোভমানং উজ্জ্বলং যৎ কিরীটং মুকুটং তৎস্থিতঃ মণিঃ তস্য দীধিতিঃ রশ্মিঃ তয়া দীপিতা উজ্জ্বলীকৃতা আশা যস্য সঃ তং) উদ্যদ্বৃহস্পতিকবিপ্রতিমে (উদ্যন্তৌ যৌ বৃহস্পতিঃ দেবগুরুঃ কবিঃ শুক্রাচার্য্যশ্চ তৌ প্রতিমা

তুল্যং যস্য তাদৃশে) দ্বে কুণ্ডলে (কর্ণভূষণে) বহন্তং (ধারয়ন্তং) অঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং (কলঙ্কশূণ্যচন্দ্রবৎ প্রতীয়মানঃ বক্ত্রং মুখং যস্য তং) জগত্রয়গুরুং (ত্রিজগৎ-পূজ্যং) রামং (দাশরথিং) সততং (নিরন্তরং) ভজামি (সেবে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। যাঁহার দীপ্তিমান্ মুকুটস্থিত মণির মালা দ্বারা দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত হইতেছে, যিনি বৃহস্পতি ও শুক্রতুল্য উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়াছেন এবং যাহার বদন-মণ্ডল কলঙ্করহিত চন্দ্রতুল্য, সেই ত্রিজগতের গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জ-
নেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদচারুনাসম্।
শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্জ্জিতচারুহাসং
রামং জগত্রয় গুরুং সততং ভজামি ॥ ৮ ॥

অন্বয়। উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জনেত্রং (উদ্যন্ উদ্গচ্ছন্ যঃ বিভাকরঃ সূর্য্যঃ তস্য মরীচিভিঃ কিরণৈঃ বিবোধিকং বিকসিতং যে অব্জে পদ্মে তদ্বৎ নেত্রে যস্য সঃ তং) সুবিম্বদশনচ্ছদাচারুনাসং (সুবিম্বং শোভনং বিম্বফলং তদ্বৎ সুন্দরে দশনচ্ছদৌ ওষ্ঠাধরৌ চ চার্ব্বী নাসা চ যস্য সঃ তং) শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্জ্জিত চারুহাসং (শুভ্রাংশুঃ চন্দ্রঃ তস্য রশ্ময়ঃ কিরণাঃ জ্যোৎস্না ইতি যাবৎ তেষাং পরিনির্জ্জিতঃ তিরস্কৃতঃ চারুঃ মনোহরঃ হাসঃ যস্য সঃ তং) জগত্রয়গুরু (ত্রিভুবনবন্দনীয়ং) রামং সততং ভজামি ॥৮॥

অনুবাদ। যাঁহার নেত্রযুগল উদীয়মান সূর্য্যের কিরণে বিকসিত পদ্মযুগলতুল্য আনন্দদায়ক, যাঁহার ওষ্ঠদ্বয় বিম্বতুল্য এবং নাসিকা মনোহারিণী, যাঁহার মনোহর হাস্য চন্দ্রকিরণকেও নিন্দা করে, সেই ত্রিভুবন গুরু রামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥

এইমতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি।
মুরারি-মস্তকে পদ দিলা ত আপনি ॥ ৯ ॥
'রামদাস' বলি নাম লিখিলা কপালে।
মোর পরসাদে তুমি 'রামদাস' হৈলে ॥ ১০ ॥

রঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জীয়।
মুঞি তোর রঘুনাথ—জানিহ নিশ্চয় ॥ ১১ ॥
ইহা বলি রাম-রূপ দেখাইল তারে।
জানকী-সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ সব মেলে ॥ ১২ ॥
স্তব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে।
জয় জয় রঘুবীর শচীর কোঙরে ॥ ১৩ ॥
বারবার উঠে পড়ে লোটাঞা ধরণী।
বহুবিধ স্তব করে অনুনয়বাণী ॥ ১৪ ॥
মুরারিকে কৃপা করি বলিলা বচন—।
আমার ভকতি বিনু না জানিহ আন ॥ ১৫ ॥
যদি তোর ইষ্ট আমি হই রঘুনাথ।
তথাপিহ রস আস্বাদিহ রাধানাথ ॥ ১৬ ॥
সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণ গাও যাইয়া।
করিবে আমাতে ভক্তি—শুন মন দিয়া ॥ ১৭ ॥
ইহা বলি শ্লোক এক পঢ়িলেক নিজ।
মোর এক শ্লোক শুন শ্রীনিবাস দ্বিজ ॥ ১৮ ॥

তথাহি—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥" ১৯ ॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব! মম (মাং প্রতি) উর্জ্জিতা (বর্দ্ধিতা) ভক্তিঃ যথা মাং সাধয়তি (বশীকরোতি) যোগঃ (পরমাত্মসমাধিঃ) ন, সাঙ্খ্যং (বস্তুতত্ত্বপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং) ন, ধর্ম্মং ন, স্বাধ্যায়ঃ (বেদপ্রবচনং) ন, তপঃ (তপস্যা, ভগবৎ সমাধিঃ) ন, ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ) ন, (তথা সাধয়তীতি শেষঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! আমার প্রতি বর্দ্ধিত ভক্তি যেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়, যোগ সাঙ্খ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস প্রভৃতি তদ্রূপ সাধন করিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

পঢ়িয়া কহিল—শুন সব নিজজন।
তোমরা করিহ এইমত আচরণ ॥ ২০ ॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের কথা অনুসরি।
করিহ আমাতে ভক্তি—সুখ পাবে বড়ি ॥ ২১ ॥

শ্রীরামপণ্ডিত শুন আমার বচন।
তোমার জ্যেষ্ঠের সেবা—আমার অর্চ্চন ॥ ২২ ॥
এতেক জানিঞা কর শ্রীবাসের সেবা।
ইহা হইতে পাবে তুমি মোর পদ প্রভা ॥ ২৩ ॥
এতেক কহিল প্রভু ভকত বৎসল।
করুণ-অরুণ আঁখি করে ছলছল ॥ ২৪ ॥
তবে সেই শ্রীনিবাস-পণ্ডিত চতুর।
নিবেদন কৈল দুগ্ধ—ভুঞ্জয়ে ঠাকুর ॥ ২৫ ॥
গন্ধ চন্দন মালা সুবাসিত পূগ।
ধূপ দীপ নিবেদন করিল সন্মুখ ॥ ২৬ ॥
গ্রহণ করিল প্রভু আনন্দিত মনে।
অবশেষ দিল যত নিজভক্তজনে ॥ ২৭ ॥
এইমতে কৌতুকে সকল নিশা গেল।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ঘরেরে চলিল ॥ ২৮ ॥
স্নান-দেবার্চ্চনা সভে কৈলা নিজঘরে।
পুনরপি গেলা পাদাম্বুজ দেখিবারে ॥ ২৯ ॥
হাসিয়া কহিল প্রভু—শুন অদভুত।
আইলা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবধূত ॥ ৩০ ॥
তাহার মহিমা-তত্ত্ব কে কহিতে জানে।
বড় পুণ্য ভাগ্য আজি দেখিব চরণে ॥ ৩১ ॥
হেন রাম নারায়ণ মুরারি মুকুন্দ।
সত্বরে জানহ—কোথা আছে নিত্যানন্দ ॥ ৩২ ॥
হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
সত্বরে চলিয়া গ্রাম-দক্ষিণে চাহিল ॥ ৩৩ ॥
বিচার করিয়া লাগ না পাইল তার।
পাদাম্বুজ-সন্নিকটে আইলা আর-বার ॥ ৩৪ ॥
করজোড় করি কহে ঠাকুরের আগে—
বিচার করিয়া প্রভু না পাইল লাগে ॥ ৩৫ ॥
পুনরপি কহে প্রভু—শুন সর্ব্বজন।
বিচার করহ সভে আপন-আশ্রম ॥ ৩৬ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় সভে চলিলা সত্বর।
একে-একে সভে গেলা আপনার ঘর ॥ ৩৭ ॥
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করি একত্র হইয়া।
প্রভুবিদ্যমানে সভে মিলিলা আসিয়া ॥ ৩৮ ॥
পথে যাইতে 'মুরারি' ডাকে পহুঁ।
না দেখিলে অবধূত—বলি হাসে নহু ॥ ৩৯ ॥
নন্দন-আচার্য্য-ঘরে আছে মহাশয়।
আমিহ যাইব তথা—কহিল নিশ্চয় ॥ ৪০ ॥
এ বোল শুনিঞা সবে হরষিত হঞা।
চলিলা ঠাকুর সঙ্গে জয়জয় দিয়া ॥ ৪১ ॥
পথে যাইতে ঘনঘন হরি-হরি বোলে।
গণ্ড পুলকিত-কণ্ঠ গদগদ রোলে ॥ ৪২ ॥
নয়নে গলয়ে নীর সাত-পাঁচ-ধারা।
চলিতে না পারে প্রেমে সোণার কিশোরা ॥৪৩॥
ক্ষণে সিংহপরাক্রমে পদ চারি যায়।
মত্ত করিবর হেন উলটি না চায় ॥ ৪৪ ॥
নব-জলধরে যেন গম্ভীর নিনাদ।
ঘনঘন হুহুঙ্কার—আনন্দ উন্মাদ ॥ ৪৫ ॥
এইমনে আনন্দে-সানন্দে চলি যায়।
দেখিল ত অবধূত নিত্যানন্দ রায় ॥ ৪৬ ॥
আরক্ত গৌরাঙ্গকান্তি পরম-সুন্দর।
ঝলমল অলঙ্কারে অঙ্গ মনোহর ॥ ৪৭ ॥
কটিতটে পীতবাস বিরাজিত শোভা।
শিরে লটপটি পাগ চম্পকের আভা ॥ ৪৮ ॥
চলিতে নূপুর পদে ঝনঝনি শুনি।
কুরঙ্গী-নয়নী-চিত্ত-তরল-সন্ধানী ॥ ৪৯ ॥
হাসিতে বিজুরী যেন খসিয়া পড়িছে।
কামিনী আপন লাজ তাহাতেই দিছে ॥ ৫০ ॥
মেঘ জিনি গরজে গম্ভীরশব্দ শুনি।
কলি-মত্তহাথীর দমন সিংহধ্বনি ॥ ৫১ ॥
মাতল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
প্রসন্নবদনে প্রেমধারা নিরন্তর ॥ ৫২ ॥
পুলকে আকুল তনু প্রেমে ডগমগি।
কম্প-স্বেদ-আদি ভাবে রস-অনুরাগী ॥ ৫৩ ॥
কলিদর্পদমন কনকদণ্ড করে।
রাতা-উতপল করতল মনোহরে ॥ ৫৪ ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার কেয়ুর কিঙ্কিণী।
গণ্ডযুগে কুণ্ডল—যেমন দিনমণি ॥ ৫৫ ॥

পড়িতে পড়িতে উঠে বলিয়া 'সাম্ভাল'।
সভাকে পুছয়ে—কাঁহা কানাঞা গোপাল ॥৫৬॥
অলৌকিক বাল্যভাবে ক্ষণে কান্দে হাসে।
'মধু দেহ' বলি ক্ষণে রেবতী প্রশংসে ॥ ৫৭ ॥
ক্ষণে যুগ-পদ করি লাফে লাফে যায়।
এক বোলে আর করে- বুঝনে না যায় ॥৫৮॥
অঙ্গের সৌরভে যত যুবতীর গণ।
কুলবতীমদ তারা ছাড়িলা তখন ॥ ৫৯ ॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রভু পরণাম করে।
করিল মঙ্গলস্তুতি মধুর-অক্ষরে ॥ ৬০ ॥
পড়িলেন প্রভুপদে নিত্যানন্দরায়।
দোঁহার চরণ ধরিবারে দোঁহে চায় ॥ ৬১ ॥
দোঁহে আলিঙ্গন করে কাঁদিয়া-কাঁদিয়া।
কতি ছিল, বলি হাসে শ্রীমুখ চাহিয়া ॥ ৬২ ॥
সকল অবনী আমি ফিরিয়া আইলুঁ।
কোথাহ তোমার লাগি মুঞি না পাইলুঁ ॥ ৬৩ ॥
শুনিলাম—গৌড়দেশে নবদ্বীপ পুরে।
লুকাঞা আছে তথা নন্দের কুমারে ॥ ৬৪ ॥
চোর ধরিবারে মুঞি আইলাম এথা।
ধরিলাম চোর—আজি পলাইব কোথা ॥ ৬৫ ॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কান্দে নাচে।
গৌরাঙ্গ আনন্দে নাচে নিত্যানন্দ-কাছে ॥ ৬৬ ॥
কলিদর্প-দমন পাইল নিত্যানন্দ।
তারিনু পতিত পঙ্গু জড় আদি অন্ধ ॥ ৬৭ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভাবে পবিত্র ত্রিভুবন।
না জানে পাষণ্ডী দুরাচার মূঢ় জন ॥ ৬৮ ॥
সভাই পড়িবে পাছে নিত্যানন্দ-ফান্দে।
এই কথা কহিলেন প্রভু গোরাচান্দে ॥ ৬৯ ॥
হরিগুণসঙ্কীর্ত্তন করয়ে আনন্দে।
আপনে নাচয়ে সঙ্গে নাচে নিত্যানন্দে ॥ ৭০ ॥
নৃত্য সম্বরিয়া সে বসিলা দুইজনে।
আনন্দিত সবজন দেখয়ে নয়নে ॥ ৭১ ॥
তবে নিত্যানন্দ-পদ-অরবিন্দ-ধূলি।
আপনে আনিঞা দিল ভক্ত-শিরোপরি ॥ ৭২ ॥

নিত্যানন্দপদধূলি পাঞা ভক্তগণ।
প্রেমে গরগরচিত্ত—ঝরয়ে নয়ন ॥ ৭৩ ॥
এইমতে কৌতুকে আছিলা কথোক্ষণ।
ঘরেরে চলিলা প্রভু শচীর নন্দন ॥ ৭৪ ॥
পথে যাইতে কহে নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিজগতে দিতে নাঞি ইহার উপমা ॥ ৭৫ ॥
শুন শুন সর্বজন আমার বচন।
কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি এই নহে সাধারণ ॥ ৭৬ ॥
আগে জ্ঞান হয় তবে উপজে ভকতি।
তবে সে জনমে সর্বভোগে বিরকতি ॥ ৭৭ ॥
এই মনে ক্রমে ক্রমে বাঢ়ে অনুদিন।
কৃষ্ণ-অনুরাগ বাঢ়ে- হয় পরবীণ ॥ ৭৮ ॥
আর দিনে মহাপ্রভু আপনার ঘরে।
আমন্ত্রণ দিল নিত্যানন্দ ন্যাসিবরে ॥ ৭৯ ।
ভিক্ষা অনন্তরে অঙ্গে লেপিল চন্দনে।
দিব্য-মালা নিবেদিল পূজার বিধানে ॥ ৮০ ॥
নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়াইল নয়ান।
পিরিতি-পাগল হঞা নেহারে বয়ান ॥ ৮১ ॥
প্রভু বোলে—নিজপুত্র বলিয়া জানিবে।
আমারে অধিক করি ইহারে পালিবে ॥ ৮২ ॥
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ-মুখ চাহে।
মোর পুত্র তুমি হৈলা—শচীদেবী কহে ॥ ৮৩ ॥
মোর বিশ্বম্ভরে কৃপা করিবে আপনে।
আজি হৈতে তোরা দুই আমার নন্দনে ॥ ৮৪ ॥
বলিতে বলিতে শচীর অশ্রুনেত্রে ঝরে।
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে ॥ ৮৫ ॥
নিত্যানন্দ মাতৃভাবে শচীর চরণে।
দণ্ডবত করি বোলে মধুরবচনে ॥ ৮৬ ॥
যে কহিলে মাতা তুমি- সব সত্য হয়।
তব পুত্র হই আমি—জানিহ নিশ্চয় ॥ ৮৭ ॥
পুত্র-অপরাধ কিছু না লইবে মাতা।
তব পুত্র বটি মুঞি—জানিবে সর্ব্বথা ॥ ৮৮ ॥
নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাঞা শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে জল- গদ্‌গদ বাণী ॥ ৮৯ ॥

এইমতে স্নেহরসে সভে গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়াইল অন্তর ॥ ৯০ ॥
আর দিন শ্রীবাস পণ্ডিত ভিক্ষা দিল।
তাঁহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল ॥ ৯১ ॥
অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঞি।
ভিক্ষা করি সেই দিন বঞ্চিলা তথাই ॥ ৯২ ॥
সেইক্ষণে মহাপ্রভু গৌর ভগবান্।
শ্রীবাস-অঙ্গনে গেলা প্রসন্ন-বয়ান ॥ ৯৩ ॥
দেবালয় প্রবেশিয়া বৈসে দিব্যাসনে।
কহিল আমারে এই দেখহ নয়নে ॥ ৯৪ ॥
এ বোল শুনিঞা নিত্যানন্দ ন্যাসিবর।
সাদরে নিরিখে বিশ্বম্ভর-কলেবর ॥ ৯৫ ॥
তত্ত্ব না জানিল কিছু বিশেষ তাঁহার।
কি কাজ কহিল প্রভু ইঙ্গিত-আকার ॥ ৯৬ ॥
তবে পুনরপি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিজজন দেখি কিছু কহিল উত্তর ॥ ৯৭ ॥
সবজন হও এই মন্দির বাহিরে।
মন্দির বাহির হইল আজ্ঞা পালিবারে ॥ ৯৮ ॥
অবশেষ কথা কি কহে আপনার।
নিভৃতে কহয়ে—মর্ম কে জানিবে তার ॥ ৯৯ ॥
কহিল—আমারে এই দেখহ আপনে।
আমার কারণে তুমি কৈলে পরিশ্রমে ॥ ১০০ ॥
ষড়্ভুজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে।
তবে চতুর্ভুজ রূপ দুই ভুজ তবে ॥ ১০১ ॥
দেখিয়া ঐছন রূপ—অতি অদভুত।
পূর্ব্ব সঙরিলা নিত্যানন্দ অবধূত ॥ ১০২ ॥
দেখিল—আমার প্রভু প্রকাশ হইলা।
এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা ॥ ১০৩ ॥
রাম, কৃষ্ণ' গৌরাঙ্গ দেখিয়া দিব্য তনু।
পশ্চাৎ দেখিল—নব-কৈশোর রাধাকানু ॥ ১০৪ ॥
হরিষে নাচয়ে প্রভু আনন্দ অপার।
দিগবিদিগ নাহি—প্রেমের পাথার ॥ ১০৫ ॥
হেন অদভুত কথা শুন সর্ব্বজন।
গৌর-গুণগাথা কহে এ দাস লোচন ॥ ১০৬ ॥

অদ্বৈত হরিদাস মিলন

কথাসার

একদিন আচম্বিতে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শ্রীমন্মহাপ্রভু রোদন করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীশচীদেবী ভীতা হইয়া তৎসমীপে আগমন পূর্ব্বক ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু মাতার নিকট স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শন বৃত্তান্ত বলিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর ষড়ভুজাদিরূপ দর্শনে বিহ্বল হইলে প্রভুর আদেশে ভক্তগণ তাঁহাকে অদ্বৈত গৃহে লইয়া যান এবং তথায় মহানন্দে দুইদিন যাপন করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরম ভাগবত মুরারি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট অদ্বৈত গৃহে নিত্যানন্দপ্রভুর অদ্ভুত প্রেম চেষ্টা বর্ণন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু, আনন্দে হাস্য করিলেন। শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া তাঁহার পূজা করিলে বৈষ্ণবগণ আনন্দে নৃত্য করেন। ঠাকুর হরিদাস আসিয়া ভক্তগণে মিলিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করেন। অনন্তর প্রভুর নিকট হইতে নিত্যানন্দপ্রভুর বিদায় গ্রহণ, নিত্যানন্দপ্রভুর কৌপীন লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিতরণ, মহাপ্রভু দত্ত নিত্যানন্দ-কৌপীন লইয়া ভক্তগণের মস্তকে বন্ধন, নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানে ভক্তগণের বিলাপ, প্রভুর পুনরাগমন, তজ্জনিত ভক্তগণের অসীম আনন্দ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

গোরার পূরব পড়্যাছে মনে
তেঞি গোরা কান্দে রে ॥ ধ্রু ॥

আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
না দেখিল না শুনিল গোরা আচরণ ॥ ১ ॥
সকল লোকের নাথ ক্ষিতি অবতার।
ভাগ্য করি না মানহ ইহা আপনার ॥ ২ ॥
চাতুরী না ঘুচে ছার পাষণ্ডি-হিয়ায়।
জড়িত অন্তর তার এ বিষ্ণুমায়ায় ॥ ৩ ॥
নির্ম্মল হইবে—যবে শুনে গোরাগুণ।
ভবব্যাধি নাশিবারে এই সে কারন ॥ ৪ ॥

একদিন রাত্রি যায় তৃতীয় প্রহর।
আচম্বিতে রোদন করয়ে বিশ্বম্ভর ॥ ৫ ॥
বিস্মিত হইয়া শচী পুছেন পুত্ত্রেরে।
কি কারণে কান্দ বাপ কহ না আমারে ॥ ৬ ॥
তোমার কান্দনা শুনি পোড়য়ে শরীর।
ধরিতে না পারেঁা হিয়া—বুকে বাজে তীর ॥ ৭ ॥
শুনিয়া মায়ের বাণী নিঃশবদে রহে।
শয্যায় বসিয়া যে দেখিল স্বপ্ন কহে ॥ ৮ ॥
নবীন নীরদ-কান্তি দেখিল পুরুখে।
ময়ূরপাখার চূড়া অদ্ভুত ময়ূখে ॥ ৯ ॥
কঙ্কণ কেয়ূর হার চরণে নূপুর।
ললাটে চন্দনচাঁদ কিরণ প্রচুর ॥ ১০ ॥
পীতবস্ত্র পরিধান—বংশী বামকরে।
দেখিলুঁ সুন্দর এক হরিষ অন্তরে ॥ ১১ ॥
রোদন করয়ে আঁখি গলে অশ্রুধার।
না কহিও—কেহো যেন না শুনয়ে আর ॥ ১২ ॥
ঐছন বচন শুনি' শচী আনন্দিতা।
বিশ্বম্ভর মুখোদিত অমৃতের কথা ॥ ১৩ ॥
বিশ্বম্ভর পুলকপূরিত সব দেহ।
ঝলমল করে অঙ্গ-ছটা সব গেহ ॥ ১৪ ॥
হেনকালে নিত্যানন্দ অবধূত রায়।
শ্রীনিবাস-ঘর হৈতে মিলিলা তথায় ॥ ১৫ ॥
আসিয়া দেখিল প্রভুর সুন্দর শরীর।
তেজোময় মহাবাহু এ নাভি গম্ভীর ॥ ১৬ ॥
দক্ষিন করেতে গদা—বামকরে বেণু।
করতলে পদ্ম—বামকরতলে ধনু ॥ ১৭ ॥
তপতকাঞ্চন-কান্তি হৃদয়ে কৌস্তুভ।
মকরকুণ্ডল দুই শোভে গণ্ডযুগ ॥ ১৮ ॥
মরকতদ্যুতি হার শোভয়ে গলায়।
অদভুত বেশ দেখি'অবধূত রায় ॥ ১৯ ॥
চতুর্ভুজ দেখি' - ধনু মুরলিকা নাই।
সেইমত রূপ সব—বর চারি বাই ॥ ২০ ॥
ক্ষণেক অন্তরে দেখে দ্বিভুজ-আকার।
লোক-অনুগ্রহ রূপ চরিত্র তাহার ॥ ২১ ॥

এ রূপ দেখিলা আসিয়া অবধূতরায়।
নিজজনে আলিঙ্গন দিয়া নাচে গায় ॥ ২২ ॥
আবেশে নাচেন সেই বিবশ হইয়া।
প্রেম-মহাজলনিধি প্রবেশ করিয়া ॥ ২৩ ॥
শ্রীনিবাস, নারায়ণ, শ্রীরাম, মুরারি।
ইহা সঙ্গে তোমরা চলহ জনা চারি ॥ ২৪ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-বাড়ী যাব অবধূত।
ইহা জানাইহ—ইহোঁ বড় অদভুত ॥ ২৫ ॥
হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
শুনি' সবর্জন-হিয়া আনন্দিত হৈল ॥ ২৬ ॥
নিত্যানন্দসঙ্গে সভে চলিলা সত্বর।
আনন্দহৃদয়ে গেলা আচার্য্যের ঘর ॥ ২৭ ॥
পরণাম করি' কথা কহিল সকল।
শুনিঞা আচার্য্য সুখে নাচয়ে বিহ্বল ॥ ২৮ ॥
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করয়ে আনন্দে।
আচার্য্য নাচয়ে সুখে নাচে নিত্যানন্দে ॥ ২৯ ॥
আনন্দ-সমুদ্রে সুখে ডুবিলা নির্ভরে।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার উঠয়ে হিল্লোলে ॥ ৩০ ॥
দোঁহে গুপ্তকথা কহে গৌরাঙ্গচরিত।
শুনিতে কহিতে দোঁহে উনমত-চিত ॥ ৩১ ॥
এইমত আনন্দে আছিল দিন দুই।
আনন্দে বৈষ্ণব সব গোরা গুণ গাই ॥ ৩২ ॥
অদ্বৈতচরণে পুনঃ নিবেদন' করি'।
চলিলা সত্বরে দেখিবারে গৌরহরি ॥ ৩৩ ॥
প্রভুর সম্মুখে আসি' পরণাম করি'।
করযোড় করি' সব কহয়ে মুরারি ॥ ৩৪ ॥
আচার্য্যের ঘরে যত ভৈগেল রহস্য।
শুনি' আনন্দিত প্রভু উপজিল হাস্য ॥ ৩৫ ॥
তার-পর-দিনে পুনঃ আপনে আচার্য্য।
পাদাম্বুজ দেখিতে আইলা দ্বিজবর্য্য ॥ ৩৬ ॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘরে মহাপহু।
দেবতার ঘর মধ্যে বসি' হাসে লহু ॥ ৩৭ ॥
দিব্যাসনে পহুঁ বসিয়াছে মহাসুখে।
ঝলমল করে ঘর অঙ্গের ছটাকে ॥ ৩৮ ॥

তপতকাঞ্চন যেন শ্রীঅঙ্গের ছবি।
প্রেমার অরুণ যেন প্রভাতের রবি ॥ ৩৯ ॥
দিব্য অলঙ্কার, মালা, সুগন্ধি-চন্দন।
পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি সুন্দর বদন ॥ ৪০ ॥
গদাধর, নরহরি দুইদিগে রহে।
শ্রীরঘুনন্দন যে শ্রীমুখচন্দ্র চাহে ॥ ৪১ ॥
চৌদিকে বেড়িয়া ভক্তগণ তাঁর পাশে।
নক্ষত্র বেড়িল যেন দ্বিজরাজ হাসে ॥ ৪২ ॥
নিত্যানন্দ বসিয়া সম্মুখে প্রেমানন্দে।
বদন হেরিয়া ঘন ঘন হাসে কান্দে ॥ ৪৩ ॥
হেনই সময় দেখি' আচার্য্য দ্বিজচাঁদ।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে সিংহনাদ ॥ ৪৪ ॥
পুলকে ভরিল অঙ্গ আপাদ-মস্তক।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তরকৌতুক ॥ ৪৫ ॥
নিবেদন কৈল দ্বিজ নানা উপায়ন।
পাদাম্বুজে দিল নব্য দিব্য যে বসন ॥ ৪৬ ॥
তুলসীমঞ্জরী দিয়া পূজিল চরণ।
সুগন্ধি মালতীর মালা, সুগন্ধি চন্দন ॥ ৪৭ ॥
দণ্ডপরণাম করে ভুমিতে পড়িয়া।
আপনে সে মহাপ্রভু তুলিল ধরিয়া ॥ ৪৮ ॥
পূজা পরিগ্রহ করি' গৌর ভগবান্।
অবশেষে দিল নিজ ভক্তগণে দান ॥ ৪৯ ॥
সেই বস্ত্র অলঙ্কার শোভয়ে শ্রীঅঙ্গে।
হরি হরি বলি' নাচে তা-সভার সঙ্গে ॥ ৫০ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর নিত্যানন্দরায়।
শ্রীনিবাস, মুরারি, মুকুন্দ গুণগায় ॥ ৫১ ॥
সকল বৈষ্ণব মেলি' আনন্দ উল্লাসে।
আপনা পাসরে সভে রসের আবেশে ॥ ৫২ ॥
সভে সভা পরশংসে—বোলে ধন্য ধন্য।
তুচ্ছ করি' মানে সুখ কৈবল্য নির্ব্বাণ ॥ ৫৩ ॥
দিবানিশি না জানয়ে প্রেমানন্দ-সুখে।
নিয়ত বিহ্বল তারা অন্তরকৌতুকে ॥ ৫৪ ॥
সূর্য্যোদয়ে নৃত্যারম্ভ—হয়ে ত রজনী।
সন্ধ্যায় নাচয়ে সে অবধি দিনমণি ॥ ৫৫ ॥

হেনমনে রাত্রিদিনে প্রেমানন্দে ভোরা।
নৃত্য-অবসানে সভে আজ্ঞা দিল গোরা ॥ ৫৬ ॥
স্নান দেবার্চ্চনা সভে কর নিজ ঘরে।
পুনরপি আইস সভে ভোজন-অন্তরে ॥ ৫৭ ॥
সেইমত সর্বজন ক্রিয়া সমাধিয়া।
পাদাম্বুজ-সন্নিকটে মিলিলা আসিয়া ॥ ৫৮ ॥
হেনই সময়ে মহাশয় হরিদাস।
কৃষ্ণনামে নিরন্তর অন্তর-উল্লাস ॥ ৫৯ ॥
কৃষ্ণ-পাদাম্বুজ-মধুময়মত্ত ভৃঙ্গ।
রসের আবেশে হয় তরুণিম সিংহ ॥ ৬০ ॥
আচম্বিতে নবদ্বীপে মিলিলা আসিয়া।
আইস আইস বলি' প্রভু সন্তোষে হাসিয়া ॥৬১॥
নির্ভর-প্রেমায় কৈল গাঢ় আলিঙ্গন।
আদেশিলা মহাপ্রভু বসিতে আসন ॥ ৬২ ॥
চতুর সে হরিদাস পরণাম করে।
আপনে ঠাকুর তাঁর কর ধরি' তুলে ॥ ৬৩ ॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপিল তাহার।
অঙ্গের প্রসাদি-মালা দিল আপনার ॥ ৬৪ ॥
ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন ঠাকুর।
ভোজন করিল মহাপ্রসাদ প্রচুর ॥ ৬৫ ॥
এইমতে হরিনাম গুণ-সঙ্কীর্ত্তন।
বিলসয়ে মহাপ্রভু আনন্দিত মন ॥ ৬৬ ॥
হরিদাস, অদ্বৈত-আচার্য্য, নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস-আদি যত নিজজনবৃন্দ ॥ ৬৭ ॥
প্রেমানন্দ কৌতুকে গোঙাইল দিনরাতি।
আচার্য্যে বিদায় দিল—ঘর যাহ আজি ॥ ৬৮ ॥
আজ্ঞা পাই অদ্বৈত-আচার্য্য ঘর গেলা।
যে দেখিল যে শুনিল—সেই সুখে ভোলা ॥৬৯॥
তবে সেই নিত্যানন্দ অবধূত রায়।
প্রভুবিদ্যমানে তেহোঁ করিলা বিদায় ॥ ৭০ ॥
তার সঙ্গে অনুব্রজি চলিলা ঠাকুর।
প্রেমে পালটিতে নারে—গেলা বহুদূর ॥ ৭১ ॥
ছাড়িয়া যাইতে নারে অবধূতরায়।
প্রভুবিদ্যমানে তেহোঁ করিলা বিদায় ॥ ৭২ ॥

বিদায়সময় প্রভু কহে এক বাণী—।
এ সভারে দেহ ত কৌপীন একখানি ॥ ৭৩ ॥
প্রভুর বচনে সে ঠাকুর অবধূত।
সভাকারে দিলেন কৌপীন অদভুত ॥ ৭৪ ॥
আপনে কৌপীন প্রভু নিল ত হাসিয়া।
নিজভক্তজনে দিল সভারে বাঁটিয়া ॥ ৭৫ ॥
কৌপীনপ্রসাদ তারা পাইয়া কৌতুকে।
আনন্দ করিয়া সভে বান্ধিল মস্তকে ॥ ৭৬ ॥
নিত্যানন্দ-পাদাম্বুজে করিয়া বিদায়।
প্রভুর সংহতি তারা নিজঘরে যায় ॥ ৭৭ ॥
ঘরেরে আইলা সভে দুঃখিতহৃদয়।
বাষ্প-ছলছল আঁখি বসিলা আলয় ॥ ৭৮ ॥
কথোক্ষণে সভে স্নান-দেবার্চ্চন করি।
সন্ধ্যাকালে আইলা দেখিবারে গৌরহরি ॥ ৭৯ ॥
নিত্যানন্দ আইলা আচার্য্যগোসাঞিির স্থানে।
হরিষে গৌরাঙ্গ-কথা কহে রাত্রিদিনে ॥ ৮০ ॥
তার-পর-দিনে এক কথা শুন সভে।
শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি পাবে তবে ॥ ৮১ ॥
লোক-বেদ-অগোচর অপরূপ কথা।
অমৃতের সার এই গোরা-গুণগাথা ॥ ৮২ ॥
দেখি নিজজন প্রভু আলিঙ্গন দিয়া।
আপনার গুণ শুনি' বুলয়ে নাচিয়া ॥ ৮৩ ॥
চতুর্দ্দিগে সর্ব্বজন সুখে নাচে গায়।
আনন্দে বিভোর মাঝে নাচে গোরারায় ॥ ৮৪ ॥
আচম্বিতে শ্রীনিবাস কর ধরি' করে।
কতি গেলা নাহি জানি প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥ ৮৫ ॥
চতুর্দ্দিগে সর্বজন নাচিতে গাইতে।
মধ্যে মহাপ্রভু নাই—না পাই দেখিতে ॥ ৮৬ ॥
সবজন উপজিল অন্তরে তরাস।
কান্দয়ে সকল লোক গুণয়ে হুতাশ ॥ ৮৭ ॥
ভুমিতে লোটাঞা কান্দে—স্থির নাহি বান্ধে।
নদীয়ার লোক সব গুণ ঝুরি কান্দে ॥ ৮৮ ॥
ধাওয়াধাই সবলোক—চাহে ঘরে ঘরে।
আঁখি মেলিবারে নারে নয়ানের জলে ॥ ৮৯ ॥

বিষ খাই সবজন মরিব আমরা।
কি লাগিয়া কতি গেলা মোর প্রভু গোরা ॥ ৯০ ॥
এতেক বিলাপ করে সব নিজজন।
শুনিঞা ধাইল শচী হঞা অচেতন ॥ ৯১ ॥
বসন সম্বরে নাহি—নাহি বান্ধে চুলি।
বুকে কর হানি ধায় উন্মত্ত পাগলী ॥ ৯২ ॥
বাপ! বাপ! ডাক ডাকে বলি' বিশ্বম্ভর।
ঘরেরে আইস—বেলা দ্বিতীয় প্রহর ॥ ৯৩ ॥
কুলের প্রদীপ মোর নদীয়ার চান্দ।
নয়ানের তারা মোর কেবা কৈল আন্ধ ॥ ৯৪ ॥
সর্ব্বজন আরতি দেখিয়া বিপরীত।
ভকতবৎসল প্রভু আইলা আচম্বিত ॥ ৯৫ ॥
ঘোর অন্ধকারে যেন সূর্য্যের উদয়।
প্রকাশ করিল প্রভু বৈষ্ণব-হৃদয় ॥ ৯৬ ॥
চরণে পড়িয়া কেহ কান্দে আর্ত্তনাদে।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো নাচে উনমাদে ॥ ৯৭ ॥
কেহো বোলে—মহাপ্রভু তোর পদ বিনে।
অন্ধকার দশদিগ,—না দেখি নয়নে ॥ ৯৮ ॥
উন্মতি পাগলী শচী পুত্র কোলে করে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেই বদনকমলে ॥ ৯৯ ॥
আন্ধলের লড়ি মোর দু-আঁখির তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥ ১০০ ॥
শূন্য হইয়াছিল মোর সকল সংসার।
গোরাচান্দ-উদয়ে ঘুচিল অন্ধকার ॥ ১০১ ॥
মুরারি, মুকুন্দদত্ত আর হরিদাস।
বিনয় কহিয়া কহে—শুন শ্রীনিবাস ॥ ১০২ ॥
তোমা বহি নাহিক প্রভুর প্রিয়দাস।
তোমার প্রসাদে এই চরণ প্রকাশ ॥ ১০৩ ॥
আমি-সব তোমারে বা কি কহিতে জানি।
আপন বলিয়া দয়া করিবে আপনি ॥ ১০৪ ॥
ইহা বলি' সভে মিলি' হরিগুন গায়।
পীরিতি-পাগল হঞা নাচে গোরারায় ॥ ১০৫ ॥
হেন অদভুত কথা শুন সবজন।
নবদ্বীপে পরচার পীরিতি-রতন ॥ ১০৬ ॥

ত্রিজগতে তুর্ল্লভ প্রভুর প্রেমভক্তি।
হেনজনে কেবা আছে লভিবারে শক্তি ॥ ১০৭ ॥
লখিমী, অনন্ত কিবা শিব, সনাতন।
যে প্রেমভক্তির কেহো না জানে মরম ॥ ১০৮ ॥
হেন প্রেমভক্তি প্রভু করে পরকাশ।
আনন্দহৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ১০৯ ॥

———

ভক্তগণসহ বিহার ও জগাই মাধাই উদ্ধার

কথাসার

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ প্রমুখ ভক্তগণসহ প্রেমানন্দে বিহার করিতেছেন, এমন সময় প্রেমোন্মত্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পাদোদক নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া প্রেমানন্দে তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন, ঠাকুর হরিদাসও আসিয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তৎকালে শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন এবং তাঁহাকে ভোজন করাইয়া তাঁহার নিকট পাত্রাপাত্র-নির্বিশেষে প্রেমপ্রচারের কথা জ্ঞাপন করিলেন ও নিজভক্তগণের প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া শ্রীনাম-প্রেম বিতরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু ভক্তগণ জগাই মাধাই নামক তুইজন মহাপাপাচারী ব্রাহ্মণের ভয়ে শ্রীনাম-প্রচার করিতে অস্বীকার করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীনামের মাহাত্ম্য সাঙ্কেত্য-নামাভাসে মহাপাপী অজামিলের উদ্ধার প্রভৃতি ভক্তসমক্ষে কীর্ত্তন করিয়া ঐ তুই ব্রাহ্মণকুমারের উদ্ধার নিমিত্ত স্বয়ং ভক্তগণ সঙ্গে মৃদঙ্গ, করতাল-সংযোগে কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথায় আনন্দিত হইয়া সকলে একত্রে মিলিত হইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। চারিদিক হরিনামধ্বনিতে মুখরিত হইল।

কীর্ত্তন শুনিয়া জগাই মাধাই অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি নানাপ্রকার কুবচন প্রয়োগ করিয়া অবশেষে কলসীর কাণাদ্বারা প্রভু নিত্যানন্দের মস্তকে আঘাত করিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ ভক্তের অপমান ও ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ তুই জনের বিনাশকামনায় সুদর্শনকে আহ্বান করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু জগাই মাধাইয়ের সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাদের প্রাণ ভিক্ষা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপায় জগাই মাধাই উদ্ধার পাইয়া পরমভাগবত হইলেন। অনন্তর গ্রন্থকার ঠাকুর নিত্যানন্দের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কারুণ্য-মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ধানশী—রাগ।

নদীয়ামাঝারে ওকি ও না অপরূপ।
সোণার গৌরাঙ্গ নাচে বড় অপরূপ ॥
কি আরে রে হয় ॥ ধ্রু ॥
হেনরূপে নবদ্বীপে বিহরে ঠাকুর।
আপনা পাশরি প্রেম প্রকাশে প্রচুর ॥ ১ ॥
স্বতন্ত্র হইয়া হ'য়ে ভকত-অধীন।
সভারে যাচয়ে প্রেমা যেন মহাদীন ॥ ২ ॥
লীলাগতি চলে প্রভু লোক-অলক্ষিত।
তাঁর নিজজন জানে তাঁহার ইঙ্গিত ॥ ৩ ॥
শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ।
ইঙ্গিত বুঝিয়া গায়—বাঢ়ে প্রেমানন্দ ॥ ৪ ॥
আনন্দে বিহ্বল নিজগণে নাচে গায়।
হেনকালে আইলা পুনঃ অবধূতরায় ॥ ৫ ॥
অবধূত আইলা বলি' পড়ে জয় জয়।
আনন্দে সকল লোক সুমঙ্গল গায় ॥ ৬ ॥
মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর।
হরিহরি-ধ্বনি শুনি' অবশ অন্তর ॥ ৭ ॥
পথ আগোলিয়া চলে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ তুই গিয়া রহে চৌদিগে চাহিয়া ॥ ৮ ॥
পুলকিত সব অঙ্গ—আপাদ-মস্তক।
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক ॥ ৯ ॥

বক্র গ্রীবা ভু-ভিত নেহালে রাঙ্গা আঁখি।
ক্ষণে উনমাদে ধায় উচ্চনাদে ডাকি ॥ ১০ ॥
এইমত শত শত লোক পাছে ধায়।
আনন্দে বিভোর গেলা যথা গোরারায় ॥ ১১ ॥
নিত্যানন্দ দেখি' প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
দৃঢ় আলিঙ্গন করে—প্রেমে গরগর ॥ ১২ ॥
দোঁহার নয়নে ঝরে প্রেমানন্দ-নীর।
আনন্দে বিভোর দোঁহে অথির-শরীর ॥ ১৩ ॥
আনন্দে নাচয়ে দুঁহে সঙ্গে নিজজন।
কৃষ্ণ-বলরাম-সঙ্গে যেন শিশুগন ॥ ১৪ ॥
নৃত্য-অবসানে প্রভু কহিল সভারে।
নিত্যানন্দ-পাদপ্রক্ষালন করিবারে ॥ ১৫ ॥
নিত্যানন্দ-পাদোদক লহ শিরোপরি।
পাইবে পরম-প্রেমা-আনন্দ-লহরী ।১৬ ॥
হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
শুনিঞা সবার হিয়া-আনন্দ বাঢ়িল ॥ ১৭ ॥
একে চাহে—আরে পাত্র প্রভু-আজ্ঞা বাণী।
মস্তকে ধরিল পাদপ্রক্ষালন-পানী ॥ ১৮ ॥
তবে অবধৌত প্রভু আজ্ঞা শুনি।
রঙ্গিম-নয়ানে ছলছল করে পানী ॥ ১৯ ॥
উঠিয়া আনন্দে সবজন করি' কোলে।
উথলিল-প্রেমসিন্ধু আনন্দহিল্লোলে॥ ২০ ॥
প্রেমায় বিহ্বল সভে করয়ে ক্রন্দন।
হৃদয়ে ধরয়ে অবধূতের-চরন ॥ ২১ ॥
প্রেমমহামহোৎসব বাঢ়িল অপার।
অন্তরে ঝলমল করে বাহ্যেতে বিকার ॥ ২২ ॥
ঐছন দেখিয়া প্রভু গৌর ভগবান্।
অন্তর-সন্তোষে চাহে প্রসন্নবয়ান ॥ ২৩ ॥
সবজন স্তব করে বেঢ়ি' চারিপাশে।
হেনকালে আচম্বিতে আইলা হরিদাসে ॥ ২৪ ॥
শুদ্ধ অঙ্কুর মনি ভটিক গলায়।
হেনমনে মুঞ্জীর রাঙ্গা পায় ॥ ২৫ ॥
পুলকিত সব অঙ্গ—সজল-নয়ন।
প্রেমে টলমল তনু—হুঙ্কার গর্জ্জন ॥ ২৬ ॥
নির্ভর প্রেমায় নাচে প্রভুর সম্মুখে।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তাঁর প্রেমানন্দসুখে ॥ ২৭ ॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় গৃহব্যবহারে।
আদেশ দিল আপনে ভোজন করিবারে ॥ ২৮ ॥
হেনকালে অদ্বৈত-আচার্য্য আচম্বিত।
প্রভুর নিকটে আসি' হৈল উপনীত ॥ ২৯ ॥
ঠাকুর উঠিয়া কৈল বন্দন তাঁহার।
সবজন উঠিয়া করিলা নমস্কার ॥ ৩০ ॥
নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান্ হঞা।
দণ্ডবৎ করে প্রভুর চরণে পড়িয়া ॥ ৩১ ॥
চতুর্ম্মুখে স্তব করে বেদ উচ্চারিয়া।
সাম্য হও বলি' প্রভু তোলে কোলে লঞা ॥৩২॥
সাম্য হঞা হরিদাস নাচে কাঁদে হাসে।
দিগ্ বিদিগ্ নাহি—প্রেমানন্দে ভাসে ॥ ৩৩ ॥
সম্ভ্রম পাইল তবে আচার্য্যগোসাঞি।
আজ্ঞা শিরে করি অন্ন ভুঞ্জিলা তথাই ॥ ৩৪ ॥
হেনমতে সব-নিজজন-সঙ্গে পহুঁ।
নিভৃতে বসিয়া ঘরে হাসে লহুলহু ॥ ৩৫ ॥
নিজ-জন-সঙ্গে পহুঁ নিজকথা কহে।
যে কারনে কৈল প্রভু পৃথিবী বিজয়ে ॥ ৩৬ ॥
নিজ-ভাব-আস্বাদন অধর্মবিনাশ।
ধর্ম্মসংস্থাপন নামকীর্ত্তনপ্রকাশ ॥ ৩৭ ॥
দেশে দেশে প্রকাশ করিব ঘরে ঘরে।
ব্রজভাব—দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গারে ॥ ৩৮ ॥
ভুঞ্জাব অধিক রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন।
আপনি ভুঞ্জিমু—ভুঞ্জাইমু ত্রিভুবন ॥ ৩৯ ॥
সুরাসুরগণে দিমু এই প্রেমধন।
চণ্ডাল যবন মূর্খ স্ত্রী বালক জন ॥ ৪০ ॥
বৃন্দাবনসুখ আমি নদীয়া আনিঞা।
দেশে দেশে ভুঞ্জাইব তো-সভারে লঞা ॥ ৪১ ॥
অতি অপরূপ কথা নদীয়াবিহার।
একত্র এ সব কথা করিব প্রচার ॥ ৪২ ॥
গদাধর, নরহরি বৈসে দুইপাশে।
শ্রীরঘুনন্দন পদনিকটে বিলাসে ॥ ৪৩ ॥

অদ্বৈত-আচার্য্য আর নিত্যানন্দরায়।
আপনে ঠাকুর নিজগুণগাথা গায় ॥ ৪৪ ॥
মুরারি, মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস।
হরিদাস-আদি যত প্রেমার আবাস ॥ ৪৫ ॥
শুক্লাম্বর, বক্রেশ্বর, শ্রীমান্ সঞ্জয়।
শ্রীধরপণ্ডিত আদি যত মহাশয় ॥ ৪৬ ॥
একজন-মহিমা করিতে জানে কেবা।
আপনি অবনী অবতরে গৌরদেবা ॥ ৪৭ ॥
উপমা দিবারে নাহি নদীয়া-প্রকাশ।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরাগ—দিশা

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ॥ মূর্চ্ছা ॥
না হারে হারে আরে হয়।
হরি রাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেমগোরা ॥ ধ্রু ॥
কহিব অপূর্ব কথা শুন সর্বজন।
শুনিলে সকল পাপ হয় বিমোচন ॥ ৪৯ ॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আপন আবাসে।
শিষ্যগণ সঙ্গে আছে বিনোদবিলাসে ॥ ৫০ ॥
নিজভক্তগণ-সব করি' এক মেলি।
নিজগুণ সঙ্কীর্ত্তনে প্রেমানন্দে ভুলি ॥ ৫১ ॥
হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সভাকারে।
এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে ॥ ৫২ ॥
নবদ্বীপে বাল, বৃদ্ধ বৈসে যত জন।
চণ্ডাল দুর্গতি আর সজ্জন-দুর্জ্জন ॥ ৫৩ ॥
সভারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থ করি।
অনায়াসে সবলোকে যাউ ভব তরি' ॥ ৫৪ ॥
শুনিঞা সকল ভক্ত কহিল প্রভুরে—।
না পারিব হরিনাম দিতে ঘরে ঘরে ॥ ৫৫ ॥
সেই নবদ্বীপে এক আছয়ে দুরন্ত।
অতি দুরাচার সেই—পাপে নাহি অন্ত ॥ ৫৬ ॥
মহাপাপী ব্রাহ্মণ সে আছে দুই ভাই।
নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই ॥ ৫৭ ॥
ব্রাহ্মণী, যবনী, গুর্বাঙ্গনা নাহি এড়ে।
সুরাপান পাইলে সকল কর্ম ছাড়ে ॥ ৫৮ ॥
দেব-গুরু ব্রাহ্মণের হিংসা নিরন্তর।
বাহির হইলে বিনা বধে না যায় ঘর ॥ ৫৯ ॥
ব্রহ্মবধ, গোবধ, স্ত্রীবধ শত শত।
লিখিতে না পারি—পাপ করিয়াছে কত ॥ ৬০ ॥
গঙ্গাকূলে বৈসে—গঙ্গাস্নান নাহি করে।
দেবতা পূজয়ে নাহি আজন্ম-ভিতরে ॥ ৬১ ॥
নিরন্তর স্বজন-বান্ধবে করে দণ্ড।
কৃষ্ণগুণসঙ্কীর্ত্তনে পরমপাষণ্ড ॥ ৬২ ॥
একদিন আছে প্রভু নিজজন-মেলে।
কথার প্রসঙ্গে তার কথা হেনকালে ॥ ৬৩ ॥
কহিল সকল লোক প্রভুবিদ্যমানে।
শুনিঞা রুষিলা প্রভু, গুণে মনে মনে ॥ ৬৪ ॥
অরুণ বরন ভেল রাঙ্গা দুই আঁখি।
যে কহিল তোমার অন্তরে পাই সাক্ষী ॥ ৬৫ ॥
অজামিলনামে পাপী আছিল ব্রাহ্মণ।
মরিবার বেলে নাম লৈল 'নারায়ণ' ॥ ৬৬ ॥
পুত্রস্নেহে 'নারায়ণ' নাম লৈল সেহ।
বৈকুণ্ঠ পাইল দ্বিজ পাঞা দিব্যদেহ ॥ ৬৭ ॥
তাহাকে অধিক পাপী জগাই মাধাই।
উহার নিস্তার হবে কেমন উপায় ॥ ৬৮ ॥
তাহার লাগিয়া মোর অন্তর কাতর।
যে কিছু কহিয়ে—সভে শুনহ উত্তর ॥ ৬৯ ॥
হরিনামসঙ্কীর্ত্তন কলিযুগধর্ম্ম।
নামগুণ-সঙ্কীর্ত্তনে সাধিব সব-কর্ম্ম ॥ ৭০ ॥
আনহ যেখানে যেই আছে বন্ধুজন।
মিলিয়া সকল লোক কর সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৭১ ॥
গায়ন বায় সে মৃদঙ্গ করতাল।
উচ্চস্বরে কর নাম-কীর্ত্তন রসাল ॥ ৭২ ॥
নগরে বেড়ব আমি কীর্ত্তন করিয়া।
আইল সকল লোক এ বোল শুনিঞা ॥ ৭৩ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর তাঁর নিজজন।
অবধূত নিত্যানন্দ প্রসন্নবদন ॥ ৭৪ ॥
হরিদাস, শ্রীনিবাস মিলি' চারি ভাই।
মুরারি মুকুন্দদত্ত পণ্ডিত গদাই ॥ ৭৫ ॥

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর শুক্লাম্বর।
সবজন মিলি আইলা ঠাকুরের ঘর ॥ ৭৬ ॥
যেখানে আছিল ভক্তগণ যত যত।
প্রভুর আজ্ঞায় সভে ভৈগেল একত্র ॥ ৭৭ ॥
একত্র হইয়া সভে সঙ্কীর্ত্তন করি।
বিজয় করিলা প্রভু বিশ্বম্ভর হরি ॥ ৭৮ ॥
নদিয়ানগরে ভেল আনন্দহিল্লোল।
গগনে উঠিয়া লাগে হরিহরি বোল ॥ ৭৯ ॥
নিজঘরে শুতিয়াছে জগাই মাধাই!
নিজমদে মত্ত—নিদ্রা যায় দুই ভাই ॥ ৮০ ॥
সেই পথে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যায়।
নদিয়ার লোক সব দেখিবারে ধায় ॥ ৮১ ॥
করতাল-মৃদঙ্গাদি কীর্ত্তনের রোলে।
চতুর্দ্দিগে শুনি মাত্র হরিহরিবোলে ॥ ৮২ ॥
জাগিল সে দুইভাই কীর্ত্তনের রোলে।
মুখ তুলি' চাহে—ক্রোধ-ধর্ ধর্ বোলে ॥ ৮৩ ॥
রাঙ্গা দু-নয়ন করি' চাহে ক্রোধ-দিঠি।
কি না ধ্বনি শুনি' কর্ণে—মাইল যেন জাঠি ॥
হৃদয়ের শেল তেন একটী শবদ।
জিতে সাধ থাকে যদি—হউ নিঃশবদ ॥ ৮৫ ॥
তাহার কাছের লোক কহে তার আগে—।
সম্বরণ কর গোসাঞি ক্রোধ কর কাখে ॥ ৮৬ ॥
আজ্ঞা হইলে যাব এখন নিষেধ করিব।
কাহার শকতি আর এ পথে আসিব ॥ ৮৭ ॥
জগন্নাথসুত দ্বিজ নিমাইপণ্ডিত।
কীর্ত্তন করয়ে সব-ব্রাহ্মণ-বেষ্টিত ॥ ৮৮ ॥
নিষেধ করহ—তারা যাউ অন্যপথে।
নিঃশবদে রহু—যদি সাধ থাকে জিতে ॥ ৮৯ ॥
মিছা গোল করি' বুলে—নাহি চিনে মূল।
মোর হাথে হারাইবে জাতি, প্রাণ, কুল ॥৯০॥
ইহা বলি' পাঠাইল আপনার দূত।
কহিল ঠাকুর আগে—শুনে শচীসুত ॥ ৯১ ॥
অধিক করয়ে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
বাহু তুলি' হরিহরি বোলে ঘন ঘন ॥ ৯২ ॥
দ্বিগুণ করিয়া প্রেমা বাঢ়ায় উল্লাস।
'হরিহরি বোল'-ধ্বনি পরশে আকাশ ॥ ৯৩ ॥
পাপিষ্ঠ হৃদয় তাহা সহিবারে নারে।
চলিলা সে দুই ভাই বাহির-দুয়ারে ॥ ৯৪ ॥
ক্রোধে রাঙ্গা আঁখি তার অরুণ-বদন।
পড়িতে পড়িতে যায় অঙ্গের বসন ॥ ৯৫ ॥
টলবল করি' যায়—ক্রোধে অচেতন।
থাক্ থাক্ করি' বোলে তর্জ্জন গর্জ্জন ॥ ৯৬ ॥
সম্মুখে দাঁড়াঞা তারা চারিপানে চায়।
আপনা চিনিয়া যাহ—বড়-ডাকে কয় ॥ ৯৭ ॥
আরে রে! বামনা তোর জিতে লাগে শনি।
ইহা বলি দুর্বাক্য-বচনে পাড়ে গালি ॥ ৯৮ ॥
ক্রোধ দেখি' নদীয়ার লোক তরাসিত।
চারিপানে চাহি' সভে হৈলা ভিতাভিত ॥ ৯৯ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি আর নিত্যানন্দ।
হরিদাস, শ্রীনিবাস, মুরারি, মুকুন্দ ॥ ১০০ ॥
আপনে ঠাকুর সেই বিশ্বম্ভররায়।
নিজগণ সঙ্গে করি হরিগুণ গায় ॥ ১০১ ॥
হরিগুণ গায় সুখে—নাহি অবসাদ।
জগাই মাধাই ক্রোধে করে পরমাদ ॥ ১০২ ॥
ক্রোধে দুই ভাই ধায় করে করি' দণ্ড।
সম্মুখে পাইল ভাঙ্গা কুম্ভ একখণ্ড ॥ ১০৩ ॥
কলসীর কাণা সে ফেলিয়া মারে ক্রোধে।
নির্ভয়ে বাজিল নিত্যানন্দের মস্তকে ॥ ১০৪ ॥
নির্ভয়ে বাজিল কানা—রক্ত পড়ে ধারে।
দেখি' সর্ব্বনিজজন হাহাকার করে ॥ ১০৫ ॥
দেখিয়া ঠাকুর চিত্তে বড় পাইল দুখ।
ডাকিয়া কহিল সেই পাপিষ্ঠ-সম্মুখ ॥ ১০৬ ॥
তোমরা দোঁহারাধিক দুরাচার নাহি।
পাপ বলি' যার নাম সঞ্চারয়ে মহী ॥ ১০৭ ॥
সকল করিলা মাত্র—নাহি কর এক।
এখানে করিলে সেই দেখ পরতেখ ॥ ১০৮ ॥
ইহা বলি' মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কাছে।
আপন বসন তাঁর শিরে বান্ধিয়াছে ॥ ১০৯ ॥

নিত্যানন্দ শ্রীপাদের জানেন মহত্ব।
ভূমিতে পড়য়ে পাছে তাহার রকত ॥ ১১০ ॥
পৃথিবীর অমঙ্গল জানি' পাছে হয়।
মস্তকে বান্ধিব বস্ত্র প্রভু এই ভয় ॥ ১১১ ॥
ক্রোধ করি' সুদর্শনে ডাকে গৌরহরি।
দাণ্ডাইলা সুদর্শন করযোড় করি' ॥ ১১২ ॥
কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বর।
জয় জয় মহাপ্রভু শচীর কোঙর ॥ ১১৩ ॥
প্রভু বোলে জগাই-মাধাইরে সংহার।
নিত্যানন্দ মারি' ব্যথা দিলেক অন্তর ॥ ১১৪ ॥
শুনি' সুদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া।
জগাই-মাধাই-পানে চলিলা ধাইয়া ॥ ১১৫ ॥
দেখিলেন জগাই মাধাই সুদর্শন।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ—তরাসিত মন ॥ ১১৬ ॥
সুদর্শন দেখি' নিত্যানন্দ প্রভু হাসে।
কি করিল ভগবান্ ঐশ্বর্য্যপ্রকাশে ॥ ১১৭ ॥
করুণাতে উদ্ধার করিব ত্রিভুবন।
দীনহীন পতিত পামর দুষ্টজন ॥ ১১৮ ॥
জগাই মাধাই তারি' দীনবন্ধু হব।
পতিতপাবন-নামের গরিমা রাখিব ॥ ১১৯ ॥
ইহা বলি' নিত্যানন্দ চরণে ধরিয়া।
কহিলেন প্রভুপদে বিনয় করিয়া—॥ ১২০ ॥
এ দুই পতিত প্রভু মোরে কর দান।
পতিতপালন-নাম থাকুক ব্যাখ্যান ॥ ১২১ ॥
আর আর যুগে দৈত্য করিলে সংহার।
সশরীরে এই দুই করহ উদ্ধার ॥ ১২২ ॥
শুনি' নিত্যানন্দ-বাণী প্রভু দয়াময়।
ধন্য ধন্য নিত্যানন্দ রোহিণী-তনয় ॥ ১২৩ ॥
তোর বশ মুঞি হঙ,—সর্বশাস্ত্রে কহে।
যে তুমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে ॥ ১২৪ ॥
একবার 'নিত্যানন্দ' বোলে জন্ম ধরি'।
সে জন পবিত্র—হৈল সে লোক আমারি ॥ ১২৫ ॥
ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজজন লঞা।
জগাই মাধাই রহে বিস্মিত হইয়া ॥ ১২৬ ॥
মহাপ্রভুর দরশন সংকীর্ত্তন-শব্দে।
বিস্মিত হইয়া রহে—চাহে এক স্তব্ধে ॥ ১২৭ ॥
মনে মনে অনুমান করয়ে অন্তর।
বিচার করয়ে মহাপ্রভুর উত্তর ॥ ১২৮ ॥
হেন পাপ কৈলু যাহা মুঞি নাহি করোঁ।
যাহা নাহি করোঁ—তাহা সন্ন্যাসিরে মারো ॥ ১২৯
গুণিতে গুণিতে তার অন্তর নির্ম্মল।
দেখ দেখ মহাপ্রভুর করুণার বল ॥ ১৩০ ॥
কাতর হইয়া দোঁহে ধায় উর্দ্ধমুখে।
চমক লাগিল দেখি' নদীয়ার লোকে ॥ ১৩১ ॥
মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া হৈল উপনীত।
ঠাকুর! ঠাকুর! বলি' ডাকে বিপরীত ॥ ১৩২ ॥
নিজজন মেলি' প্রভু বসিয়াছে ঘরে।
কে মোরে ডাকয়ে দেখ বাহির দুয়ারে ॥ ১৩৩ ॥
এখনে আমার ঠাঞি আনহ মুরারি।
আজ্ঞা পাঞা দোঁহারে আনিলা কোলে করি ॥১৩৪
প্রভুকে দেখিয়া তারা অতি আর্ত্তনাদে।
চরণে পড়িয়া ভূমি দুই ভাই কান্দে ॥ ১৩৫ ॥
পতিতপাবন তুমি করুণার সিন্ধু।
সর্ব্বলোকনাথ যে বিশেষ দীনবন্ধু ॥ ১৩৬ ॥
করুণাসাগর প্রভু সদয়হৃদয়।
আর্ত্তজন-আর্ত্তি দেখি' তখনি দ্রবয় ॥ ১৩৭ ॥
তুলিয়া পুছিল—শুন জগাই মাধাই।
কি কারণে কান্দ কেনে আইলা মোর ঠাঞি ।১৩৮
নবদ্বীপে একাগ্র ঠাকুর দুইজন।
চতুর হইয়া কেনে কান্দহ এখন ॥ ১৩৯ ॥
এ বোল শুনিলা বোলে জগাই মাধাই।
তোমার কৃপায় মোরা আইলু তোর ঠাঞি ॥১৪০॥
গোবধ, স্ত্রীবধ-পাপ করিয়াছি কত।
লেখা-জোখা নাহি নরবধ কৈলু কত ॥ ১৪১ ॥
ধিক্ জাউ আমার নদীয়ার ঠাকুরাল।
গুরুহত্যা' ব্রহ্মহত্যায় এ দেহ আমার ॥ ১৪২ ॥
ব্রাহ্মণী, যবনী, গুর্বাঙ্গণা নাহি এড়ি।
চণ্ডালিনী-আদি করি কাহুকে না ছাড়ি ॥ ১৪৩ ॥

হিংসা বহি নাহি করি জগতের লোকে।
দেবকর্ম্ম, পিতৃকর্ম্ম নাহি বাসো মোকে ॥ ১৪৪ ॥
তোর ঠাঁই আমি ছার আর কিবা বলি।
যত পাপ কৈলুঁ তত শিরে নাহি চুলি ॥ ১৪৫ ॥
অজামিল নামে পাপী বোলে সর্ব্বজন।
আমারে অধিক নহে—কহিল বচন ॥ ১৪৬ ॥
নিস্তার করিব তার—নাম নারায়ণে।
আমা নিস্তারিতে নারে আসিয়া আপনে ॥ ১৪৭ ॥
আমার নিস্তার নাহি—মো জান আপনা।
আমারে কি গুণে তুমি করিবে করুণা ॥ ১৪৮ ॥
এতেক কাতর বাণী শুনিঞা ঠাকুর।
অকৈতব শুনি—দয়া বাড়িল প্রচুর ॥ ১৪৯ ॥
আর্ত্তজনার আর্ত্তি দেখি' ঠাকুরের আর্ত্তি।
করুণাবিগ্রহ আরে দয়াময় মূর্ত্তি ॥ ১৫০ ॥
করুণাসাগর করে করুণাপ্রকাশ।
করে ধরি' লঞা গেল জাহ্নবীর পাশ ॥ ১৫১ ॥
ধাইল নদিয়ার লোক দেখিতে কৌতুক।
প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু অতি অপরূপ ॥ ১৫২ ॥
ব্রাহ্মণসজ্জন সব দাণ্ডাইয়া চাহে।
সভা-বিদ্যমানে প্রভু দয়াবাণী কহে— ॥ ১৫৩ ॥
তোর পাপ-পরিগ্রহ করিব ত আমি।
আপনে আপন পাপ উৎসর্গহ তুমি ॥ ১৫৪ ॥
ইহা বলি' হাত পাতে তুলসীর তরে।
তুলসী না দেই তার দুই ভাই ডরে ॥ ১৫৫ ॥
দয়া করি' পুনঃ কহে গৌর ভগবান্—।
জগাই মাধাই তোরা পাপ দে রে দান ॥ ১৫৬ ॥
জগাই মাধাই বোলে—শুন প্রভু তুমি।
আমার যতেক পাপ লিখিতে না জানি ॥ ১৫৭ ॥
আমি মহাধমাধম পাপাশয় পাপ।
তোরে পাপ দিতে হিয়া ডরে মোর কাঁপ ॥ ১৫৮ ॥
এ বোল শুনিঞা আঁখি করে ছল ছল।
মেঘের গম্ভীর-নাদে বোলে হরিবোল ॥ ১৫৯ ॥
পুনরপি পাপদান চাহি' কর পাতে।
জগাই মাধাই .স তুলসী দিল হাথে ॥ ১৬০ ॥
চৌদিকে ভেল ধ্বনি—হরিহরি বোল।
জগাই মাধাই বলি' প্রভু দেই কোল ॥ ১৬১ ॥
নিস্তারিলা দুই ভাই জগাই মাধাই।
এহেন পাতকী প্রভু পরশিতে পাই ॥ ১৬২ ॥
প্রেমে গদগদ স্বর—আধ-আধ-বোলে।
বসন ভিজিয়া গেল নয়ানের জলে ॥ ১৬৩ ॥
পুলকে ভরিল অঙ্গ—কম্প কলেবরে।
চরণে পড়িয়া ভুমে কহয়ে কাতরে ॥ ১৬৪ ॥
এহেন ঠাকুর আর আছে কোন জন।
দয়ার সাগর মহা-পতিতপাবন ॥ ১৬৫ ॥
জগাই-মাধাই হেন পাতকী নিস্তারে।
শ্রীঅঙ্গ-পরশে তারা নাচে প্রেমভরে ॥ ১৬৬ ॥
জগাই-মাধাই-পাপ-পরিগ্রহ করি'।
আপনে নাচয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর হরি ॥ ১৬৭ ॥
এ হেন করুণানিধি কে আছে ঠাকুর।
দোষ না দেখয়ে—স্নেহ করে এতদূর ॥ ১৬৮ ॥
জীবের উদ্ধার করি' নাচয়ে উল্লাসে।
এ বড় ভরসা বান্ধে এ লোচন দাসে ॥ ১৬৯ ॥

———

মহাপ্রভুর ভগবদ্ভাবে বিচিত্র লীলা

কথাসার

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে আনন্দে বিহার করিতেছেন, এমন সময় বনমালী নামক জনৈক পূর্ব্বদেশ-বাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ সপুত্র তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীমন্মহা-প্রভু তাঁহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেন। তাহাতে তাঁহারা হঠাৎ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই সেই স্থলে শ্যামসুন্দররূপে দর্শন করিয়া পরমানন্দে মূর্চ্ছিত হন এবং চেতনপ্রাপ্ত হইয়া প্রেমদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তব করতঃ বৈদিককর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া সর্ব্ব-জীবকে প্রেম দান করিতেছেন বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'নবীন বিধাতা' বলিয়া সম্বোধন করেন।

তারপর একদিন শ্রীবাস-গৃহে বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্র শ্রবণ করিয়া হঠাৎ নৃসিংহাবেশে গর্জ্জন করেন, তাহাতে

সকল লোকে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিলে নিজ নৃসিংহভাবাবেশ সংবরণ করেন। অন্য একদিন এক শিবভক্ত শিবগুণগান করিতে আরম্ভ করিলে, গৌরসুন্দর স্বীয় ভক্ত শিবের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া অতীব হৃষ্ট হইয়া তাঁহার স্কন্ধের উপর আরোহণ পূর্ব্বক শিবাবেশে নৃত্য করেন।

অপর একদিবস এক ব্রাহ্মণী শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু অতীব দুঃখিত হইয়া গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলে; ভক্তগণ ধরিয়া তাঁহাকে তীরে উত্তোলন করেন এবং নানাপ্রকার স্তবস্তুতি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষ বিধান করেন।

পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর "দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সকলেরই হরিভজন করা কর্ত্তব্য, ভজন বিনা মনুষ্য-দেহ-ধারণের কোন সার্থকতা নাই"—ইত্যাদি উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক মুকুন্দকে আলিঙ্গন প্রদান, মুকুন্দের নিজ দৈন্য-জ্ঞাপন, নিজভগবদ্রূপ প্রকাশ, শ্রীবাস পণ্ডিত কর্তৃক গঙ্গাজলে অভিষেক, অদ্বৈত আচার্য্য-প্রমুখ ভক্তগণ-সঙ্গে দেবালয়-মার্জ্জন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর গ্রন্থকার গৌরগুণ কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বজীবকে গৌরভজন উপদেশ করিয়াছেন।

ধানশী—রাগ।

প্রভু রে দ্বিজচাঁদ ॥

জগৎ-উদ্ধার লাগি' পাতে নানা ফাঁদ ॥ আরে হয়
গদাধর, গৌরাঙ্গ, নরহরি জয় জয়।
শুনিলে গৌরাঙ্গ-গুন প্রেম লভ্য হয় ॥ ১ ॥
আর-দিনে আর অপরূপ কথা শুন।
নবদ্বীপে প্রকাশ পরম মহাধন ॥ ২ ॥
নিজগৃহে বান্ধব সহিতে আছে পহুঁ।
প্রকাশয়ে বদনকমলে কথা লহু ॥ ৩ ॥
অমিয়ানদীর ধারা বহে অনিবার।
সিনাইল ভকত—বেকত মাতোয়াল ॥ ৪ ॥
এইমনে আছে পহুঁ আনন্দ-কৌতুকে।
আচম্বিতে আইল তথা এক ভিক্ষুকে ॥ ৫ ॥
বনমালী নাম তার—পুত্র এক সঙ্গে।
বিপ্রকুলে জন্ম—বৈসে পূর্ব্বদেশ বঙ্গে ॥ ৬ ॥
দেখিল ত বিশ্বম্ভর ভকতবেষ্টিত।
পুত্রের সহিত বিপ্র ভেল আনন্দিত ॥ ৭ ॥
পুত্রের সহিত বিপ্র অনুমান করে।
কহিতে না পারে—কণ্ঠ গদগদ স্বরে ॥ ৮ ॥
ভালই হইল—আমি ভৈগেলুঁ দরিদ্র।
দরিদ্র লাগিয়া আইলু—ভৈগেলুঁ পবিত্র ॥ ৯ ॥
নিশ্চয় জানিলুঁ বিশ্বম্ভর ভগবান্।
অনুভবে জানিলুঁ এ কভু নহে আন ॥ ১০ ॥
জনম সফল আজি ভেল হেন বাসি।
দেখিলুঁ মো বিশ্বম্ভর গৌর গুণরাশি ॥ ১১ ॥
দেখিতে নয়ান হিয়া জুড়াইল আমার।
নিভাইল দুরন্ত দারিদ্র-জ্বালা ছার ॥ ১২ ॥
অমিয়-আহারে যেন সন্তোষ অন্তর।
গৌরচন্দ্র দেখিয়া সিঞ্চিত কলেবর ॥ ১৩ ॥
তবে গৌর ভগবান্ দেখিয়া তাহারে।
করুণনয়ানে চাহে ব্রাহ্মণ-দোঁহারে ॥ ১৪ ॥
সুখে হরিগুন গায় সে দোঁহার সনে।
প্রভুর প্রসাদে তাঁরা পাইল প্রেমধনে ॥ ১৫ ॥
আনন্দে নাচয়ে বিপ্র—নাচে তার পুত্র।
তিলেকে ঘুচিল তার এ সংসারসূত্র ॥ ১৬ ॥
হেন মহাপ্রভু গোরা করুণার সিন্ধু।
ইহার অধিক আর নাহি দীনবন্ধু ॥ ১৭ ॥
তার-পর-দিন প্রভু সংকীর্ত্তন-মাঝে।
নাচয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভর নটরাজে ॥ ১৮ ॥
হেনকালে সে দুই ব্রাহ্মণ আচম্বিত।
দেখিল বালক এক—চিত চমকিত ॥ ১৯ ॥
গৌরশরীরে প্রভু ভেল শ্যামতনু।
কটিপীতধটী শোভে—করে-বর-বেণু ॥ ২০ ॥
ময়ুর পাখার চূড়া ঘন উড়ে বায়।
সেইরূপ দেখি' যত অনুগত গায় ॥ ২১ ॥
রাধাসঙ্গে বৃন্দাবনে বিপিনের মাঝে।
দেখিলেন শ্যামতনু নটবররাজে ॥ ২২ ॥
যমুনা তথাই দেখে গোবর্দ্ধনগিরি।
বহুলা, ভাণ্ডীর, মধুবন আদি করি ॥ ২৩ ॥

গো, গোপী, গোপাল দেখে আর বনতাল।
নবদ্বীপে দেখিলেন মদনগোপাল ॥ ২৪ ॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হৈয়া পড়িল ব্রাহ্মণ।
পুলকে আকুল অঙ্গ—সজল নয়ন ॥ ২৫ ॥
ঘনঘন হুহুঙ্কার মারে মালসাট।
এই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি' পাতিলেক হাট ॥ ২৬ ॥
দেখিয়া ঠাকুর পুনঃ নৃত্য সম্বরিল।
ধর্ ধর্ বলি' পুনঃ ব্রাহ্মনে ধরিল ॥ ২৭ ॥
শুন সবজন এই গোরা-গুণগাথা।
করুণা প্রকাশে এই নবীন বিধাতা ॥ ২৮ ॥
কর্ম্মবন্ধ ঘুচাইয়া প্রেমধন দেই।
ঐছন ঠাকুর আর আছে কোন ঠাঁই ॥ ২৯ ॥
সংসারের বহি স্বজে আপন সংসার।
সবিষয়া প্রেমভক্তি বিষয়ের পার ॥ ৩০ ॥
দিব্য মালা, চন্দন, প্রসাদ পরে নিতি।
মমতা নাহিক—সব জনেই পীরিতি ॥ ৩১ ॥
নিঃসঙ্গ হইয়া সঙ্গ বিনে নাহি জীয়ে।
অকর্ম্ম হইয়া কর্ম্ম করয়ে বিধিএ ॥ ৩২ ॥
বেদের বিচার বিধি যে আছে উচিত।
সকল করয়ে সেই কার্য্যে বিপরীত ॥ ৩৩ ॥
ঐছন প্রকাশে নিজ প্রেমভক্তিধন।
এতেকে বলিয়ে 'নব বিধাতা রতন' ॥ ৩৪ ॥
এ হেন করুণাসিন্ধু মোর গোরারায়।
অনায়াসে সবজন পর-ধন পায় ॥ ৩৫ ॥
ঐছন ঠাকুর আর নাহি প্রেমদাতা।
কহয়ে লোচন—ভজ নবীন বিধাতা ॥ ৩৬ ॥

গোরা-রূপ যে দেখিয়াছে একবার।
পাশরিতে নারে আর ॥
ঝুরি মরেজনম অবধি রে ॥ ধ্রু ॥
তবে আর-এক-দিন শুন অপরূপ।
শ্রীবাসপণ্ডিত ঘরে আনন্দকৌতুক ॥ ৩৭ ॥
পিতৃকর্ম করে সেই শ্রীবাসপণ্ডিত।
শুনয়ে সহস্রনাম অতি শুদ্ধচিত ॥ ৩৮ ॥
হেনকালে সেই ঠাঁঞি গেলা গৌরহরি।
শুনয়ে সহস্রনাম মনোরথ পুরি ॥ ৩৯ ॥
শুনিতে শুনিতে ভেল নৃসিংহ-আবেশ।
ক্রোধে রাঙ্গা দুনয়ান—উর্দ্ধ ভেল কেশ ॥ ৪০ ॥
পুলকিত সব অঙ্গ—অরুণ বরণ।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার সিংহের গর্জ্জন ॥ ৪১ ॥
আচম্বিতে গদা লঞা ধাইল সত্বর।
দেখিয়া সকল লোক কাঁপিলা অন্তর ॥ ৪২ ॥
পলায় সকল লোক—না বান্ধয়ে কেশ।
সহিতে না পারে প্রভুর ক্রোধ-আবেশ ॥ ৪৩ ॥
পলায়নপর লোক দেখি' নরহরি।
ক্ষণেকে ছাড়িল গদা আবেশ সম্বরি ॥ ৪৪ ॥
সর্ব-অবতার-বীজ শচীর নন্দন।
যখনে যে পড়ে মনে—হয় ত' তেমন ॥ ৪৫ ॥
সব সম্বরিয়া প্রভু বসিলা আসনে।
বিস্মিত হইয়া কিছু বলিলা বচনে—॥ ৪৬ ॥
না জানি কি অপরাধ ভৈগেল আমার।
কিবা চিতে অনুমান ভেল তো-সবার ॥ ৪৭ ॥
এ বোল শুনিঞা সবে বলিলা বচন—।
কি তোমার অপরাধ—কি কহ কথন ॥ ৪৮ ॥
শ্রীবাস কহিল তোমা দেখিল যে জন।
তাহার হইল সব বন্ধ-বিমোচন ॥ ৪৯ ॥
তার-পর-দিনে কথা শুন সব জন।
আচম্বিতে আইল এক শিবের গায়ন ॥ ৫০ ॥
নমস্কার করি' গৌরহরির চরণে।
মহেশের গুন গায় আনন্দিত-মনে ॥ ৫১ ॥
শিব! শিব! বলি' ডাকে পরম উল্লাস ॥
শিবের ভকতি তার দেহে পরকাশ ॥ ৫২ ॥
শুনি' আনন্দিত মন ভৈগেল ঠাকুর।
শিবগুণ শুনি' সুখ বাঢ়িল প্রচুর ॥ ৫৩ ॥
শিবের আবেশে নৃত্য করয়ে তখন।
আপনা পাশরে সুখে শিবের গায়ন ॥ ৫৪ ॥

তার সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন।
আপনে ঠাকুর কৈল স্কন্ধে আরোহণ॥ ৫৫॥
স্কন্ধে করি' আনন্দে সে নাচয়ে গায়ন।
আবেশে হইল প্রভুর রকত-লোচন॥ ৫৬॥
শিবের আবেশে কহে শিবের কথন।
খটক ডম্বরু—মুখে শিঙ্গার গর্জ্জন॥ ৫৭॥
'রাম কৃষ্ণ' বলিয়া সে ডাকে কাঁদে হাসে।
ক্ষণেকে কাঁদয়ে গোরা শিবের আবেশে॥৫৮॥
শ্রীবাসপণ্ডিত সেই সব তত্ত্ব জানে।
শিবস্তব পঢ়ে সেই সাবধান মনে॥ ৫৯॥
পঢ়য়ে মহিম্ন-স্তব শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
আনন্দে নাচয়ে তারা—জানে সব তত্ত্ব॥ ৬০॥
গায়নের কান্ধ হইতে নাম্বিল ঠাকুর।
হরিপরায়ণ হরি গায়ে স প্রচুর॥ ৬১॥
আনন্দে নাচয়ে যেন মদে মাতোয়ার।
হরিগুণ গায় সুখে আনন্দ-পাথার॥ ৬২॥
করুণাসমুদ্র করে করুণাপ্রকাশ।
শুনিতে আনন্দে ভোরা এ লোচনদাস॥ ৬৩॥

দিশা।

আমার গৌরাঙ্গের গুণে কেবা নাহি কান্দে।
অখিল জীবের মন প্রেম দিয়া বান্ধে॥ ধ্রু॥

আর অপরূপ শুন তার পরদিনে।
বান্ধব সহিত প্রভু নৃত্য-অবসানে॥ ৬৪॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রভু দণ্ডবৎ করে।
আনন্দে সকল লোক হরি হরি বোলে॥ ৬৫॥
হেনই সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া।
প্রভু পাদাম্বুজ ধূলি লইল হাসিয়া॥ ৬৬॥
দেখি' গৌর ভগবান্ সত্বরে উঠিলা।
ব্রাহ্মণ চরিত দেখি' দুঃখিত হইলা॥ ৬৭॥
মহা-অনুতাপ করি' বিরসবদন।
অসন্তোষে নাসিকায় নিঃশ্বাস সঘন॥৬৮॥
সত্বর উঠিয়া প্রভু ধাইল আচম্বিতে।
জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিলেন তুরিতে॥ ৬৯॥
জলে মগ্ন হইল প্রভু—না পাই দেখিতে।
সব নিজজন ঝাঁপ দিল পাছে তাথে॥ ৭০॥
নদিয়ার লোক সব গণিল প্রমাদ।
কান্দয়ে সকল লোক করয়ে বিষাদ॥ ৭১॥
পুত্র! পুত্র! করি ধায় শচী তার মাতা।
ঝাঁপ দিতে চাহে বিশ্বম্ভর হরি যথা॥ ৭২॥
উন্মতী পাগলী শচী কান্দে উভরায়।
হাকান্দ-কান্দনা কান্দে—ভূমিতে লোটায়॥৭৩॥
ঐছন প্রমাদ দেখি' অবধূতরায়।
প্রভুর উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়॥ ৭৪॥
জলে নগ্ন হইয়া প্রভুর ধরিলেন হাথে।
ধরিয়া তুলিল গঙ্গাকূলে আচম্বিতে॥ ৭৫॥
দেখিয়া সকল লোক অতি আনন্দিত।
সব নিজজন কান্দে পাইয়া সম্বিত॥ ৭৬॥
শচীদেবী কান্দে কোলে করি' বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাস, মুরারি, মুকুন্দ, শুক্লাম্বর॥ ৭৭॥
হরিদাস-আদি যত যত নিজজন।
গৌর-মুখ দেখি' কান্দে তরাসিত মন॥ ৭৮॥
আর সবজন দুঃখ পাঞাছে বিস্তর।
গৌর-মুখ দেখি' সুখে সভে গেলা ঘর॥ ৭৯॥
তবে সবজন মিলি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা ত সত্বর॥ ৮০॥
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু চলিলা তুরিতে।
বিজয়-মিশ্রের ঘর গেলা আচম্বিতে॥ ৮১॥
রজনী বঞ্চিয়া প্রভু উঠিলা প্রভাতে।
গঙ্গার উত্তর-কূলে গেলা আচম্বিতে॥ ৮২॥
ভ্রমণ করয়ে—তার না বুঝিয়ে মন।
তরাস পাইলা সঙ্গে ছিলা যতজন॥ ৮৩॥
ব্রাহ্মণসজ্জন আর যত নিজজন।
সভে মিলি' নিবেদিল বিনয়-বচন॥ ৮৪॥
পরসন্ন হও প্রভু গৌরগুণনিধি।
কাতরে কহয়ে এই সব অপরাধী॥ ৮৫॥

কৃপা কর মহাপ্রভু ছাড় অতি রোষ।
এমন কতেক নিবে সেবকের দোষ ॥ ৮৬ ॥
করুণাসাগর প্রভু করুণাবিগ্রহ।
করুণায় অবতার লোক অনুগ্রহ ॥ ৮৭ ॥
এমন বিমুখ কেনে হও ত আপনে।
আমরা কি জানি তোর চিত-আচরণে ॥ ৮৮ ॥
ঘরেরে আইস প্রভু ঘুচাহ প্রমাদ।
নিজ অনুগত দেখি' করহ প্রসাদ ॥ ৮৯ ॥
এতেক বিনয় যবে কৈল নিজজনে।
সদয় হৃদয় প্রভু দ্রবিলা তখনে ॥ ৯০ ॥
ঘরেরে আইলা প্রভু আনন্দিত-মনে।
নিজগুণ গায় নিজ-অনুগত-সনে ॥ ৯১ ॥
নদিয়ানগরে ভেল আনন্দ উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ ৯২ ॥

বরাড়ি রাগ—দিশা ॥

হয় রে হয় আরে হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
নিছনি যাইরে গোরারূপের বালাই লইয়া।
বিলাইল প্রেমধন জগত ভরিয়া ॥ ধ্রু ॥
শোক ছাড়ি' হৃষ্টমনে তবে গৌরহরি।
নিজজন সঙ্গে গেলা শ্রীবাসের বাড়ী ॥ ৯৩ ॥
শ্রীনিবাস-হরিদাস-আদি যত জন।
বসিয়া ঠাকুর কাছে নিরীখে বদন ॥ ৯৪ ॥
হেনকালে মহাপ্রভু সভা-সন্নিধানে।
কহয়ে অন্তরকথা—শুনে সর্ব্বজনে ॥ ৯৫ ॥
ধন, জন, যৌবন—সকল অকারন।
না ভজিনু সত্যবস্তু কৃষ্ণের চরণ ॥ ৯৬ ॥
নিরন্তর দগধে সংসারে মোর হিয়া।
না করিলুঁ কৃষ্ণকর্ম্ম হেন দেহ পাঞা ॥ ৯৭ ॥
সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষ-শরীর।
কৃষ্ণ ভজিবারে কি বা পুরুষ নারীর ॥ ৯৮ ॥
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মিছা সব দেহ।
পতি, সুত, পিতা, মাতা মিছা সব গেহ ॥ ৯৯ ॥
মায়েরে ছাড়িয়া আমি যাব দিগন্তর।
কহিল সভারে এই মরম-উত্তর ॥ ১০০ ॥
সব-লোকে বোলে আমি বিরুদ্ধ করিয়ে।
মুরারি কহয়ে—ইহা শুনিতে মরিয়ে ॥ ১০১ ॥
কেহ না বোলয়ে ইহা শুন মহাপ্রভু।
আমরা ত কারো মুখে নাহি শুনি কভু ॥ ১০২ ॥
এ বোল শুনিঞা সেই গৌর ভগবান্।
মুরারি ধরিয়া দিল আলিঙ্গন-দান ॥ ১০৩ ॥
মুরারি করিয়া কোলে সান্ধাইলা ঘরে।
প্রভু-আলিঙ্গনে বৈদ্য আপনা পাশরে ॥ ১০৪ ॥
পুলকিত সব অঙ্গ আপাদমস্তক।
পড়িলা ত প্রাচীন আছিল এক শ্লোক ॥ ১০৫ ॥

তথাহি (শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮১।১৬)—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ১০৬ ॥

অন্বয়। পাপীয়ান্ (মহাপাপঃ) দরিদ্রঃ (অকিঞ্চনঃ) অহং (শ্রীদামা বিপ্রঃ) ক (কুত্র বর্ত্তে) শ্রীনিকেতনঃ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ) কৃষ্ণঃ ক (আবয়োর্মহদন্তরং বিদ্যতে ইত্যর্থঃ) ব্রহ্মবন্ধুঃ (ব্রাহ্মণকুলাধমঃ) ইতি (ইদং কৃত্বা) অহং বাহুভ্যাং (ভুজাভ্যাং) পরিরম্ভিতঃ (আলিঙ্গিতঃ) স্ম (অস্মি) ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীদামা বিপ্র বলিলেন, হায়! কোথায় আমি পাপাত্মা দরিদ্র, আর কোথায় সেই সমগ্রৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণচন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণাধম বলিয়াই ভগবান্ কর্তৃক বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গিত হইলাম ॥ ১০৬ ॥

এ বোল শুনিঞা সে প্রকাশে ঠাকুরাল।
কোটি রবি-কিরণ বরণ উজিয়ার ॥ ১০৭ ॥
আসনে-বসিয়া কহে বচন মধুর।
এই আমি চিদানন্দ—না ভাবিহ দূর ॥ ১০৮ ॥
এ বোল শুনিঞা সভে আনন্দ বিহ্বল।
পুলকে ভরিল সভে সব কলেবর ॥ ১০৯ ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত সেই উত্তম-আচার।
গঙ্গাজলে অভিষেক করয়ে তাহার ॥ ১১০ ॥
অভিষেক করি' পূজা করি যথাবিধি।
তাহার পূজায় তুষ্ট হৈলা গুণনিধি ॥ ১১১ ॥

আনন্দে সকল লোক হরিগুণ গায়।
ভকত-বদন হেরি' নাচে গোরারায় ॥ ১১২ ॥
নরহরি-পাদপদ্ম ধরি' শিরোপরি।
কহয়ে লোচনদাস গৌরাঙ্গমাধুরী ॥ ১১৩ ॥
তার-পর-দিনে কথা অপূর্বকথন।
সাবধানে শুন সভে কহিব এখন ॥ ১১৪ ॥
শিখায়ে সকল লোকে লোক-শিক্ষাগুরু।
করুণাসাগর প্রেমভক্তি-কল্পতরু ॥ ১১৫ ॥
নিজজন বুঝাবারে করে যত কার্য্য।
সংহতি করিয়া আদি অদ্বৈত-আচার্য্য ॥ ১১৬ ॥
শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ।
গদাধর, শুক্লাম্বর, রাম আদি অন্ত ॥ ১১৭ ॥
নরহরি, রঘুনন্দন, শ্রীমুকুন্দদাস।
বাসুঘোষ, জগদানন্দ আদি সর্ব দাস ॥ ১১৮ ॥
যতেক ভকত সব সংহতি করিয়া।
দেবালয়ে যায় প্রভু আনন্দিত হইয়া ॥ ১১৯ ॥
নেত-ধটী পরিধান—কান্ধে ত কোদাল।
করে সম্মার্জ্জনী করি' সভার মিশাল ॥ ১২০ ॥
সঙ্গের যতেক জন ধরে সেই বেশ।
হাথে ঝাটা কান্ধে কোদাল উভ বান্ধে কেশ ॥১২১॥
দেবালয়-মার্জ্জনা করিতে যায় প্রভু।
হেন অদভুত কথা নাহি শুনি কভু ॥ ১২২ ॥
কৃষ্ণের হড়িপ হইয়া বুলে দ্বারে দ্বারে।
সকল বৈষ্ণব মেলি' সম্মার্জ্জনা করে ॥ ১২৩ ॥
এইমতে লোকশিক্ষা করায়ে ঠাকুর।
ভজহ সকল লোক—যে হও চতুর ॥ ১২৪ ॥
প্রেমভক্তি-দাতা আর নাহি কোন জন।
জানিঞা ভজহ শ্রীগৌরাঙ্গচরন ॥ ১২৫ ॥
যুগে যুগে কত কত অবতার আছে।
ভজিলে সে ভজে—তাঁর অনুরূপ আছে ॥ ১২৬ ॥
আর কেহো নাহি করে হেন ঠাকুরাল।
ভক্তি বুঝাবারে করে কান্ধে ত কোদাল ॥ ১২৭ ॥
না ভজিলে ভজে হেন জন কোন যুগে।
ঘরে ঘরে বুলে কেবা নিজভক্তি মাগে ॥ ১২৮ ॥
ভজিলে-সে ভজে সেই বড়ই ঠাকুর।
ভক্তে সে কহয়ে ইহা আনে কহে দূর ॥ ১২৯ ॥
বিচার না করে পাত্রাপাত্র কোন দেশে।
বৃন্দাবনধন দিয়া সভারে সন্তোষে ॥ ১৩০ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মপর প্রেম যাচই সভারে।
তারিল সভারে প্রভু শচীর কুমারে ॥ ১৩১ ॥
ব্রহ্মা, মহেশ্বর কিবা লখিমী, অনন্ত।
আপন বলিতে নারে এ হেন দুরন্ত ॥ ১৩২ ॥
না ভজিলে নিজবোলে নাহিক ঠাকুর।
এই সে কারণে গোরাগুণে মনঝুর ॥ ১৩৩ ॥
গোরাগুণ ভজ ভাই না করিহ হেলা।
সংসার তরিতে মাত্র সবে এই ভেলা ॥ ১৩৪ ॥
এ হেন ঠাকুর কেহো না হইব আর।
কহয়ে লোচন সবে গোরা-অবতার ॥ ১৩৫ ॥

———

কুষ্ঠব্যাধির পাপমোচন ও বলদেবাবেশ

কথাসার

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমাবেশে গমন করিতেছেন, এমন সময় সেই পথে এক কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ নিজ উদ্ধারের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমে তাহাকে বৈষ্ণবাপরাধী বলিয়া উপেক্ষা করিলেন, পরে তাহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট নিজ অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন, অবশেষে তাহাকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত করিয়া প্রেম প্রদান করেন।

গৌরসুন্দরের নৃত্য দর্শনাভিলাষী জনৈক ব্রাহ্মণকে শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ বাধা প্রদান করায় তাহার মনোভীষ্ট পূর্ণ হয় নাই, তজ্জন্য তিনি একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গঙ্গায় স্নান করিতে দেখিয়া ক্রোধপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি "তোমার সংসারসুখ বিনষ্ট হউক" বলিয়া শাপ প্রদান করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু আনন্দের সহিত বিপ্র-শাপ গ্রহণ করিলেন। তাহাতে বিপ্রের চৈতন্যোদয় হইলে, তিনি ভীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তুতি করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু

"বিপ্রের শাপ তাঁহার নিজ অভিপ্রেত"—ইহা জানাইয়া বিপ্রকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বলরাম-আবেশে 'মধু দেহ' বলিয়া চিৎকার, ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তন করিতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-ভবনে গমন, তৎপর দিবস বলদেব-ভাবে মূর্চ্ছিত হইলে গদাধর-আগমনে ভাব-সংবরণ, আচার্য্যরত্নপ্রমুখ ভক্তবৃন্দের আগমন, শ্রীবাসাদি ভক্তগণের শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলদেবরূপে দর্শন, ভক্তগণ-সঙ্গে স্নানার্থ গঙ্গায় গমন প্রভৃতি বিচিত্র লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

———

হরি রাম নারায়ণ
শচীর দুলাল হেমগোরা ॥ ধ্রু ॥

আর অপরূপ শুন গৌরাঙ্গচরিত।
শুনিলে পাইবে ইথে বড়ই পীরিত ॥ ১ ॥
নিজজনসনে পহু পথে চলি' যায়।
কৃষ্ণকথারসে অঙ্গ আবেশে দুলায় ॥ ২ ॥
সেই পথে ছিল কুষ্ঠব্যাধি একজনে।
বিনয় করিয়া কহে প্রভুর চরণে ॥ ৩ ॥
ভূমিতে পড়িয়া সেই পরণাম করে।
কাতর হইয়া কিছু সবিনয়ে বোলে—॥ ৪ ॥
সবলোকে বোলে প্রভু তুমি জনার্দ্দন।
তুমি সে পুরুষোত্তম তুমি সনাতন ॥ ৫ ॥
তুমি দেবদেবেশ্বর, ত্রিজগদ্‌-বন্ধু।
আমারে উদ্ধার কর করুণার সিন্ধু ॥ ৬ ॥
পতিতপাবন শুনি' আইলুঁ তোর ঠাঁঞি।
তারহ আমারে তুমি সভার গোসাঞি ॥ ৭ ॥
ওহে অকিঞ্চননাথ শচীর দুলাল।
তারহ আমারে প্রভু গোবিন্দ গোপাল ॥ ৮ ॥
আমার অধিক পাপী নাহি ত্রিভুবনে।
দুঃসহ এ কুষ্ঠব্যাধি কর পরিত্রাণে ॥ ৯ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু রুষিলা অন্তর।
ক্রোধদৃষ্টে চাহে কুষ্ঠব্যাধির উপর ॥ ১০ ॥
ঠাকুর কহয়ে—শুন পাপ দুরাচার।
বৈষ্ণবের নিন্দা তুমি কৈলে কেনে ছার ॥ ১১ ॥
সংসারে যতেক জীব—সেই মোর মিত্র।
বৈষ্ণবের দ্বেষ করে—সে-ই মোর শত্রু ॥ ১২ ॥
আপন নিন্দায় আমায় কভু নাহি দুঃখ।
শ্রীবাসপণ্ডিত-নিন্দায় কেমনে হব সুখী ॥ ১৩ ॥
অকথ্যবচন তুঞি কহিলি তাহারে।
শতজন্ম ভুঞ্জিলেহ না ঘুচিবে তোরে ॥ ১৪ ॥
বৈষ্ণবের অপরাধ করে যেই জন।
তার পরিত্রাণ আমি না করি কখন ॥ ১৫ ॥
বাহিরে পরাণ দেখ এই মোর দেহ।
বৈষ্ণব অন্তরে প্রাণ—নাহিক সন্দেহ ॥ ১৬ ॥
বৈষ্ণবের সেবা করে মোরে করে দ্বেষ।
তার পরিত্রাণ করি ঘুচাইয়ে ক্লেশ ॥ ১৭ ॥
বৈষ্ণবের হিংসা করে যেই মূঢ় জন।
নরকে পড়য়ে—তার নাহিক শরণ ॥ ১৮ ॥
তুমি সে পাতকী মহাপামর দুরন্ত।
কত কাল নরক ভুঞ্জিবি—নাহি অন্ত ॥ ১৯ ॥
এ বোল শুনিঞা কুষ্ঠব্যাধি পড়ি' কান্দে।
আকুল হইয়া কান্দে—স্থির নাহি বান্ধে ॥ ২০ ॥
ভকত বুঝিয়া কৃপা আর অবতারে।
এবে সে পামর প্রভু কলিতে ঘরে ঘরে ॥ ২১ ॥
যে তোমারে না ভজিবে—তাহারে মারিবে।
পতিতপাবন-নাম কেমনে ধরিবে ॥ ২২ ॥
জয় বিশ্বম্ভর নাম সভার কল্যাণ।
জয় মহাবাহু ধর্মসেতু অধিষ্ঠান ॥ ২৩ ॥
তোরে সেতুবন্ধে লোক হবে ভব-পার।
আমারে না ফেল প্রভু শচীর কুমার ॥ ২৪ ॥
দেখিয়া করুণা যদি হঞাছে হৃদয়।
তথাপি বৈষ্ণববশ—স্বতন্ত্রতা নয় ॥ ২৫ ॥
ইহা জানি' গেলা প্রভু শ্রীবাস-আলয়।
বসিয়া সকল কথা কহে মহাশয়—॥ ২৬ ॥
পথেতে দেখিল কুষ্ঠব্যাধি একজন।
অপরাধ ভুঞ্জিব সে অনেক জনম ॥ ২৭ ॥
তোর অপরাধে সে গলিত সর্বদেহ।
তাহারে দেখিয়া মোর না উঠিল নেহ ॥ ২৮ ॥

'পরিত্রাণ কর' বলি' ডাকে কুষ্ঠব্যাধি।
কে করিবে পরিত্রাণ তোর অপরাধী ॥ ২৯ ॥
যদি বা আপনে তুমি দয়া-দিঠে চায়।
তবে সে নিস্তারে পাপী তোমার কৃপায় ॥ ৩০ ॥
এ বোল শুনিয়া তবে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা প্রভুর শুনিঞা চরিত ॥ ৩১ ॥
মুঞি মহাধমাধম মোরে হেন বোল।
মোর ছলে পাতকীর পরিত্রাণ কর ॥ ৩২ ॥
মোর ঠাঞি তার দোষ ঘুচিল সর্বথা।
প্রসন্ন হইলুঁ আমি ঘুচু তার ব্যথা ॥ ৩৩ ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু করে হরি-নাদ।
নিস্তারিল কুষ্ঠব্যাধি হৈল পরসাদ ॥ ৩৪ ॥
তথা গঙ্গাতীরে সেইক্ষণে কুষ্ঠব্যাধি।
পাইল শ্রীবাসকৃপা-পরম-ঔষধি ॥ ৩৫ ॥
দিব্যদেহ সেইক্ষনে হইল তাহার।
গৌরাঙ্গ বলিয়া ধায় আরতি-বিথার ॥ ৩৬ ॥
কোথা গেল গৌরচন্দ্র অন্তরের চান্দ।
এমন কে তারে' ভবব্যাধি মহা-আন্ধ ॥ ৩৭ ॥
এথা গৌরচন্দ্র শ্রীনিবাস-ঘর হৈতে।
কুষ্ঠব্যাধি দেখিবারে চলিলা তুরিতে ॥ ৩৮ ॥
পথে কুষ্ঠব্যাধি সনে হৈল দরশন।
ধরিয়া পড়িলা ভূমি প্রভুর চরণ ॥ ৩৯ ॥
তুলিয়া তাহারে প্রভু করিল আলিঙ্গনে।
ব্রহ্মার দুর্ল্ভ প্রেম দিলা সেইক্ষণে ॥ ৪০ ॥
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়াগড়ি যায়।
গদাধর-বন্ধু বলি' নাচিয়া বেড়ায় ॥ ৪১ ॥
সব ভক্ত আনন্দিত হৈল তা দেখিয়া।
চমৎকার হৈল দেখি' সকল নদিয়া ॥ ৪২ ॥
শুন সর্ব্বজন বিশ্বম্ভরের চরিত।
শুনিলে সে প্রেমভক্তি পাইবে তুরিত ॥ ৪৩ ॥
অতি অপরূপ এই নদিয়াপ্রকাশ।
শুনিতে আনন্দ ভোরা এ লোচনদাস ॥ ৪৪ ॥
তবে আর-একদিন প্রভু নৃত্য করে।
আছিল ত একজন ব্রাহ্মণ দুয়ারে ॥ ৪৫ ॥

হেনই সময়ে আইল আর এক ব্রাহ্মণ।
গৌরচন্দ্র নৃত্য করে—দেখিবারে মন ॥ ৪৬ ॥
দ্বারেতে যে ছিল তারে না দিল যাইতে।
দুঃখিত হইল বিপ্র না পাঞা দেখিতে ॥ ৪৭ ॥
দুঃখিত হইয়া বিপ্র নিজ ঘরে গেল।
আনন্দে নাচিল প্রভু—কিছু না জানিল ॥ ৪৮ ॥
তার-পর-দিনে প্রভু-গঙ্গাস্নান-কালে।
আচম্বিতে সেই দ্বিজ দেখিল প্রভুরে ॥ ৪৯ ॥
দেখিলেক গঙ্গাস্নানে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধদৃষ্টে চাহে বিপ্র—কাঁপে কলেবর ॥ ৫০ ॥
প্রভুকে দেখিয়া বোলে সক্রোধ বচন—।
তোর ঘরে গেলুঁ তোরে দেখিবারে মন ॥ ৫১ ॥
তোর নৃত্য দেখিবারে বড় ছিল সাধ।
পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এক তাতে দিল বাধ ॥ ৫২ ॥
না দিল যাইতে মোরে বাহির-দুয়ারে।
তেমনি বাহির তুমি হইবে সংসারে ॥ ৫৩ ॥
ইহা বলি' উপবীত ছিণ্ডিলেক ক্রোধে।
ক্রোধে অচেতন বিপ্র—নাহি পরবোধে ॥ ৫৪ ॥
দ্বারের বাহির কৈল—আমি নাহি সহি।
শাপ দিল—হও তুমি সংসারের বহি ॥ ৫৫ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু হরিষ অন্তর।
ব্রাহ্মণের শাপ মোরে বড় হৈল বর ॥ ৫৬ ॥
শাপ স্বীকার যবে কৈল ভগবান্।
শুনিঞা ব্রাহ্মণ ভয় পাইল বড় মন ॥ ৫৭ ॥
আমি কি করিব প্রভু যে বোলাইলে তুমি।
তুমি-সর্ব্ব-পরিপূর্ণ সর্ব্ব-অন্তর্যামী ॥ ৫৮ ॥
কুতর্কের গণ সব নিস্তার করিবে।
সন্ন্যাস করিয়া ত' সভারে প্রেম দিবে ॥ ৫৯ ॥
সন্ন্যাসী বলিলা 'গুরু' তোমারে বলিবে।
সেই নম্রভাবে প্রেম তা' সভারে দিবে ॥ ৬০ ॥
পরম চতুরশিরোমনি গৌরহরি।
বিলাইবে পূর্ব প্রেম-ভাণ্ডার উঘাড়ি ॥ ৬১ ॥
তোমার প্রতিজ্ঞা এই—ব্রহ্মাণ্ড ডুবাবে।
দুর্জ্জন সুজন সভা—কারে না রাখিবে ॥ ৬২ ॥

আমি সে বঞ্চিত হৈলু তোর প্রেম-বাণে।
কি হইবে মোর গতি পতিতপাবনে ॥ ৬৩ ॥
শুনি' প্রভু বোলে—শাপ নহে মোর বর।
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলে—নাহি তোর ডর ॥ ৬৪ ॥
শুনিঞা পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
তুলিয়া ত মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৬৫ ॥
প্রভু-আলিঙ্গনে বিপ্র প্রেমায় আকুল।
গরগর কৃষ্ণপ্রেমে হইলা তরল ॥ ৬৬ ॥
বিপ্রের মানসপূর্ণ ক'ল ভগবান্।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম তারে দিল দান ॥ ৬৭ ॥
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর।
বুঝিতে না পারে দুষ্ট-অন্তর পামর ॥ ৬৮ ॥
ইহা বলি' মহাপ্রভু অন্তর উল্লাসে।
গৌরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাসে ॥ ৬৯ ॥

মহাপ্রভুর বিবিধাবেশে প্রেম বিতরণ

কথাসার

শ্রীমন্মহাপ্রভু হরি-কীর্ত্তন এবং বরাহাবেশে সর্ব্বভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিলেন; অনন্তর শিব, শুক, নারদ ও সনকাদি ঋষিগণ যে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে ভগবানের আরাধনা করেন, সেই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞই সর্ব্বশাস্ত্রের সারমর্ম্ম, কলিযুগে এই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞই একমাত্র অবলম্বনীয়, এই ধর্ম্ম প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিবার জন্য সপার্ষদ গৌর-হরির অবতার, সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্য-প্রমুখ ভক্তবৃন্দকে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিতে আদেশ করিয়া নিজজন-সঙ্গে গোপীদিগের কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া আচার্য্য চন্দ্রশেখরের ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত নারদভাবাবেশে আবিষ্ট হইলেন, ভাবাবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বসমক্ষে গদাধর পণ্ডি-তের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তিনি যে ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি ভক্তবৃন্দের এবং লক্ষ্মীদেবীর আরাধ্যা শ্রীমতী রাধিকা ইহাও জ্ঞাপন করিলেন। ঠাকুর হরিদাসও তৎকালে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ নাম-প্রেম-সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপীভাবে রসাস্বাদন করিতে করিতে হঠাৎ ঐশ্বর্য্যভাবে প্রমত্ত হই-লেন। তৎকালে ভক্তগণ তাঁহাকে লক্ষ্মীরূপে দর্শন করিয়া লক্ষ্মীর স্তব করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু লক্ষ্মীর আবেশে স্বীয় দাস্যপ্রেম বিতরণ করিলেন, হেনকালে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'প্রভু' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু লক্ষ্মীভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরভাবাবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবে প্রেম বিতরণ করিলেন।

বিভাস রাগ—দিশা।

জয় জয় গৌরাঙ্গচান্দ
নদীয়া-উদয় কলিকালে ॥ মূর্চ্ছা ॥
না হারে আমার প্রভুর কথা শুন।
এ তিন ভুবন আলো কৈল যার গুণ ॥
না হারে গৌরাঙ্গচান্দের কথা শুন ॥
কি আরে হয় ॥ ধ্রু ॥
আর কথা কহি—শুন বড় অপরূপ।
নদীয়ানগরে নিতি নূতন কৌতুক ॥ ১ ॥
নিজঘরে বৈসে প্রভু আনন্দিত মন।
চৌদিকে বেড়িয়া বসে সব নিজজন ॥ ২ ॥
আচম্বিতে এক ধ্বনি উঠিল গগনে।
মধু দেহ বলি' ডাকে এ মেঘ নিঃস্বনে ॥ ৩ ॥
সেইক্ষনে ধরে প্রভু হলায়ুধ-রূপ।
নীলবসন শ্বেতপর্ব্বতস্বরূপ ॥ ৪ ॥
সুন্দর চরন আর পদ্মলোচনে।
আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে হৃষ্ট হৈলা মনে ॥ ৫ ॥
সর্ব্বজন-প্রেমদাতা প্রেম বিলসয়।
আপন আবেশ ধরি' নাচে মহাশয় ॥ ৬ ॥
হরিনাম গায় সব-নিজ-জন-সনে।
সেইমনে গেলা অদ্বৈত-মুরারীর স্থানে ॥ ৭ ॥
তথা গিয়া কহে প্রভু গদগদভাষ।
মধু দেহ দেহ বলি' অট্ট-অট্ট হাস ॥ ৮ ॥
দেহের বরণ যেন বাল-দীননাথ।
মধু দেহ দেহ বলি' ঘন পাতে হাথ ॥ ৯ ॥

তোয়পূর্ণ ভাজন ধরিয়া নিজ করে।
মধুপান করি' তোলে রসের উদ্গারে ॥ ১০ ॥
টলবল করি' নাচে প্রেমে মাতোয়াল।
হেউ-হেউ করি' তোলে রসের উদ্গার ॥ ১১ ॥
ক্ষণে পড়ে, ক্ষণে উঠে, ক্ষণে কান্দে হাসে।
অধর মিঠাই' ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাসে ॥ ১২ ॥
দেখিয়া সকল লোক করয়ে স্তবন।
'হলধর' বলি' কেহো ধরয়ে চরণ ॥ ১৩ ॥
তবে সেই মহাপ্রভু লীলা বলরাম।
কহয়ে অমৃত-কথা অতি অনুপাম ॥ ১৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণ নহিয়ে আমি—বলে হের সুখী।
অদ্ভুত সুপেয় মধু আনি' দেহ দেখি ॥ ১৫ ॥
সেইখানে এক দ্বিজ ছিল দাঁড়াইয়া।
ইহ মন্দ' বলি' ফেলে অঙ্গুলে ঠেলিয়া ॥ ১৬ ॥
অঙ্গুলি-ঠেলায় বিপ্র পড়ে বহুদূর।
লজ্জা সে পাইল বিপ্র ফেলিল ঠাকুর ॥ ১৭ ॥
প্রভাতে আবেশ ভেল সায়াহ্ন-সময়।
লীলাবলরাম ক্রীড়া করে মহাশয় ॥ ১৮ ॥
নরহরি পাদপদ্ম শিরের ভূষণ।
অন্য গোরাগুণ কহে এ দাস লোচন ॥ ১৯ ॥
তার পরদিনে শুন অপরূপ আর।
নাচয়ে ঠাকুর বলদেব ব্যবহার ॥ ২০ ॥
আচম্বিতে পরিতাপ করি' পাইল মোহ।
বলরাম-স্মরণে নয়নে বহে লোহ ॥ ২১ ॥
ভূমিতে লোটায় মহাপ্রভু মুক্তকেশ।
মুখে জল দেই সব-জন পায় ক্লেশ ॥ ২২ ॥
ক্ষণেকে হইল সংজ্ঞা গদাধর দেখি'।
কহিল কাতরবাণী ইঙ্গিত সে লখি ॥ ২৩ ॥
তুমি সে আমার বন্ধু প্রাণসম জানি।
তোর প্রেমে বশ আমি শুন দ্বিজমণি ॥ ২৪ ॥
তোর নাথ মুঞি হঙ—তুমি মোর প্রাণ।
গদাইর গৌরাঙ্গ বোলে কর অবধান ॥ ২৫ ॥
মোর যত ভাব—তোথে নহে অগোচর।
আমার অন্তরশক্তি তোর কলেবর ॥ ২৬ ॥
রাত্রিদিন মোর সঙ্গ তিলেক না ছাড়।
তোমা বিনে মোর কথা জানে কেবা দঢ় ॥ ২৭ ॥
মোর প্রিয় বন্ধু যত বৈষ্ণব যে জন।
আনহ সভারে—আমি দেখিব এখন ॥ ২৮ ॥
আজ্ঞা পাইয়া গদাধরপণ্ডিত সভারে।
আনিল আচার্য্যরত্ন-আদি যত আরে ॥ ২৯ ॥
আসিয়া দেখিল যত মহোত্তমজন।
বিভোর হইল সভে সজললোচন ॥ ৩০ ॥
কহিল আচার্য্যরত্ন মধুর বচন—।
কহনা আপনে বাপ ইহার কারন ॥ ৩১ ॥
শুনিয়া তাহার বাণী কহে বিশ্বম্ভর।
কহিতে না পারে—কণ্ঠ গদগদস্বর ॥ ৩২ ॥
অতি সুবিহ্বল কহে আধ-আধ-বোলে।
শ্বেতগিরি হলায়ুধ দেখিল মো কোলে ॥ ৩৩ ॥
সুবর্ণ শোণক সূর্য্যসম সব প্রভা।
ঝলমল করে অতি অলঙ্কার আভা ॥ ৩৪ ॥
কহিতে কহিতে প্রভু সেই পুনর্ব্বার।
বলদেব দেখি' শ্বেতপর্বত-আকার ॥ ৩৫ ॥
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভররায়।
সেইমতে তদাবেশে পুনঃ নাচে গায় ॥ ৩৬ ॥
সকল বৈষ্ণবজন আনন্দে বিহ্বল।
বলরাম-প্রেমে সভে করে টলবল ॥ ৩৭ ॥
আনন্দে ভরল সভার দিগ্‌বিদিকে।
দুইদিন ভেল প্রভুর আবেশ না ভাঙ্গে ॥ ৩৮ ॥
তবে তারপর-দিনে নৃত্যের সময়।
চৌদিকে বেঢ়িল সব ভক্ত মহাশয় ॥ ৩৯ ॥
পদতল-তালে মহী টলবল করে।
ঢুলায় অরুণ আঁখি—আধ-আধ বোলে ॥ ৪০ ॥
মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর।
চলিতে না পারে—প্রেমে ভৈগেল নির্ভর ॥ ৪১ ॥
হেন পহুঁ আবেশ—অবশ তেন সঙ্গী।
নাচয়ে বিহ্বল বলরাম-রঙ্গে রঙ্গী ॥ ৪২ ॥
নাচিতে গাইতে ভেল সায়াহ্ন-সময়।
আচম্বিতে বয়ানে বারুণীগন্ধ কয় ॥ ৪৩ ॥

বারুণীর দিব্যগন্ধে ভেল আমোদিত।
চৌদিকে নেহারে লোক হৈয়া চমকিত ॥ ৪৪ ॥
দশদিগ্ আমোদিত বারুণীর গন্ধে।
মাতল ভকত অতি প্রেম-উনমাদে ॥ ৪৫ ॥
হেনকালে শ্রীবাসপণ্ডিত দ্বিজবর্য্য।
দেখিলেন—শুন তার অনুভাব কার্য্য ॥ ৪৬ ॥
আচম্বিতে দিব্য দিব্য পুরুষরতন।
সেইখানে দিব্য-বেশে হৈল উপসন্ন ॥ ৪৭ ॥
কারো এক কর্ণে পদ্ম—কমল-লোচন।
এক যে কুণ্ডল কর্ণে—নীলিম বসন ॥ ৪৮ ॥
পীত বস্ত্র—পাগড়ী বান্ধিয়া লটপটী।
কহিতে না পারি রূপ বেশ পরিপাটী ॥ ৪৯ ॥
বনমালী নাম এক ব্রাহ্মণ তথাই।
কহিব তাহার কথা—শুন সব তাই ॥ ৫০ ॥
দেখিলেক কাঞ্চন-নির্ম্মিত কলেবর।
রত্ন-বিভূষিত যেন সুমেরু-শিখর ॥ ৫১ ॥
দেখি' অতি হৃষ্ট মন তনু পুলকিত।
দেখিয়া সকল লোক ভেল চমকিত ॥ ৫২ ॥
হলায়ুধ-বেশে নাচে তিন-লোক নাথ।
সকল ভকত মেলি' নাচে তার সাথ ॥ ৫৩ ॥
অন্তরীক্ষে দেবগন হরষিত-মনে।
সন্তোষহৃদয়ে গেল নিজ নিজ স্থানে ॥ ৫৪ ॥
এইমনে গোঙাইয়া সব দিবানিশি।
সুরনদীস্নানে প্রভু যায় হাসি' হাসি' ॥ ৫৫ ॥
সকল বৈষ্ণবগণ করি' এক-মেলে।
করয়ে মার্জ্জন-স্নান সুরনদীজলে ॥ ৫৬ ॥
নিজজন-সঙ্গে পহুঁ হাস পরিহাসে।
কৌতুকে করয়ে ক্রীড়া তা'সভার সঙ্গে ॥ ৫৭ ॥
স্নান সমাধিয়া প্রভু উঠিল সত্বর।
প্রভু নমস্করি সভে গেলা নিজঘর ॥ ৫৮ ॥
নিজালয় গিয়া প্রভু আছে মহাসুখে।
প্রভাতে আইলা সভে প্রভুর সম্মুখে ॥ ৫৯ ॥
কহিলা ত মহাপ্রভু শুন এক বাণী।
গদগদ্ কহিতে বেকত আধখানি ॥ ৬০ ॥
বরাহঠাকুর মোরে আলিঙ্গন দিল।
হলায়ুধ মোর হিয়া প্রবেশ করিল ॥ ৬১ ॥
নয়ানে অঞ্জন মোর মুরলীবদন।
কহিল অমৃত কথা—শুন নিজজন ॥ ৬২ ॥
কহিল ত মহাপ্রভু শ্রীবাস দেখিয়া।
মোর বাঁশী দেহ—চাহে শ্রীহস্ত পাতিয়া ॥ ৬৩ ॥
তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর।
কহিল তাঁহারে তেঁহ ভক্ত সুচতুর ॥ ৬৪ ॥
শুন শুন মহাপ্রভু এই তোর ঘরে।
রাখিল ভীষ্মক-কন্যা মুরলী তোমারে ॥ ৬৫ ॥
কপাট লাগিল রাত্রে ঘরের দুয়ারে।
এখনি পাইবা বাঁশী—কহিল তোমারে ॥ ৬৬ ॥
এই মনে ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ-কৌতুক।
নদীয়া-বিহার এই বড় অপরূপ ॥ ৬৭ ॥
যে যে জানে কৃষ্ণরস—সে জানে মরম।
নদীয়া-বিহার-কথা যত বড় ধন ॥ ৬৮ ॥
যে না জানে—তারে আমি করিয়ে বিনতি।
হেলা না করিহ—দেহ গোরাগুণে মতি ॥ ৬৯ ॥
মন দিয়া চাহ ভাই কি আছে ইহাতে।
ত্রিজগত-নাথ কৃষ্ণ লাগি' পাবে হাথে ॥ ৭০ ॥
না ভজিলে 'নাহি নাহি নাহিক নিস্তার'।
এ লোচন দাস ইহা বোলে বারবার ॥ ৭১ ॥
তার-পর-দিনে প্রভু বসি' দিব্যাসনে।
কহিতে লাগিলা কিছু সব ভক্তগণে ॥ ৭২ ॥
মোর এই সংকীর্ত্তন যজ্ঞের মহিমা।
সর্ব শাস্ত্রে কহে ইহার মহিমা গরিমা ॥ ৭৩ ॥
সর্বধর্ম্মসার এই সংকীর্ত্তন ধর্ম।
বিশেষ জানিবে কলিযুগে এই কর্ম ॥ ৭৪ ॥
পঞ্চম সে বেদ হৈতে প্রকাশ ইহার।
শিব তেঁই পঞ্চমুখে গায় অনিবার ॥ ৭৫ ॥
নারদ বীণায় গাই বুলয়ে নাচিয়া।
শুক-সনকাদি ভক্ত বুলয়ে গাইয়া ॥ ৭৬ ॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এই বেদ লঞা।
গোপী সঙ্গে নাচি বুলে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৭৭ ॥

নিত্য বৃন্দাবনে স্থিতি পঞ্চম জানিবে।
তেঞি শিব গান করে মহাপ্রেমভাবে ॥ ৭৮ ॥
তথাপি গাইয়া শিব ওর না পাইল।
হেন বেদ কলিযুগে প্রকাশ হইল ॥ ৭৯ ॥
গানে যেই করে সেই প্রবোধ হইয়া।
গানরূপে বেদের উচ্চারে মহাদয়া ॥ ৮০ ॥
সব-লোক-কর্ণ-গর্ত্ত-কুণ্ড-পরিসর।
জিহ্বা—স্রুব, ধ্বনি-রস—ঘৃত মনোহর ॥ ৮১ ॥
অন্তরে প্রবিষ্ট হঞা ভাব-অগ্নি জ্বালে।
অগ্নি-শিক্ষা—পুলকাশ্রু, কম্প কলেবরে ॥ ৮২ ॥
সর্বপাপে মুক্ত হৈয়া সব জন নাচে।
সালোক্যাদি মুক্তি তার ফিরে পাছে পাছে ॥৮৩॥
কদাচ না দেখে সেই নয়ানের কোণে।
নাচিয়া বুলয়ে কৃষ্ণ-রস-আস্বাদনে ॥ ৮৪ ॥
সে যজ্ঞ বেঢ়িয়া রহে বৈষ্ণব আচার্য্য।
জানিবে কীর্ত্তন-যজ্ঞ—সর্বযজ্ঞ-আর্য্য ॥ ৮৫ ॥
ইহাতে জন্মিল এই প্রেম মহাধন।
ইহার গৃহস্থ—নিত্যানন্দ-আবরণ ॥ ৮৬ ॥
গদাধরপণ্ডিত এই প্রেমের গৃহিণী।
এই তত্ত্ব জানিবে সকল ভক্তমণি ॥ ৮৭ ॥
অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি আমারে আনিঞা।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ স্থাপে' সুদৃঢ় হইয়া ॥ ৮৮ ॥
শ্রীনিবাস-নরহরি-আদি ভক্তগন।
তো'সভারে লঞা মোর যজ্ঞের স্থাপন ॥ ৮৯ ॥
এই যজ্ঞ কলিকালে দেহ ঘরে ঘরে।
তরুক সকল লোক পতিত পামরে ॥ ৯০ ॥
এ বোল শুনিঞা ভক্ত কান্দিয়া কান্দিয়া।
প্রভুর চরনে পড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া ॥ ৯১ ॥
সভারে করিলা কোলে গৌর ভগবান্।
শুনি আনন্দিত কথা এ লোচন গান ॥ ৯২ ॥

———

বরাড়ি রাগ—ধূলা খেলা-জাত ॥

আর অপরূপ কথা, শুন গোরা-গুন গাথা,
লোক-দেব-অগোচর বাণী।
আবেশের বশে করে, ভক্তিযোগ-পরচারে,
করুণাবিগ্রহ গুণমনি ॥ ৯৩ ॥
শুন কথা মন দিয়া, আন-কথা তেয়াগিয়া,
আর সব কহিবার বেলা।
নিজজন সঙ্গে করি, শ্রীল বিশ্বম্ভর হরি,
শ্রীচন্দ্রশেখর-বাড়ী গেলা ॥ ৯৪ ॥
কথা-পরসঙ্গে কথা, গোপিকার গুণগাথা,
কহিতে সে গদগদ ভাস।
অরুণ বয়ান ভেল, দুনয়ানে ঝরে নীর,
রসাবেশে রসের প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥
কমলা যাহার পদ, সেবা করে উনমত,
হেন প্রভু গোপিকার তরে।
পরসঙ্গে হয় ভোরা, হেন ভক্তি কৈল তারা,
কথা মাত্র সে আবেশ ধরে ॥ ৯৬ ॥
তবে বিশ্বম্ভর হরি, গোপিকার বেশ ধরি,
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য-ঘরে।
নাচয়ে আনন্দ ভোলা, শ্রীবাস হেনই বেলা,
নারদ-আবেশ ভেল তারে ॥ ৯৭ ॥
প্রভুরে প্রণাম করে, বিনয়-বচন বোলে,
'দাস' করি' জানিহ আমারে।
এমন কহিয়া বাণী, তবে সেই মহামুনি,
গদাধর-পণ্ডিতেরে বোলে ॥ ৯৮ ॥
শুনহ গোপিকা তুমি, যে কিছু কহিয়ে আমি,
তোর পূর্বকথা কিছু জান।
অপূর্ব কহিয়ে আমি, জগতে দুর্ল্লভ তুমি,
তোর কথা শুন সাবধান ॥ ৯৯ ॥
শুন তো-সভার কথা, আমি কহি গুণগাথা,
গোকুলে জন্মিলা জনে জনে।
ছাড়ি' নিজ পতিব্রত, সেবা কৈল অবিরত,
অভিমত পাঞা বৃন্দাবনে ॥ ১০০ ॥
প্রধান প্রকৃতি তুমি, কৃষ্ণশক্তি রাধা তুমি,
কি জানি তা কহিবারে আমি ॥
রমণীর শিরোমনি, কৃষ্ণপ্রেম-সোহাগিনী,
তোর তত্ত্ব কি বলিতে জাসি ॥ ১০১ ॥

ঐছন করিলে ভক্তি, কেহো নহে সমযুক্তি,
পরম নিগূঢ় তিন লোকে।
ব্রহ্মা, মহেশ্বর, দেবা, লখিমী অনন্ত কিবা,
তাকে ধিক্ পরসাদ তোকে ॥ ১০২ ॥
প্রহ্লাদ-নারদাদিক, সনাতন আদি শুক,
না জানয়ে তোর ভক্তি-লেশ।
ত্রৈলোক্য-লখিমী-পতি, চাহে তোর পীরিতি,
স্ব-অঙ্গে ধরয়ে বর-বেশ ॥ ১০৩ ॥
লখিমী যাহার দাসী, তোর প্রেম প্রতি-আশী,
হৃদয়ে ধরয়ে অনুরাগ।
সকল-ভুবনপতি, ভুলাইল সে পীরিতি,
ধনি ধনি তোঁহারি সোহাগ ॥ ১০৪ ॥
তোরা সে জানিল তত্ত্ব, প্রভু-মর্ম্ম-মহত্ত্ব,
পীরিতি বান্ধিলি ভালমতে।
উদ্ধব-অক্রূর-আদি সভে তোর পদসেবী,
অনুগ্রহ না ছাড়িহ চিতে ॥ ১০৫ ॥
এতেক কহিল বাণী, শ্রীনিবাস দ্বিজমণি,
শুনি আনন্দিত সবজন।
সকল বৈষ্ণব মিলি', সভে করে কোলাকুলি,
দেখি' বিশ্বম্ভরের চরণ ॥ ১০৬ ॥
নাচয়ে আনন্দে ভোরা, প্রেমে গরগর তারা,
হেনকালে আইলা হরিদাস।
দণ্ড এক করি' করে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া বোলে,
গুণ-গায় পরম উল্লাস ॥ ১০৭ ॥
হরিগুণ-সংকীর্ত্তন, কর ভাই অনুক্ষণ,
ইহা বলি অট্ট-অট্ট হাসে।
হরিগুণগানে ভোরা দুনয়ানে বহে ধারা,
আনন্দে ফিরয়ে চারি-পাশে ॥ ১০৮ ॥
শুনি হরিদাস-বাণী, সকল বৈষ্ণবমণি,
অমৃতে সিঞ্চিলা সব গা।
হরষেতে নাচে গায়, মাঝে নাচে গোরারায়,
কান্দিয়া ধরয়ে রাঙ্গা পা ॥ ১০৯ ॥
তবে সর্ব্বগুণধাম, অদ্বৈত-আচার্য্য নাম,
আইলা সব বৈষ্ণবের রাজা।

রূপে আলোকিত মহী, সম্মুখে দাণ্ডায়া চাহি,
প্রভু-অংশে জন্ম মহাতেজা ॥ ১১০ ॥
হরিহরি বলি' ডাকে, চমক লাগিল লোকে,
আনন্দে নাচয়ে প্রেমভরে।
পুলকিত সব গা, আপাদ-মস্তকযা,
প্রেমবারি দুনয়ানে ঝরে ॥ ১১১ ॥
বিশ্বম্ভর-শ্রীচরণে, নেহারই ঘনে ঘনে,
হুহুঙ্কার মারে মালসাট।
সকল বৈষ্ণব মিলি', প্রেমের পসার ডালি,
পসারিল অপরূপ হাট ॥ ১১২ ॥
সকল বৈষ্ণবগণে, অতি আনন্দিত মনে,
প্রেমের সাগরে দিল ডুব।
সকল বৈষ্ণব মিলি', আপনে শ্রীগৌর-হরি,
প্রকাশয়ে সংসারের সুখ ॥ ১১৩ ॥
এখনে কহিব শুন, সাবধানে সবজন,
গোপিকা আবেশ-বশ প্রভু।
হৃদয়ে কাঁচিল ধরে, শঙ্খ-কঙ্কণ করে,
দুটি আঁখি রসে ডুবুডুবু ॥ ১১৪ ॥
পট্ট সে বসন পরে, নূপুর চরণে ধরে,
মুঠে পাই ক্ষীন মাঝখানি।
রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা দিবার কাঁহে,
গোপীবেশে ঠাকুর আপনি ॥ ১১৫ ॥
অলৌকিক অঙ্গতেজে, বায়ু বহে মলয়জে,
তঁহি নব মালতীর মালা।
সুমেরুশিখরে যেন, সুরধুনী-জল হেন,
গোরা-অঙ্গে বহে দুই ধারা ॥ ১১৬ ॥
সকল বৈষ্ণব-মাঝে, নাচে মহানটরাজে,
রসের আবেশে ভাব ধরে।
এমন করিতে পুন, লখিমী পড়িল মন,
সে আবেশে গেলা দেব ঘরে ॥ ১১৭ ॥
ঘরে সান্ধাইল আর্ত্তে, দিব্য চতুর্ভুজ-মূর্ত্তে,
দেখি' দাণ্ডাইল তার কাছে।
আধ-নয়ানে চায়, আধ-পদ চলি' যায়,
বসনে ঢাকিল আঁখি পাছে ॥ ১১৮ ॥

তবে সব নিজজনে, পড়ি তার শ্রীচরণে,
বিনয়-বচনে করে স্তুতি।
শ্রী-স্তব পঢ়ে কেহো, আনন্দে বিভোর সেহো,
বর মাগে—দেহ প্রেমভক্তি ॥ ১১৯ ॥
সর্ব্বজন স্তব করে, শুনি, সেই সেইকালে,
আত্মাশক্তি পড়ি' গেল মনে।
সেই ত আবেশ ধরে, সর্ব্বজন চমৎকারে,
স্তব পঢ়ে কত সুরগণে ॥ ১২০ ॥
তবে স্তব কৈল সভে, সুরকৃত মহাস্তবে,
তুষ্ট হঞা বোলে আত্মাশক্তি।
দেবতা আসনে বসি, কহে লহু লহু হাসি,
দেখিবারে আইলুঁ প্রেমভক্তি ॥ ১২১ ॥
তো-সভার নৃত্যগীতে, আইলুঁ দেখিবার চিতে,
কহিলু আপন অভিলাষ।
এ বোল শুনিয়া পুনঃ, কহে সেই সব জন,
নিজভক্তি কর পরকাশ ॥ ১২২ ॥
এ বর মাঙ্গিল যবে, আত্মাশক্তি বোলে তবে,
শুন শুন শুন সবজনে।
আমি চণ্ডি পরচণ্ড, তোমারও হবে দণ্ড,
এই বর দিল সর্ব্বজনে ॥ ১২৩ ॥
এ বোল শুনিঞা তবে, পরণাম করে সভে,
দণ্ডবৎ ভুমিতে পড়িয়া।
তবে সেই ঈশ্বরী, হরিদাস করে ধরি',
কোলে বসাইল সে হাসিয়া ॥ ১২৪ ॥
বসিয়া তাহার কোলে, হরিদাস ঘন দোলে,
পাঁচ-বরিষের যেন শিশু।
আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে, আনন্দিত সবজনে,
হরিষ পাইল পক্ষ পশু ॥ ১২৫ ॥
এইক্ষণে একজন, কহেন এই বচন,
মুরারীকে চাহ দয়া-দিঠি।
এ তোমার নিজদাস, এ বোল শুনিঞা হাস,
অমিয়া-অধিক মহু মিঠি ॥ ১২৬ ॥
নয়ান করুণাজলে, প্রেম ছলছল করে,
করুণ অরুণ মুখচন্দ্র।
হেনকালে শচীদেবী, আপনে শ্রীপাদসেবী,
প্রেমানন্দে ভেল পরতন্ত্র ॥ ১২৭ ॥
তবে সেই কাত্যায়নী, সর্ব্বজন কাছে আনি,
নিজ সুত করি হেন মানে।
মাতৃস্নেহ করে লোকে, সর্ব্বজন দেখি' তাকে,
প্রেমজলে ভরে দু-নয়ানে ॥ ১২৮ ॥
হেনকালে সেইক্ষণে, আসি' এক ব্রাহ্মণে,
প্রভু বলি' ডাকি উচ্চনাদে।
আর্ত্তজন-আর্ত্তি দেখি', ছলছল করে আঁখি,
ভৈগেল ঈশ্বর উন্মাদে ॥ ১২৯ ॥
আপনি ঈশ্বর হঞা, নিজপ্রেম প্রকাশিঞা,
নিজগুণে করে ঠাকুরাল।
সবজন বেরি বেরি, দণ্ডপরণাম করি',
দেখি' ঈশ্বর-আবেশ পুনর্ব্বার ॥ ১৩০ ॥
এই মনে সব নিশে, গোঙাইয়া রসাবেশে,
প্রভাতে চলিলা নিজঘরে।
যত জন সঙ্গে যায়, দেখে যেন গোরারায়,
কেবল প্রচণ্ড দণ্ড ধরে ॥ ১৩১ ॥
হেনমতে গৌরহরি, করুণা প্রকাশ করি,
অখিল ভুবনে এককর্ত্তা।
করুণাকারন আসি' দীনভাব পরকাশি',
আপি করে পৃথিবীর চিন্তা ॥ ১৩২ ॥
হেন অপরূপ কথা, শুনিঞা সংসার-ব্যথা,
না ঘুচয়ে যাহার অন্তরে।
না ঘুচিব কোনকালে, যে ইথি সংশয় ধরে,
তারে ধিক্ নাহিক পামরে ॥ ১৩৩ ॥
যুক্তি অনুভব শাস্ত্র, তিনে কহ এইমাত্র,
সাক্ষাতে না দেখি পরচার।
বিচার না করে ইহা, না ছিল সে হৈলসিয়া,
কেমনে তার হইব নিস্তার ॥ ১৩৪ ॥
গোরা-অবতার হেন, করুণা প্রকাশ যেন,
নাহি হয় না হইব আর।
যে বলু সে বলু লোকে, অনুভব কহি তাকে,
মনে মনে করুক বিচার ॥ ১৩৫ ॥

এইমাত্র মোর চিন্তা, অন্তরে অন্তর-ব্যথা,
হেন অবতার যায় পাছে।
তা লাগি' কান্দয়ে হিয়া, কাহারে কহিব ইহা,
গুণ গায় এ লোচন দাসে ॥ ১৩৬ ॥

———

সন্ন্যাসের পূর্ব্বাবস্থা

কথাসার

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রশ্নে চারিযুগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া কলিযুগে নাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মের শক্তিহীনতা প্রকাশ করিয়া ব্রজভাবে কোথায় বৃন্দাবন, কোথায় ললিতা, কোথায় গোবর্দ্ধন বলিয়া ব্যাকুল হইলেন। অনন্তর মুরারীর কথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় বৈষ্ণব-সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে বিহার করিতে লাগিলেন, পরে একদিন মাতার নিকট স্বপ্নে সন্ন্যাসমন্ত্র প্রাপ্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহে কেশব ভারতীর আগমন হইলে প্রভু তাঁহাকে যথেষ্ট সৎকার করিলেন। সন্ন্যাসি-দৃষ্টে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহভাব প্রবল হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, ভক্তগণ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার ভাবি বিরহাশঙ্কায় অতীব কাতর হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে প্রভু তাঁহাদের নিকট মানব-জীবনের কর্ত্তব্যতা, সংসার সুখের হেয়ত্ব কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

রবাড়ি—রাগ।

মোর প্রাণ আরে গোরাচান্দ নারে হয় ॥ ধ্রু ॥
কহিব অপূর্ব কথা লোক-অগোচর।
কভু নাহি দেখি শুনি জগত-ভিতর ॥ ১ ॥
তিলেক সন্দেহ কেহো কর জানি' চিতে।
প্রকাশ করিল প্রভু সব-লোক-হিতে ॥ ২ ॥
চন্দ্রশেখরের বাড়ী নাচিয়া গাহিয়া।
ঘরেতে আইলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া ॥ ৩ ॥
আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য।
তাহার বাড়ীর কথা কহিব আশ্চর্য্য ॥ ৪ ॥
নাচিয়া আইল প্রভু—তাহার ছটাকে।
উদয় করিল যেন চান্দ লাখে লাখে ॥ ৫ ॥
অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক।
চাহিতে না পারি যেন চৌদিকে তড়িত ॥ ৬ ॥
হৃদয়-আহ্লাদ করে—দেখি' হেন সাধ।
আঁখি মেলিবারে নারি—তেজে করে আঁধ ॥ ৭ ॥
চমক লাগিল সে নদিয়াপুর-জনে।
কিবা অপরূপ সে দেখিল এতদিনে ॥ ৮ ॥
আসিয়া বৈষ্ণবজনে পুছে সবজন।
কি জান সন্দর্ভ-কথা কহনা কথন ॥ ৯ ॥
সকল বৈষ্ণব বোলে—আমরা কি জানি।
নাচিয়া আইল বিশ্বম্ভর গুণমণি ॥ ১০ ॥
এই মাত্র জানি, কিছু না জানিয়ে আর।
লোক-বেদ-অগোচর চরিত্র উহার ॥ ১১ ॥
সাত-দিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তেজোরাশি।
তেজের ছটায় নাহি জানি দিবানিশি ॥ ১২ ॥
নিত্যই নূতন অতি আনন্দের কর্ম্ম।
প্রকাশয়ে শচীসুত করুণার ধর্ম্ম ॥ ১৩ ॥
তার-পর-দিনে শ্রীনিবাস দ্বিজবর।
পুছয়ে ঠাকুর-আগে হৃদয় উত্তর ॥ ১৪ ॥
কলিযুগে হরিনামগুণ-সংকীর্ত্তন।
পূর্ণ ফল বোলে কেনে আর যুগে ন্যূন ॥ ১৫ ॥
শুনিঞা ঠাকুর কহে—শুন শ্রীনিবাস।
ভাল কথা শুধাইলে—কহিব বিশেষ ॥ ১৬ ॥
সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম ধ্যানমাত্র সাধি'।
ত্রেতায় সাধয়ে যজ্ঞধর্ম উদারধী ॥ ১৭ ॥
দ্বাপরে কৃষ্ণের পূজা কহিল এ মর্ম।
কলিযুগে শক্ত কেহো নহে এই কর্ম ॥ ১৮ ॥
আপনে ঠাকুর নামরূপী ভগবান্।
কলিযুগে সর্ব শক্তিময় হরিনাম ॥ ১৯ ॥
সত্য আদি তিনযুগে যত মহাজন।
ধ্যান যজ্ঞার্চ্চনাবিধি সেবে নারায়ণ ॥ ২০ ॥
পাপ কলিযুগে লোক দুরন্তচরিত।
এই ত কারণে দয়া ভেল বিপরীত ॥ ২১ ॥

আপনে ঠাকুর নিজ সংকীর্ত্তনরূপে।
অনায়াসে সর্বসিদ্ধি সাধি' কলিযুগে ॥ ২২ ॥
সত্য আদি যুগে যাহা সাধি' মহাদুখে।
প্রভুর কৃপাতে সুখে সাধি কলিযুগে ॥ ২৩ ॥
নরহরি-পাদপদ্ম করি' শিরোপরি।
কহয়ে লোচনদাস গৌরাঙ্গমাধুরী ॥ ২৪ ॥
এই মতে আনন্দে সানন্দে দিন যায়।
আচম্বিতে দেখ উঠে প্রভুর হিয়ায় ॥ ২৫ ॥
নারিল নারিল এথা থাকিবারে আমি।
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবনভূমি ॥ ২৬ ॥
কতি মোর কালিন্দী, যমুনা, বৃন্দাবন।
কতি মোর বহুলা, ভাণ্ডীর, গোবর্দ্ধন ॥ ২৭ ॥
কতি গেলা আরে মোর ললিতাদি রাধা।
কতি গেলা আরে মোর এ নন্দ, যশোদা ॥ ২৮ ॥
শ্রীদাম, সুদাম মোর রহিলা কোথায়।
ধবলী সাঙলী বলি' অনুরাগে ধায় ॥ ২৯ ॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ করে করুণা করিয়া।
ফুকরি ফুকরি কান্দে চৌদিকে চাহিয়া ॥ ৩০ ॥
এ ভব-সংসার কাল কেমনে ছাড়িব।
সে নন্দ-নন্দন-পদ কোথা গেলে পাব ॥ ৩১ ॥
ইহা বলি' ছিন্দিল গলার উপবীত।
কৃষ্ণের বিরহে দুঃখ ভেল বিপরীত ॥ ৩২ ॥
হরিহরি বলি' ডাকে—ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।
অশ্রুধারা গলে—কিছু না কহে বিশেষ ॥ ৩৩ ॥
পুলকে পূরিত অঙ্গ অরুণ বরণ।
দেখিয়া মুরারী কিছু কহয়ে বচন—॥ ৩৪ ॥
শুন শুন মহাপ্রভু গৌর ভগবান্।
তোমারে অশক্য কিছু নাহি পরিণাম ॥ ৩৫ ॥
থাকিতে চলিতে তুমি পারহ সর্বথা।
তথাপি আমার বোলে না দিবে অন্যথা ॥ ৩৬ ॥
তুমি যদি এখনে চলিবে দেশান্তর।
স্বতন্ত্র হইব সব বৈষ্ণব-অন্তর ॥ ৩৭ ॥
স্বতন্ত্রে করিব কার্য্য যার মনে লয়।
পুনঃ প্রবেশিব সভে সংসার-আলয় ॥ ৩৮ ॥
যতেক করিলে নাথ কিছুই না হৈল।
নিশ্চয় করিয়া এই তোমারে কহিল ॥ ৩৯ ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু নিঃশবদে রহি।
খণ্ডিতে নারিলেন মুরারী যাহা কহি ॥ ৪০ ॥
তবে আর কথোদিন গেল ত কৌতুকে।
নয়ান ভরিয়া দেখে নদীয়ার লোকে ॥ ৪১ ॥
জননীর হৃদয় নয়ন স্নিগ্ধ করি'।
বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে ক্রীড়া করে গৌরহরি ॥ ৪২ ॥
স্বজন-বান্ধব-সঙ্গে আছে মহাসুখে।
সভার সন্তোষ যত আছে নবদ্বীপে ॥ ৪৩ ॥
সকল-বৈষ্ণব-সনে কীর্ত্তন-বিলাস।
পুরনারীগণ দেখি' ফেলায় হাবাস ॥ ৪৪ ॥
ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত রূপ—তাহে নাগরিমা।
বিনোদ-বিলাস-লীলা লাবণ্যের সীমা ॥ ৪৫ ॥
আর তাহে ঝলমল অলঙ্কার-শোভা।
স্কন্ধ-বিলম্বিত-কেশে মালতীর গাভা ॥ ৪৬ ॥
চন্দনতিলক পরিপাটী মনোহর।
রক্তপ্রান্ত বাস—বেশ ত্রৈলোক্য-সুন্দর ॥ ৪৭ ॥
নিজ পরিজন আর পুরজন সব।
সবেই দেখয়ে যার যেই অনুভব ॥ ৪৮ ॥
হেনমতে নিজজন-সঙ্গে আছে পহুঁ।
স্বপ্ন কহে সভাকারে হাসি, লহু লহু ॥ ৪৯ ॥
শুন সর্বজন স্বপ্ন দেখিল রজনী।
আচম্বিতে মোর ঠাঁই আইলা দ্বিজমণি ॥ ৫০ ॥
মোর কর্ণে কহিল সন্ন্যাস-মন্ত্র এক।
এখন আমার মনে আছে পরতেক ॥ ৫১ ॥
যাবৎ হৃদয়ে মোর প্রবেশিল মন্ত্র।
সে অবধি মোর হিয়া না হয় স্বতন্ত্র ॥ ৫২ ॥
কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয়প্রাণনাথ।
তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কাজ ॥ ৫৩ ॥
ইন্দ্রনীলমনি জিনি পরমসুন্দর।
মোর বক্ষঃস্থলে বসি' হাসে নিরন্তর ॥ ৫৪ ॥
শুনিঞা মুরারীগুপ্ত কহিল উত্তর—।
সে মন্ত্রের ষষ্ঠীসমাস তুমি কর ॥ ৫৫ ॥

এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিল বচন—।
তোমার বচনে মোর স্থির নহে মন ॥ ৫৬ ॥
যত স্থির করি—তত উঠয়ে রোদন।
না বলিহ মোরে কিছু—শুনহ বচন ॥ ৫৭ ॥
শব্দ-শক্তি করে হেন—কি করিব আমি।
লঙ্ঘিতে না পারি পুনঃ যত কহ তুমি ॥ ৫৮ ॥
এ বোল শুনিয়া সভে অন্তর চিন্তিত।
কহয়ে লোচনদাস হৃদয় ব্যথিত ॥ ৫৯ ॥
আর কথোদিনে শ্রীকেশবভারতী।
আইলা সন্ন্যাসী-বর অতি শুদ্ধমতি ॥ ৬০ ॥
মহাতেজ ন্যাসিবর মহাভাগবত।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কত পুণ্যের পর্ব্বত ॥ ৬১ ॥
আচম্বিতে আসিয়া দেখিলা বিশ্বম্ভর।
বিশ্বম্ভর দেখি হৃষ্ট হৈলা ন্যাসিবর ॥ ৬২ ॥
উঠিয়া ঠাকুর করে চরন-বন্দন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রেমে ঝরে দুনয়ন ॥ ৬৩ ॥
প্রভু-অঙ্গ নিরখিয়ে সেই ন্যাসিরাজ।
মহাবুদ্ধি ন্যাসিবর বুঝিলেন কাজ ॥ ৬৪ ॥
কেশবভারতীগোসাঞি কহিল বচন—।
তুমি শুক প্রহ্লাদ কি—হেন লয় মন ॥ ৬৫ ॥
এ বোল শুনিঞা পুন প্রভু বিশ্বম্ভর।
কান্দয়ে দ্বিগুন ঝরে নয়নের জল ॥ ৬৬ ॥
তবে পুনঃ কহে ন্যাসী বিস্মিত হইয়া।
অনুমান করি মনে নিশ্চয় করিয়া ॥ ৬৭ ॥
তুমি প্রভু ভগবান্—জানিল নিশ্চয়।
সর্ব্ব-লোক-প্রান তুমি—নাহিক সংশয় ॥ ৬৮ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু করয়ে রোদন।
কতদিনে পাব আমি কৃষ্ণের চরন ॥ ৬৯ ॥
তোর কৃষ্ণে অনুরাগ অতি বড় হয়।
তে কারনে যথাতথা দেখ কৃষ্ণময় ॥ ৭০ ॥
কতদিনে কৃষ্ণ মুঞি দেখিবারে পাব।
তোমার এমন বেশ কবে মোর হব ॥ ৭১ ॥
কৃষ্ণের উদ্দেশে মুঞি দেশেদেশে যাব।
কোথা গেলে প্রাণনাথ কৃষ্ণ মুঞি পাব ॥ ৭২ ॥
সন্ন্যাসীর বেশ্ত কথা কহি বিশ্বম্ভর।
দণ্ডবৎ হঞা প্রভু যান নিজঘর ॥ ৭৩ ॥
শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু কহিল উত্তর।
সন্ন্যাসীকে লঞা তুমি যাহ নিজঘর ॥ ৭৪ ॥
প্রভুর বচন শুনি শ্রীবাস ঠাকুর।
সন্ন্যাসী লইয়া ভিক্ষা দিলেন প্রচুর ॥ ৭৫ ॥
ভিক্ষা করি সে-দিন বঞ্চিয়া ন্যাসিবর।
যথাস্থানে প্রভাতে চলিলা যতীশ্বর ॥ ৭৬ ॥
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস প্রভুর নিকটে।
সন্ন্যাসি-বিজয়-কথা কহে করপুটে ॥ ৭৭ ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু কাতর-অন্তর।
সন্ন্যাসিকে মনে করি গেলা নিজঘর ॥ ৭৮ ॥
ঘরে গিয়া মনে মনে অনুমান করি।
দঢ়াইলা—সন্ন্যাস করিব গৌরহরি ॥ ৭৯ ॥
ইঙ্গিত-আকারে তাহা বুঝিলা মুকুন্দ।
প্রভু রাখিবারে করে প্রকার-প্রবন্ধ ॥ ৮০ ॥
আইলেন—যথা আছে সব ভক্তগণ।
কাঁদিয়া কহিল সব ভক্তের চরণ ॥ ৮১ ॥
শুন শুন সবজন আমার উত্তর।
সন্ন্যাস করিব এই প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৮২ ॥
যাবত থাকয়ে—দেখ নয়ন ভরিয়া।
শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পূরিয়া ॥ ৮৩ ॥
ছাড়িয়া যাইব প্রভু নিজ গৃহবাস।
জননী ছাড়িব আর নিজ সব দাস ॥ ৮৪ ॥
এ বোল শুনিঞা সবে ব্যথিত-হিয়ায়।
যুকতি করিয়া মনে চিন্তয়ে উপায় ॥ ৮৫ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর না রহিব কারু বশে।
ইহা বলি ভক্ত সব পড়িলা তরাসে ॥ ৮৬ ॥
ভুমিতে পড়িয়া কান্দে—ধূলায় ধূসর।
প্রাণনাথ আরে মোর প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৮৭ ॥
হা হা মহাপ্রভু কোথা যাইবে এড়িয়া।
মো-সভারে কলিসর্পে খাইবে ধরিয়া ॥ ৮৮ ॥
কলি-ভয়ে তোর প্রভু লইনু শরন।
তোর ভয়ে কলিসর্পে না লঙ্ঘে এখন ॥ ৮৯ ॥

হেনকালে আসি তথা প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীবাস পণ্ডিত দেখি কহিল উত্তর ॥ ৯০ ॥
শুন শুন ওহে দ্বিজ প্রিয় শ্রীনিবাস।
এক কথা কহি—যদি না পাও তরাস ॥ ৯১ ॥
প্রেম-উপার্জ্জনে আমি যাব দেশান্তর।
তো-সভারে আনি দিব—শুন দ্বিজবর ॥ ৯২ ॥
সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূরদেশ।
ধন-উপার্জ্জন-লাগি করে নানা ক্লেশ ॥ ৯৩ ॥
আনিঞা বান্ধবগণে করয়ে পোষণ।
আমিহ ঐছন আনি দিব প্রেমধন ॥ ৯৪ ॥
এ বোল শুনিঞা কহে শ্রীবাস পণ্ডিত।
তোমা না দেখিয়া প্রভু কি কাজ জীবিত ॥ ৯৫ ॥
জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ।
দেহান্তরে করি তার শ্রাদ্ধ-তর্পণ ॥ ৯৬ ॥
যে জীয়ে—তাহারে তুমি দিও প্রেমধন।
তোমা না দেখিলে হবে সভার মরণ ॥ ৯৭ ॥
মুকুন্দ কহয়ে—প্রভু পোড়য়ে শরীর।
অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির ॥ ৯৮ ॥
মোরা সব অধম দুরন্ত দুরাচার।
তুমি শঠ খলমতি—বুঝিল বেভার ॥ ৯৯ ॥
অচতুর-গণ মোরা না বুঝিয়া তোরে।
শরণ লইনু সর্ব্ব ছাড়িয়া সংসারে ॥ ১০০ ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ি তোর পদ কৈলুঁ সারে।
পতিত করিয়া কেনে ছাড় মো-সভারে ॥ ১০১ ॥
পতিত-পাবন তুমি শাস্ত্রেতে জানিঞা।
শরণ লইনু সর্ব ধর্ম্মেরে ছাড়িয়া ॥ ১০২ ॥
এখনে ছাড়িয়া যাহ মো-সভারে তুমি!
এ নহে উচিত প্রভু—নিবেদিল আমি ॥ ১০৩ ॥
খল-মতি না বুঝিয়া লইলুঁ শরণ।
বজর-অন্তর তোর হৃদয় কঠিন ॥ ১০৪ ॥
বাহিরে কমল-রস সুগন্ধি পাইয়া।
অন্তরেহ এই মত—ছিল মোর হিয়া ॥ ১০৫ ॥
এখন জানিল—তোর কঠিন অন্তর।
বিষকুম্ভ—পয় যেন তাহার উপর ॥ ১০৬ ॥
কাষ্ঠের মোদক যেন কর্পূর ছাইয়া।
গিলিতে না পারে যেন তাহা না বুঝিয়া ॥ ১০৭ ॥
তুমি দেশান্তরে যাবে—কি কাজ জীবনে।
সভারে নিঠুর তুমি হৈলা কি কারণে ॥ ১০৮ ॥
তিল এক তোর মুখ না দেখিলে মরি।
কান্দিতে-কান্দিতে কিছু কহয়ে মুরারি ॥ ১০৯ ॥
শুন শুন বিশ্বম্ভর গৌর ভগবান।
অধম মুরারি বোলে—কর অবধান ॥ ১১০ ॥
রোপিলে অপূর্ব বৃক্ষ অঙ্গুলি ধরিয়া।
বাঢ়াইলে দিবানিশি সিঞ্চিয়া কুঁড়িয়া ॥ ১১১ ॥
তিলে তিলে রাখিলে ঢাকিলে বহুযত্নে।
বান্ধিলে তরুর মূল দিয়া নানা রত্নে ॥ ১১২ ॥
ফল ফুল কালে গাছ ফেলাহ কাটিয়া।
মরিব আমরা-সব হৃদয় ফাটিয়া ॥ ১১৩ ॥
নিরন্তর দিবানিশি আন নাহি জানি।
স্বপনেহ দেখোঁ তোর চাঁদমুখখানি ॥ ১১৪ ॥
সংসার-বাসনা মোর নিয়ড় না হয়।
জগত-দুর্ল্লভ তব চরণের বায় ॥ ১১৫ ॥
তুমি দেশান্তরে যাবে সভারে এড়িয়া।
খাইব সংসার-ব্যাঘ্রে সভারে ধরিয়া ॥ ১১৬ ॥
দয়া করি নিদারুণ হৈলে কি কারণে।
ইহা বলি সভে মেলি পড়িয়া চরণে ॥ ১১৭ ॥
ওহে দীনবন্ধু প্রভু অনাথের নাথ।
পতিত-তারণ ওহে তুমি জগন্নাথ ॥ ১১৮ ॥
কেহো দন্তে তৃণ ধরি কাতর বচনে।
কেহো উর্দ্ধে বাহু তুলি ডাকে ঘনেঘনে ॥ ১১৯ ॥
প্রভু কহে—তোমরা আমার নিজ দাস।
তো-সভারে কহি শুন আপন বিশ্বাস ॥ ১২০ ॥
কহিতে আরম্ভ মাত্র গদগদ স্বর।
অরুণ-কমল-আঁখি করে ছলছল ॥ ১২১ ॥
সকরুণ কণ্ঠে আধ-আধ বাণী কহে।
সম্বরিতে নারে ক্ষণে নিশবদে রহে ॥ ১২২ ॥
আমার বিচ্ছেদ ভয়ে তোমরা কাতর।
মোর কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল কলেবর ॥ ১২৩ ॥

আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেহ সুখ।
কেমন পিরিতি কর মোরে তোরা লোক ॥ ১২৪ ॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর।
দগধ ইন্দ্রিয়—দেহে ভেল মহাজ্বর ॥ ১২৫ ॥
অগ্নি হেন লাগে মোর সে-হেন জননী।
বিষ মিশাইল যেন তো-সভার বাণী ॥ ১২৬ ॥
কৃষ্ণ-বিনু জীবন—জীবনে নাহি লেখি।
কি কাজ এ ছার জীবে যেন পশু পাখী ॥ ১২৭ ॥
মড়ার যে হেন সর্ব অবয়ব আছে।
জীবকে জীয়ায় যেন লতা পাতা গাছে ॥ ১২৮ ॥
কৃষ্ণ বিনু ধর্মকর্ম, দ্বিজ—বেদহীন।
পতি-বিনু যুবতী যেন, জল-বিনু মীন ॥ ১২৯ ॥
ধনহীন গৃহারম্ভে কিছু নাহি কাজ।
বিদ্যাহীন বৈসে যেন বিদ্বান সমাজ ॥ ১৩০ ॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর ধক্‌ধক্‌ প্রাণ।
আর যত বোল, তাহা না সান্ধায়ে কাণ ॥ ১৩১ ॥
ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে।
যথা গেলে পাঙ প্রাণনাথের উদ্দেশ্যে ॥ ১৩২ ॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
নিজ-অঙ্গ-উপবীত ফেলিল ছিঁড়িয়া ॥ ১৩৩ ॥
কৃষ্ণকৃষ্ণ বলি ডাকে অতি আর্তনাদে।
সকরুণ-স্বরে 'প্রাণনাথ' বলি কান্দে ॥ ১৩৪ ॥

———

বিভাস রাগ—তর্জাবন্ধ।

(না হারে আরে হয় ॥ দিশা ॥)

শুন সবজন, সংসার দারুন,
সংশয় করিল মোরে।
বিষম বিষয়, যেন বিষময়,
গুপতে অন্তর পোড়ে ॥ ১৩৫ ॥
যতেন্দ্রিয়গণ, বলিলে আপন,
বাসনা না ছাড়ে কেহো।
নিত্যই নূতন, করাই ভোজন,
তভু না লেউটে সেহো ॥ ১৩৬ ॥
লোভ মোহ কাম, কেহো নহে ন্যূন,
মদ অভিমান ক্রোধে।
চিত চুরি করি, আছয়ে সম্বরি,
তিলেক নাহি প্রবোধে ॥ ১৩৭ ॥
বাহিরে বান্ধয়ে, ভ্রমাই মায়ায়ে,
আশ্রয় এ জাতি কুলে।
কৃষ্ণ পাশরিয়া, বুলয়ে ভ্রমিয়া,
পাপ দুর্বাসনা মূলে ॥ ১৩৮ ॥
জগতে যতেক, দেখ অপরূপ,
কৃষ্ণ-আবরক সভে।
তবহুঁ যতন, মানুষ-জনম,
শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে যবে ॥ ১৩৯ ॥
মানুষ-জনম, দুর্লভ জানিয়ে,
কৃষ্ণ ভজিবার তরে।
হেন দেহ পাঞা, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া,
মরিয়ে মিছা-সংসারে ॥ ১৪০ ॥
শুন সবজন, কহিলু মরম,
আশীর্বাদ কর মোরে।
কৃষ্ণে রতি হউ, এ দুঃখ পালাউ,
এ বর মাগো সভারে ॥ ১৪১ ॥
কৃষ্ণের চরিত, গাও অবিরত,
বদনে লাগয়ে সাধে।
শ্রীমুখ-কমলে, নয়ান-যুগলে,
হিয়া বান্ধ' ছিরিপদে ॥ ১৪২ ॥
কি কহিব হিয়া, কৃষ্ণ না দেখিয়া,
মরমে বিরহ জ্বালা।
সংসার-সাগরে, পড়িয়া পাথারে,
চিত বিয়াকুল ভেলা ॥ ১৪৩ ॥
সে-ই পিতা মাতা, সে-ই সে দেবতা,
সে-ই গুরু বন্ধু-জনে।
সে-ই সে শুনায়ে, কৃষ্ণ কথা কহে,
ভজায়ে কৃষ্ণ চরণে ॥ ১৪৪ ॥
তোমরা বান্ধব, পরম বৈষ্ণব,
দয়া না-ছাড়িহ চিতে।

সন্ন্যাস করিব, প্রেম বিথারিব,
সব তো'সভার হিতে ॥ ১৪৫ ॥
এতেক উত্তর, কহি বিশ্বম্ভর,
ভুমে গড়াগড়ি বুলি।
ধূলায় ধূসর, গৌর-কলেবর,
লোটায়ে মুকুল-চুলি ॥ ১৪৬ ॥
হরি হরি বোল, ডাকে উতরোল,
সঘন নিশ্বাস নাসা।
অঙ্গের পুলক, আপাদ মস্তক,
গদগদ আধ ভাষা ॥ ১৪৭ ॥
ক্ষণেকে রোদন, ক্ষণেকে বেদন,
ক্ষণে চমকিত চাহে।
ক্ষণে হাপ-ঝাঁপ, কলেবর কাঁপ,
ক্ষণে উঠে কৃষ্ণবিরহে ॥ ১৪৮ ॥
ক্ষণে উতরোলি, বৃন্দাবন বলি,
ক্ষণে রাধা বলি ডাকে।
মালসাট মারি, বোলে হরিহরি,
ক্ষণে হাত মারে বুকে ॥ ১৪৯ ॥
দেখি সবজন, গুণে' মনেমন,
অন্তর কাতর হঞা।
কি বলিব আরে, দুখের পাথারে,
পড়িল যেহেন গিয়া ॥ ১৫০ ॥
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি,
স্বতন্ত্র তুমি সর্ব্বথা।
লোক বুঝাবারে, করুণা প্রচারে,
ভাবহ বিরহ-বেথা ॥ ১৫১ ॥
তুমি যে করিবে, নিজ-মন-সুখে,
তাহে কি বলিব আনে।
তুমি সব জান, যে কর বিধান,
কি হয়ে জীব-পরাণে ॥ ১৫২ ॥
মোরা-সব জীব, না জানি কি হব,
কীট-পিপীলিকা হেন।
তুমি দয়াসিন্ধু, সব-লোক-বন্ধু,
বুঝিয়া করহ যেন ॥ ১৫৩ ॥
এ বোল শুনিঞা, সে পঁহু হাসিয়া,
সভারে করিয়া কোলে।
প্রেম প্রকাশিয়া, সভা সম্বোধিয়া,
প্রবোধ বচনে বোলে ॥ ১৫৪ ॥
শুন সবজন, কহিয়ে বচন,
সন্দেহ না করো কেহো।
যথা-তথা-যাই, তো-সভার ঠাঁই,
আছিয়ে জানহ এহো ॥ ১৫৫ ॥
তবে বিশ্বম্ভর, গেলা নিজ ঘর,
সভারে বিদায় দিয়া।
সন্ন্যাস হৃদয়ে, সকল করয়ে,
জননী না জানে ইহা ॥ ১৫৬ ॥
শচীর অন্তরে, ধকৃধক্ করে,
সোয়াথ না পায় চিতে।
লোচন বোলে হেন, প্রেমার সাগর,
কেমনে চাহে ছাড়িতে ॥ ১৫৭ ॥

শচীমাতার শোক

কথাসার

শ্রীমন্মহাপ্রভু শীঘ্রই সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন, লোকমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া শচীমাতা শোকে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুকে যৌবনাবস্থায় সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বনের পরিবর্ত্তে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মপালন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ধ্রুবের উপাখ্যান ও মাতার ধ্রুবের প্রতি কৃষ্ণভজনোপদেশ শ্রবণ করাইয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং কৃষ্ণ ব্যতীত জীবের অন্য কোন গতি নাই ; সুতরাং যিনি কৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ করেন, তিনিই প্রকৃত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধুজন ও যাঁহারা অহং-মম অভিমানে প্রমত্ত তাঁহারা অত্যন্ত মূঢ় ; কৃষ্ণভজনই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা—এই সকল কথা কীর্ত্তন-পূর্ব্বক তাঁহাকে মায়িক-জীবের ন্যায় পুত্রের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করিয়া তিনি তাঁহাকে অন্যের পুত্রের মত রজত-সুবর্ণাদি মায়িকবস্তু প্রদান করিবার

পরিবর্ত্তে সর্ব্বসম্পদ্‌ময় নিত্য কৃষ্ণ-প্রেম প্রদান করিবেন—সংকল্প করিবেন। অনন্তর গৌরহরি মাতাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন প্রদান করিয়া শচীমাতার শোক অপনোদন করিলেন।

———

আহিরী রাগ—দিশা।

এই অনুমানে জানাজানি কথা।
সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচীমাতা॥ ১॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক-উপর।
অচেতন হৈলা শচী মূর্চ্ছিত অন্তর॥ ২॥
উন্মতী পাগলী শচী বেড়ায় চৌদিগে।
যারে দেখে তারে পুছে সব নবদ্বীপে॥ ৩॥
নিশ্চয় জানিল—পুত্র করিব সন্ন্যাস।
বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ ৪॥
তুমি মাত্র পুত্র মোর দেহে এক আঁখি।
তোরে না দেখিলে অন্ধকার-ময় দেখি॥ ৫॥
লোকমুখে শুনি বাপু করিবে সন্ন্যাস।
মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ॥ ৬॥
একাকিনী অনাথিনী—আর কেহো নাহি।
সকল পাশরি এক তোর মুখ চাহি॥ ৭॥
নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ।
তোমা পুত্রে ভাগ্যবতী বোলে নবদ্বীপ॥ ৮॥
না ঘুচাহ আরে পুত্র মোর অহঙ্কার।
তুমি না থাকিলে লোকে হব ছারখার॥ ৯॥
ভাগ্য মানে যেবা জন দেখে মোর মুখ।
এখন আমারে দেখি হইব বিমুখ॥ ১০॥
তুমি হেন পুত্র মোর এ সংসারে ধন্য।
তোমা না দেখিলে মোর সকলি অরণ্য॥ ১১॥
দুখ দিয়া অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি।
গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি॥ ১২॥
এহেন কোমল-পায়ে কেমনে হাঁটিবে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাগিবে॥ ১৩॥
ননীর পুতলী তনু—রৌদ্রেতে মিলায়।
কেমনে সহিব ইহা এ দুখিনী মায়॥ ১৪॥
হাপুতির পুত মোর সোণার নিমাই।
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন ঠাঁই॥ ১৫॥
বিষ খাঞা মরি যাব তোর বিদ্যমানে।
তোমার সন্ন্যাস যেন না শুনিয়ে কানে॥ ১৬॥
আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশে।
আগুনি জ্বালিয়া তাথে করিব প্রবেশে॥ ১৭॥
সর্ব্বজীবে দয়া তোর—মোরে অকরুণ।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥ ১৮॥
রূপে গুণে শীলে পুত্র ত্রি-জগত-ধন্য।
কামিনী-মোহন বেশ—কেশের লাবণ্য॥ ১৯॥
স্কন্ধ-বিলম্বিত কেশে মালতী বান্ধিয়া।
জুড়ায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়া॥ ২০॥
বয়স্য-বেষ্টিত তুমি চলি যাও পথে।
দেখিয়া জুড়ায় হিয়া—পুঁথি বামহাথে॥ ২১॥
কেমনে ছাড়িবা বাপু নিজ সঙ্গিগন।
না করিবে তা-সভা-সহিত সংকীর্ত্তন॥ ২২॥
সে-হেন সুন্দর বেশে না নাচিবে আর।
যাহা দেখি মোহ পায় সকল সংসার॥ ২৩॥
কেমনে বা জীবে তোর নিজ-প্রিয়জন।
সভারে মারিয়া তোর সন্ন্যাস-করণ॥ ২৪॥
আগেত মরিব আমি তবে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিবে ভকত সব বুক-বিদরিয়া॥ ২৫॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস।
অদ্বৈত-আচার্য্য-আদি আর হরিদাস॥ ২৬॥
গদাধর নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
বাসুদেব ঘোষ বক্রেশ্বর শ্রীরাম॥ ২৭॥
মরিব সকল লোক না দেখিয়া তোমা।
এ সব দেখিয়া বাপু চিত্তে দেহ ক্ষমা॥ ২৮॥
পিতৃহীন পুত্র তুমি-দিল দুই বিভা।
অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা॥ ২৯॥
তরুণ-বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
গৃহস্থ-আশ্রমে থাকি সাধ সব কর্ম্ম॥ ৩০॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ যৌবনে প্রবল।
সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল॥ ৩১॥

মনের নিবৃত্তি কলিকালে নাহি হয়।
মনের চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসের ধর্ম্মক্ষয় ॥ ৩২ ॥
গৃহি-জন মনঃপাপে নাহি হয় বদ্ধ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম যায় মনোজয়শুদ্ধ ॥ ৩৩ ॥
এতেক বচন যদি শচীদেবী বৈল।
শুনিঞা প্রবোধ-বাণী মায়েরে কহিল ॥ ৩৪ ॥

———

যথা—রাগ।

চান্দ-মুখের বচন অমিয়া।
রূপ গঢ়ল কেমন বিধি ধৈরজ ধরিয়া ॥ ধ্রু ॥
ধ্রুবেরে বৈষ্ণব কৈল ধ্রুবের জননী।
কহিয়ে সে রস শুন অপূর্ব কাহিনী ॥ ৩৫ ॥

তথাহি—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥৩৬

অন্বয়। ব্যাধস্য আচরণং, ধ্রুবস্য বয়ঃ চ, গজেন্দ্রস্য কা বিদ্যা, (অভূৎ ন কথঞ্চন) কুব্জায়াঃ নাম রূপং অধিকং কিমু, সুদাম্নঃ কিং তৎ ধনং, বিদুরস্য কঃ বংশঃ (কুল-মর্য্যাদা) যাদবপতেঃ উগ্রস্য কিং পৌরুষং, ভক্তিপ্রিয়ঃ মাধবঃ কেবলং ভক্ত্যা তুষ্যতি, ন চ গুণৈঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। ব্যাধের আচরণ, ধ্রুবের বয়স, গজেন্দ্রের বিদ্যা কি ছিল? কুব্জার নাম, রূপ ও বয়সের সৌন্দর্য্যাধিক্য কি ছিল? সুদামের কি ধন ছিল? বিদুরের বংশ-মর্য্যাদা কি ছিল? যাদবপতি উগ্রসেনের কি পৌরুষ ছিল? ভক্তি প্রিয় মাধব কেবল ভক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হন, প্রাকৃত গুণের দ্বারা হন না।

শুন মাতা ধ্রুব-কথা এক-মন-চিত্তে।
অতি উচ্চ পদ ধ্রুব পাইল যেনমতে ॥ ৩৭ ॥
ব্রহ্মার মানসপুত্র-স্বায়ম্ভুব মনু।
মহাতেজ পরাক্রম যেন ব্রহ্মতনু ॥ ৩৮ ॥
তার দুই পুত্র—প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ।
দুহে মহারাজা হৈল ব্রহ্মার প্রসাদ ॥ ৩৯ ॥
উত্তানপাদ মহারাজা দুই বিভা করি।
সুরুচি সুনীতি নামে দুইত সুন্দরী ॥ ৪০ ॥
উত্তমাদি সাত পুত্র সুরুচির হৈল।
সুনীতির গর্ব্ভে মাত্র ধ্রুবের জন্ম হৈল ॥ ৪১ ॥
স্বামীতে সৌভাগ্য হৈল উত্তমের মাতা।
ধ্রুবের জননী হৈল স্বামিতে দুর্ভাগা ॥ ৪২ ॥
পাট মহারাণী হৈল সুরুচি সুন্দরী।
ধ্রুবের জননী গিয়া-তার সেবা করি ॥ ৪৩ ॥
ধ্রুবের মায়ের দুঃখ কহনে না যায়।
সে দুঃখে পাথর ভাসে সমুদ্র শুখায় ॥ ৪৪ ॥
আঁকাড়ি-চাউলের অন্ন আলোণা ব্যঞ্জন।
ধ্রুবের মায়েরে দেয় করিতে ভোজন ॥ ৪৫ ॥
পাঁচ বৎসর যখন ধ্রুবের বয়স।
দুঃখী হঞা ধ্রুবের মাতা পায় নানা ক্লেশ ॥ ৪৬ ॥
একদিন সুরুচি-সহিত মহারাজ।
নানারসে আছে উচ্চ সিংহাসন মাঝ ॥ ৪৭ ॥
উত্তমাদি সাত ভাই মা-বাপের সঙ্গে।
রত্নময়-সিংহাসনে আছে নানারঙ্গে ॥ ৪৮ ॥
পাঁচ-বৎসরের ধ্রুব শিশুগণ সঙ্গে।
ধূলায় ধূসর খেলা খেলায় নানারঙ্গে ॥ ৪৯ ॥
বাপের কোলে দেখিল ভাই সাতজনে।
তা দেখিয়া উঠে ধ্রুব রত্ন-সিংহাসনে ॥ ৫০ ॥
সিংহাসনে উঠিয়া বাপের কোলে যাইতে।
ধ্রুবের সতাই ঠেলি পেলিলেন ভূমিতে ॥ ৫১ ॥
ভূমিতে পড়িয়া ধ্রুব কান্দিতে লাগিল।
স্ত্রীর বশ হঞা রাজা কিছু না বলিল ॥ ৫২ ॥
ভূমিতে পড়িয়া ধ্রুব কান্দে অভিমানে।
মা দুর্ভাগা বাপের, ইহা নাহি জানে ॥ ৫৩ ॥
ধ্রুবের সতাই বোলে—কান্দ অকারনে।
দাসীর পুত্র হঞা উঠ—রত্ন-সিংহাসনে ॥ ৫৪ ॥
জন্মে জন্মে তোমার-মা কৃষ্ণ নাহি ভজে।
রত্নময়-সিংহাসনে উঠ কোন্ লাজে ॥ ৫৫ ॥
অভাগীর পুত্র, তোর মা অবৈষ্ণবী।
রত্নসিংহাসনে কোথা বসিবারে পাবি? ৫৬ ॥

এতেক কহিল যদি ধ্রুবের সতাই।
কান্দিতে কান্দিতে ধ্রুব গেল মায়ের ঠাঞি ॥ ৫৭ ॥
মায়েরে কহিল—মোরে সতাই মারিল।
সিংহাসন হৈতে মোরে ঠেলিয়া পেলিল ॥ ৫৮ ॥
সতাই বোলে—তোর মা কৃষ্ণ নাহি ভজে।
রত্নময়-সিংহাসনে বৈস কোন্ লাজে ॥ ৫৯ ॥
আর এক অদ্ভুত অভিপ্রায় বাসি।
এতকাল নাহি জানি—তুমি তার দাসী ॥ ৬০ ॥
এ বোল শুনিয়া কান্দে ধ্রুবের জননী।
কৃষ্ণ নাহি ভজি বাপু মুঞি অভাগিনী ॥ ৬১ ॥
জনমে-জনমে আমি কৃষ্ণ নাহি ভাবি।
কৃষ্ণের সেবক আমি, তাহা নাহি সেবি ॥ ৬২ ॥
না কান্দ না কান্দ বাছা দুর্ভাগীর বেটা।
দাসীপুত্র বলিয়া সভাই দিলে খোঁটা ॥ ৬৩ ॥
ধ্রুব কান্দি মাএ বোলে প্রবোধ-বচন।
গোরাগুণ গায় সুখে এ দাস লোচন ॥ ৬৪ ॥

———

সিন্দুড়া।

অভাগীর উদরে পুত্র, জন্ম হৈল তোর ধ্রুব,
কৃষ্ণসেবা নাহি করি আমি।
বাপের দুলাল নহ, সিংহাসনে চড়িতে চাহ,
হতভাগা না জন্মিলে তুমি ॥ ৬৫ ॥
না কান্দ না কান্দ ধ্রুব, তোরে কহি অনুভব,
শুন শুন আমার বচন।
তোমার সতাই পূর্বে, কৃষ্ণ আরাধিয়াছিল
সৌভাগ্য হইল তে কারণ ॥ ৬৬ ॥
কৃষ্ণের চরন ভজে, সিংহাসন কিসে লাগে,
যাহা চাহ তাহা তুমি পাবে।
মিছা অভিমান তেজ, কৃষ্ণের চরণ ভজ,
অনায়াসে সব তুমি পাবে ॥ ৬৭ ॥
তুমি হেন মোর বেটা, সংসার জুড়ে খোঁটা,
কেমনে চড়িবে বাপের কোলে।
আমি জন্ম অভাগিনী, এ বোল শুনিঞা রাণী,
ভাসিতে লাগিল অশ্রুজলে ॥ ৬৮ ॥

আরে ধ্রুব শুন শুন আমার বচন।
তোর দুঃখবিমোচন, করিতে না পারে আন,
বিনে এক কমললোচন ॥ ৬৯ ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যত, কৃষ্ণসেবা করি কত,
উচ্চপদ লৈল স্বর্গভূমি।
তুমি যদি কৃষ্ণ ভজ, সিংহাসন কোন পদ,
ত্রৈলোক্য পূজিত হবে তুমি ॥ ৭০ ॥
মাএর বচন শুনি, ধ্রুব মনে মনে গুনি,
কোথা পাব কৃষ্ণের উদ্দেশ।
মধুবনে কৃষ্ণ পাবে, তথায়ে কেমনে যাবে,
তোরে আমি করি উপদেশ ॥ ৭১ ॥
উত্তানপাদের পুত্র, যদি হও মোর সুত,
সেই সিংহাসন যদি পাও।
তবে ধ্রুব নাম ধরেঁা তোমাকে সৌভাগ্য করেঁা,
সেই সিংহাসন যদি লেও ॥ ৭২ ॥
মায়ের চরণধূলি, শিরেতে ভূষণ করি,
শুভক্ষণে যাত্রা করি লড়ে।
শ্রীকৃষ্ণচরন ধ্যান, মনে করি অনুমান,
স্বর্গে জয়জয়কার পড়ে ॥ ৭৩ ॥

———

সুহই রাগ।

তুমি মোরে কহ উপদেশ।
কোথা গেলে পাব শ্যামবন্ধুর উদ্দেশ ॥ ধ্রু ॥
আর অপরূপ কথা শুন সর্বজন।
প্রভু বোলেন—শচীমাতা করেন শ্রবণ ॥ ৭৪ ॥
মায়ের চরণধূলি শিরেতে বন্দিয়া।
মায়েরে প্রবোধ দেন কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৭৫ ॥
চলিলেন মধুবন ধ্রুবমহাশয়।
কৃষ্ণভক্তি উচ্চপদ করিয়া হৃদয় ॥ ৭৬ ॥
পথশ্রমে ধ্রুব যদি ক্ষুধায় পীড়িত।
মধুময় পাকাফল পায় আচম্বিত ॥ ৭৭ ॥
তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া ধ্রুব চলি যায়।
সুবাসিত গন্ধ জল পথ মধ্যে পায় ॥ ৭৮ ॥
দেখি সব দেবগণে লাগে চমৎকার।

না জানি এই ধ্রুব কার লবে অধিকার ॥ ৭৯ ॥
পথে যাইতে নারদ ধ্রুবের লাগি পাইলা।
মধুরবচনে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৮০ ॥
খেলার সময় তুমি রাজার নন্দন।
মান-অভিমান চিত্তে কর অকারণ ॥ ৮১ ॥
এখন বন যাবারে তোমারে নহে বিধি।
বৃদ্ধকালে ভজিহ গোবিন্দ গুণনিধি ॥ ৮২ ॥
ধ্রুব বোলে—বৃদ্ধকালে কৃষ্ণ সেবোঁ যদি।
যুবাকালে মরিলে কেমন তার বিধি ॥ ৮৩ ॥
ইহা শুনি মহামুনি হরষিতা হৈলা।
দ্বাদশ অক্ষর-মন্ত্র ধ্রুবেরে কহিলা ॥ ৮৪ ॥
পূর্বে কৃষ্ণ না ভজিয়া পাইল এত দুখ।
সতাইর বাক্যবাণে বিদ্ধ হৈল বুক ॥ ৮৫ ॥
তুমি বড় দয়াবান্—মুঞি অভাগিয়া।
দুঃখ দূর কর কৃষ্ণ-উপদেশ দিয়া ॥ ৮৬ ॥
হেন পদ লৈব কৃষ্ণ-সেবার প্রভাবে।
যাহা নাহি পায় মোর বাপ বড়বাপে ॥ ৮৭ ॥
মধুবনে যাহ ধ্রুব কালিন্দীর তীরে।
সুস্থির আসন করি বসি রহ স্থিরে ॥ ৮৮ ॥
বীজমন্ত্র সদা তুমি করহ সহায়।
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ৮৯ ॥
এই মন্ত্র সদা তুমি করিহ জপ।
সাতদিবসের মাঝে পাবে অনুভব ॥ ৯০ ॥
দীক্ষা-শিক্ষা পাঞা ধ্রুব হরিষ হইলা।
প্রণাম করিয়া বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ৯১ ॥
কথোকদিবসে আসি মধুবন পাইল।
কল্পতরু বৃক্ষ দেখি অবিষ্ঠা ছাড়িল ॥ ৯২ ॥
উত্তানপাদের বেটা মধুবন পায়।
আনন্দে লোচনদাস গোরাগুণ গায় ॥ ৯৩ ॥

সিন্ধুড়া—রাগ।

হরিএ মহাশয় গোবিন্দচরণে শরণ লৈব।
ও-রাঙ্গাচরণের অনেক মাধুরী এবে সে জানিলুঁ ॥
মধুবন দেখি ধ্রুবের আনন্দ বাড়িল।
তীর্থ-উপবাস করি' রজনী বঞ্চিল ॥ ৯৪ ॥
প্রাতঃস্নান করি' ধ্রুব মন্ত্রজপ করে।
না পাইল ক্ষুধাতৃষ্ণা—ভাসে অশ্রুজলে ॥ ৯৫ ॥
পাঁচ সাত-দিনে এক-বদরি-ভক্ষণ।
পক্ষান্তরে জলবিন্দু তুলসী স্পর্শন ॥ ৯৬ ॥
একান্ত ত্রিশ ত্রিশ কাল উপবাসে।
পারণা আহার ধ্রুব করে একমাসে ॥ ৯৭ ॥
ঊর্দ্ধবাহু করপুটে একপায়ে ভর।
মন্ত্র জপ করে ধ্রুব দ্বাদশ-অক্ষর ॥ ৯৮ ॥
কালিন্দীর জলে ঊর্দ্ধ চরণ-যুগলে।
গ্রীষ্মে তপ করে চারিদিগে অগ্নিজ্বলে ॥ ৯৯ ॥
শীতকালে কালিন্দীর জলে পড়ি' রহে।
বর্ষাতে মঞ্চেতে তাতে এত দুঃখ সহে ॥ ১০০ ॥
ভাবিতে ভাবিতে ধ্রুবের লাগিল সমাধি।
ত্রিভঙ্গ রহিলা কৃষ্ণ-দর্শন অবধি ॥ ১০১ ॥
ইন্দ্র-আদি দেবগণে লাগে চমৎকার।
না জানি এ ধ্রুব কার লবে অধিকার ॥ ১০২ ॥
ব্রহ্মা বোলে—পাছে লয় মোর অধিকার।
ব্রহ্ম-পদ লবে ধ্রুব জানি প্রতিকার ॥ ১০৩ ॥
কুবের বরুণ বোলে—মোর পদ লবে।
কৃষ্ণ দিবেন ইহা জানি অনুভবে ॥ ১০৪ ॥
ইন্দ্র বোলেন—ধ্রুব মোর পদ লবে।
ততক্ষণে কৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করি দিবে ॥ ১০৫ ॥
ইন্দ্র বোলে—মোর পদ সভার অভিলাষ।
মোর পদ লবে ধ্রুব করিয়া উদাস ॥ ১০৬ ॥
সর্বদেবগণে বোলে উচ্চাসনে আমি।
মোর পদ লবে ধ্রুব বড় পরিশ্রমী ॥ ১০৭ ॥
ধ্রুবের উৎকট তপ ভঙ্গ করিবারে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে নানা-যুক্তি করে ॥ ১০৮ ॥
ত্রিভঙ্গে আছেন ধ্রুব একমনচিত্তে।
ইন্দ্র-আদি লঞা ব্রহ্মা গেলা পরীক্ষিতে ॥ ১০৯ ॥
ধ্রুবের কর্ণমূলে কেহো ডাকে উচ্চ-রোলে—।
মরিতে আইলে ধ্রুব,—মরিবার তরে ? ১১০ ॥
আর কেহো বোলে—ধ্রুব মৈল তোর বাপ।
কেহো বোলে—আরে ধ্রুব যায় কালসাপ ॥ ১১১ ॥

আর কেহ বোলে—ধ্রুব মৈল তোর মা।
কেহো বোলে—ধ্রুব ঝাট পলাইয়া যা ॥ ১১২ ॥
আর কেহো বোলে—ধ্রুব দাবাগ্নি আইল।
কেহো বোলে—অহো ! ধ্রুব মইল মইল ॥১১৩॥
ইন্দ্র হস্তী লঞা ধ্রুবের বুকে দিল দাঁত।
শুণ্ডে বেড়াইয়া আনে ধ্রুবের আঁত ॥১১৪॥
বায়ু অজাগর হঞা ধ্রুবেরে গিলিল।
সূর্য্য ব্যাঘ্র-রূপ ধরি' ধ্রুবের রক্ত পিল ॥১১৫॥
নাগ পাশে বান্ধি' ধ্রুবে অনলে ফেলিল।
চন্দ্র ডুবাইল ধ্রুবে কালিন্দীর জল ॥১১৬॥
জিহ্বায় কৃষ্ণের নাম রটিল যাহার।
কোটি-সর্প-দংশনে কি করিবে তাহার ॥১১৭॥
ত্রিভঙ্গ-ধ্যেয়ান কেহ ভাঙ্গিতে নারিয়া।
ব্রহ্ম-আদি দেবগণ গেল পলাইয়া ॥১১৮॥
একমনে ভাবে ধ্রুব প্রভুর চরণ।
আনন্দে গাইল গুণ এ দাস লোচন ॥১১৯॥

———

যথা রাগ।

রাঙ্গাচরণে শরন লইনু গোপাল এ দীন দয়াল ॥ ধ্রু
তোমার নাম পতিতপাবন।
জয় রে জয় রে জয় অধমতারণ ॥১২০॥
আর অপরূপ কথা শুন সর্ব্বজন।
নারদ কৃষ্ণের কিছু কহিব বচন ॥১২১॥
বৈকুণ্ঠে কমলা-সনে রত্নসিংহাসনে।
নারদের বীণাগীত শুনে তিনজনে ॥১২২॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ নারদেরে কহে—।
আজি কেন বীণাগীতে মন নাহি রহে ? ১২৩॥
নারদ বোলেন—শুন কমললোচন।
যে কারণে বীণাগীতে নাহি রহে মন ॥১২৪॥
তোমার ভকতে মোর মন হরি নিল।
মনের দরিদ্র নাথ তুমি সর্ব্বকাল ॥১২৫॥
নারদের বোল শুনি' কমললোচন।
কহ মোরে কোন্ ভক্ত করেন স্মরণ ॥১২৬॥

উত্তানপাদের বেটা বড় মহামতি।
স্বামিতে দুর্ভগা তার মাতাতে সুমতি ॥ ১২৭॥
ধ্রুবের সতাই তার নাম সুরুচি।
স্বামিসঙ্গে নানারঙ্গে সিংহাসনে বসি ॥১২৮॥
উত্তমাদি সাত ভাই মা-বাপের সঙ্গে।
রত্নসিংহাসনে বসি' হাসে খেলে রঙ্গে ॥১২৯॥
বাপের কোলে দেখিলেন ভাই সাতজনে।
তা' দেখিয়া উঠে ধ্রুব রত্নসিংহাসনে ॥১৩০॥
সিংহাসনে উঠিয়া বাপের কোলে যাইতে।
ধ্রুবের সতাই ঠেলি' ফেলিল ভূমিতে ॥১৩১॥
ভূমিতে পড়িয়া ধ্রুব কান্দিতে লাগিল।
স্ত্রীর বশ হইয়া রাজা কিছু না বলিল ॥১৩২॥
সতাইর বোলে ধ্রুব পড়িল সঙ্কটে।
মধুবনে তপ করে কালিন্দী নিকটে ॥১৩৩॥
নারদের বোল শুনি' কমললোচন।
ঈষৎ হাসিয়া বোলে মধুর বচন ॥১৩৪॥
অদীক্ষিত-জনে আমি কৃপা নাহি করি।
অদীক্ষিতজনের অপরাধ নাহি ধরি ॥১৩৫॥
আমারে ভাবিবে যেবা প্রতিজ্ঞা করিয়া।
মধুবনে তপঃ করে মাতা পিতা ছাড়িয়া ॥১৩৬॥
বৈষ্ণবীর গর্ব্ভে কভু অবৈষ্ণব নহে।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী হইলে সব দুঃখ সহে ॥ ১৩৭ ॥
বৈষ্ণবপ্রতিজ্ঞা আমি অবশ্য করিব।
যেই বর চাহে ধ্রুব সেই বর দিব ॥১৩৮॥
প্রেমভক্তি ডোরে বান্ধিয়াছে ভক্তজন।
না পারি রহিতে ভক্ত করিলে স্মরণ ॥১৩৯॥
নারদ বোলেন—ধ্রুব অদীক্ষিত নহে।
তুমি কৃপা কর গিয়া দাবানল দহে ॥১৪০॥
নারদের মুখে শুনি' কমললোচন।
গরুড়ে চড়িয়া আইলা সেই মধুবন ॥১৪১॥
ধ্রুবেরে কহিল কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া—।
বর দিতে আইলাঙ তোমায় বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া ॥১৪২

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা শুনি' আনন্দ বাঢ়িল।
ধ্যান ভাঙ্গি' জোড়হস্তে সন্মুখে রহিল ॥১৪৩॥
ধ্রুব বোলে মহাপ্রভু কি বর মাগিব।
মোরে কৃপা কর—তোমার মহিমা বাঢ়িব ॥১৪৪॥
প্রভু বোলে—তোমার কার্য্য অবশ্য করিব।
যেই পদ চাহ তুমি সে-ই পদ দিব ॥১৪৫॥
সম্প্রতি কহ কেনে আইলা মধুবনে।
সতমাএ বসিতে না দিল সিংহাসনে ॥১৪৬॥
বড় উচ্চপদ যদি তোরে নাহি দিব।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম কেমনে ধরিব ॥১৪৭॥
ধ্রুব বোলে—উচ্চপদ তৃণ হেন বাসি।
তোমার ভক্ত নহিলে সব ভস্মরাশি ॥১৪৮॥
কৃষ্ণ বোলে—সব সিংহাসন দিব আমি।
ত্রিজগতে উচ্চপদে থাক গিয়া তুমি ॥১৪৯॥
উত্তানপাদের বেটা তুমি হবে রাজা।
আমার মহিমা পাবে তোমার সব প্রজা ॥১৫০॥
সভার উপরে ঋষি-বাসস্থানমণ্ডল।
ধ্রুবলোক বসে যেন কহিল সকল ॥১৫১॥
এই বর দিয়া কৃষ্ণ হইল অন্তর্দ্ধান।
বিশ্বকর্ম্মা ধ্রুবলোক করিল নির্ম্মাণ ॥১৫২॥
এই বর পাঞা ধ্রুব করিলা গমন।
গোরাগুণ গায় সুখে এ দাস লোচন ॥১৫৩॥

———

যথা রাগ।

আইস রে প্রাণের গৌর গোপাল ॥ধ্রু॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা শুনি' ধ্রুব দেশেরে চলিল।
এথা সে উত্তানপাদের বৈরাগ্য বাঢ়িল ॥১৫৪॥
ধ্রুবের সতাই কান্দে—ধ্রুব কোথা গেল।
মুঞি অভাগিনী পুত্রে ঠেলিয়া ফেলিল ॥১৫৫॥
রাজা বোলে—ছিল মোর পুত্রবধ-লেখা।
কতদিনে হবে আর ধ্রুব-সনে দেখা ॥১৫৬॥
রাজা বোলে ধ্রুবের মা তুমি পাটরাণী।
আজি হৈতে তোমার দাসী সকল সতিনী ॥১৫৭॥

পুত্র না দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া।
ভুমিতে পড়িয়া আছে মুরছিত হঞা ॥১৫৮॥
হেনকালে নারদ দেখিয়া আচম্বিত।
উঠিলেন মহারাজ অন্তরে চিন্তিত ॥১৫৯॥
পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়া দিল আসন বসিতে।
আপন অন্তর কথা লাগিল কহিতে— ॥১৬০॥
পাঁচবচ্ছরের এক বালক আমার ছিল।
না জানিএ সে বালক কোথাকারে গেল ॥১৬১॥
নারদ বোলেন—ধ্রুবের অনেক সঙ্কট।
কৃষ্ণভক্তি পাঞা আইল দেশের নিকট ॥১৬২॥

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
স্বর্গে স্থিতাস্তত্র পিতরোঽপি ধন্যা
যস্যাঃ সুতো বৈষ্ণবনাম লোকে ॥ ১৬৩ ॥
যস্যাস্তি বৈষ্ণবঃ পুত্রঃ পুত্রিণী সা বিধীয়তে।
অবৈষ্ণবশতপুত্র-জননী শূকরী সমা ॥১৬৪॥

অন্বয়। যস্যাঃ সুতঃ (পুত্রঃ) লোকে (ইহলোকে) বৈষ্ণবনাম (বৈষ্ণব ইতি নাম্না খ্যাতঃ) সা জননী কৃতার্থা (ভবতি), (তস্যাঃ) কুলং চ পবিত্রম্, বসুন্ধরা (পৃথিবী) বসতিঃ (বাস-স্থানং) ধন্যা (ভবতি), স্বর্গে স্থিতাঃ (দেবাঃ) তস্য পিতরঃ অপি ধন্যাঃ। যস্যাঃ (সদ্ধিরার্মঃ) বৈষ্ণবঃ পুত্রঃ অস্তি সা পুত্রিণী (পুত্রবতী) বিধীয়তে, অবৈষ্ণব-শত-পুত্র-জননী শূকরী সমা (তুল্যা ভবতি) ॥ ১৬৩-১৬৪ ॥

অনুবাদ। ইহলোকে যাঁহার পুত্র বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন সেই জননী ধন্যা, তাঁহার কুল পবিত্র, পৃথিবী এবং তাঁহার বসতিস্থল ধন্য। স্বর্গে স্থিত দেবলোক ও পিতৃলোকও ধন্য। যাঁহার পুত্র বৈষ্ণব তিনিই যথার্থ পুত্রবতী, শত অবৈষ্ণব পুত্রের জননী শূকরী-তুল্যা ॥ ১৬৩-১৬৪ ॥

যার বংশে বৈষ্ণব হ'এ একজনে।
পিতৃ-মাতৃ-শ্বশুর-কুল উদ্ধারণে ॥১৬৫॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজি' আইল তোমার বালক।
জানিঞা সে বংশে তোমার ধ্রুব তিলক ॥১৬৬॥

নারদের বোলে রাজা হরিষ মনোরথে।
চুয়া-চন্দনের ছড়া দিল রাজপথে ॥১৬৭॥
খদি, দধি, মঙ্গল, দুর্ব্বা কুঙ্কুম, কস্তুরি।
সূক্ষ্ম পুষ্প উজ্জ্বল, দীপ জ্বলে সারি সারি ॥১৬৮॥
হারা-উদ্দিশে রাজা অনুব্রজী ধায়।
কথোদূরে গিয়া তবে ধ্রুবের লাগি' পায় ॥১৬৯॥
ধ্রুবেরে দেখিঞা রাজা প্রাণ পাইল বোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া পুত্র কৈল কোলে ॥১৭০॥
ধ্রুবেরে আনিঞা পুনঃ সভে কৈল রাজা।
হাতে হাতে সমর্পিল পাত্র আর প্রজা ॥১৭১॥
ধ্রুবের তরে রাজ্য দিঞা রাজা গেল বনে।
কথো দিন রাজ্য কৈল আনন্দিত মনে ॥১৭২॥
বলে, দাপে নানাদেশ নিল একে একে।
চল্লিশবৎসর রাজ্য কৈল নিষ্কণ্টকে ॥১৭৩॥
দেব-গন্ধর্ব্ব-মধ্যে নানা বিক্রম করি'।
মাকে সঙ্গে লঞা ধ্রুব গেলা ধ্রুবপুরী ॥১৭৪॥
শচী বোলে—আমিহ যাইব তোমার সঙ্গে।
থাকিব তোমার সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥১৭৫॥
তুমি হেন সোণার পুত্র যাবে মুড় মুড়ি।
মুঞি মুণ্ড মুড়াইয়া হইমু নাড়ি ॥১৭৬॥
রক্তবস্ত্র পরিব—কুণ্ডল দিমু কাণে।
যোগিনী হইয়া আমি যাব তোমার সনে ॥১৭৭॥
মাএর বচনে প্রভু অস্তব্যস্ত হৈলা।
কি দিব প্রবোধ বলি' চিন্তিতে লাগিলা ॥১৭৮॥
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শচীর নন্দন।
মাএরে প্রবোধ করে এ দাস লোচন ॥১৭৯॥

———

বরাড়ি রাগ—দিশা।

হেন অদ্ভুত কথা শ্রবণ-মঙ্গল নাম রে।
শুন গোরা-গুন-গাথা শচীর দুলাল চাঁদ রে ॥ধ্রু॥
অস্তব্যস্ত নহ—শুন আমার বচন।
মিছা-কাজে দুঃখ চিত্তে কর কি কারণ ॥১৮০॥
বারে বারে কহি' তোরে—নাহি অবধানে।
মিছা কর লোভ, মোহ, ক্রোধ, অভিমানে ॥১৮১॥
কে তুমি তোমার পুত্র—কে বা কার বাপ।
মিছা 'তোর মোর' করি' কর অনুতাপ ॥১৮২॥
কি নারী, পুরুষ আর কেবা কার পতি।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বিনু আর নাহি গতি ॥১৮৩॥
সে-ই পিতা, সে-ই মাতা, সে-ই বন্ধুজন।
সে-ই হর্ত্তা, সে-ই কর্ত্তা, সে-ই মাত্র ধন ॥১৮৪॥
তা বিনু সকল মিছা—কহিল এ তত্ত্ব।
তা বিনু সকল মিছা যতেক জগত ॥১৮৫॥
বিষ্ণুমায়াবন্ধে সব লোক সুযন্ত্রিত।
নিজ মদ অহঙ্কারে কেবল পীড়িত ॥১৮৬॥
নিজ ভাল ভাল বলি' যেই করে কর্ম্ম।
পরকালে বন্দী হয় সেই সব ধর্ম্ম ॥১৮৭॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া।
আপনা না জানে মূঢ় কৃষ্ণ পাশরিয়া ॥ ১৮৮॥
চতুর্দ্দশলোক মধ্যে মনুষ্যের জন্ম।
দুর্ল্লভ করিয়া জানি'—কহিল এ কর্ম্ম ॥১৮৯॥
বিষমবিপাক ইথে আছয়ে অপার।
ক্ষণেক ভঙ্গুর এই অনিত্য সংসার ॥১৯০॥
তবহু দুর্ল্লভ জানি মনুষ্য-শরীর।
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে মায়ায় হৈয়ে স্থির ॥১৯১॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজন মাত্র এই সব দেহ।
মুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণে করে নেহ ॥১৯২॥
পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব।
শ্রীকৃষ্ণচরণে হৈলে কত হয় লাভ ॥১৯৩॥
সংসারে আরতি করে মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আরতি করে ভব তরিবারে ॥ ১৯৪॥
সে-ই সে পরমবন্ধু, সে-ই মাতা-পিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ॥১৯৫॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর অন্তর কাতর।
চরনে পড়িয়া বলি' স্তবন উত্তর ॥ ১৯৬॥
বিস্তর পীরিতি মোরে করিয়াছ তুমি।
তোমার আজ্ঞায় শুদ্ধচিত্ত হই আমি ॥১৯৭॥
আমার নিস্তার হয় তোর পরিত্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজ—ছাড় পুত্রজ্ঞান ॥১৯৮॥

সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণপ্রেমার কারণে।
দেশে দেশে হৈতে আনি দিব প্রেম ধনে ॥১৯৯॥
আনের তনয় আনে রজত-সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায়—নহে পরধর্ম্ম ॥২০০॥
ধন-উপার্জ্জন ক'রে আনে বড় দুঃখ।
ধনই যাউক কিবা আপনি মরুক ॥২০১॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
সকল-সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ ॥২০২॥
ইহলোকে, পরলোকে অবিনাশী প্রেমা।
আজ্ঞা দেহ বেদনী মা—চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥২০৩॥
সকল জনমে পিতা, মাতা সভে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে বুঝিহ হিয়ায় ॥২০৪॥
মনুষ্য-জনমে কৃষ্ণ গুরু সভে জানি।
যেই গুরু নাহি করে—পশু পক্ষী মানি ॥২০৫॥
ইহা শুনি শচীদেবী বিস্মিত হিয়ায়।
বিশ্বম্ভর-মুখপদ্ম একদৃষ্টে চায় ॥২০৬॥
চতুর্দ্দশলোকনাথ মায়া কৈল দূর।
সর্বজীবে দেখে শচী এক সমতুল ॥ ২০৭ ॥
সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল।
'আপন তনয়' বলি মায়া দূর কৈল ॥২০৮॥
নবমেঘ জিনি' দ্যুতি শ্যামকলেবর।
ত্রিভঙ্গ, মুরলীধর, বরপীতাম্বর ॥২০৯॥
গোপ, গোপী, গোপালের সনে বৃন্দাবনে।
দেখিল আপন পুত্র চকিত তখনে ॥২১০॥
দেখি' শচী চমৎকার হইলা অন্তরে।
পুলকে আকুল অঙ্গ—কম্প কলেবরে ॥২১১॥
স্নেহ নাহি ছাড়ে শচী আপন সম্বন্ধ।
কৃষ্ণ হঞা পুত্র হৈলা ভাগ্যের নির্বন্ধ ॥২১২॥
জগত-দুর্ল্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়।
কারু বশ নহে—মোর-শক্ত্যে কিবা হয় ॥২১৩॥
এত অনুমানি শচী কহিল বচন—।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষরতন ॥২১৪॥
মোর ভাগ্যে যতদিন ছিলা মোর বশে।
এখন আপন-সুখে করহ সন্ন্যাসে ॥ ২১৫॥
এক নিবেদন মোর আছে তোর ঠাঁই।
ঐছন সম্পদ্ মোর কি লাগিয়া যায় ॥২১৬॥
ইহা বলি' সকরুণ ভেল কণ্ঠস্বর।
সাত পাঁচ ধারা গলে নয়নের জল ॥২১৭॥
ফুকরি ফুকরি কান্দে শচী সুচরিতা।
মায়ের কান্দনে প্রভু হেঠ কৈল মাথা ॥২১৮॥
পুনরপি মুখ তুলি' কহে বিশ্বম্ভর—।
শুন গো জননী তুমি আমার উত্তর ॥২১৯॥
যে দিন দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণে আমা তুমি দেখিবারে পাবে ॥২২০॥
এ বোল শুনিয়া শচী করয়ে ক্রন্দন।
ব্যথিত-হৃদয়ে কহে এ দাস লোচন ॥২২১॥

বিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ

কথাসার

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন—এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শোকে অধীরা হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে স্বীয় দুঃখ নিবেদন করিলে, তিনি তাঁহাকে নানাপ্রকার মধুর বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া অবশেষে রক্তমাংস গঠিত দেহে পতিবুদ্ধি দুঃখের কারণ, কৃষ্ণই জীবমাত্রেরই নিত্য প্রাণপতি, এই সকল তত্ত্বোপদেশ দিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে স্বীয় চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন।

পরদিন শ্রীনিবাস মুরারি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রভুর সঙ্গে যাইবার প্রস্তাব করিলে, গৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে তত্ত্বোপদেশ করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

বরাড়ি রাগ—ধূলাখেলাজাত ॥
করুণা-ছন্দ।

তবে দেবী শচীরাণী, কহে মন-কাহিনী
হিয়া-দুঃখে বিরস-বদন।

মুখে না নিঃসরে বাণী, দু-নয়ানে ঝুরে পানী,
দেখি' বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন ॥ ১ ॥
সুধাইতে নারে কথা, অন্তরে-মরম-বেথা,
লোকমুখে শুনি' ঘানাঘুনা।
ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ, পড়িল অকাল-বাজ,
চেতন হরিল সেই দীনা ॥ ২ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণে, প্রভু দিন-অবসানে,
ঘরেরে আইলা হরষিতে।
করিয়া ভোজন-পান, সুখে শয্যায় শয়ান,
বিষ্ণুপ্রিয়া আইলা তুরিতে ॥ ৩ ॥
চরণকমল-পাশে, নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে,
নেহারয়ে কাতর-বয়ান।
হৃদয়-উপরে থুঞা, বান্ধে ভুজ-লতা দিয়া,
প্রিয়-প্রাণনাথের চরন ॥ ৪ ॥
দুনয়ানে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর,
চরণ বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে অভিপারা ॥ ৫ ॥
মোর প্রিয়া-প্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারনে জানি,
কহ দেবি ইহার উত্তর।
থুঞা উরু-উপর, চিবুকে দক্ষিণ কর,
পুছে কিছু মধুর অক্ষর ॥ ৬ ॥
কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিদরিয়া যায় হিয়া,
পুছিতে না কহে কিছু বাণী।
অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহে নাহি সন্নিধান,
নয়ানে ঝরয়ে মাত্র পানী ॥ ৭ ॥
পুনঃ পুনঃ পুছে পহুঁ সুমতি না দেই তভু,
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া।
প্রভু সব কলা জানে, পুছে নানা-বিধানে,
অঙ্গবাসে বয়ান মুছিয়া ॥ ৮ ॥
নানারঙ্গ পরথাব, করিয়া বাঢ়ায় ভাব,
যে কথায় পাষান মাজরে।
প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি', বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী,
কহে কিছু গদগদ্-স্বরে ॥ ৯ ॥

শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত,
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোকমুখে শুনি' ইহা, বিদরিতে চাহে হিয়া,
আগুনিতে প্রবেশিব আমি ॥ ১০ ॥
তো' লাগি জীবন ধন, রূপ নবযৌবন,
বেশ-বিলাস-ভাব-কলা।
তুমি যবে ছাড়ি' যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে,
হিয়া পোড়ে যেন বিষজ্বালা ॥ ১১ ॥
ধিক্ জাউ মোর দেহে, এক নিবেদেঙ তোহে,
কেমনে হাটিয়া যাবে পথে।
শিরীষকুসুম যেন, সুকোমল চরন,
পরশিতে ডর লাগে হাথে ॥ ১২ ॥
ভুমিতে দাঁড়াও যবে, ডরে প্রাণ হালে তবে,
সিঞ্চিয়া পড়য়ে সব গায়।
অরণ্যকণ্টক-বনে, কোথা যাবে কোন্ খানে,
কেমনে হাটিবে রাঙ্গা পায় ॥ ১৩ ॥
সুধাময় মুখ-ইন্দু, তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু,
অলপ-আয়াস মাত্র দেখি।
বরিষা-বাদল-বেলা, ক্ষনে বারি ক্ষনে ক্ষরা,
সন্ন্যাসকরন মহাদুঃখী ॥ ১৪ ॥
তোমার চরন বিনি, আর কিছু নাহি জানি,
আমারে ফেলাহ কার ঠাঁয়।
ধর্ম-ভয় নাহি তোরা, শচী বৃদ্ধ আধমরা,
কেমনে ছাড়িবে তেন মায় ॥ ১৫ ॥
মুরারি, মুকুন্দদত্ত, হেন সব ভকত,
শ্রীনিবাস আর হরিদাস।
অদ্বৈত-আচার্য্য আদি, ছাড়িয়া কি কার্য্য সাধি,
কেমনে বা করিবে সন্ন্যাস ॥ ১৬ ॥
তুমি প্রভু প্রেমরাশি, জগজনে হেন বাসি,
বিপরীত চরিত আশয়।
তুমি দেশান্তরে যাবে, শুনিলে মরিবে সবে,
আরজিলে অপযশময় ॥ ১৭ ॥
কি কহিব মুঞি ছার, মুঞি তোর সংসার,
সন্ন্যাস করহ মোর ডরে।

তোমার নিছনি লঞা, মরো মুঞি বিষ খাঞা,
সুখে নিবসহ নিজঘরে ॥ ১৮ ॥
প্রভু না যাইহ দেশান্তরে, কেহো নাহি এ সংসারে,
বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া।
কহিতে না পারে কথা, অন্তরে মরম ব্যথা,
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া ॥ ১৯ ॥
শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া-বাণী, তবে সেই গৌরমণি,
হাসিয়া তুলিয়া নিল কোলে।
বসনে মুছিয়া মুখ, করে নানা কৌতুক,
মিছাদুঃখ না ভাবিহ বোলে ॥ ২০ ॥
আমি তোরে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব গিঞা,
এ কথা বা কে কহিল তোকে।
যে করি সে করি যাবে, তোমারে কহিব তবে,
এখনে না মর মিছাশোকে ॥ ২১ ॥
ইহা বলি' গৌরহরি' আশ্লেষ-চুম্বন করি,
নানা রস-কৌতুক-বিহারে।
অনন্ত বিনোদ প্রেমা, লীলা-লাবণ্যের সীমা,
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিল প্রকারে ॥ ২২ ॥
বিনোদ-বিলাস-রসে, ভৈগেল রজনীশেষে,
পুনঃ কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হিয়ায় আগুনি আছে, তে-কারণে পুনঃ পুছে,
প্রিয়-প্রাণনাথ-মুখ চাঞা ॥ ২৩ ॥
প্রভু-কর বুকে দিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
মিছা না কহিও মোর ডরে।
হেন অনুমান করি, যত কহ—চাতুরী,
পলাইবে মোর অগোচরে ॥ ২৪ ॥
তুমি নিজবশ প্রভু, পরবশ নহ কভু,
যে করহ আপনার সুখে।
সন্ন্যাস করিবে তুমি, কি বলিতে পারি আমি,
নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে ॥ ২৫ ॥
এ বোল শুনিঞা পঁহু, মুচকি হাসিয়া লহু,
কহে শুন মোর প্রিয়-প্রিয়া।
কিছু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে তোর হিতে,
সাবধানে শুন মন দিয়া ॥ ২৬ ॥
জগতে যতেক দেখ, মিছা করি' সব লেখ,
সত্য এক সবে ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা-বিনে যতেক সব,
মিছা করি' করহ গেয়ান ॥ ২৭ ॥
মিছা সুত, পতি, নারী, পিতা মাতা যত বলি,
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ এ মায়া তাহার ॥ ২৮ ॥
কিবা নারী, পুরুষ, সভারি সে আত্মা এক'
মিছা মায়াবন্ধে রহে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই ॥ ২৯ ॥
রক্ত-রেতঃ-সম্মিলনে, জন্ম বিষ্ঠা-মূত্র-স্থানে,
ভূমে পড়ে হঞা অগেয়ান।
বাল, যুবা, বৃদ্ধ হঞা, নানাদুঃখে কষ্ট পাঞা,
দেহে গেহে করে অভিমান ॥ ৩০ ॥
বন্ধু করি যারে পালি, তারা সব দেই গালি,
অভিমানে বৃদ্ধকাল বঞ্চে।
শ্রবন-নয়ান-আন্ধে, বিষাদ ভাবিয়া কান্দে,
তভু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে ॥ ৩১ ॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি' এ সংসারে,
মায়াবন্ধে পাশরে আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিজপ্রভু পাশরিয়া,
শেষে মরে নরকযন্ত্রণা ॥ ৩২ ॥
তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করহ চিতে।
এ তোরে কহিলুঁ কথা, দূর কর আন-চিন্তা,
মন-দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥ ৩৩ ॥
আপনে ঈশ্বর হঞা, দূর করে নিজ-মায়া,
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্নচিত।
দূরে গেল দুঃখ-শোক, আনন্দে ভরল বুক,
চতুর্ভুর্জ দেখে আচম্বিত ॥ ৩৪ ॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুর্জ দেখিয়া,
পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু।

পড়িয়া চরণতলে, প্রণতি মিনতি করে,
এক নিবেদন শুন প্রভু ॥ ৩৫ ॥
মো অতি অধম ছার, জনমিল এ সংসার,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি।
এহেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়াছিলু তোর,
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি ॥ ৩৬ ॥
ইহা বলি' বিষ্ণুপ্রিয়া, কান্দে উতরোলি হঞা,
অধিক বাঢ়ল পরমাদ।
প্রিয়জন-আর্ত্তি দেখি', ছল ছল করে আঁখি,
কোলে করি' করিলা প্রসাদ ॥ ৩৭ ॥
শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, এ তোরে কহিল হিয়া,
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাঁই,
সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ় ॥ ৩৮ ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞাবাণী শুনি', বিষ্ণুপ্রিয়া মনে, গুণি
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি প্রভু।
নিজসুখে কর কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ,
প্রত্যুত্তর না দিলেক তভু।
বিষ্ণুপ্রিয়া হেঠমুখী, ছলছল করে আঁখি,
দেখি' প্রভু সরস সম্ভাষে।
প্রভু-আচরণ-কথা, শুনিতে লাগয়ে ব্যথা,
গুণ গায় এ লোচনদাসে ॥ ৪০ ॥

বরাড়ি রাগ—দিশা।

মোর প্রাণ আড়ে দ্বিজচাঁদ নারে হয় ॥
মদনমোহন গোরা-রূপের মাধুরী।
সদাই জাগিছে রূপের বালাই লঞা মরি ॥ ধ্রু ॥
এইমনে অনুমানে দিন-রাত্রি যায়।
আগুন জ্বালিল যেন সভার হিয়ায় ॥ ৪১ ॥
সকল ভক্তগণ একত্র হইয়া।
গোরা-গুণগাথা কহে মরমে কান্দিয়া ॥ ৪২ ॥
শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া দোঁহে কান্দে দিবানিশি।
দশদিক্ অন্ধকার—শূন্য হেন বাসি ॥ ৪৩ ॥
পুরজন পরিজন সোয়াথ না পায়।
ছটপট করি' সব নগরে বেড়ায় ॥ ৪৪ ॥

হেনই সময়ে শ্রীনিবাস দ্বিজরায়।
কাতর হৃদয়ে কিছু প্রভুরে শুধায়— ॥ ৪৫ ॥
এক নিবেদন আছে—কহিতে ডরাঙ।
আজ্ঞা পাইলে প্রভু-সঙ্গে মুঞি চলি যাঙ ॥ ৪৬ ॥
আর যে বা পারে সেহ চলি' যাঙ।
তোমা না দেখিলে কেহো না রাখিবে জীউ ॥
আগে ত মরিব আমি—শুন বিশ্বম্ভর।
আপন-অন্তরে-কথা কহিল গোচর ॥ ৪৮ ॥
এ বোল শুনিঞা পঁহু লহু-লহু হাস।
যে কিছু কহিবে তাহা শুন শ্রীনিবাস ॥ ৪৯ ॥
আমার বিচ্ছেদ লাগি' না পাবে তরাস।
কভু না ছাড়িব আমি তোমা-সভার পাশ ॥ ৫০ ॥
বিশেষে তোমার ঘরে কৃষ্ণের মন্দিরে।
নিরন্তর আছি আমি—মন কর স্থিরে ॥ ৫১ ॥
প্রবোধবচন বলি' তুষিল তাহারে।
মুরারিগুপ্তের ঘরে গেলা সন্ধ্যাকালে ॥ ৫২ ॥
হরিদাস সঙ্গে করি, মুরারি-মন্দিরে।
নিভৃতে কহয়ে তারে দেবতার ঘরে ॥ ৫৩ ॥
শুনহ মুরারি তুমি আমার বচন।
মোর প্রিয়-প্রাণ তুমি—কহি তে-কারন ॥ ৫৪ ॥
কহিব উত্তম কথা—শুন সাবধানে।
উপদেশ কহি—তোর হিতের কারণে ॥ ৫৫ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য ত্রিজগতে ধন্য।
তারাধিক বন্ধু মোর নাহি আর অন্য ॥ ৫৬ ॥
আপনে ঈশ্বর-অংশ—অখিলের গুরু।
যে চাহে আপনা হিত—তার সেবা করু ॥ ৫৭ ॥
জগতের হিত সেই বৈষ্ণবের রাজা।
পরমভকতি করি' করু তার পূজা ॥ ৫৮ ॥
তার দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণপূজা পায়।
নিভৃতে কহিল তারে—রাখিবে হিয়ায় ॥ ৫৯ ॥
আমি আর গদাধরপণ্ডিত-গোসাঞি।
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, রামাই ॥ ৬০ ॥
জানিবে আমার দেহ এ সব সহিতে।
অন্তর কহিল তোরে—রাখিহ হিয়াতে ॥ ৬১ ॥

এ বোল শুনিঞা সে মুরারি বৈদ্যরাজ।
অন্তরে জানিল প্রভুর অন্তরের কাজ ॥ ৬২ ॥
কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর পড়িলা চরণে।
নিশ্চয় জানিলা প্রভুর সন্ন্যাসকরণে ॥ ৬৩ ॥
হরিদাসচরণে করিয়া নমস্কার।
আত্মসমর্পণ করে বিনয় অপার ॥ ৬৪ ॥
মুরারিকান্দনা প্রভু শুনিতে কাতর।
আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া চলিলা নিজঘর ॥ ৬৫ ॥
মুরারিকে প্রবোধ করিলা এই বাণী—।
তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি ॥ ৬৬ ॥
সন্ন্যাস করিব—তার আছয়ে বিলম্ব।
পরিণামে যে কহিল—এই অবলম্ব ॥ ৬৭ ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু নিজঘরে যায়।
কাতর-অন্তরে কথা এ লোচন গায় ॥ ৬৮ ॥

প্রভুর সন্ন্যাস

কথাসার

ভক্তগণকে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তৎপরদিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রাতঃক্রিয়া-সমাপনান্তে সন্ন্যাসের উদ্দেশে সন্তরণে গঙ্গা পার হইয়া কন্টকনগরে কেশব-ভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এদিকে শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রভু-বিরহে অচেতন হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনাপ্রদান-পূর্ব্বক চন্দ্রশেখর আচার্য্য, দামোদর পণ্ডিতপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া প্রভুর উদ্দেশে কন্টকনগরে কেশব ভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসপ্রার্থনা করিলে, ভারতী প্রথমে তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে অস্বীকার করায় প্রভু তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ করিলেন, তখন কেশব-ভারতী তাঁহাকে জগদ্গুরু স্বয়ং ভগবান্ জানিয়া সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান করিতে ভীত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার হৃদয়ের ভাব জানিতে পারিয়া, কোন ছলে অগ্রে কেশব-ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র প্রদান করিলে—ভারতী তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে স্বীকৃত হইলেন। কন্টকনগরের অধিবাসী শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রভুর সন্ন্যাস দর্শনে অতীব শোক প্রকাশ করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া ভক্তা-বেশে তাহাদিগের নিকটে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ নামমন্ত্র প্রদান করিয়া সর্ব্বজীবের চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সন্ন্যাসের নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক রাঢ়দেশে তিন দিন প্রেমাবেশে বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হইয়া ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

করুণশ্রী—রাগ।

প্রভু রে গোরা রে আরে হয়।
গোরাচাঁদ নাহারে হয় ॥ ধ্রু ॥
প্রাতঃকালে উঠি' প্রভু প্রাতঃক্রিয়া করি।
'সন্ন্যাস করিব' দঢ়াইল গৌরহরি ॥ ১ ॥
কণ্টক-নগরে আছে ভারতীগোসাঞি।
সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই ॥ ২ ॥
একান্ত করিয়া মনে কৈল বিশ্বম্ভর।
যাত্রাকালে লইল দক্ষিণনাসার স্বর ॥ ৩ ॥
চলিলা ত মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে।
গঙ্গাসন্তরণে যান ছাড়ি' নবদ্বীপে ॥ ৪ ॥
গঙ্গা নমস্করি নবদ্বীপ ছাড়ি' যায়ে।
বজর পড়িল যেন সভার মাথায়ে ॥ ৫ ॥
কিবা দিন-মাঝে যেন রবি লুকাইল।
সরোবর তেজি' হংসগণ কোথা গেল ॥ ৬ ॥
কিবা দেহ তেজি' প্রাণ গেল আচম্বিতে।
ভ্রমরা ছাড়িল যেন পদ্মের পীরিতে ॥ ৭ ॥
বিচ্ছেদ-বিয়োগময় হৈল নবদ্বীপে।
শোকের পর্ব্বত যেন সভাকারে চাপে ॥ ৮ ॥
নিজজন পরিজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ ৯ ॥
শচীদেবী কান্দে কোলে করি' বিষ্ণুপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিলা পড়িয়া ॥ ১০ ॥

অবয়ব আছে—প্রান গেল ত' ছাড়িয়া।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভুমি লোটাইয়া ॥ ১১ ॥
শচীদেবী কান্দে ডাকে নিমাই বলিয়া।
আগুনে পুড়িল যেন ধক্‌ধক্ হিয়া ॥ ১২ ॥
দশদিক্ শূন্য হৈল অন্ধকারময়।
কেমনে বঞ্চিব মুঞি ঘর ঘোরময় ॥ ১৩ ॥
গিলিবারে আইসে মোরে এ ঘরকরণ।
বিষ যেন লাগে ইষ্টকুটুম্ববচন ॥ ১৪ ॥
মা বলিয়া আর মোরে না ডাকিবে কেহো।
আমারে নাহিক যম—পাশরিল সেহো ॥ ১৫ ॥
কিবা দুঃখ পাই পুত্র ছাড়িল আমারে।
হাপুতি করিয়া মোরে গেলা কোথাকারে ॥ ১৬ ॥
হায় হায় নিদারুণ নিমাই হইয়া।
কোন্ দেশে গেলা পুত্র—কে দিবে আনিঞা ॥১৭॥
বুক ফাটে—তোর বাপ সোঙরি মাধুরী।
মা বলিয়া আর না ডাকিব গৌরহরি ॥ ১৮ ॥
অনাথিনী করিয়া কোথারে গেলে বাপ।
মনে ছিল—জননীরে দিব আমি তাপ ॥ ১৯ ॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র ইহাই শিখিলা।
অনাথিনী অভাগিনী মায়েরে করিলা ॥ ২০ ॥
কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি পলাইয়া গেলা।
ভকত-সভার প্রেম কিছু না গণিলা ॥ ২১ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে—হিয়া নাহিক সম্বিৎ।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে—উনমত-চিত ॥ ২২ ॥
বসন না দেয় গায়ে—না বান্ধয়ে চুলি।
হাকান্দ কান্দনা কান্দে—উন্মতি পাগলী ॥ ২৩ ॥
প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিয়া।
জ্বালহ আগুনি - তাথে মরিব পুড়িয়া ॥ ২৪ ॥
গুন বিনাইতে নারে—মরয়ে মরমে।
সবে এক বোল বোলে—যে ছিল করমে ॥ ২৫ ॥
অমিয়া-অধিক প্রভু তোর যত গুন।
এখনে সকল সেই ভৈগেল আগুন ॥ ২৬ ॥
রহস্য-বিনোদ-কথা কহিবারে নারে।
হিয়ার পোড়নে কান্দে অতি-আর্ত্ত-স্বরে ॥ ২৭ ॥
চৌদিগে ভকত মরে অন্তর-যন্ত্রণা।
কি কহিব সম্বরিতে না পারে আপনা ॥ ২৮ ॥
অনেক শকতি সভে বোলে ধীরে ধীরে।
কি দিব প্রবোধ তোরে—প্রান কর স্থিরে ॥ ২৯ ॥
যে দেখিলে যে শুনিলে এতকাল ধরি'।
প্রাণ স্থির কর—সেই সব মনে করি' ॥ ৩০ ॥
কি জানহ ভগবান্ কার আপনার।
শুনিয়াছ যত যত পূর্ব্ব অবতার ॥ ৩১ ॥
লোক-বেদ-অগোচর চরিত্র তাহার।
বড়ভাগ্য নাম ধরে সম্বন্ধ তোমার ॥ ৩২ ॥
যারে যেই আজ্ঞা কৈলা—থাক সেইমতে।
সেই আজ্ঞা পালন করহ দৃঢ় চিতে ॥ ৩৩ ॥
এতেক বচন যবে কৈল ভক্তগন।
শুনিঞা কাতর হিয়া—সম্বরে ক্রন্দন ॥ ৩৪ ॥
তবে নিত্যানন্দ লইয়া সব ভক্তগণ।
যুক্তি করে—কোথা গেলে পাব দরশন ॥ ৩৫ ॥
কেহো বলে—যত তীর্থ করিব গমন।
যথা গেলে গোরাচাঁদের পাব দরশন ॥ ৩৬ ॥
কেহো বোলে—বৃন্দাবন যাব বারাণসী।
নীলাচলে যাব যথা থাকয়ে সন্ন্যাসী ॥ ৩৭ ॥
কাঞ্চন-নগরে আছে ভারতী গোসাঞি।
সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই ॥ ৩৮ ॥
এই বাক্য কভু প্রভুর মুখে শুনিয়াছি।
সত্য করি' এই বাক্য দঢ় নাহি বুঝি ॥ ৩৯ ॥
মিথ্যা-বাক্যে সব লোক ধাইব তথারে।
আগে আমি তত্ত্ব জানি' কহিব সভারে ॥ ৪০ ॥
ধীরভক্ত জনকথো দেহ মোর সঙ্গে।
ধরিয়া আনিব মোর প্রভু সে গৌরাঙ্গে ॥ ৪১ ॥
তবে সব ভক্তগন মনে অনুমানে।
মুখ্য মুখ্য জনকথো দিল তার সনে ॥ ৪২ ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, পণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর-আদি করি' চলিলা সত্বর ॥ ৪৩ ॥
এই সব লঞা নিত্যানন্দ চলি' যায়।
প্রবোধিয়া শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় ॥ ৪৪ ॥

এথা গৌরহরি শীঘ্র চলিলা সত্বর।
কোটি-কুঞ্জর মত্ত গমন সুন্দর ॥ ৪৫ ॥
ঝরঝর নয়নে ঝরয়ে প্রেমধারা।
পুলকে আকুল অঙ্গ সোণার কিশোরা ॥ ৪৬ ॥
উর্দ্ধবাস কেশ প্রভু করিয়া বন্ধন।
মথুরায় মল্ল যেন করিয়াছে গমন ॥ ৪৭ ॥
রাধার বিরহভাবে হইয়া আকুল।
কোথা রাধা গেলা মোর কোথায় গোকুল ॥ ৪৮ ॥
সে গমন ক্ষণে ক্ষণে মন্থর হইয়া।
মালসাট মারে ক্ষণে চৌদিগে চাহিয়া ॥ ৪৯ ॥
এইমতে প্রেমাবেশে চলি' যায় পথে।
অখিলের গুরু মোর প্রভু জগন্নাথে ॥ ৫০ ॥
কাঞ্চন-নগরে আইল প্রভু বিশ্বম্ভর।
যথা আছে কেশবভারতী ন্যাসিবর ॥ ৫১ ॥
পরমভকতি করি' পরণাম করে।
উঠিয়া সম্ভ্রমে ন্যাসী নারায়ণ স্মরে' ॥ ৫২ ॥
বড় ভাগ্য মানি' দোঁহে সরস সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভর বোলে—মোরে করাহ সন্ন্যাস ॥ ৫৩ ॥
এইমনে দুইজনে আছে এক-কালে।
আইলা নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরাদি-মেলে ॥ ৫৪ ॥
সন্ন্যাসীকে নমস্করি' প্রভু নমস্কারে।
হাসিয়া কহয়ে প্রভু—ভাল হৈল আইলে ॥ ৫৫ ॥
তোমার গমনে মোর সকলি মঙ্গল।
সন্ন্যাস হইব মোর জনম সফল ॥ ৫৬ ॥
এ বোল বলিয়া পুনঃ ভারতী সম্ভাষে।
প্রণতি মিনতি করে সন্ন্যাসের আশে ॥ ৫৭ ॥
ভারতী কহয়ে—শুন শুন বিশ্বম্ভর।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে কাঁপয়ে অন্তর ॥ ৫৮ ॥
এহেন সুন্দর তনু—তরুণ বয়স।
জনম অবধি নাহি জান দুঃখ-ক্লেশ ॥ ৫৯ ॥
অপত্য-সন্ততি নাহি হয়ে ত' তোমার।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে না হয় আমার ॥ ৬০ ॥
পঞ্চাশের উর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি।
তবে সে সন্ন্যাস দিতে তোরে হয় যুক্তি ॥ ৬১ ॥

এ বোল শুনিঞা প্রভু কহে লঘু-বাণী।
তোমার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে জানি ॥ ৬২ ॥
মায়া না করিহ মোরে শুন ন্যাসিমুনি।
ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব কেবা জানে তোমা বিনি ॥ ৬৩ ॥
সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষের জন্ম।
তাহাতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পরধর্ম ॥ ৬৪ ॥
বড়ই দুর্ল্লভ তাহে ভক্তজন-সঙ্গ।
মানুষের এ-দেহ তিলেকে হয় ভঙ্গ ॥ ৬৫ ॥
বিলম্ব করিতে এই দেহ যায় যবে।
তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ হ'বে কবে ॥ ৬৬ ॥
মায়া না করিহ মোরে করাহ সন্ন্যাস।
তোর পরসাদে মুঞি' হঙ কৃষ্ণদাস ॥ ৬৭ ॥
ইহা বলি' করুণ-অরুণ দু-নয়ান।
ছল ছল করে অশ্রু-কাতর বয়ান ॥ ৬৮ ॥
হুঙ্কার-গর্জ্জন সিংহ জিনি' পরাক্রম।
ভাবময় সব দেহ—অতি সুলক্ষণ ॥ ৬৯ ॥
'হরি হরি' বলি' ডাকে মেঘের গর্জ্জনে।
অবিরাম প্রেমবারি ঝরে দু-নয়নে ॥ ৭০ ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া 'বংশী বংশী' বলি' ডাকে।
ক্ষণে রাসমণ্ডলী বলিয়া রঙ্গ ঝাঁকে ॥ ৭১ ॥
গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড বলি' ডাকে হাসে।
চমৎকার হৈল ন্যাসী অন্তর-তরাসে ॥ ৭২ ॥
অন্তরে চিন্তিয়া কিছু বোলে ন্যাসিরাজ।
অন্তরে জানিল—মোর ভাল নহে কাজ ॥ ৭৩ ॥
জগতের গুরু এই জগতের নাথ।
'গুরু' বলি' আমারে করিব জোড়-হাত ॥ ৭৪ ॥
এত অনুমানি ন্যাসি কহিল উত্তর।
সন্ন্যাস করিবে যদি—যাহ নিজ-ঘর ॥ ৭৫ ॥
সাক্ষাতে জননী-ঠাঞি হইবে বিদায়।
তোর পত্নী সুচরিতা—যাবে তার ঠাঁয় ॥ ৭৬ ॥
সাক্ষাতে সভার ঠাঁঞি বিদায় হইয়া।
আসিবে আমার ঠাঁই—সভারে বুঝাঞা ॥ ৭৭ ॥
মনে আছে—গোরাচাঁদে করিয়া বিদায়।
আসন ছাড়িয়া আমি যাব অন্য ঠাঁয় ॥ ৭৮ ॥

অন্তর্য্যামী ভগবান্ এ মন জানিঞা।
পালিব তোমার আজ্ঞা—বলিল হাসিয়া॥ ৭৯॥
চলিলেন মহাপ্রভু নবদ্বীপ-পুরে।
দেখিয়া ভাবিল ন্যাসী আপন অন্তরে॥ ৮০॥
যার লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের গণ বৈসে।
তারে পলাইয়া আমি যাব কোন্ দেশে॥ ৮১॥
ভ্রান্তমতি আমি কিছু দেখিয়া না দেখি।
সভার জীবন এই সর্ব্বজন-সাখী॥ ৮২॥
ইহা ভাবী' সন্ন্যাসী ডাকিয়া গৌরহরি।
বলিতে লাগিলা কিছু অনুনয় করি'॥ ৮৩॥
আর এক বোল বোলোঁ—শুন বিশ্বম্ভর।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে বড় লাগে ডর॥ ৮৪॥
তুমি জগতের গুরু—কে গুরু তোমার।
মিছা বিড়ম্বনা কেনে করহ আমার॥ ৮৫॥
এ বোল শুনিঞা কান্দে বিশ্বম্ভররায়।
আরতি করিয়া ধরে সন্ন্যাসীর পায়॥ ৮৬॥
প্রণত-জনেরে কেনে বোল দুর্ব্বচন।
মরিলে কি ছাড়ি আমি তোমার চরণ॥ ৮৭॥
মোরে যত বোল—মোর বুঝিবার মন।
এক নিবেদন আছে—শুনহ বচন॥ ৮৮॥
একদিন রাত্রিশেষে দেখিলুঁ স্বপন।
সন্ন্যাসের মন্ত্র মোরে কহিল ব্রাহ্মণ॥ ৮৯॥
দেখ দেখি এই বটে হয় কিবা নহে।
ইহা বলি' ভারতীর কর্ণে মন্ত্র কহে॥ ৯০॥
ইহা বলি সন্ন্যাসীর কর্ণে কহে মন্ত্র।
প্রকারে হইলা গুরু আপনি স্বতন্ত্র॥ ৯১॥
বুঝিল সকল কাজ ভারতীগোসাঞি।
সন্ন্যাস করাব তোরে—শুনহ নিমাঞি॥ ৯২॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু নাচয়ে আনন্দে।
'হরি হরি' বোলয়ে গভীর-মেঘনাদে॥ ৯৩॥
গৌর-শরীরে ভেল পুলক সারি সারি।
অমিয়া পসারে যেন অঙ্গের মাধুরী॥ ৯৪॥
অরুণ-নয়নে জল ঝরে অনিবার।
দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার॥ ৯৫॥

কাঞ্চন-নগরের লোক দেখিবারে ধায়।
যে দেখয়ে তার হিয়া নয়ন জুড়ায়॥ ৯৬॥
কিবা বৃদ্ধ, কিবা অন্ধ, কি নারী, পুরুখ।
কিবা সে পণ্ডিতজন এ গণ্ড-মূরুখ॥ ৯৭॥
শিশুগণ ধায় আর কুলের যুবতী।
নিজ ছায়া নাহি চিনে হেন রূপবতী॥ ৯৮॥
কাঁখে কুম্ভ করি' কেহো দাঁড়াইয়া চাহে।
নড়িতে না পারে—সেহ লড়ি ধরি' ধায়ে॥ ৯৯॥
পঙ্গু সে আতুর কিবা গর্ভবতী নারী।
শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া সন্ন্যাসীরে পাড়ে গালি॥ ১০০॥
ধন্য ধন্য করি' লোক বাখানয়ে রূপ।
এতকালে দেখিল এ অতি অপরূপ॥ ১০১॥
ধন্য ধন্য জননী ধরিল পুত্র গর্ভে।
দেবকীসমান সেই শুনিয়াছি পূর্ব্বে॥ ১০২॥
কোন্ ভাগ্যবতী হেন পায়াছিল পতি।
ত্রৈলোক্যে তাঁহার সম নাহি ভাগ্যবতী॥ ১০৩॥
রূপ দেখি' নিজ আঁখি পালটিতে নারি।
ইহার সন্ন্যাস কিবা সহিবারে পারি॥ ১০৪॥
কেমনে বা জীবে' সে ইঁহার জননী।
এ কথা শুনিলে মাত্র মরিবে রমণী॥ ১০৫॥
এত অনুমান করি' কান্দে সব লোক।
ডাকিয়া কহয়ে প্রভু—না করিহ শোক॥ ১০৬॥
আশীর্বাদ কর মোরে—শুন মাতা পিতা।
সাধ লাগে—কৃষ্ণের চরণে দেঙ মাথা॥ ১০৭॥
যার যেই নিজ পতি—সেই তাহা চাহে।
তার চিত্ত বান্ধিবারে করয়ে উপায়ে॥ ১০৮॥
রূপ, যৌবন যত এ রস-লাবণ্য।
নিজ পতি ভজিলে সে সব হয় ধন্য॥ ১০৯॥
মনে মনে কর—এ সভার অনুভব।
পতি বিনু যুবতীর মিছা হয় সব॥ ১১০॥
কৃষ্ণপদ বিনু মোর নাহি অন্য গতি।
নিজ অঙ্গ দিয়া মো ভজিব প্রাণপতি॥ ১১১॥
ইহা বলি' মহাপ্রভু করিয়ে রোদন।
ক্ষণেক অন্তরে সব কৈল সম্বরণ॥ ১১২॥

পুনরপি ন্যাসিবরে করিয়া প্রণাম।
আপন অন্তরেকথা মাগয়ে বিধান ॥ ১১৩ ॥
তার পর-দিনে প্রভু গুরু-আজ্ঞা লঞা।
সন্ন্যাস-বিধান—কর্ম্ম করয়ে হাসিয়া ॥ ১১৪ ॥
করিল সকল কর্ম্ম—যে ছিল বিহিত।
'সন্ন্যাস করিব' বলি' আনন্দিতচিত ॥ ১১৫ ॥
আপনে আচার্য্য-রত্ন কৃষ্ণ-পূজা করে।
চৌদিগে বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে ॥ ১১৬ ॥
গুরুর সন্মুখে রহে পুটাঞ্জলি করি'।
মাগয়ে সন্ন্যাস-মন্ত্র পরণাম করি' ॥ ১১৭ ॥
মুণ্ডন করিল প্রভু—শুন তার কথা।
যা শুনিলে সভার হৃদয়ে লাগে ব্যথা ॥ ১১৮ ॥
সকল বৈষ্ণবজনে লাগে হিয়া কাঁপ।
মুণ্ডনের কালে বস্ত্র মুখে দেই ঝাঁপ ॥ ১১৯ ॥
কমলা-লালিত কেশ ত্রৈলোক্য সুন্দর।
মালার সহিত নাম্বে এ গজকন্ধর ॥ ১২০ ॥
পুরুবে চূড়ার বেশে মোহিল জগত।
যাহার ধেয়ানে জীয়ে সকল ভকত ॥ ১২১ ॥
গোপবধূ যাহা লাগি' ছাড়িলেক লাজ।
জাতি-কুল-শীল-ভয়ে পাড়িলেক বাজ ॥ ১২২ ॥
যার গুণগানে শিব, বিরিঞ্চি, নারদ।
আপনারে ধন্য মানে সকল সম্পদ্ ॥ ১২৩ ॥
হেন কেশ মুণ্ডন করিতে চাহে পহুঁ।
কান্দয়ে সকল লোক না তুলয়ে মুহু ॥ ১২৪ ॥
নাপিত না দেই হাথ শিরের উপরে।
তরাসে তাহার অঙ্গ করে থর-থরে ॥ ১২৫ ॥
কণ্টক-নগরের লোক এ নারী-পুরুষে।
ফুকরি ফুকরি কান্দে সকরুণ ভাষে ॥ ১২৬ ॥
নাপিত কহয়ে—প্রভু নিবেদি চরণে।
তোর শিরে হাথ দিব কাহার পরাণে ॥ ১২৭ ॥
আমার শকতি নাহি করিতে মুণ্ডন।
সুন্দর কুঞ্চিত কেশ ত্রৈলোক্য-মোহন ॥ ১২৮ ॥
দেখিতে শীতল হয় হৃদয়-নয়ন।
যে কর সে কর প্রভু না কর মুণ্ডন ॥ ১২৯ ॥
এরূপ মানুষ নাই জগত-ভিতর।
তুমি সর্ব্বলোকনাথ—জানিল অন্তর ॥ ১৩০ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অসন্তোষ পায়।
বুঝিয়া নাপিত কাজ অন্তরে ডরায় ॥ ১৩১ ॥
পুনঃ নিবেদন করে অন্তরে কাতর।
কেমনে বা হাথ দিব এ শির-উপর ॥ ১৩২ ॥
অপরাধ লাগি' মোর ডরে হালে গা।
তোর শিরে হাথ দিয়া ছোব কার পা ॥ ১৩৩ ॥
কার পায় হাথ দিয়া করিব নিজবৃত্তি।
অধম নাপিত মুঞি হঙ ছার জাতি ॥ ১৩৪ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু সদয়-হৃদয়।
না করিহ বৃত্তি তুমি—ঠাকুর কহয় ॥ ১৩৫ ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম সুখে গোঙাইবে।
অন্তকালে বাস তোর মোর লোকে হবে ॥ ১৩৬ ॥
মুণ্ডনের কালে সে নাপিতে বর পায়।
কাতর-হৃদয়ে এ লোচন দাস গায় ॥ ১৩৭ ॥

———

পূরবী সিন্ধুড়া—রাগ।

মুণ্ডন করিল প্রভু দেখি' শুভক্ষণে
সন্ন্যাস করয়ে শুভদিনে সংক্রমণে ॥ ১৩৮ ॥
মকর লেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেনকালে ॥ ১৩৯ ॥
চৌদিগে বৈষ্ণবগণ করে সঙ্কীর্ত্তনে।
মন্ত্র কহে ন্যাসী বিশ্বম্ভরের শ্রবণে ॥ ১৪০ ॥
মন্ত্র পাঞা বিশ্বম্ভর পুলকিত-অঙ্গ।
শতগুণ বাঢ়ে কৃষ্ণপ্রেমার তরঙ্গ ॥ ১৪১ ॥
অরুণ-নয়নে জল ঝরে অনিবার।
ক্ষণে মালসাট মারে—ছাড়ে হুহুঙ্কার ॥ ১৪২ ॥
'সন্ন্যাস করিল' ইহা বলিয়া উল্লাস।
পুনঃ পুনঃ প্রেমানন্দে অট্ট-অট্ট হাস ॥ ১৪৩ ॥
হেনই সময় কহে ভারতী-গোসাঞি—।
কি নাম তোমার হবে—শুনহ নিমাঞি ॥ ১৪৪ ॥

যতেক বৈষ্ণবগণ ছিল সেইখানে।
সভে মিলি ন্যাসিবর করে অনুমানে ॥ ১৪৫ ॥
বুদ্ধি-অনুসারে কহে—যার যেই মনে।
হেনকালে শুভবাণী উঠিল গগনে ॥ ১৪৬ ॥
ধ্বনি শুনি' সর্ব্বলোক হৈল চমৎকার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম করহ ইহার ॥ ১৪৭ ॥
নিদ্রারূপা মহামায়া দেবী ভগবতী।
আচ্ছাদিল সর্ব্বজন—ছন্ন ভেল মতি ॥ ১৪৮ ॥
যতেক করয়ে সব নিঁদের স্বপনে।
আপনে ঠাকুর সভার করায় চেতনে ॥ ১৪৯ ॥
আপনেই কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বুঝায় সভারে।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' তেঞি বলিয়ে ইঁহারে ॥ ১৫০ ॥
এতেক বচন যবে দৈবমুখে শুনি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক করে হরিধ্বনি ॥ ১৫১ ॥
গুরুর আজ্ঞায় প্রভু সেদিন তথাই।
গুরুভক্তি করি' সুখে বঞ্চিলা গোসাঞি ॥ ১৫২ ॥
রজনী বৈষ্ণব-মিলে করে সঙ্কীর্ত্তন।
গুরুর সংহতি নৃত্য করয়ে মোহন ॥ ১৫৩ ॥
কেশবভারতী নাচে প্রেমানন্দ-সুখে।
ঠাকুর নাচয়ে—হরি বোলে সর্ব্বলোকে ॥ ১৫৪ ॥
প্রেমানন্দে পূর্ণ দোঁহে পাশরে আপনা।
ব্রহ্ম-সুখ অল্প করি' মানয়ে দু'জনা ॥ ১৫৫ ॥
এইমনে আনন্দে সানন্দে রাত্রি যায়।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু মাগেন বিদায় ॥ ১৫৬ ॥
গুরু প্রদক্ষিণ করি' করয়ে প্রণাম।
নীলাচল যাই যদি পাই সন্নিধান ॥ ১৫৭ ॥
গুরুর চরণে আজ্ঞা মাগয়ে ঠাকুর।
কেশবভারতীর হিয়া করে দুরু-দুরু ॥ ১৫৮ ॥
ছল ছল করে আঁখি করুণার জলে।
বিদায়-সময়ে গোরাচাঁদে করে কোলে ॥ ১৫৯ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি আপনার সুখে।
করুণা-কারণে পদব্রজে বুল লোকে ॥ ১৬০ ॥
গুরুভক্তি লওয়াবারে কর বিধিকর্ম্ম।
সংস্থাপন করিবারে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম ॥ ১৬১ ॥
সর্ব্বলোক নিস্তারিতে করুণা প্রকাশ।
আমা বিড়ম্বিতে কৈলে এই ত' সন্ন্যাস ॥ ১৬২ ॥
আমার নিস্তার যেন হয় বিশ্বম্ভর।
এই মোর বাক্য তুমি পালিহ অন্তর ॥ ১৬৩ ॥
চরণ-পরশ করি' চলিল ঠাকুর।
পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাড়িল প্রচুর ॥ ১৬৪ ॥
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলি' ডাকে প্রেমার উল্লাস।
ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাস ॥ ১৬৫ ॥
বুক বাঞা পড়ে ধারা নয়নের জলে।
সুরনদীধারা যেন সুমেরু-শিখরে ॥ ১৬৬ ॥
কদম্বকেশর জিনি' বিপুল-পুলক।
কণ্টকিত সর্ব্ব অঙ্গ আপাদমস্তক ॥ ১৬৭ ॥
মত্ত করিবর যেন রঙ্গে চলি' যায়।
নির্ভর প্রেমায় ক্ষণে কৃষ্ণ বলি' গায় ॥ ১৬৮ ॥
ক্ষণেকে পড়য়ে ভুমি—রহে স্তব্ধ হঞা।
ক্ষণে লম্ফ দিয়া উঠে হরিবোল বলিয়া ॥ ১৬৯ ॥
ক্ষণে গোপিকার ভাব—ক্ষণে দাস্যভাব।
ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে—ক্ষণে শীঘ্র ধাব ॥ ১৭০ ॥
এইমনে দিবারাত্রি না জানে আনন্দে।
রাঢ়দেশে না শুনিল কৃষ্ণনাম-গন্ধে ॥ ১৭১ ॥
কৃষ্ণনাম না শুনিঞা খেদ উঠে চিতে।
নিশ্চয় করিল জলে প্রবেশ করিতে ॥ ১৭২ ॥
দেখি' সব ভক্তগণ করে অনুতাপ।
গৌরাঙ্গ গোলোকে যায়—কি হবে রে বাপ ॥১৭৩
তবে নিত্যানন্দ প্রভু বোলে বীরদাপে।
রাখিব চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে ॥ ১৭৪ ॥
সেইখানে শিশুগণ গোধন চরায়।
নিত্যানন্দপ্রভু তার প্রবেশে হিয়ায় ॥ ১৭৫ ॥
নিশ্চয় করিয়া গেলা জলের সমীপ।
হরি বলি' এক শিশু ডাকে আচম্বিত ॥ ১৭৬ ॥
তাহা শুনি' লেউটি আইলা গৌরহরি।
বোল বোল বোলে ডাকে শিশু-হস্ত ধরি ॥ ১৭৭ ॥
তোমারে করুণ কৃপা প্রভু ভগবান্।
কৃতার্থ করিলে শুনাইয়া হরি-নাম ॥ ১৭৮ ॥

প্রেমানন্দে ভাসে প্রভু আনন্দিত হিয়া।
ভিক্ষা করিলা প্রভু কথোদূর গিয়া ॥ ১৭৯ ॥
হেনমতে দিবানিশি নাহি জানে সুখে।
তিন দিন রহি' অন্নজল দিলা মুখে ॥ ১৮০ ॥
হেনমনে প্রেমানন্দে দিনরাতি যায়।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যে দিলেন বিদায় ॥ ১৮১ ॥
কহিল ঠাকুর—পুনঃ হৈব দরশন।
অচিরে হইবে দেখা—না হও বিমন ॥ ১৮২ ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
কান্দিতে কান্দিতে যায় শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ ১৮৩ ॥
হেথা নবদ্বীপবাসী একমুখে রহে।
শ্রীচন্দ্রশেখর আসি' কিবা বার্ত্তা কহে ॥ ১৮৪ ॥
কহয়ে লোচন—যা কহনে না যায়।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য নবদ্বীপ পায় ॥ ১৮৫ ॥

———

প্রভুর শান্তিপুরে আগমন

কথাসার

চন্দ্রশেখর আচার্য্য নদীয়ায় প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহাকে দেখিয়া শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার শোকানল আরও দ্বিগুণ উদ্দীপ্ত হইল; তাঁহারা নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে করিতে আচার্য্যের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এদিকে অন্তর্য্যামী ভগবান্ গৌরহরি নদীয়াবাসীর আর্ত্তিতে তাঁহাদিগকে দেখা দিবার উদ্দেশে শান্তিপুরে আগমন করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর দ্বারা নদীয়াবাসীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নদীয়ায় উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে দেখিয়া বিরহকাতর নদীয়াবাসীগণের দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল। শচীদেবী ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে প্রভু নিত্যানন্দ তাঁহাকে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শান্তিপুর আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। প্রভুর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া নদীয়াবাসী সকলে পরমানন্দে শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-সমীপে উপস্থিত হইলে, প্রভুও তাঁহাদিগকে যথাযথ আদর করিলেন। এইরূপে পরমানন্দে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল।

করুণশ্রী—রাগ।

অকি আরে রে আরে হয় ॥ ধ্রু ॥
নবদ্বীপে প্রবেশিতে আচার্য্য-শেখর।
নয়নে গলয়ে জলধারা নিরন্তর ॥ ১ ॥
নবদ্বীপবাসী যত তাহারে দেখিয়া।
অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ ধক্‌ধক্ হিয়া ॥ ২ ॥
সকল বৈষ্ণব আসি' মিশিলা সেখানে।
সম্বরিতে নারে অশ্রু—কাতর বয়ানে ॥ ৩ ॥
পুছিতে না পারে কিছু—মুখে নাহি রায়ে।
শুনি' শচীদেবী আউদড়-চুলে ধায়ে ॥ ৪ ॥
'আচার্য্য' বলিয়া ডাকে উন্মতি পাগলী।
না দেখিয়া গৌরাঙ্গে হইলা উতরোলি ॥ ৫ ॥
আমার নিমাই কোথা থুঞা আইলে তুমি।
কেমনে মুড়িলে মাথা কোন দেশ ভূমি ॥ ৬ ॥
কোন্ ছার সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুণ।
বিশ্বম্ভরে মন্ত্র দিতে না হইল করুণ ॥ ৭ ॥
সে হেন সুন্দর কেশ-লাবণ্য দেখিয়া।
কোন ছার নাপিত সে নিদারুণ হিয়া ॥ ৮ ॥
কেমন পাপিষ্ঠ তেন কেশে দিল খুর।
কেমনে বা জিল সে নিদয়া নিঠুর ॥ ৯ ॥
আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মস্তক মুড়াঞা বাছা কেমন বা হৈল ॥ ১০ ॥
আর না দেখিব পুত্র বদন তোমার।
অন্ধকার হৈল মোর সকল সংসার ॥ ১১ ॥
রন্ধন করিয়া আর নাহি দিব ভাত।
সে হেন শ্রীঅঙ্গে আর নাহি দিব হাত ॥ ১২ ॥
সুন্দর-বদনে চুম্ব না দিব মো আর।
ক্ষুধার সময় কেবা বুঝিবে তোমার ॥ ১৩ ॥
এতেক বিলাপ যবে শচীদেবী কৈল।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিতে জনকথো গেল ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশু-পক্ষি-লতা-তরু এ পাষাণ ঝুরে ॥ ১৫ ॥
হায়! হায়! কিবা দৈব হইল আমারে।
গৌর বিন্দু আমার সকল আন্ধিয়ারে ॥ ১৬ ॥
সে হাস্য, লাবণ্য দেহ না দেখিব আর।
না শুনিব বচনচাতুরী সুধাসার ॥ ১৭ ॥
অনাথিনী করিয়া কোথা কারে গেলা তুমি।
স্মঙরিব তুয়া গুন—নিবেদিয়ে আমি ॥ ১৮ ॥
কোন্ ভাগ্যবতী সে না তোমারে দেখিয়া।
নিন্দিল কতেক মোরে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৯ ॥
কোন্ অভাগিনী কোল ছাড়িয়া আইলা।
খণ্ডব্রতী অভাগিনী কেনে না মরিলা ॥ ২০ ॥
পূজিল তোমার মুখ অনঙ্গ-নয়নে।
কেমনে ধরিব হিয়া তোমা অদর্শনে ॥ ২১ ॥
বিচ্ছেদে মরিল তোর যত নর-নারী।
আমি অভাগিনী দেহ এত কাল ধরি ॥ ২২ ॥
মরি মরি গৌরাঙ্গসুন্দর কতি গেলা।
আমি নারী অনাথিনী সহজে অবলা ॥ ২৩ ॥
কোন দেশে যাব—লাগি' পাব কোন ঠাঞি।
যাইতে না দিব কেহো—মরিব এথাই ॥ ২৪ ॥
মায়ে অনাথিনী করি' গেলা কোন দেশে।
কেমনে বঞ্চিব তেঁহ তোমার হুতাশে ॥ ২৫ ॥
পাপিষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায়।
ভূমিতে লোটাঞা দেবী করে হায় হায় ॥ ২৬ ॥
বিরহ-অনল-শ্বাস বহে অনিবার।
অধর শুখায়—কম্প হয় কলেবর ॥ ২৭ ॥
কেশ-বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া।
ক্ষনে ক্ষীন হয় অঙ্গ রহে ত ফুলিয়া ॥ ২৮ ॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় রাঙ্গা-চরণ-ধ্যেয়ানে।
সম্বেদন পায় ক্ষণে অনেক যতনে ॥ ২৯ ॥
প্রভু! প্রভু! বলি' ডাকে ক্ষনে আর্ত্তনাদে।
বিষ্ণুপ্রিয়া-কান্দনাতে সবজন কান্দে ॥ ৩০ ॥
প্রবোধ করিতে যেই যেই জন গেল।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেখি' হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

সবজন বোলে—হের শুন বিষ্ণুপ্রিয়া।
কি দিব প্রবোধ তোরে—স্থির কর হিয়া ॥ ৩২ ॥
তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাজ।
বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ-হিয়া-মাঝ ॥ ৩৩ ॥
প্রবোধিয়া সব ভক্ত একত্র হইয়া।
বিচার করয়ে গোরাচাঁদের লাগিয়া ॥ ৩৪
সন্ন্যাস করিল মো—সভারে দুঃখ দিয়া।
এখানে ছাড়িয়া গেলা নিদারুণ হৈয়া ॥ ৩৫
রহিব কেমনে তাঁহা ছাড়িয়া আমরা।
নিদারুণ মো-সভারে ছাড়িলেন গোরা ॥ ৩৬
তারোধিক দয়াল তাহার বড় নাম।
নাম হৈতে তারে পাই—এই মুখ্য কাম ॥ ৩৭ ॥
তার বাক্য আছে পূর্ব মো-সভার তরে।
নাম যেই লয়—সে পাইব আমারে ॥ ৩৮ ॥
এত চিন্তি' নাম লৈতে বসিল সভাই।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই ॥ ৩৯ ॥
কি বালক, বৃদ্ধ কিবা, যুবক-যুবতী।
নাম লৈতে বসিলা গৌরাঙ্গ করি গতি ॥ ৪০ ॥
নামপাশে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্তসিংহ।
দাণ্ডাইল মহাপ্রভু—গতি হৈল ভঙ্গ ॥ ৪১ ॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গ হেলিয়া রহিলা।
অঝর-নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥ ৪২ ॥
যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজি তুমি।
শান্তিপুরে সভারে দেখিয়ে যেন আমি ॥ ৪৩ ॥
শুনি নিত্যানন্দ মনে আনন্দ হইল।
দেখা দিব সভাকারে—এই সত্য কৈল ॥ ৪৪ ॥
কহয়ে লোচনদাস কাতর-হিয়ায়।
তবে প্রভু গোরাচাঁদ করিলা বিজয় ॥ ৪৫ ।
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে চলি' যায়।
হাসিয়া ঠাকুর তারে দিলেন বিদায় ॥ ৪৬ ॥
নবদ্বীপ যাহ তুমি—শুনহ বচন।
নদিয়ানগরে মোর যত বন্ধুজন ॥ ৪৭ ॥
সভারে কহিও মোরে 'নারায়ণ'-বাণী।
অদ্বৈত-আচার্য্য-ঘরে উত্তরিব আমি ॥ ৪৮ ॥

সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে।
একত্রে হইবে দেখা আচার্য্যের ঘরে ॥ ৪৯ ॥
ইহা বলি মহাপ্রভু চলিলা সত্বর।
নিত্যানন্দ যান তবে নদিয়ানগর ॥ ৫০ ॥
নদিয়ানগরের লোক জীয়ন্তেতে মরা।
কাটিলে কুটিলে রক্ত-মাংস নাহি তারা ॥ ৫১ ॥
উদরে নাহিক অন্ন—টলমল তনু।
সর্ব্ব অন্ধকার তারা গোরাচাঁদ বিনু ॥ ৫২ ॥
আচম্বিতে নিত্যানন্দ নদিয়ানগরে।
গায়ে বল হৈল—সভে ধাইলা সত্বরে ॥ ৫৩ ॥
চলিতে না পারে পথে টলমল করে।
দেখিতে না পায় পথ নয়ানের জলে ॥ ৫৪ ॥
সকল বৈষ্ণব কান্দে পড়িয়া চরণে।
পুছিতে না পারে কিছু নীরব-বদনে ॥ ৫৫ ॥
শচী অতি উনমতি ধায় ঊর্দ্ধমুখে।
এ ভুমি-আকাশ শচীর জুড়িলেক দুঃখে ॥ ৫৬ ॥
আর্ত্তনাদে ডাকে শচী—আরে অবধূত।
কোথা থুঞা আলি মোর নিমাই সোণার সুত ॥
ইহা বলি' কান্দে শচী বুকে কর হানে।
টলমল করে,—নাহি চাহে পথপানে ॥ ৫৮ ॥
শচী দেখি' অভ্যুত্থান করিলা ঠাকুর।
শচী কহে—মোর পুত্র আইসে কতদুর ॥ :৯ ॥
নিত্যানন্দ কহে—খেদ না করিহ চিতে।
আমারে পাঠাইলা তোমা-সভাকারে নিতে ॥ ৬০ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-ঘরে রহিব ঠাকুর।
খেদ না করিহ—দেখা হইব অদূর ॥ ৬১ ॥
চলহ সকল লোক প্রভু দেখিবারে।
সেইমনে সেইক্ষণে সর্বজন চলে ॥ ৬২ ॥
আবাল-বৃদ্ধ, যুবতী, মূক, ধীর জন।
মূর্খ কিবা তপস্বী—চলিলা সর্বজন ॥ ৬৩ ॥
শচী আগে আগে ধায় গায়ে হৈল বল।
আনন্দে চলিয়া যায় বৈষ্ণবসকল ॥ ৬৪।
অদ্বৈত-আচার্য্য-ঘরে উত্তরিল গিয়া।
ভাঙ্গিল কাঁকালি তাঁহা প্রভু না দেখিয়া ॥ ৬৫ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্যে কথা পুছে নিত্যানন্দ—।
তোমার আশ্রমে প্রভু করিলা নির্বন্ধ ॥ ৬৬ ॥
আমারে পাঠাঞা দিল এ সভারে নিতে।
আর কিছু না জানিয়ে কি আছয়ে চিতে ॥ ৬৭ ॥
ইহা বলি' দোঁহে মেলি' করে কোলাকুলি।
গৌরাঙ্গসন্ন্যাস শুনি' অদ্বৈত বিকলা ॥ ৬৮ ॥
মুঞি অভাগিয়া সঙ্গ না পাইল তার।
কবে চাঁদমুখ মো দেখিব আরবার ॥ ৬৯ ॥
শচী উনমত্তি পুছে তখনি তখন।
সবজন বোলে—প্রভু আসিব এখন ॥ ৭০ ॥
উৎকণ্ঠা বাড়িল সবজনার হৃদয়।
আইলা ত মহাপ্রভু হেনই সময় ॥ ৭১ ॥
আছিল-অধিক কোটিগুণ দেহ-ছটা।
আর তাহে উজ্জ্বল চন্দন-দীর্ঘ-ফোঁটা ॥ ৭২ ॥
গোরা-গায়ে অরুণ-বসন উজিয়ার।
প্রাতঃকালের সূর্য্য যিনি বরণ তাহার ॥ ৭৩ ॥
দণ্ড-করে আইসে প্রভু সিংহের গমনে।
দেখিয়া সকল লোক পড়িলা চরণে ॥ ৭৪
হিয়া জুড়াইল দেখি' অঙ্গের ছটাক।
পাশরিল সর্বলোক দুঃখ লাখে লাখ ॥ ৭৫ ॥
প্রেমায় ভরিল হিয়া—নাহি শোক দুঃখ।
একদৃষ্টে চাহে শচী বিশ্বম্ভরমুখ ॥ ৭৬ ॥
যতেক আছিল দুঃখ—কিছু নাহি চিতে।
অমিয়া-সিঞ্চিল মুখ দেখিতে দেখিতে ॥ ৭৭ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি আনন্দ-হিয়ায়।
দিব্যাসনে বসাইলা প্রভু গোরারায় ॥ ৭৮ ॥
পাদপ্রক্ষালন করি' মুছিয়া বসান।
পাদোদক-পান কৈল সব নিজজন ॥ ৭৯ ॥
জয়জয়-ধ্বনি শুনি হরি-হরি বোল।
সকল বৈষ্ণব-হিয়া আনন্দহিল্লোল ॥ ৮০ ॥
তেজঃ দেখি' আনন্দিত হৈলা হরিদাস।
মুরারি, মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস ॥ ৮১ ॥
দণ্ড-পরণাম করে ভুমিতে পড়িয়া।
ছল ছল করে আঁখি বদন দেখিয়া ॥ ৮২ ॥

আনন্দ-গদগদ্ স্বর—অঙ্গ পুলকিত।
মইল-শরীরে জীউ আইল আচম্বিত ॥ ৮৩ ॥
হেনমনে নিজজনে দেখি' গোরারায়।
কৃপাদিঠে চাহে—দয়া বাঢ়িল হিয়ায় ॥ ৮৪ ॥
কারে নিজ করে প্রভু পরশন করে।
হাসিয়া সম্ভাষে' কাহো কোলি চাপি ধরে ॥ ৮৫॥
যার যেই অভিমত করয়ে ঠাকুর।
সভার অন্তরে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর ॥ ৮৬ ॥
হৃষ্ট হৈলা সবজন—দূরে গেলা শোক।
আনন্দে মঙ্গলধ্বনি হরি বোলে লোক ॥ ৮৭ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি ভক্ত সুচতুর।
তাহার আশ্রমে ভিক্ষা করিলা ঠাকুর ॥ ৮৮ ॥
আর সব জন—যার যেই অনুরূপ।
ভোজন করিলা সবে আনন্দ কৌতুক ॥ ৮৯ ॥
সন্ন্যাস করিলা প্রভু—কারো নাহি মনে।
আনন্দে গোঙায় দিনরাত্রি সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ৯০ ॥
সঙ্কীর্ত্তনে ভোরা প্রভু নিজ-গুণ গায়।
আনন্দহৃদয়ে আপে নাচয়ে নাচয় ॥ ৯১ ॥
সর্ব্বভক্তগণ নাচে প্রেম-রস-রঙ্গে।
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে নিজপুত্র-সঙ্গে ॥ ৯২ ॥
সভার হৃদয়ে প্রেম বাঢ়িল অপার।
অশ্রু-কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক-বিকার ॥ ৯৩ ॥
সভার হৃদয়ে ভেল আনন্দ-উল্লাস।
ঐছন শুনিঞা সুখী এ লোচনদাস ॥ ৯৪ ॥

———

প্রভুর নীলাচল গমন ও দণ্ডভঙ্গ-লীলা

কথাসার

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিরন্তর হরিনাম-সংকীর্তন দ্বারা সর্ব্বজীবের উপকার সাধন করিতে উপদেশ করিয়া নীলাচলে গমনোদ্যত হইলে, ঠাকুর হরিদাস প্রভু-পদতলে পড়িয়া স্বীয় দৈন্যকাতর নিবেদন করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ স্বীয় ও শচী, বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ নিবেদন করিতে করিতে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলে, প্রভু তাঁহাদিগকে এবং শচীদেবীকে সুমধুর-বচনে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া প্রেমাবেশে "রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্" প্রভৃতি শ্লোক পড়িতে পড়িতে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তে দণ্ড রাখিয়া প্রেমাবেশে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় নিত্যানন্দ-প্রভু তাঁহার দণ্ড ভঙ্গ করিলে, গৌরহরি তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন।

ভাটিয়ারী রাগ—দিশা।

ভায়্যা আরে আরে গোরা-গোসাঞির মহিমা-
গুণ গাহিও ॥ মূর্চ্ছা ॥
আরে ভায়্যা প্রাণ-ভায়্যা সংসারবাসনা রে ছাড়িহ
জগতে যাবৎ কাল জীয় মহাপ্রভুর
চরণ না ছাড়িহ ॥ ধ্রু ॥

এইমতে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল।
প্রাতঃক্রিয়া করি' প্রভু আসনে বসিল ॥ ১ ॥
দণ্ড-করে যেন সর্ব্বরাজ্যের ঈশ্বর।
অরুণ বসন অঙ্গে করে ঝলমল ॥ ২ ॥
যত নিজজন কাছে আছয়ে বসিয়া।
হাসি' হাসি' কহে প্রভু সভা সম্বোধিয়া— ॥ ৩ ॥
শ্রীনিবাস আদি করি' যত ভক্তগণ।
আপন আশ্রমে সভে করহ গমন ॥ ৪ ॥
নীলাচল যাব জগন্নাথ দেখিবারে।
প্রসন্নবদনে প্রভু যদি দয়া করে ॥ ৫ ॥
তোমরা থাকিবে—আজ্ঞা করিবে পালন।
নিরন্তর-দিবা-নিশি করিবে কীর্ত্তন ॥ ৬ ॥
হরিনাম ভক্তসেবা করিবে স্থাপন।
এই ধর্ম্ম করি' যেন তরে' সর্বজন ॥ ৭ ॥
নির্ম্মৎসর-অন্তর হইবে সর্বজন।
সভে সভাকার মন কর আরাধন ॥ ৮ ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু উঠিলা সত্বরে।
বাহু বেড়ি' সভাকারে আলিঙ্গন করে ॥ ৯ ॥
প্রেম-জলে দু-নয়ান করে ছলছল।
সকরুণ কণ্ঠ ভেল গদগদ স্বর ॥ ১০ ॥

হেনই সময়ে সেই প্রভু হরিদাস।
দন্তে তৃণ ধরি' পড়ে পাদাম্বুজ-পাশ ॥ ১১ ॥
অতি আর্ত্তনাদে কান্দে সকরুণ স্বরে।
শুনিতে সকল-লোক-হৃদয় বিদরে ॥ ১২ ॥
ব্যথিত হইল প্রভু সজল-নয়ন।
কাতর-অন্তর কিছু কহিছে বচন— ॥ ১৩ ॥
এইমত ভাগ্য মোর হবে কতদিনে।
পড়িয়া কান্দিব জগন্নাথের চরণে ॥ ১৪ ॥
কহিব কাতর কথা পাদাম্বুজ পাঞা।
সফল করিব আঁখি শ্রীমুখ দেখিয়া ॥ ১৫ ॥
এ বোল বলিতে চারিপাশে ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সভে করয়ে রোদন ॥ ১৬ ॥
চেতন হরিল শচী কান্দিতে না পায়।
ধরিবারে চাহে নিজ পুত্রের গলায় ॥ ১৭ ॥
কেহো পায়ে ধরি' কান্দে আউদড়-চুলি।
অনেক যতনে তবে আপনা সম্বরি ॥ ১৮ ॥
শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ।
প্রভুরে কহিতে কিছু করে অনুবন্ধ ॥ ১৯ ॥
স্বতন্ত্র ঠাকুর তুমি—মো সব অধীন।
দীন দুরাচার পাপী—তাহে ভক্তিহীন ॥ ২০ ॥
কি বলিতে পারি প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ সব দাস ॥ ২১ ॥
একেশ্বর কেমনে হাটিয়া যাবে পথে।
ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে ॥ ২২ ॥
শচীর দুলাল তুমি দুল্লিল-চরিত।
দু'খানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত ॥ ২৩ ॥
ভক্ত-জন-নয়ন অমিয়া দিঠিপাতে।
এ দেহ প্রেমার তরু বাড়ে হাথে হাথে ॥ ২৪ ॥
অনেক আছিল প্রেমফল প্রতি আশে।
সন্ন্যাস করিয়া শূন্য করাইল আশে ॥ ২৫ ॥
পাপিষ্ঠ-শরীরে প্রাণ না যায় ছাড়িয়া।
ঘরে চলি' যাব তোরে বিদায় করিয়া ॥ ২৬ ॥
এখনে চলিয়া যাব মো সব অধম।
তোর ধর্ম নহে—তুমি পতিতপাবন ॥ ২৭ ॥
করুণা-কর্দ্দমে তনু গড়িয়াছে বিধি।
বিনোদ-বিলাস-লীলা দিয়া নানা নিধি ॥ ২৮ ॥
কেবল পরম প্রেমা—তাহে জীবন্যাস।
ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত রূপ করিয়া প্রকাশ ॥ ২৯ ॥
উপমা দিবার নাহি ত্রৈলোক্য-ভিতর।
তোমার নিষ্ঠুর বাণী—জগত কাতর ॥ ৩০ ॥
এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে।
আপনে রুইয়া বৃক্ষ—কাট' কেনে মূলে ॥ ৩১ ॥
যে যায়—তাহারে লহ সংহতি করিয়া।
নহে বা মরিব সভে আগুনে পুড়িয়া ॥ ৩২ ॥
হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী।
সহিতে না পারি' উহার বিনানিয়া-বাণী ॥ ৩৩ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগর বাজারে ॥ ৩৪ ॥
শূন্য যেন লাগে সর্ব বৈষ্ণবের ঘর।
সভারে সভার বাড়ী যোজন-অন্তর ॥ ৩৫ ॥
যেখানে বসিয়া প্রভু কহিলে নিজকথা।
দেখিলে মরিব—আর নাহি যাব তথা ॥ ৩৬ ॥
রহস্য-বিনোদ কথা না শুনিব আর।
না দেখিব নৃত্যাবেশ—প্রেমার প্রচার ॥ ৩৭ ॥
নাচিবার বেলে আর না করিব কোলে।
না দেখিব অরুণ-নয়নে প্রেম-জলে ॥ ৩৮ ॥
হুহুঙ্কার-শব্দামৃত না শুনিব আর।
কে মোর রোধিল কর্ণ-নয়ান-দুয়ার ॥ ৩৯ ॥
কেমনে না দেখি' জীব' তোর মুখচন্দ্র।
নয়ান থাকিতে কেবা করাইল অন্ধ ॥ ৪০ ॥
না দিহ বিদায় প্রভু—যাব তোর সঙ্গে।
তোমার নিঠুর বাণী পোড়ে সব অঙ্গে ॥ ৪১ ॥
আহিড়ী ঘণ্টার রব যেমন করিয়া।
কাছে মৃগী আইসে—তারে মারয়ে ধরিয়া ॥ ৪২ ॥
তেমতি তোমার প্রেম বুঝিল এখন।
লোভ দেখাইয়া পাছে মার' কি-কারণ ॥ ৪৩ ॥
তোমার বিচ্ছেদে ভক্ত সভাই মরিবে।
ভকত-বৎসল নাম কেমনে ধরিবে ॥ ৪৪ ॥

শচীরে বিদায় দিবে কি করি' কোন্ যুক্তি।
তাহার সমীপে ইহা কহে কোন্ ব্যক্তি ॥ ৪৫ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মরিব শবদমাত্র শুনি'।
এ কথার সন্বিধান করহ আপনি ॥ ৪৬ ॥
এতেক বচন যবে ভক্তগণ বৈল।
অন্তর-করুণ প্রভু হাসিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥
শুনহ সকল ভক্ত বচন প্রচুর।
কোনকালে তো-সভারে নহিব নিষ্ঠুর ॥ ৪৮ ॥
নীলাচলে বাস আমি করিব সর্বথা।
সর্ব্বদা আসিবে যাবে—দেখা পাবে তথা ॥ ৪৯ ॥
আছিল-অধিক প্রেমা বাঢ়িল অপার।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে ভাসিব সংসার ॥ ৫০ ॥
কাহার হৃদয়ে না রাখিব দুঃখ-শোক।
সঙ্কীর্ত্তন-সমুদ্রে ডুবাব সর্বলোক ॥ ৫১ ॥
কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মোর মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ—তার কোলে আমি আছি ॥ ৫২ ॥
এ বোল শুনিঞা সভে পড়িয়া চরণে।
সত্য কর প্রভু যেই কহিলা বচনে ॥ ৫৩ ॥
সত্য সত্য সত্য প্রভু বোলে বারবার।
নীলাচল-বাস সত্য হইব আমার ॥ ৫৪ ॥
শচীদেবী দাঁড়াইতে নারে স্থির হৈয়া।
দাঁড়াইলা দু-জনার হাথে ত' ধরিয়া ॥ ৫৫ ॥
নিদারুণ হৈয়া কোথাকারে যাবে তুমি।
তোমা না দেখিলে বাপ মরি' যা'ব আমি ॥ ৫৬ ॥
সভে তোর বদন দেখিব কতবার।
আমি অভাগিনী মুখ না দেখিব আর ॥ ৫৭ ॥
সভার প্রবোধ বাছা করিলে আপনে।
আমার প্রবোধ বাপ হইব কেমনে ॥ ৫৮ ॥
আমার দ্বিতীয় কেহো নাহি সংসারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া শেলমাত্র বুকের ভিতরে ॥ ৫৯ ॥
হাসিয়া কহেন প্রভু সকরুণ-হিয়া—।
মিছা-শোকে মর পূর্ব-জ্ঞান পাশরিয়া ॥ ৬০ ॥
চলি' যাহ—শোক কিছু না করিহ চিতে।
নির্মৎসর হই রহ সভার সহিতে ॥ ৬১ ॥
দণ্ডবত করি' প্রভু মায়ের চরণে।
প্রবোধ করিল প্রভু কথার বিধানে ॥ ৬২ ॥
মায়ে প্রবোধিয়া প্রভু বোলে হরিবোল।
সত্বরে চলিলা—উঠে কান্দনের রোল ॥ ৬৩ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে চলি' যায়।
দণ্ড-দুই গিয়া প্রভু পাছুপানে চায় ॥ ৬৪ ॥
দাঁড়াইলা মহাপ্রভু আচার্য্য-বিলম্বে।
উত্তরিলা আচার্য্য কাঁকলি অবলম্বে ॥ ৬৫ ॥
বয়ান বিরস—ঘর্ম বিন্দু বিন্দু তায়।
কাতর-অন্তরে কিছু প্রভুরে সুধায়— ॥ ৬৬ ॥
তুমি পরদেশে যাবে—এই মোর দুঃখ।
তাহাতেই আর এক পোড়ে মোর বুক ॥ ৬৭ ॥
আপন অন্তর কথা কহিল গোচর।
নিশ্চয় কহিবে প্রভু ইহার উত্তর ॥ ৬৮ ॥
তোর নিজজন যত তোমার বিচ্ছেদে।
কান্দয়ে কাতর হঞা পদ-অরবিন্দে ॥ ৬৯ ॥
আমার পাপিষ্ঠ হিয়া না দরবে কেনে।
এ কাঠ-কঠিন—অশ্রু নাহিক নয়ানে ॥ ৭০ ॥
আমার অধিক আর দুরাচার নাহি।
তোমার বিচ্ছেদে হিয়ায় প্রেমা উঠে নাহি ॥ ৭১ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু হাসি' কৈল কোলে।
কহিব ইহার তত্ত্ব—শুন মোর বোলে ॥ ৭২ ॥
তোমার প্রেমায় আমি ছাড়িতে না পারি।
তে-কারণে তোর প্রেমা গাঁঠিতে সম্বরি ॥ ৭৩ ॥
ইহা বলি' আউলাইলা বসনের গ্রন্থি।
প্রেমার বিভোর সে আচার্য্য মনে চিন্তি' ॥ ৭৪ ॥
নয়নসাগরে বহে সাত পাঁচ-ধারা।
নির্ভয় প্রেমায় সম্বোধন নাহি তারা ॥ ৭৫ ॥
ব্যস্তে-ব্যস্তে সম্বরণ করিলা ঠাকুর।
সম্বরণ কৈল তবে আচার্য্য চতুর ॥ ৭৬ ॥
এই ত কারনে তোর প্রেমা উঠে নাই।
তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পাই ॥ ৭৭ ॥
তোর প্রেমার বশ আমি—শুনহ আচার্য্য।
পূর্ব সোঙরণ কর— বিথারহ কার্য্য ॥ ৭৮ ॥

এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
সকল বৈষ্ণব গেলা আপনার ঘর ॥ ৭৯ ॥
কহয়ে লোচনদাস গোরা-ঠাকুরাল।
সন্ন্যাস নহেক—বুকে রহি' গেল শাল ॥ ৮০ ॥

———

ভাটিয়ারী—রাগ।

সভারে বিদায় দিয়া চলিলা ঠাকুর।
শূন্যাকার হৈল সব নবদ্বীপপুর ॥ ৮১ ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর, অবধূতরায়।
নরহরি-আদি কথোজন সঙ্গে যায় ॥ ৮২ ॥
শ্রীনিবাস, মুরারি, মুকুন্দ, দামোদর।
এই নিজজন-সঙ্গে চলিলা ঈশ্বর ॥ ৮৩ ॥
জগন্নাথ দোলেতে দেখিব মনে করি'।
সত্বরে চলিলা প্রভু বলি' হরিহরি ॥ ৮৪ ॥
প্রেমায় বিভোল প্রভু চলি' যায় পথে।
টলমল করে তনু—না পারে হাঁটিতে ॥ ৮৫ ॥
ক্ষণে শীঘ্রগতি ধায় সিংহপরাক্রমে।
ক্ষণে হুহুঙ্কার দেই ডাকে হরিনামে ॥ ৮৬ ॥
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় সকরুণ কান্দে।
ক্ষণে মালসাট মারে প্রেমার উন্মাদে ॥ ৮৭ ॥
অরুণ-নয়ানে জলধারা অনিবার।
বিপুল-পুলকে সে ঢাকিল কলেবর ॥ ৮৮ ॥
ক্ষণেকে মন্থরগতি—অলৌকিক কহে।
ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাসে—দাঁড়াইয়া রহে ॥ ৮৯ ॥
যদি বা কখন ভক্ষ্য উপসন্ন হয়।
'নিবেদিত নহে' বলি' কিছুই না লয় ॥ ৯০ ॥
অনেক যতনে দুই-তিনে করে ভিক্ষা।
লোক-অনুগ্রহ সে প্রকাশে লোকশিক্ষা ॥ ৯১ ॥
সব-নিশি জাগরন—লয় হরিনাম।
ডাকিয়া পঢ়য়ে এই শ্লোক গুণধাম ॥ ৯২ ॥

তথাহি—

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্" ॥ ৯৩ ॥

এই শ্লোক সুমধুরস্বরে গায় পঁহু।
প্রেমার আনন্দে গদগদ ভাষে লহু ॥ ৯৪ ॥
দোলে জগন্নাথ দেখিবারে যাত্রিগণ।
প্রভুসঙ্গে যায় তারা আনন্দিত-মন ॥ ৯৫ ॥
এককালে একঠাঞি যাত্রিক-সমূহ।
পথে রহিয়াছে দানী পাপিষ্ঠ দুরূহ ॥ ৯৬ ॥
অনেক যন্ত্রণা দুঃখ দিছে তা—সভারে।
আগাইয়াছিলা প্রভু লেউটে সত্বরে ॥ ৯৭ ॥
অবধুত গদাধরপণ্ডিত বিস্ময়।
কি কারণে পুনঃ লেউটিয়া প্রভু যায় ॥ ৯৮ ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে তারা যায় পাছে পাছে।
কথোদূরে দেখে—দানী যাত্রী বান্ধিয়াছে ॥ ৯৯ ॥
কারণ দেখিয়া তারা ভেল চমকিত।
পুলক-ভরল অঙ্গ—অতি আনন্দিত ॥ ১০০ ॥
যাত্রিকে দেখিয়া প্রভু বিরস-বদন।
ত্বরায়ে চলিলা মত্তসিংহের গমন ॥ ১০১ ॥
প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায়।
ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোল পায় ॥ ১০২ ॥
দীন বনজন্তু যেন দগ্ধ দাবানলে।
সন্তপ্ত হইয়া পড়ে জাহ্নবীর জলে ॥ ১০৩ ॥
প্রভুর চরণে পড়ি' কান্দে যাত্রিগণ।
দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানীগণে মনে মন—॥ ১০৪ ॥
এরূপ মানুষ নাহি জগত-ভিতর।
এই নীলাচলচন্দ্র জানিল অন্তর ॥ ১০৫ ॥
ইহা-সভাকারে আমি দিলুঁ এত দুঃখ।
কি করয়ে জানি' মোর ডরে কাঁপে বুক ॥ ১০৬ ॥
এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী।
প্রভুর চরণে পড়ি' বোলে কাকু-বাণী— ॥ ১০৭ ॥
ছাড়িল যাত্রিকগণ—না সাধিব দান।
অন্তরে জানিল প্রভু—তুমি ভগবান্ ॥ ১০৮ ॥
ইহা বলি' চরণে পড়িয়া সেই কান্দে।
তাহার মাথাতে দিল চরণারবিন্দে ॥ ১০৯ ॥
কম্প-গদগদ-স্বরে নানা স্তব করে—।
বিষয়ী বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে ॥ ১১০ ॥

এ বোল শুনিঞা প্রভু মুচকি হাসিয়া।
সুখে চলি' যান যাত্রিগণ ছাড়াইয়া ॥ ১১১ ॥
হেনই সময়ে কথোদূরে আর দানী।
ডাকিতে ডাকিতে আইসে উভ করি' পানি ॥১১২॥
দেখিয়া ঠাকুর তাহে উভ কৈল বাই।
হাথসানে সেই দানী রহে সেই ঠাঞি ॥ ১১৩ ॥
ঝরঝর নয়ন—পুলক কলেবর।
হরে-কৃষ্ণ-নাম সেই বোলে নিরন্তর ॥ ১১৪ ॥
দেখি' নিত্যানন্দ-গদাধরের উল্লাস।
গৌরাঙ্গ-চরিত্র কহে এ লোচনদাস ॥ ১১৫ ॥

———

সিন্ধুড়া রাগ—দিশা।

ভাই রে গাও গাও গোরাগোসাঞির গুণ
শুনি। মূর্চ্ছা ॥ অহো অহো অহো গৌরাঙ্গ-
চরণকমল কর ইচ্ছা। জগতে যতেক দেখ,
আপনা করিয়া লেখ, হো হো হো হো
হো হো রে ভাই রে, সে পুনঃ সকল
কাল মিছা, ভাই রে গাও
গাও শুনি ॥ ধ্রু ॥

এইমনে গোরাচাঁদ চলি যায় পথে।
যেখানে যে দেবস্থল দেখিতে দেখিতে ॥ ১১৬ ॥
রহি' রহি যায় প্রভু প্রতি গ্রামে গ্রামে।
নর্ত্তন করিয়া যায় দেবতার স্থানে ॥ ১১৭ ॥
এক অদভুত কথা শুন তার মাঝে।
যে করিলা নিত্যানন্দ অবধূত রাজে ॥ ১১৮ ॥
নিত্যানন্দ করে দণ্ড দিয়া গৌরহরি।
কিছু আগাইলা নিত্যানন্দ পাছু করি' ॥ ১১৯ ॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু যায় মহাবেগে।
আপনা পাশরে কৃষ্ণপ্রেম অনুরাগে ॥ ১২০ ॥
গদাধর-আদি যত গণ সঙ্গে যায়।
দেখি' নিত্যানন্দ আরো দূরে পাছু হয় ॥ ১২১ ॥
গুণিতে গুণিতে প্রভু যায় ধীরে ধীরে।
মোর বিদ্যমানে প্রভু দণ্ড ধরে করে ॥ ১২২ ॥

সে হেন সুন্দর বাঁশী ত্রৈলোক্য-মোহন।
ছাড়িয়া ধরিল দণ্ড—সহিব কেমন ॥ ১২৩ ॥
সন্ন্যাস করিল প্রভু মুণ্ডাইল মাথা।
জন্মাবধি রহিল দারুণ এই ব্যথা ॥ ১২৪ ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে দুঃখ বাঢ়িল বিস্তর।
ভাঙ্গিলেন থুঞা দণ্ড উরুর উপর ॥ ১২৫ ॥
ভগ্ন দণ্ড তুলিয়া ফেলিল লঞা জলে।
প্রভুর তরাসে পাছু ধীরে ধীরে চলে ॥ ১২৬ ॥
কথোক্ষণে একত্র হইলা দুইজনে।
সুধাইল প্রভু—দণ্ড না দেখিয়ে কেনে ॥ ১২৭ ॥
প্রভুর সঙ্কোচে কিছু না দেয় উত্তর।
বিস্ময় লাগিল প্রভু চিন্তয়ে অন্তর ॥ ১২৮ ॥
পুনরপি পুছে প্রভু—দণ্ড থুইলে কোথা।
দণ্ড না দেখিয়া হিয়ায় লাগে বড় ব্যথা ॥ ১২৯ ॥
এ বোল শুনিঞা কহে নিত্যানন্দ রায়।
তোর করে দণ্ড দেখি' পোড়েঁ মো হিয়ায় ॥১৩০॥
সন্ন্যাস করিলে একে মুড়াইলে মুণ্ড।
তাহার অধিক দুঃখ—কান্ধে কর দণ্ড ॥ ১৩১ ॥
সহিতে না পারি ভাঙ্গি' ফেলাইলুঁ জলে।
যে কর সে কর—গদগদ-ভাষে বোলে ॥ ১৩২ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু ভৈগেল দুঃখিত।
রুষিয়া কহিল—সব কর বিপরীত ॥ ১৩৩ ॥
মোর দণ্ডে বৈসে মোর যত দেবগণ।
হেন দণ্ড ভাঙ্গি' কি সাধিলে প্রয়োজন ॥ ১৩৪ ॥
তুমি সদা উনমত—বুদ্ধি স্থির নয়।
বাতুলের প্রায় রীত—বালক আশয় ॥ ১৩৫ ॥
পাণ্ডিত্য-ধর্ম্মেতে ধর্ম্মী নহ কদাচিত।
আশ্রম ছাড়াও—কার্য্য কর বিপরীত ॥ ১৩৬ ॥
দেবতা-আশ্রম পীড়া নাহি জান দোষ।
কিছু যদি বলি'—তবে কর মহারোষ ॥ ১৩৭ ॥
এ বোল শুনিঞা নিত্যানন্দ পঁহু হাসে।
প্রভুরে কহয়ে কিছু গদগদ-ভাষে ॥ ১৩৮ ॥
দেবতা-আশ্রম-পীড়া নাহি করি আমি।
ভাল কৈল,—মন্দ কৈল,—সব জান তুমি ॥ ১৩৯ ॥

তোর দণ্ডে বৈসে তোর যত দেবগণ।
কান্ধে করি' লঞা যাহ সহিব কেমন ॥ ১৪০ ॥
তুমি তার ভাল কর, আমি করি মন্দ।
কি কারণে তোর সনে করিব আর দ্বন্দ্ব ॥ ১৪১ ॥
অপরাধ কৈলুঁ—দোষ ক্ষম একবার।
তোর নামে নিস্তারয়ে সকল সংসার ॥ ১৪২ ॥
তোর অধিক পতিত-পাবন নাম তোর।
এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন মোর ॥ ১৪৩ ॥
নামমাত্র নিস্তারয়ে জগতের লোক।
সন্ন্যাস করিলে ভক্তগণে বড় শোক ॥ ১৪৪ ॥
সে হেন বিনোদ চূড়া মুণ্ডাইলে মাথা।
ভক্তজন হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা ॥ ১৪৫ ॥
মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর ইহা দেখি।
হয় নয় পুছ—সর্ব্বভক্ত ইহার সাখী ॥ ১৪৬ ॥
ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড ভক্তগণ দুঃখে।
দণ্ড নহে শেল যেন ছিল মোর বুকে ॥ ১৪৭ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু না দিল উত্তর।
বিরস-বদন কিছু হরিষ অন্তর ॥ ১৪৮ ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সব রস জানে।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড এ লোচন গানে ॥ ১৪৯ ॥

———

সার্ব্বভৌম-সম্মিলন

কথাসার

শ্রীমন্মহাপ্রভু পথিমধ্যে তমোলুক হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও শ্রীমধুসূদন দর্শনপূর্ব্বক কয়েকদিনের মধ্যে রেমুণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় উদ্ধব-স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপালদেবদর্শন করিয়া প্রেমাবেশে বহু নৃত্য-গীতান্তে সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। পরদিন তথা হৈতে বৈতরণীতে স্নানান্তে বরাহদেব-দর্শন পূর্ব্বক যাজপুর গ্রামে গিয়া তথায় বহু শিব-লিঙ্গ দেখিয়া বিরজা দর্শন করিলেন। তথায় প্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া নাভিগয়া হইয়া মহাপুণ্যস্থান শিবের নগরে আগমন করিলেন; তথাকার দানী মুকুন্দের প্রতি অত্যাচার করায়, গৌরহরি দানীগণের অধিপতিকে রাত্রে স্বপ্নে ক্ষীরোদশায়ী রূপে দর্শন দিয়া স্বীয় ভক্তের প্রতি অত্যাচার জন্য তিরস্কার করিলে, দানীশ্বর ভীত হইয়া প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিল। তদনন্তর প্রভু সেই স্থান হইতে একাম্রকাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এই স্থানে এক কোটী শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান। প্রভু মহেশপার্ব্বতী দেখিয়া বহু শিবস্তুতি পাঠ করতঃ, সেই রাত্রে তথায় যাপন করিলেন। অনন্তর মুরারি দামোদরের কথা-প্রসঙ্গে শিব-প্রসাদ বৈষ্ণবের আদরণীয় কি না—এতদ্বিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসায় অভক্ত-পূজিত শিব-নির্ম্মাল্য অগ্রহণীয়-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। পরে কপোতেশ্বর হইয়া ভার্গবী নদীতে উপস্থিত হইয়া তথায় স্নানান্তে কিয়দ্দূর গমন করিয়া প্রভু শ্রীজগন্নাথ-দেবের মন্দিরের চূড়া দেখিয়া প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, বাহ্য হইলে পুনরায় নানা স্তব-স্তুতি করিতে করিতে নীলাচলে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহার আকৃতি ও মহাভাব-দর্শনে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া অনুমান করিলেন এবং তাঁহাকে জগন্নাথ-দর্শনে লইয়া যাইবার জন্য পুত্রকে আদেশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনান্তে ভক্ত-সঙ্গে প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলে, ভক্তগণ তাঁহাকে তথা হইতে পুনরায় সার্ব্বভৌম-গৃহে লইয়া আসিলেন।

অনন্তর প্রভুর নিকট সার্ব্বভৌমের পরিচয় জিজ্ঞাসা, মহাপ্রসাদ সেবন, প্রসাদ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, পুনরায় সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথ-দর্শন, সার্ব্বভৌমের প্রভুর সন্ন্যাস-সংরক্ষণ-চিন্তা, প্রভুর সার্ব্বভৌমকে প্রশ্ন, সার্ব্বভৌমকে ষড়্ভুজ-মূর্ত্তিতে দর্শন দান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

ভাটিয়ারী রাগ—দিশা।

ভাইয়া গাওরে ওরে ওরে গোরা-গোসাঞির
মহিমাগুণ গাইহ ॥ মূর্চ্ছা ॥
আরে ভায়্যা প্রাণভায়্যা সংসারবাসনা না করিহ
জগতে যাবত-কাল জীয় ॥
মহাপ্রভুর চরণ না ছাড়িহ ॥ ধ্রু ॥

তবে সেই মহাপ্রভু চলি' যায় পথে।
তমোলুকে উত্তরিল মহা পুণ্যক্ষেত্রে ॥ ১ ॥
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান দেখি' শ্রীমধুসূদন।
প্রেমায় অবশ প্রভু আনন্দিত মন ॥ ২ ॥
এইমনে কথোদিন পথে চলি' যায়।
উত্তরিলা মহাপ্রভু গ্রাম রেমুণায় ॥ ৩ ॥
মহাপুরী-রেমুণাতে আছয়ে গোপাল।
দেখিবারে ধায় প্রভু আনন্দ অপার ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বে বারাণসী তীর্থে উদ্ধব-স্থাপিত।
ব্রাহ্মণেরে কৃপা-ছলে এথা আচম্বিত ॥ ৫ ॥
ইহা বলি' পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
'উদ্ধবের প্রভু বলি' করে হুহুঙ্কার ॥ ৬ ॥
নয়ন সফল আজি—দেখিল ঠাকুর।
উদ্ধব-সম্বন্ধে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর ॥ ৭ ॥
'উদ্ধব উদ্ধব' বলি, ডাকে আর্ত্তনাদে।
প্রেমায় বিহ্বল ক্ষণে ভূমে পড়ি কাঁদে ॥ ৮ ॥
অরুণ-নয়ানে নীর ঝরে অনিবার।
পুলকে পূরিল অঙ্গ কম্প বারে বার ॥ ৯ ॥
'উদ্ধবের প্রভু' বলি' প্রদক্ষিণ করি'।
নিজজন-সঙ্গে নাচে বোলে হরি হরি ॥ ১০ ॥
উথলিল প্রেমানন্দ—বাঢ়িল উল্লাস।
প্রেমায় ছাইল সব এ ভূমি-আকাশ ॥ ১১ ॥
আনন্দে দেবতা সব ধায় অন্তরীক্ষে।
অনিমিখ-আঁখি-তারা প্রভুকে নিরীখে ॥ ১২ ॥
সহস্র-নয়ানে ইন্দ্র চাহে একদিঠে।
অমৃত-অধিক গোরা-অঙ্গ লাগে মিঠে ॥ ১৩ ॥
হেনই সময়ে সেই মূরতি গোপাল।
মস্তক-উপরে পুষ্প-মুকুট তাঁহার ॥ ১৪ ॥
আচম্বিতে মস্তকের মুকুট খসিতে।
ভূমিতে পড়িবামাত্র তুলি' লৈল হাতে ॥ ১৫ ॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি হরি বোলে।
আকাশ পরশে হেন প্রেমার হিল্লোলে ॥ ১৬ ॥
দেখিলেন দেবরাজ প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্ভুত দেখিয়া কান্দে প্রণতকন্ধর ॥ ১৭ ॥

দিনান্তে নাচয়ে প্রভু—নাহিক বিরাম।
সন্ধ্যার সময়ে ভেল নৃত্য-অবসান ॥ ১৮ ॥
নানা উপহারদ্রব্য কৃষ্ণে নিবেদিত।
প্রভুর সম্মুখে বিপ্র কৈল উপনীত ॥ ১৯ ॥
আনন্দিত মহাপ্রভু লঞা নিজজন।
সন্তোষে করিল মহাপ্রসাদ-ভোজন ॥ ২০ ॥
রজনী গোঙায় কৃষ্ণকথার আনন্দে।
প্রভাতে চলিলা নিজজন লঞা সঙ্গে ॥ ২১ ॥
এইমত প্রভু পথে যাইতে যাইতে।
নদী-বৈতরণী তটে গেলা আচম্বিতে ॥ ২২ ॥
স্নানপান কৈলা নদী পতিতপাবনী।
আর তাহে স্নান কৈল ঠাকুর আপনি ॥ ২৩ ॥
তবে চলি' যায় সেই পরম চতুর।
দেখিবারে বাঢ়ে সাধ বরাহঠাকুর ॥ ২৪ ॥
যাহা দেখি' সর্ব্বলোক উদ্ধারে' দু-কুল।
তবে চলি' যায় প্রভু গ্রাম যাজপুর ॥ ২৫ ॥
যাহা যজ্ঞ কৈলা ব্রহ্মা লঞা দেবগণ।
ব্রাহ্মণেরে দিল গ্রাম করিয়া শাসন ॥ ২৬ ॥
মহাপাপী নর যদি সেই গ্রামে মরে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া শিবরূপ ধরে ॥ ২৭ ॥
শত শত আছে তাহে মহেশের লিঙ্গ।
তাহা নমস্করি' যায় গৌরগোবিন্দ ॥ ২৮ ॥
আনন্দহৃদয়ে যায় বিরজা দেখিতে।
বিরজা মহিমা কে বা পারয়ে কহিতে ॥ ২৯ ॥
কোটিকোটি পাতক নাশয়ে দরশনে।
বিরজা দেখিল প্রভু হরষিত-মনে ॥ ৩০ ॥
বিরজাকে নমস্করি' কহিল বচন—।
দেহ প্রেমভক্তি মোরে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৩১ ॥
এইমত মহাপ্রভু পথে চলি' যায়।
পিতৃপিণ্ডদান কৈল এ নাভিগয়ায় ॥ ৩২ ॥
ব্রহ্মকুণ্ড-জলে স্নান কৈল হরষিতে।
দেবকার্য্য সমাধিয়া চলিলা তুরিতে ॥ ৩৩ ॥
মহাপুণ্যস্থান সেই শিবের নগর।
দেখিতে দেখিতে প্রভু ভৈগেল নির্ভর ॥ ৩৪ ॥

কহিতে না পারি সে নগর-পরিপাটি।
ত্রিলোচন-আদি করি আছে লিঙ্গ-কোটি ॥ ৩৫ ॥
হেনই সময়ে সেই শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
প্রভুর সাক্ষাতে কহে—যে জানয়ে তত্ত্ব—॥ ৩৬ ॥
এই হইতে দানীকে নাহিক আর ভয়।
আমি সর্ব্ব জানি তুষ্ট যে যেখানে রয় ॥ ৩৭ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু মুচকি হাসয়ে।
কি বলিব তোরে মুঞি তুমি মহাশয়ে ॥ ৩৮ ॥
আমি ত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম করিয়াছি আশ্রয়।
দানী কি করিব মোর—কহ ত নিশ্চয় ॥ ৩৯ ॥
শুনিঞা মুকুন্দ কিছু ভয় না পাইল।
তভু দুঃখ দেয় প্রভু তোমারে কহিল ॥ ৪০ ॥
শুনিঞা ঠাকুর বোলে—শুনহ মুকুন্দ।
রাখিবে আমার দেহ সকল কুটুম্ব ॥ ৪১ ॥

তথাহি (শান্তিশতকে ৪।১)—

ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী,
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং,
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ ॥৪২॥

অন্বয়। ধৈর্য্যং যস্য (জনস্য) পিতা (পিতৃস্বরূপঃ) ক্ষমা চ (যস্য) জননী (মাতৃস্বরূপিণী), চিরং শান্তিঃ (যস্য) গেহিনী (ভার্য্যাস্বরূপিণী), অয়ং সত্যং (যস্য) সূনুঃ (পুত্রঃ) ভগিনী চ (যস্য) দয়া মনঃসংযমঃ (যস্য) ভ্রাতা (ভ্রাতৃস্বরূপঃ), ভূমিতলং (যস্য) শয্যা, অপি (চ) বসনং (যস্য) দিশঃ, ভোজনং (যস্য) জ্ঞানামৃতং, হে সখে, যস্য এতে (পূর্ব্বোক্তাঃ) কুটুম্বিনঃ (আত্মীয়াঃ তস্য) যোগিনঃ (সন্ন্যাসিনঃ) কস্মাৎ ভয়ং (ভবতি ন কুতশ্চিদিত্যর্থঃ তৎ) বদ (ব্রূহি) ॥৪২॥

অনুবাদ। ধৈর্য্য যাঁহার পিতা, ক্ষমা যাঁহার জননী, চির-শান্তি যাঁহার গেহিনী, সত্য যাঁহার পুত্র, দয়া যাঁহার ভগিনী-স্বরূপিণী, মনঃসংযম যাঁহার ভ্রাতৃস্বরূপ, পৃথ্বীতল যাহার শয্যা ও দিক্‌সমূহ যাঁহার বসন, এবং জ্ঞানামৃত যাহার আহার ; হে সখে ! বল দেখি, ইহারা যাহার আত্মীয় তাহার আর ভয় কোথায় ? ॥ ৪২ ॥

শুনিঞা মুকুন্দ ভয় না পাইল চিতে।
কহিল তাহারে প্রভু হাসিতে হাসিতে—॥ ৪৩ ॥
এতদূর প্রতিপালি' আনিলে আমারে।
ইহা বলি' চলি' গেলা ভিক্ষা করিবারে ॥ ৪৪ ॥
গদাধর-আদি করি' যত সঙ্গীগণ।
ঠাঞি ঠাঞি গেলা করিবারে ভিক্ষাটন ॥ ৪৫ ॥
হেনকালে এক দানী রাখে তা'সভারে।
মহাক্রোধ করি' দানী বান্ধে মুকুন্দেরে ॥ ৪৬ ॥
সারাদিন রাখিয়াছি—ক্রোধ নাহি পড়ে।
অনেক বচনে প্রবোধিল সন্ধ্যাকালে ॥ ৪৭ ॥
তা-সভার আছিল কম্বল একখণ্ড।
কাড়িয়া লইল সেই পাপিষ্ঠ পাষণ্ড ॥ ৪৮ ॥
সন্ধ্যাকালে সভে ভিক্ষা করি' স্থানে স্থানে।
সঙ্কেত মণ্ডপে সভে আইলা জনে জনে ॥ ৪৯ ॥
সেই ত মণ্ডপে আগে আছেন ঠাকুর।
দেখি' সর্ব্বজন-হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ ৫০ ॥
চরণে পড়িয়া কান্দে মুকুন্দদত্ত।
আজিহো না জানি' প্রভু তোমার মহত্ত্ব ॥ ৫১ ॥
তোমার সম্মুখে বৈল—নাহি দানি-ভয়।
তাহার লাগিয়া মোর এতদূর হয় ॥ ৫২ ॥
জানিঞা না জানো মুঞি—তুমি ভগবান্।
তোমার উপরে আর কে সাধিব দান ॥ ৫৩ ॥
তোমারে নির্ভয় করিবারে কহোঁ কথা।
ভাল হৈল—দানী মোর করিল অবস্থা ॥ ৫৪ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু গদাধরে পুছে।
প্রত্যক্ষ কহিল দানী যত করিয়াছে ॥ ৫৫ ॥
শুনিঞা ঠাকুর বৈল—নহ উতরোল।
'ভাল হৈব' বলি' মাত্র বৈল এক বোল ॥ ৫৬ ॥
সেই রাত্রে সেই দেশে দানীর ঈশ্বর।
স্বপ্নে দেখা দিল তারে শচীর কোঙর ॥ ৫৭ ॥
ক্ষীরোদ-সমুদ্রে দেখে অনন্তশয়নে।
লক্ষ্মী-সরস্বতী করে চরণ সেবনে ॥ ৫৮ ॥
তাহার অন্তরে দেখে সনকাদি-গণ।
ব্রহ্মা-আদি দেব দূরে করয়ে স্তবন ॥ ৫৯ ॥

দেখিয়া দানীর রাজা কাঁপিল অন্তরে।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিহোঁ পড়িলা ফাঁপরে ॥ ৬০ ॥
বিরজা-নিকটে আছি সন্ন্যাসীর বেশে।
মোর ভক্তে দুঃখ দিল তোর সব দাসে ॥ ৬১ ॥
কাঁপিল অন্তরে—ত্রাস পাইল অপার।
সত্বরে চলিল যথা শ্রীগৌরগোপাল ॥ ৬২ ॥
কথোক্ষণে সেইখানে সেই দানীশ্বর।
প্রভু নমস্করি' করে বিনয় বিস্তর ॥ ৬৩ ॥
তুমি ভগবান ক্ষীর-নিধির বিলাস।
জীব নিস্তারিতে প্রভু করিয়াছ সন্ন্যাস ॥ ৬৪ ॥
তুমি ভব-ঘোর-অন্ধকারের চন্দ্রিমা।
তুমি বেদ—বেদের পরমতত্ত্ব-সীমা ॥ ৬৫ ॥
শুনি' গোরাচাঁদ হাসি' বলিলা তাহারে।
অচিরাতে কৃষ্ণ কৃপা করুন তোমারে ॥ ৬৬ ॥
ইহা বলি' চরণ ধরিলা তার মাথে।
প্রেমায় বিভোর হঞা নাচে উর্দ্ধহাতে ॥ ৬৭ ॥
তারে অনুগ্রহ করি' সে দেশে রাখিয়া।
অধিকার কৃষ্ণভক্তি তারে শিখাইয়া ॥ ৬৮ ॥
হেনই সময়ে কহে বৈষ্ণবসকল—।
অনেক অবস্থা কৈল তোমার নফর ॥ ৬৯ ॥
কাড়িয়া লইল আমা' সভার কম্বল।
এ বোল শুনিঞা সেই সঙ্কোচ অন্তর ॥ ৭০ ॥
নোতুন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর।
সন্তুষ্ট হইল তবে বৈষ্ণব-অন্তর ॥ ৭১ ॥
তবে সেই দানীশ্বর পরণাম করি'।
বিদায় হইয়া গেলা আপনার বাড়ী ॥ ৭২ ॥
ঘরে গিয়া কৃষ্ণসেবা করিল আশ্রয়।
সঙ্কীর্ত্তনে হরিনামে অহর্নিশি রয় ॥ ৭৩ ॥
এইমনে সকল রজনী গেল সুখে।
প্রাতঃকালে প্রাতঃক্রিয়া করিলা কৌতুকে ॥ ৭৪ ॥
বিরজা দেখিতে প্রভু যায় আরবার।
যাহা দেখি' সব লোক তরয়ে সংসার ॥ ৭৫ ॥
বিরজাকে নমস্করি' চলি' যায় রঙ্গে।
উঠিল কৃষ্ণের প্রেমা—পুলকিত অঙ্গে ॥ ৭৬ ॥

চলিলা ঠাকুর সেই সিংহ-পরাক্রমে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা একাম্রক গ্রামে ॥ ৭৭ ॥
সেই গ্রামে আছে শিব পার্বতী-সহিতে।
দেখিবারে ধায় প্রভু উনমত-চিতে ॥ ৭৮ ॥
কথোদূর হৈতে প্রভু দেখিলা দেউল।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল চিত্তে—প্রেমায় বাউল ॥ ৭৯ ॥
দেউল-উপরে শোভে পতাকা সুন্দর।
শিবলিঙ্গময় সেই একাম্র-নগর ॥ ৮০ ॥
পতাকা দেখিয়া প্রভু নমস্কার করি।
ক্রমে ক্রমে গিয়া প্রবেশিলা শিবপুরী ॥ ৮১ ॥
একাকোটী লিঙ্গ আছে একাম্রনগরে।
হাঁটিয়া যাইতে প্রাণ হালে কাঁপে ডরে ॥ ৮২ ॥
বিশ্বেশ্বর আদি করি' আছে লিঙ্গ-কোটি।
দেখিতে-সন্দেশ যেন নগরের মাটী ॥ ৮৩ ॥
মহা-বিন্দুসরোবরে সর্ব্ব তীর্থে জলে।
আর নানা পুণ্যতীর্থ বৈসয়ে নগরে ॥ ৮৪ ॥
পুরী প্রবেশিয়া দেখে পার্ব্বতী-শঙ্কর।
নমস্কার করি' প্রভু প্রেমায় বিভোর ॥ ৮৫ ॥
সর্ব্বজন দেখিল সে পার্ব্বতী মহেশ।
লিঙ্গ-দরশনে সভার খণ্ডিলেক ক্লেশ ॥ ৮৬ ॥
মহেশ দেখিয়া প্রভুর অবশ শরীর।
টলমল করে তনু—নাহি রহে স্থির ॥ ৮৭ ॥
অরুণ-নয়নে জল ঝরে অনিবার।
পুলকিত গণ্ড—স্তব পঢ়ে বার বার ॥ ৮৮ ॥
এইমনে মহাপ্রভু পঢ়ে শিবস্তব।
চৌদিগে স্তব পঢ়ে সকল বৈষ্ণব ॥ ৮৯ ॥
হেনই সময়ে সেই শিবের সেবকে।
গন্ধ, চন্দন, মালা দিলেন প্রভুকে ॥ ৯০ ॥
শিব নমস্করি' প্রভু বাহিরে আসিয়া।
বিশ্রাম করিলা এক গৃহে প্রবেশিয়া ॥ ৯১ ॥
ভক্ত-নিবেদিত অন্ন ভোজন করিলা।
পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিলা ॥ ৯২ ॥
এইমনে আনন্দে বঞ্চিল সেই রাতি।
প্রভাতে উঠিল প্রভু ত্রিজগত-পতি ॥ ৯৩ ॥

প্রাতঃক্রিয়া করি' স্নান বিন্দু-সরোবরে।
চলিলা ঠাকুর নমস্করি' মহেশ্বরে ॥ ৯৪ ॥
প্রভুর সংহতি সে চলিল নিজজন।
এই পরসঙ্গে এক কহিব কথন ॥ ৯৫ ॥
মুরারিতে দামোদরে যে হইল বচন।
শুন সাবধানে সভে—কহিব এখন ॥ ৯৬ ॥
মুরারিকে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর—।
শিবের নির্ম্মাল্য কেনে লইল ঈশ্বর ॥ ৯৭ ॥
অগ্রাহ্য শিবের নির্মাল্য ভৃগু-শাপে।
তবে কেনে পরিগ্রহ কৈল প্রভু আপে ॥ ৯৮ ॥
আপনে ব্রহ্মণ্যদেব অই মহাপ্রভু।
জানিঞা শুনিঞা কেনে লঙ্ঘিবেক তবু ॥ ৯৯ ॥
মুরারি কহয়ে—শুন শুন দামোদর।
আমি কি জানিয়ে প্রভুর মরম-উত্তর ॥ ১০০ ॥
নিজ-বুদ্ধি-অনুমানে যে কহি উত্তর।
তোর মনে লয় যদি—রাখিহ অন্তর ॥ ১০১ ॥
শিবের সেবক যেই শিব-সেবা করে।
উচ্ছিষ্ট না লয়—হরি-হরে ভেদ করে ॥ ১০২ ॥
তাহারে ব্রাহ্মণ শাপ—কহিল এ তত্ত্ব।
অশুদ্ধ তাহার মতি—না জানে মহত্ত্ব ॥ ১০৩ ॥
অভিন্ন করিয়া যেই করয়ে সেবন।
শিবের নির্মাল্য সেই করয়ে ভক্ষণ ॥ ১০৪ ॥
শিবের নির্মাল্য খায় অভেদ-চরিত।
সে জনে অধিক হরি-হরের পীরিত ॥ ১০৫ ॥
মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা।
সেই-ভাবে যেই জন করে তার পূজা ॥ ১০৬ ॥
তাহার হস্তেতে শিব করেন ভোজন।
সে প্রসাদ খাইলে হয় বন্ধবিমোচন ॥ ১০৭ ॥
বস্তুত সে মহেশ্বর প্রভুর গমনে।
আতিথ্য করিল সে পরমহর্ষ মনে ॥ ১০৮ ॥
শাপ আদি যত শুন—বহির্ম্মুখ প্রতি।
শুদ্ধভাবে কৈলে হয় শ্রীকৃষ্ণে পীরিতি ॥ ১০৯ ॥
লোকশিক্ষা-হেতু প্রভু কৈল অবতার।
দামোদর বোলে—এক ঘুচিল জঞ্জাল ॥ ১১০ ॥
শুনিঞা সকল লোক আনন্দিত-চিত।
কহয়ে লোচনদাস চৈতন্যচরিত ॥ ১১১ ॥

———

বোল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরাচাঁদের
মধুর নামখানি ॥ মূর্চ্ছা ॥
ভাই রে আর নাহি তরিবার তরে
জগত-দুর্ল্লভ এই কথা।
জগতে যাবত জীয়, শ্রবণ ভরিয়া পীয়,
কভু না ছাড়িহ গুণ-গাথা ॥ ধ্রু ॥

তবে পুনঃ শুন গোরাচাঁদের চরিত।
বরিখয়ে প্রভু প্রেমা নূতন অমৃত ॥ ১১২ ॥
পথে চলি' যায় প্রভু নিজজন সঙ্গে।
দেখিল ত কপোত-ঈশ্বর মহারঙ্গে ॥ ১১৩ ॥
তারে নমস্করি' প্রভু চলি' যায় পথে।
পুণ্যতীর্থ মহালিঙ্গ দেখিতে দেখিতে ॥ ১১৪ ॥
তবে সে ভার্গবী নামে নদী ভাগ্যবতী।
তাথে স্নান কৈল নিজজনের সংহতি ॥ ১১৫ ॥
স্নান সমাধিয়া প্রভু চলি যায় পথে।
জগন্নাথ-মন্দির দেখিল আচম্বিতে ॥ ১১৬ ॥
চন্দ্রের কিরণ জিনি উজ্জ্বল দেউল।
পবনচালিত তাথে পতাকা রাতুল ॥ ১১৭ ॥
নীলগিরি-মাঝে হরিমন্দির সুন্দর।
কৈলাস জিনিঞা তেজঃ অদ্ভুত ধবল ॥ ১১৮ ॥
অভিন্ন-অঞ্জন এক বালকের ঠান।
দেউল-উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান ॥ ১১৯ ॥
স-বসন হস্তে ঘন করয়ে আহ্বান।
দেখিয়া বিহ্বল—তারে করে পরণাম ॥ ১২০ ॥
ভূমিতে পড়িল প্রভু—নাহিক সম্বিত।
নিঃশবদে রহিল—যেন ছাড়িল জীবিত ॥ ১২১ ॥
দেখিয়া সকল লোক মূর্চ্ছিত-অন্তর।
প্রভু! প্রভু! বলি' ডাকে—না দেয় উত্তর ॥ ১২২ ॥
কি হৈল কি হৈল বলি' চিন্তে' গুনে' তারা।
কিছু না নিঃস্বরে—জীয়ন্তেই মরা ॥ ১২৩ ॥

হেনই সময়ে প্রভু উঠিল সত্বর।
পুলকিত সব অঙ্গ—প্রেমায় বিভোর ॥ ১২৪ ॥
দেখিয়া সকল লোক জীল পুনর্ব্বার।
মইল-শরীরে যেন জীউর সঞ্চার ॥ ১২৫ ॥
তা সভারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচনে—।
দেউল-উপরে কিছু দেখহ নয়নে ॥ ১২৬ ॥
নীলমনি-কিরণ বরণ উজিয়ার।
ত্রৈলোক্য-মোহন এক সুন্দর ছাওয়াল ॥১২৭॥
কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে—দেখিল।
পুনঃ মোহ যায় পাছে আশঙ্কা হইল ॥ ১২৮ ॥
পুনঃ তা সভারে প্রভু কহিছে উত্তর।
দেউল-ধ্বজায় দেখ বালক সুন্দর ॥ ১২৯ ॥
প্রসন্ন-বদনে পূর্ণামৃত যেন রূপ।
আলোল অঙ্গুলি করতলে অপরূপ ॥ ১৩০ ॥
আমারে ডাকয়ে করকমল-লাবণ্য।
বামকরে বেণু শোভে ত্রিজগত ধন্য ॥ ১৩১ ॥
এ বোলে বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
আনন্দে চলিয়া যায় বৈষ্ণব সকল ॥ ১৩২ ॥
কোটি ইন্দু জিনিঞা সে গৌর-অঙ্গ-ছটা।
ঝলমল করে সে চন্দন-দীর্ঘ-ফোটা ॥ ১৩৩ ॥
গোরা গায় অরুণ বসন উজিয়ার।
প্রাতঃকালে সূর্য্য জিনি বরণ তাহার ॥ ১৩৪ ॥
জগন্নাথ-মন্দির দেখিয়া গোরারায়।
পুনঃ পুনঃ পরণাম করি' চলি' যায় ॥ ১৩৫ ॥
নয়নে গলয়ে জল অবিরল ধারে।
বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবরে ॥ ১৩৬ ॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্বর।
উত্তরিলা মহাতীর্থ মার্কণ্ডেয় সরঃ ॥ ১৩৭ ॥
স্নান দান কৈল প্রভু যে বিধি আচার।
চলিলা সত্বরে তবে করি' নমস্কার ॥ ১৩৮ ॥
যজ্ঞেশ্বর নমস্করি' অতি হৃষ্ট-মনে।
উৎকণ্ঠা-হৃদয়ে যায় সত্বর গমনে ॥ ১৩৯ ॥
পুনরপি জগন্নাথ-মন্দির দেখিয়া।
পুনঃ পরণাম করে ভুমিতে পড়িয়া ॥ ১৪০ ॥
অঝর ঝরয়ে দুই নয়নের নীর।
বিহ্বল হইয়া কান্দে আরতি গভীর ॥ ১৪১ ॥
এই মতে গোরাচাঁদের আরতি দেখিয়া।
দেখা দিল জগন্নাথ পানি পসারিয়া ॥ ১৪২ ॥
'আইস আইস' বলি' ডাকে ত্রিজগত রায়।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু ভুমিতে লোটায় ॥ ১৪৩ ॥
আনন্দে হাসিয়া কিছু কহিল বচন।
কৃপা কর জগন্নাথ দেখিল চরন ॥ ১৪৪ ॥
পুনঃ না দেখিয়া পুনঃ করয়ে রোদন।
পুনরপি দেখি' অতি উলসিত মন ॥ ১৪৫ ॥
কেবল উল্টু প্রেম-পুলকিত অঙ্গ।
হুহুঙ্কার-নাদে প্রেমা-অমিয়া-তরঙ্গ ॥ ১৪৬ ॥
তবে সেইমতে প্রভু চলিলা সত্বর।
উত্তরিলা বাসুদেব-সার্বভৌম-ঘর ॥ ১৪৭ ॥
সার্ব্বভৌম প্রভুরে দেখিয়া হরষিতে।
গৃহব্যবহারে দিল আসন বসিতে ॥ ১৪৮ ॥
সার্ব্বভৌম দেখি' প্রভু কহিল বচন।
জগন্নাথ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মন ॥ ১৪৯ ॥
কেমনে দেখিব আমি দেব-দেব-রায়।
সাক্ষাৎ করিতে মোর সম্ভ্রম-হিয়ায় ॥ ১৫০ ॥
এ বোল শুনিয়া সার্বভৌম মহাশয়।
প্রভু-অঙ্গ নিরখিয়ে বিস্মিত-হিয়ায় ॥ ১৫১ ॥
এ তপ্তকাঞ্চন গৌর সুমেরুসুন্দর।
নয়নচন্দ্রমা মুখ করে ঝলমল ॥ ১৫২ ॥
সিংহগ্রীব, কম্বুকণ্ঠ, সুদীর্ঘলোচন।
আজানুলম্বিত ভুজ—সব সুলক্ষণ ॥ ১৫৩ ॥
দেখিয়া বিহ্বল সার্বভৌম ভট্টাচার্য।
গুণিতে লাগিলা দেখি' সকল আশ্চর্য্য ॥ ১৫৪ ॥
এরূপে মানুষ নাহি সকল জগতে।
দেবতা-ভিতরে ইহা না পারি গণিতে ॥ ১৫৫ ॥
বৈকুণ্ঠনায়ক প্রভু আইলা আপনে।
'এই সেই ভগবান্' বুঝি অনুমানে ॥ ১৫৬ ॥
এতেক চিন্তিয়া সার্বভৌম মহাজন।
আপন তনুজ দেখি' কহিছে বচন ॥ ১৫৭ ॥

সত্বরে চলহ তুমি চৈতন্য-সংহতি।
সাবধানে শুনিবে—যে কহে মহামতি ॥ ১৫৮ ॥
শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু যথা আছে।
সঙ্গতি সহিতে ইহায় থোবে তার কাছে ॥ ১৫৯ ॥
এ বোল শুনিঞা হৃষ্ট হৈলা গোরারায়।
চলিলা ত সার্ব্বভৌম-তনুজ সহায় ॥ ১৬০ ॥
সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু তনু টলমল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ—প্রেমায় বিহ্বল ॥ ১৬১ ॥
থির চলিবারে নারে—আউলাইল অঙ্গ।
সাবধানে কাছে কাছে যায় সব অঙ্গ ॥ ১৬২ ॥
অনেক যতনে সিংহদ্বারে প্রবেশিলা।
সেখানে তুরিতে নাটমন্দির উঠিলা ॥ ১৬৩ ॥
গরুড়ের পাছে রহি' থির-দিঠে চায়।
দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগত-রায় ॥ ১৬৪ ॥
অতি-উলসিত হিয়া ভরল আনন্দ।
অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন পুলক-কদম্ব ॥ ১৬৫ ॥
সাত পাঁচ ধারা বহে নয়ানের জল।
আপনা পাশরে—প্রেমানন্দ পরবল ॥ ১৬৬ ॥
ভুমিতে পড়িলা প্রভু—অবশ শ্রীঅঙ্গ।
বাতাসে খসলা যেন সুমেরুর শৃঙ্গ ॥ ১৬৭ ॥
প্রেমার আবেশে মূর্চ্ছা হৈলা ভগবান্।
দুই হস্ত দৃঢ়মুষ্টি—মুদ্রিত-নয়ান ॥ ১৬৮ ॥
নাচে হরি বোল' প্রভু শচীর নন্দন।
প্রবিষ্ট হইলা সভে মন্দিরে তখন ॥ ১৬৯ ॥
গদাধর নাচে নরহরি, নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস, দামোদর, মুরারি, মুকুন্দ ॥ ১৭০ ॥
আর সব ভক্তগণ নাচয়ে হরিষে।
রাধা-কানু-গুণগান কীর্ত্তন প্রকাশে ॥ ১৭১ ॥
তবে সভে অনুমানি' সঙ্গী যত জন।
প্রভু লঞা আইলা সার্বভৌমের আশ্রম ॥ ১৭২ ॥
সার্বভৌম ঘরে প্রভুর সম্বেদন হৈল।
গুণসঙ্কীর্ত্তনে পুনঃ নাচিতে লাগিল ॥ ১৭৩ ॥
দেখি' সার্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্য্য।
হৃদয়ে আহ্লাদ মহা দেখিয়া আশ্চর্য্য ॥ ১৭৪ ॥

তবে পুনঃ মহাপ্রভু নৃত্য অবসানে।
ভিক্ষা-আমন্ত্রণ তারে দিল সার্বভৌমে ॥ ১৭৫ ॥
প্রসাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মণের গণ।
প্রভুসঙ্গে সার্বভৌম করয়ে মিলন ॥ ১৭৬ ॥
ইষ্টগোষ্ঠী করে বিদ্যা জানিবার তরে।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে কিছু লাগিলা প্রভুরে। ১৭৭ ॥
তোর জন্মস্থান কোথা কহিবে আমারে।
প্রভু কহে যে কহিলে সেই সত্য হয়ে ॥ ১৭৮ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে - তুমি কি কহ কথন।
এক কহি, আর কহ,—কিসের কারন। ১৭৯ ॥
প্রভু মৌনী হই রহে সমুদ্র-গম্ভীর।
পুনর্বার প্রভুরে জিজ্ঞাসে বিপ্র ধীর—। ১৮০ ॥
তোর মাতা পিতা কে বা কহ না আমারে।
প্রভু কহে—সত্য এই তুমি যে কহিলে ॥ ১৮১ ॥
ভট্টাচার্য্য পুনর্বার তথাপি জিজ্ঞাসে।
কহিবে তোমার কথা হইল সন্ন্যাসে ॥ ১৮২ ॥
প্রভু কহে এই সত্য জানিবে নিশ্চয়।
শুনি' সার্বভৌম মনে বড়ই বিস্ময় ॥ ১৮৩ ॥
বুঝিতে নারিল কিছু প্রভুর নির্ণয়।
কোটি-সরস্বতীকান্ত অখিলের জয় ॥ ১৮৪ ॥
কিবা বা ঈশ্বর—কিবা বাতুল স্বভাব।
মনে কুণ্ঠা—ক্রোধ মাত্র হৈল তার লাভ ॥ ১৮৫ ॥
আনাইল ভট্টাচার্য্য অনেক প্রসাদ।
উঠিলা প্রসাদ দেখি' প্রেমার উন্মাদ ॥ ১৮৬ ॥
জগন্নাথ-অন্ন-মহাপ্রসাদ পাইয়া।
মস্তকে বন্দিলা প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৮৭ ॥
হুঙ্কার করিল এক গম্ভীর শবদে।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই প্রভু সিংহনাদে ॥ ১৮৮ ॥
দেব, গন্ধর্ব, নর, শৃগাল, কুক্কুর।
আইলা গৌরাঙ্গ কাছে যত নাগকুল ॥ ১৮৯ ॥
সভার মুখেতে সেই প্রসাদ আনন্দে।
দেখে গদাধর আদি প্রভু নিত্যানন্দে ॥ ১৯০ ॥
কেহো না কহিল কিছু তত্ত্ব সব জানে।
প্রসাদ পাইল সব লঞা ভক্তগনে ॥ ১৯১ ॥

নিজজন-সঙ্গে অন্ন করিল ভোজন।
হেনকালে শ্রীনিবাস কহিল বচন ॥ ১৯২ ॥
এক নিবেদেঙ, প্রভু কহিতে ডরাঙ,।
নির্ভয়ে পুছিয়ে প্রভু যদি আজ্ঞা পাঙ, ॥ ১৯৩ ॥
প্রসাদ পাইয়া তুমি হাসিলা যেকালে।
চকিত দেখিল ইহা কহিবে আমারে ॥ ১৯৪ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অধিক উল্লাস।
কহয়ে অন্তর কথা করিয়া প্রকাশ ॥ ১৯৫ ॥
কাত্যায়নী-প্রতিজ্ঞায় প্রসাদ হেন ধন।
শৃগাল, কুক্কুরে খায়—শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ ১৯৬ ॥
ইন্দ্র, চন্দ্র, গন্ধর্ব কিবা দেবগণে।
সভার দুর্ল্লভ বস্তু—না পাই যতনে ॥ ১৯৭ ॥
নারদ-প্রহ্লাদ-শুক-আদি ভক্তগণ।
তাহার দুর্ল্লভ এই—কহিল মরম ॥ ১৯৮ ॥
হেন মহাপ্রসাদ ভুঞ্জয়ে সবজনে।
কহিল মরমকথা এই মোর মনে ॥ ১৯৯ ॥
হেন মহাপ্রসাদ পাইয়া যে বা জন।
অন্নবুদ্ধি করিয়া বা না করে ভক্ষণ ॥ ২০০ ॥
পূর্ব-জন্মার্জ্জিত তার আছিল যে ধর্ম।
সেহো নষ্ট হয় সে শূকর-যোনি জন্ম ॥ ২০১ ॥
কুক্কুরের মুখে হইতে পড়ে যদি তভু।
পাইলে মাত্র খাবে-ইথে দোষ নাহি কভু ॥ ২০২ ॥
তবে মহাপ্রভু ভিক্ষা করিল সাদরে।
সন্ধ্যাকালে যায় জগন্নাথ দেখিবারে ॥ ২০৩ ॥
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিয়া দেখয়ে শ্রীমুখ।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তরকৌতুক ॥ ২০৪ ॥
নূতনমেঘের জিনি অঙ্গের কিরণ।
তাহে অপরূপ দুই কমললোচন ॥ ২০৫ ॥
দেখিয়া আনন্দ-সিন্ধু ডুবিলা ঠাকুর।
ভূমিতে লুটায়—প্রেম বাঢ়িল প্রচুর ॥ ২০৬ ॥
সুমেরুপর্বত যেন দীঘল শরীর।
ভূমে গড়াগড়ি যায় আনন্দ-অথির ॥ ২০৭ ॥
গৌরাঙ্গ-কিরণে জগন্নাথ হৈলা গোরা।
ভাবময় হৈল দেহ—পরম বিভোরা ॥ ২০৮ ॥

গৌরময় বলরাম আর পাণ্ডাগণ।
ভাবময় দেহ সভার হইল তখন ॥ ২০৯ ॥
গৌরাঙ্গ তুলিয়া পাণ্ডা করিল আরতি।
অচল-ব্রহ্মের কাছে সচল-মূরতি ॥ ২১০ ॥
জগন্নাথ প্রকাশ হইলা ন্যাসিরূপে।
হেন অপরূপ না দেখিল কারো বাপে ॥ ২১১ ॥
তবে চিত্তে সম্বোদন হৈল কথোক্ষণে
আপন আশ্রম গেলা নিজজন-সনে ॥ ২১২ ॥
এই মনে জগন্নাথ দেখি' তিনবার।
দিবারাত্রি না জানয়ে আনন্দ-পাথার ॥ ২১৩ ॥
হেনমনে নিজজন-সনে কথোদিন।
কৌতুকে গোঙায়ে প্রভু প্রেম-পরবীন ॥ ২১৪ ॥
হেনই সময়ে কথা শুন সাবধানে।
পুরুষোত্তমে প্রথম-প্রকাশ যেনমনে ॥ ২১৫ ॥
লোকশিক্ষা করে প্রভু হঞা অকিঞ্চন।
না বুঝি' মানুষ-জ্ঞান করে মূঢ়জন ॥ ২১৬ ॥
সমুদ্র ভিতরে টোটা করি' গৌররায়।
নিজজন সঙ্গে তাঁহা নিজগুণ গায় ॥ ২১৭ ॥
বিদ্যা-বিমোহিত-চিত্ত শ্রীসার্বভৌম।
প্রভুর পরোক্ষে কিছু কহিল বিভ্রম ॥ ২১৮ ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন যত সম্পূর্ণ সভায়।
তার মধ্যে কহে—দ্বিজ যে ছিল হিয়ায় ॥ ২১৯ ॥
মহাবংশে জন্ম ন্যাসী সুপণ্ডিত জন।
তরুণবয়সে নহে সন্ন্যাসকরন ॥ ২২০ ॥
এ সময়ে অনুচিত সন্ন্যাসের ধর্ম।
না বুঝিয়া কৈল দ্বিজ এতবড় কর্ম ॥ ২২১ ॥
পুনরপি সংস্কার করু আপনার।
বেদান্ত শিখিয়া করু আশ্রম-আচার ॥ ২২২ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
বেদান্ত আমার ঠাঁই করুক শ্রবন ॥ ২২৩ ॥
আচম্বিতে মুচকি হাসিয়া গোরা পঁহু।
অবিরল-ধারে যেন বরিখয়ে মহু ॥ ২২৪ ॥
জানিঞা সকল পঁহু চলিলা তথায়।
সার্বভৌম বসি' যথা বেদান্ত পঢ়ায় ॥ ২২৫ ॥

নিজ জনসনে সেইখানে উপনীত।
দেখি' ভট্টাচার্য্য উঠে চমকিত-চিত ॥ ২২৬ ॥
বসিতে আসন দিল সগৌরব বাণী।
ঠাকুর মাগয়ে বিধি কি করিব আমি ॥ ২২৭ ॥
তুমি সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য সব জান।
অন্তর পুছিয়ে তোরে—কহ ত বিধান ॥ ২২৮ ॥
সন্ন্যাস-আশ্রম ধর্ম না বুঝিয়ে আমি।
সন্ন্যাস করিল—বিধি বিচারহ তুমি ॥ ২২৯ ॥
তুমি সর্বতত্ত্ববেত্তা বেদান্ত বাখান।
কি বিধান আছে কিছু পঢ়াহ এখন ॥ ২৩০ ॥
তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
কি বিধান আছে পুনঃ উপবীত-কর্ম্ম ॥ ২৩১ ॥
এ বোল শুনিঞা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
হৃদয় সঙ্কোচ কিছু গুণয়ে আশ্চর্য্য ॥ ২৩২ ॥
এখনি কহিল কথা নিজশিষ্য-সনে।
এ কথা সকল ন্যাসী জানিল কেমনে। ২৩৩ ॥
মনে অনুমান করি' লজ্জায় পীড়িত।
কিছু না কহিল—হিয়ায় রহিল বিস্মিত ॥ ২৩৪ ॥
তার পর দিনে প্রভু সার্বভৌম ঘরে।
নিজজন সঙ্গে গেলা তারে দেখিবারে ॥ ২৩৫ ॥
বেদান্ত পঢ়ায় সার্বভৌম ঘরে বসি'।
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত প্রভু পুছে হাসি হাসি ॥ ২৩৬ ॥
বেদান্ত নিগূঢ় কথা পুছিল ঠাকুর।
কৃষ্ণ পাদাশ্রয় কথা অমৃত অঙ্কুর ॥ ২৩৭ ॥
শুনি' সার্বভৌম হৈলা বিস্মিত অন্তর।
বুঝিল—মনুষ্য নহে শচীর কোঙর ॥ ২৩৮ ॥
লজ্জায়ে পীড়িত হৈলা হৃদয়ে তরাস।
এতকাল নাহি শুনি' এমত নির্য্যাস ॥ ২৩৯ ॥
পঢ়িল শুনিল যত এতকাল ধরি'।
পঢ়াইল শিষ্যগণে অহঙ্কার করি' ॥ ২৪০ ॥
এখনে শুনিল এ বেদান্তসিদ্ধান্ত।
এই মহাপ্রভু সেই সরস্বতী-কান্ত ॥ ২৪১ ॥
এত অনুমানি সার্বভৌম দ্বিজরাজ।
করজোড়ে স্তুতি করে দেখিয়া সে কাজ ॥ ২৪২ ॥
হেনই সময়ে প্রভু ষড়্‌ভুজ শরীর।
দেখি' সার্বভৌম হৈলা আনন্দে অস্থির ॥ ২৪৩ ॥
ঊর্দ্ধ দুইহাথে ধরে ধনু আর শর।
মধ্য দুইহাতে ধরে মুরলী অধর ॥ ২৪৪ ॥
নম্র দুইহাতে ধরে দণ্ড কমণ্ডল।
দেখি' সার্ব্বভৌম হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ২৪৫ ॥
চরণে পড়িয়া কান্দে বিনয় বিস্তর।
স্তুতি করে সার্বভৌম গদগদস্বর ॥ ২৪৬ ॥
সগদগদ-স্বরে পঢ়ে সহস্রেক স্তব।
"চৈতন্যসহস্র" নাম জানে লোক সব ॥ ২৪৭ ॥
বিহ্বল হইয়া পড়ে পাদাম্বুজ পাশ।
কহয়ে লোচন সার্বভৌমের প্রকাশ ॥ ২৪৮ ॥
এইমতে আছে প্রভু আনন্দ কৌতুকে।
আনন্দে দেখয়ে নীলাচলবাসী লোকে ॥ ২৪৯ ॥
আছিল-অধিক জগন্নাথের প্রাকাশ।
সভার হৃদয়ে সুখ পরশে' আকাশ ॥ ২৫০ ॥
চৈতন্যচরিত-কথা কে কহিতে জানে।
সম্বরিতে নারি—কিছু কহিয়ে বদনে ॥ ২৫১ ॥
শ্রীমুরারিগুপ্ত বেঝা ধন্য তিনলোকে।
পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে ॥ ২৫২ ॥
কহিল মুরারিগুপ্ত শ্লোকপরবন্ধে।
যে কিছু শুনিল সেই দোঁহার প্রসাদে ॥ ২৫৩ ॥
শুনিঞা মাধুরী-লোভে চিত্ত উতরোলে।
নিজদোষ না দেখিয়া মন ভোর ভেলে ॥ ২৫৪ ॥
যে কিছু কহিল নিজবুদ্ধি-অনুরূপ।
পাঁচালিপ্রবন্ধে কহোঁ মোর ছার মূরুখ ॥ ২৫৫ ॥
সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড সায়।
শেষখণ্ড আছে পুনঃ কহিব কথায় ॥ ২৫৬ ॥
চৈতন্যচরিত্র-কথা চৈতন্য-প্রকাশ।
মধ্যখণ্ড সায়—কহে এ লোচনদাস ॥ ২৫৭ ॥

ইতি শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে
মধ্যখণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীচৈতন্যমংগল

শেষখণ্ড।

প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

কথাসার

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে সার্ব্বভৌম সহ কীর্ত্তনানন্দে কিছু দিন অবস্থান করিয়া সেতুবন্ধ দর্শনার্থ দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। তথা হইতে কূর্ম্মক্ষেত্রে বাসুদেব নামক জনৈক বিপ্রকে কৃপা করিয়া কলিযুগের ধর্ম্ম একমাত্র শ্রীহরিনাম উপদেশান্তর জীয়ড় নৃসিংহে উপনীত হইলেন। এই স্থানে কথাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার জীয়ড় নৃসিংহের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীয়ড় নৃসিংহ হইতে কাঞ্চীনগরে শ্রীরায় রামানন্দ সন্নিধানে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে রসরাজ মহাভাবরূপে দর্শনপ্রদানপূর্ব্বক গোদাবরী হইয়া পঞ্চবটীতে গমন করিলেন এবং রামচন্দ্র বনবাসকালে এইস্থলে অবস্থান করিয়া যে স্থানে যে লীলা করিয়াছিলেন, প্রেমাবেশে সেই সব স্থান দর্শন করিয়া কাবেরী তীরে শ্রীরঙ্গনাথে উপস্থিত হইলেন। তথায় ত্রিমল্লভট্টকে কৃপা করিয়া, তাঁহার গৃহে চাতুর্ম্মাস্য কাল যাপন করিলেন। তাহার পর মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য পরমানন্দপুরীর সহ সাক্ষাৎ হয়। মাধবেন্দ্রপুরীপাদের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার বিষয়ক ভবিষ্যদ্ বচন স্মরণ করিয়া, পরমানন্দপুরী প্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়া বহু স্তব স্তুতি করেন।

জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
কৃপা করি' কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ১ ॥
শেষখণ্ডকথা কহি'—অমৃতের সার।
শুনিতে বাঢ়য়ে সুখসাগরপাথার ॥ ২ ॥
সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য যে করিল স্তুতি।
কথোদিন বঞ্চিল কীর্ত্তন দিবারাতি ॥ ৩ ॥
সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর।
কূর্ম্মনামে বিপ্র দেখে কূর্ম্মনামে পুর ॥ ৪ ॥
বাসুদেব-নামে বিপ্র আছে সেই গ্রামে।
দুইজনা-সঙ্গে দেখা হৈল এক-ঠামে ॥ ৫ ॥
প্রভু-দরশনে তাঁরা হইল নির্ম্মল।
নিরীখয়ে গোরাদেহ প্রেমায় বিহ্বল ॥ ৬ ॥
সুমেরুসুন্দর তনু—বাহু জানু-সম।
সিংহগ্রীব, কম্বুকণ্ঠ, সুদীর্ঘ-লোচন ॥ ৭ ॥
দেখিতে দেখিতে হিয়া-আনন্দ বাঢ়িল।
এই কৃষ্ণ গৌরচন্দ্র নিশ্চয় জানিল ॥ ৮ ॥
হা হা মহাপ্রভু! বলি' পড়িলা চরণে।
সর্ব্বলোক কান্দে তার প্রেমার কান্দনে ॥ ৯ ॥
তুলিয়া দোঁহারে প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
প্রকাশ করিল কথা মধুর বচন— ॥ ১০ ॥
শুন শুন অহে দ্বিজ বচন আমার।
কি কাজে আইলা মহী—কি কর আচার ॥ ১১ ॥
কলিযুগে ধর্ম্ম—হরিনামসঙ্কীর্ত্তন।
প্রকাশ করিল কৃষ্ণ-নাম-মহাধন ॥ ১২ ॥
নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে করহ আনন্দ।
নাচহ নাচহ লোক হউ মুক্তবন্ধ ॥ ১৩ ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
আপনাকে আপে তারা হৈলা অগোচর ॥ ১৪ ॥
চলিতে না পারে পথে বাড়ে প্রেমরঙ্গ।
কথোদূর গিয়া দেখে জীয়ড়-নৃসিংহ ॥ ১৫ ॥

কহিব পূর্ব্বের কথা অপূর্ব কাহিনী।
প্রেমায় বিহ্বল কথা কহয়ে আপনি ॥ ১৬ ॥
শুন শুন সর্বলোক রহস্য আনন্দ।
যেন মতে অবতার জীয়ড়-নৃসিংহ ॥ ১৭ ॥
স্মরণ হইল মোর পূর্বের কাহিনী।
একচিত্তে সাবধানে শুন সভে বাণী ॥ ১৮ ॥
এখানে আছিলা এক পুঁড়ুয়া গোয়াল।
কৃষিকর্ম করে পুঁড়া বিহান-বিকাল ॥ ১৯ ॥
শসা-নামে খন্দ মহী কৈল উপার্জ্জন।
হইল মায়াম্বু খন্দ বড়ই সম্পূর্ণ ॥ ২০ ॥
দিবা-রাত্রি রাখে খন্দ– নাহি অবসর।
না জানি কখন সেই যায় নিজঘর ॥ ২১ ॥
একদিন মনে মনে করিল বিচার—।
খন্দ রাখিবারে আমি না আসিব আর ॥ ২২ ॥
এইমনে আছে পুঁড়া মনের হরিষে।
আচম্বিতে দেখে খন্দ খাঞা যায় কিসে ॥ ২৩ ॥
আরদিন রাত্রি জাগে তৃতীয় প্রহর।
আচম্বিত আইল এক বরাহ ডাগর ॥ ২৪ ॥
দেখিয়া গোয়ালা সেই হৈল সাবধান।
খন্দ খায় বরাহ সে সারে দুই কান ॥ ২৫ ॥
খন্দ খায়, লতা ছিঁড়ে, আপনার সুখে।
দেখিয়া গোয়ালা গুণ দিলেক ধনুকে ॥ ২৬ ॥
খন্দ খাও, লতা ছিঁড়, সার' দুই কাণ।
আজি মোর হাতে তুমি হারাবে পরাণ ॥ ২৭ ॥
ইহা বলি' সন্ধান পূরিয়া এড়ে বাণ।
নির্ভরে বাজিল—বরাহ স্মরে রামনাম ॥ ২৮ ॥
ধাঞা সান্ধাইল পর্বত-গুহার ভিতরে।
দেখিয়া গোয়ালা পুঁড়া পড়িল ফাঁপরে ॥ ২৯ ॥
বরাহ হইয়া কেনে স্মরে' রাম রাম।
বরাহ না হয় এই, সেই ভগবান্ ॥ ৩০ ॥
এতেক চিন্তিয়া পুঁড়া কাতর-অন্তর।
গহ্বর-নিকটে যাঞা কহিছে উত্তর— ॥ ৩১ ॥
কে তুমি? কে তুমি? বোলে—উত্তর না পায়।
তিন উপবাস কৈল কাতর হিয়ায় ॥ ৩২ ॥
কি কাজ করিলুঁ আমি অধম-দুরন্ত।
মো-সম পাতকী নাহি পামর-পাষণ্ড ॥ ৩৩ ॥
দয়া উপজিল প্রভু করুণা-নিধান।
আকাশ-কথায় কহে—আমি ভগবান্ ॥ ৩৪ ॥
আমারে মারিলি—তোর কৈল অপচয়।
চিন্তা না করিহ—যাহ আপন আলয় ॥ ৩৫ ॥
এ বোল শুনিঞা পুঁড়া অধিক কাতর।
উপবাসে উপবাসে দিমু কলেবর ॥ ৩৬ ॥
এইমনে উপবাস করিল অনেক।
আচম্বিতে গগনে উঠিল ধ্বনি এক— ॥ ৩৭ ॥
কেনে রে! অবোধ পুঁড়া মর অকারণ।
অপরাধ নাহি—যাহ আপন ভবন ॥ ৩৮ ॥
পুনরপি বোলে পুঁড়া কাতরবচনে।
তোমারে মারিলুঁ বাণ—কি কাজ জীবনে ॥ ৩৯ ॥
মরিলেহ নাহি ঘুচে এ দোষ আমার।
এ দোষের উচিত হবে যমের প্রহার ॥ ৪০ ॥
শুদ্ধ হইব আর আমি কোন্ প্রতিকারে।
সবে আমি মাত্র বাণ মারিল তোমারে ॥ ৪১ ॥
এ বোল শুনিঞা বাণী আইল আরবার—।
নাহি অপরাধ—তুষ্ট হইল অপার ॥ ৪২ ॥
এ বোল শুনিঞা পুঁড়া কহে কর জুড়ি'—।
তোমার আজ্ঞায় মুঞি বোলোঁ ভয় ছাড়ি ॥ ৪৩ ॥
কেমনে জানিব—মোর ঘুচিল এ দোষ।
পরসাদ সাক্ষী পাইলে হও মো সন্তোষ ॥ ৪৪ ॥
এ কথা কহিব আমি রাজার গোচরে।
এইমত আজ্ঞা তুমি কহিবে তাহারে ॥ ৪৫ ॥
তবে সে প্রতীত মুঞি পাও হিয়া-সাক্ষী।
সবজন জানে তুমি হৈলে মোরে সুখী ॥ ৪৬ ॥
তবে পুনরপি আজ্ঞা করিলা ঈশ্বর।
যে বলিলা সে-ই হবে—পাইলে তুমি বর ॥ ৪৭ ॥
এ বোল শুনিঞা পুঁড়া হরষিত হঞা।
মহাবেগে রাজদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥ ৪৮ ॥
দ্বারিকে কহিল– আরে শুন দ্বারিবর।
যে কিছু কহিয়ে—রাজার করহ গোচর ॥ ৪৯ ॥

কহিব অপূর্ব কথা—লোকে অবিদিত।
শুনিঞা আমারে রাজা করিবে পীরিত ॥ ৫০ ॥
এ বোল শুনিঞা দ্বারী রাজারে কহিল।
রাজার আজ্ঞায় পুঁড়া গোচর হইল ॥ ৫১ ॥
দণ্ডবৎ করি' কহে—সব বিবরণ।
আদ্যোপান্ত যত কথা কৈল নিবেদন ॥ ৫২ ॥
শুনিঞা ত' মহারাজে বিস্ময় লাগিল।
নিশ্চয় করিয়া কহ—পুঁড়াকে কহিল ॥ ৫৩ ॥
পুনরপি কহে পুঁড়া করিয়া নিশ্চয়—।
সেইখানে চল রাজা ঘুচাও বিস্ময় ॥ ৫৪ ॥
আমারে যেমত আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
সেইমত আজ্ঞা তুমি পাইবে অদূর ॥ ৫৫ ॥
রাজা বোলে—আজ্ঞা যদি করয়ে ঈশ্বর।
আজন্ম হইব আমি তোমার নফর ॥ ৫৬ ॥
এ বোল বলিয়া রাজা চলিলা সত্বর।
পদব্রজে গেলা যথা পর্বত-গভর ॥ ৫৭ ॥
পর্ব্বত-গভর-দ্বারে এক-মন-চিতে।
বিস্তর মিনতি করে লোটাঞা ভূমিতে ॥ ৫৮ ॥
দ্রবিলা ঠাকুর—আজ্ঞা উঠিলা গগনে—।
মিথ্যা নহে শুন রাজা পুঁড়ার বচনে ॥ ৫৯ ॥
দুগ্ধসেচন তুমি কর এইস্থানে।
দুগ্ধের সেচনে আমা পাবে বিদ্যমানে ॥ ৬০ ॥
এ বোল শুনিঞা রাজা হরষিত চিতে।
ঘোষণা পড়িল রাজ্যে দুগ্ধ আনিতে ॥ ৬১ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় দুগ্ধ ঢালে সেইখানে।
আচম্বিতে মাথার চূড়া দেখে বিদ্যমানে ॥ ৬২ ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার।
আনন্দে ভাসয়ে সুখসাগর-পাথার ॥ ৬৩ ॥
হরি-হরিবোল শুনি' চৌদিগ ভরিয়া।
নাচয়ে সকল লোক দুবাহু তুলিয়া ॥ ৬৪ ॥
যত দুগ্ধ ঢালে—তত উঠয়ে শরীর।
উঠয়ে শরীর—দেখে এ নাভি গভীর ॥ ৬৫ ॥
অধিক ঢালয়ে দুগ্ধ মনের হরিষে।
প্রভু-সব-অবয়ব দেখিবার আশে ॥ ৬৬ ॥
উঠিল শরীর জানু দেখে বিদ্যমান।
না ঢালিল দুগ্ধ—আজ্ঞা ভেল পরমাণ ॥ ৬৭ ॥
বহুত ঢালয়ে দুগ্ধ মনের হরিষে।
পদতল দুইখানি না উঠিল শেষে ॥ ৬৮ ॥
হেনকালে আজ্ঞাবাণী উঠিল গগনে—।
না উঠিব পদ আর না কর্য্যো যতনে ॥ ৬৯ ॥
এ বোল শুনিঞা রাজা হরিষ-বিষাদ।
মহামহোৎসব করে পাঞা পরসাদ ॥ ৭০ ॥
দেউল-মন্দির দিল নানা ভোগ-রাগ।
দু-নয়ান ভরি' দেখে হিয়া অনুরাগ ॥ ৭১ ॥
এইমনে আছে রাজা আনন্দিতচিতে
ডিঙ্গা লঞা এক সাধু আইলা আচম্বিতে ॥ ৭২ ॥
ঠাকুর দেখিতে সেই আইলা সওদাগর।
দুই নারী লইয়া গেলা মন্দির ভিতর ॥ ৭৩ ॥
প্রভু নমস্করি' সাধু ভৈগেল বাহিরে।
সাধু বাহির হৈল দ্বার লাগিল মন্দিরে ॥ ৭৪ ॥
লেউটিয়া দেখে—দুই নারী নাই পাশে।
মন্দির-ভিতরে তারা প্রভুকে সম্ভাষে ॥ ৭৫ ॥
বুঝিয়া সে সাধু স্তব করে আর্ত্তনাদে।
দ্রবিলা ঠাকুর তারে কৈলা পরসাদে ॥ ৭৬ ॥
ঘুচিল মন্দির দ্বার—দেখে দুইজন।
পাষাণ হইয়া প্রভুর পাঞাছে চরণ ॥ ৭৭ ॥
নিজ ভাগ্য মানি' পায়ে পড়ি সওদাগর।
পরসাদ করি' প্রভু বোলে—মাগ বর ॥ ৭৮ ॥
চরণে পড়িয়া সাধু করে পরণাম।
বর মাগোঁ—মোর নামে হউ তোর নাম ॥ ৭৯ ॥
মা-বাপে থুইল মোর এ নাম 'জীয়ড়'।
আপনার নামে প্রভু-নাম মাগে বর ॥ ৮০ ॥
'জীয়ড়-নৃসিংহ' নাম তেঞি পরকাশ।
আনন্দে কহয়ে শুন এ লোচনদাস ॥ ৮১ ॥

———

সিন্ধুড়া রাগ।

তবে মহাপ্রভু জীয়ড়-নৃসিংহ দেখিয়া।
চলিলা ত পরদিনে সে দিন বঞ্চিয়া ॥ ৮২ ॥

চলি' যায় পথে প্রেম-পরবশ-চিত।
কাঞ্চী-নগরে প্রভু ভেল উপনীত ॥ ৮৩ ॥
রত্নময়-পুরী সেই কাঞ্চীনগর।
নগর দেখিয়া তুষ্ট হইল ন্যাসিবর ॥ ৮৪ ॥
বিষয়ীর মুখ প্রভু নাহি দেখে কভু।
আচম্বিতে রাজদ্বারে উত্তরিলা প্রভু ॥ ৮৫ ॥
রাজার দুয়ারে গিয়া দ্বারীকে কহিল।
রাজপুত্র কোথা আছে—নিভৃতে পুছিল ॥ ৮৬ ॥
প্রভুকে দেখিয়া দ্বারী পরণাম করে।
এই ভগবান্—হেন মনে মনে বোলে ॥ ৮৭ ॥
প্রভু কহে—রাজপুত্রে জানাহ বচন।
তাহার নিমিত্তে মোর এথা আগমন ॥ ৮৮ ॥
চলিল ত দ্বারী রাজপুত্র যথা আছে।
নিজ অন্তঃপুরে যথা দেবতা পূজিছে ॥ ৮৯ ॥
প্রণাম করি' দ্বারী জানায় বচন।
এক মহাযতি গোসাঞি দ্বারে আগমন ॥ ৯০ ॥
এ বোল শুনিঞা রাজা না বলিল কিছু।
তরাসে দ্বারী সে পলাইয়া যায় পাছু ॥ ৯১ ॥
দ্বারেতে আসিয়া দ্বারী করে নিবেদন—।
জানাইতে না পারিল তোমার বচন ॥ ৯২ ॥
দেবতা পূজয়ে রাজা নিজ অন্তঃপুরে।
কাহার শকতি তথা যাইবারে পারে ॥ ৯৩ ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
যথা পূজা করে—তথা চলিলা আপনে ॥ ৯৪ ॥
এক-অংশে দ্বারে রহে—আর অংশে যায়।
যথা পূজা করে সেই রামানন্দ রায় ॥ ৯৫ ॥
ধ্যান করয়ে কৃষ্ণ দেখে গৌরচন্দ্র।
পুনরপি ধ্যান করে জপে মহামন্ত্র ॥ ৯৬ ॥
পুনরপি সেই গৌর দেখয়ে নয়নে।
কি হৈল কি হৈল বলি' গুনে' মনে মনে ॥ ৯৭ ॥
পুনরপি ধ্যান করে সুদৃঢ়-হিয়ায়।
পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ায় সান্ধায় ॥ ৯৮ ॥
কি কি বলি' আঁখি মিলি' চাহে চারিভিতে।
গৌরচন্দ্র ন্যাসিবর দেখে আচম্বিতে ॥ ৯৯ ॥

সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা উঠিলা সম্ভ্রমে।
চরণবন্দনা করি' নেহারয়ে ক্রমে ॥ ১০০ ॥
আপাদ-মস্তক প্রভুর নেহারয়ে অঙ্গ।
গৌর-অঙ্গ দেখি' হিয়ায় উপজিল রঙ্গ ॥ ১০১ ॥
বিস্ময় লাগিল ন্যাসী আইলা কেমতে।
প্রভুরে কহয়ে কিছু হাসিতে হাসিতে ॥ ১০২ ॥
মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা কেমনে।
বড়ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে ॥ ১০৩ ॥
প্রভু কহে—তুমি কেনে না চিন আপনা।
আমারে না চিন আমি নিতে আইলুঁ তোমা ॥১০৪
এ বোল শুনিঞা প্রভু অট্ট-অট্ট হাস।
আপনা চিনিয়া প্রভু করে পরকাশ ॥ ১০৫ ॥
যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ-শ্বেতরক্ত-দ্যুতি।
সকল দেখায় এক গৌর-মূরতি ॥ ১০৬ ॥
কষিত এ দশবাণ কাঞ্চন-বরণ।
তাহা ছাড়ি' হৈলা প্রভু শ্যাম-সুচিক্কণ ॥ ১০৭ ॥
কানড়া-কুসুমাকৃতি অঙ্গের বরণ।
ময়ূর-শিখণ্ড শিরে—মুরলীবদন ॥ ১০৮ ॥
নানা আভরণ অঙ্গে চিকণীয়া কালা।
পীতবস্ত্র পরিধান—গলে বনমালা ॥ ১০৯ ॥
তাহা দেখি' মহারাজ আনন্দিত মন।
পুনরপি হৈলা প্রভু গৌরবরন ॥ ১১০ ॥
পশু, পক্ষী, বৃক্ষ আর যত লতা-পাতা।
গৌর-অঙ্গ-ছটা ঝলমল করে তথা ॥ ১১১ ॥
দেখিয়া জানিল রাজা রামানন্দ রায়।
প্রেমায় বিহ্বল ধরে' নিজ প্রভু পায় ॥ ১১২ ॥
চরণে পড়িয়া কান্দে অবশ শরীর।
করে ধরি' লঞা প্রভু ভৈগেলা বাহির ॥ ১১৩ ॥
রায় রামানন্দে আর প্রভুতে মিলন।
গোরা গুণগাথা গায় এ দাস লোচন ॥ ১১৪ ॥

———

শ্রীরাগ।

পাপ-তাপ হয় যমভয়।
জয় শচীনন্দন জয় জয় ॥ ধ্রু ॥

তবে মহাপ্রভু সেই আনন্দ-কৌতুকে।
চলিতে আনন্দ দেহ ভরিল পুলকে ॥ ১১৫ ॥
এইমনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি' যায়।
গোদাবরী করি' পঞ্চবটীতে সান্তায় ॥ ১১৬ ॥
এই মহা-পুণ্যতীর্থ—পঞ্চবটী নাম।
যাহাতে আছিলা সীতা, লক্ষ্মণ, শ্রীরাম ॥ ১১৭ ॥
পঞ্চবটী দেখি' প্রভু প্রেমে অচেতন।
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ বলি' ডাকে ঘন ঘন ॥ ১১৮ ॥
এইখানে কুঁড়ে ঘর বান্ধিলা লক্ষ্মণ।
মৃগী মারিবারে রাম করিল গমন ॥ ১১৯ ॥
শ্রীরাম-উদ্দেশে পাছে চলিলা লক্ষ্মণ।
এইখানে সীতা হরি' নিলেক রাবণ ॥ ১২০ ॥
ইহা বলি' কান্দে প্রভু প্রেমায় বিহ্বল।
মার্ মার্ বোলে ক্ষণে বোলে ধর্ ধর্ ॥ ১২১ ॥
লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! বলি' ডাকে উভরায়।
সীতা স্মঙরিয়া কান্দে অবশ-হিয়ায় ॥ ১২২ ॥
সঙ্গের সঙ্গতিগণ প্রবোধিতে নারে।
আপনেই মহাপ্রভু আপনা-সম্বরে ॥ ১২৩ ॥
তবে আর দিন পথে চলিলা ঠাকুর।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা কাবেরীর তীর ॥ ১২৪ ॥
কাবেরীর কূলে দেখে শ্রীরঙ্গনাথ।
দেখিয়া প্রেমায় নাচে নিজজন-সাথ ॥ ১২৫ ॥
তথায় ত্রিমল্ল ভট্ট ঠাকুর দেখিয়া।
নিরীখয়ে শ্রীঅঙ্গ বিস্মিত হইয়া ॥ ১২৬ ॥
দেহের কিরণ—আরে প্রেমার আরম্ভ।
কদম্ব-কেশর জিনি' পুলক-কদম্ব ॥ ১২৭ ॥
সর্ব্বলোক জিনি' তনু যেহেন সুমেরু।
প্রেম-ফল-ফুল ফলিয়াছে কল্পতরু ॥ ১২৮ ॥
হরি হরি বলি' ডাকে অতি উচ্চনাদে।
দেখিয়া চৌদিগ ভরি' সব লোক কাঁদে ॥ ১২৯ ॥
ঐছন দেখিয়া সে ত্রিমল্লভট্টাচার্য্য।
কৌতুকে সকল কথা জানিল আশ্চর্য্য ॥ ১৩০ ॥
এই সেই ভগবান্—কভু নহে আন।
নিশ্চয় জানিল এই সর্ব্বজন-প্রাণ ॥ ১৩১ ॥

এতেক জানিয়া সে ত্রিমল্লভট্ট রায়।
আপন আশ্রমে সে প্রভুরে লঞা যায় ॥ ১৩২ ॥
তার প্রেমে মহাপ্রভু তার বশ হঞা।
চাতুর্ম্মাস্য বঞ্চিল পরমপ্রীতি পাঞা ॥ ১৩৩ ॥
চাতুর্ম্মাস্য বঞ্চি' প্রভু চলিলা তুরিতে।
পথে দেখা পরমানন্দপুরীর সহিতে ॥ ১৩৪ ॥
দোঁহে দোঁহা দেখি' স্নিগ্ধ হৈলা দুইজন।
নিরখিতে দোঁহাকার ঝরয়ে নয়ন ॥ ১৩৫ ॥
দেখিতে পরমানন্দপুরীর স্মরণে।
গুরু মাধবেন্দ্রপুরী যে কৈল বচনে ॥ ১৩৬ ॥

তথাহি বায়ুপুরাণে—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসো গৌরবিগ্রহঃ ॥ ১৩৭ ॥

অন্বয়। কলেঃ (কলিযুগস্য) প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তঃ (নারায়ণঃ) গৌরবিগ্রহঃ (সন্) সন্ন্যাসঃ দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ (পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে জগন্নাথ-সমীপে স্থিতঃ) ভবিষ্যতি ॥ ১৩৭ ॥

অনুবাদ। কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় ভগবান্ শ্রীনারায়ণ (তাঁহার নিত্য) গৌরকান্তি প্রকট করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথ-সমীপে অবস্থান করিবেন ॥ ১৩৭ ॥

কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম রাখিবারে।
জনমিব কৃষ্ণ প্রথমসন্ধ্যার ভিতরে ॥ ১৩৮ ॥
গৌর দীর্ঘকলেবর—বাহু জানুসম।
সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ কমললোচন ॥ ১৩৯ ॥
করুণাসাগর প্রভু প্রেমার আবাস।
নিজ করুণায় দয়া করিব প্রকাশ ॥ ১৪০ ॥
মোর ভাগ্য নাহি—মুঞি দেখিব নয়নে।
তোর দেখা হৈলে মোর করিহ স্মরণে ॥ ১৪১ ॥
এই সেই ভগবান্—মনেতে পড়িল।
এই সেই ভগবান্—নিশ্চয় জানিল ॥ ১৪২ ॥
দেখি' পরণাম করে পরমানন্দপুরী।
কি করিহ বলি' প্রভু তোলে হাথে ধরি' ॥ ১৪৩ ॥

গাঢ়-আলিঙ্গন কৈল পরমসন্তোষে।
চলিলা ঠাকুর—কহে এ লোচনদাসে ॥ ১৪৪ ॥

———

প্রভুর বৃন্দাবন-দর্শন

কথাসার

শ্রীমন্মহাপ্রভু সেতুবন্ধ যাইবার পথে সপ্ততাল-বিমোচন-লীলা প্রদর্শন করিলেন। সপ্ততাল সম্বন্ধীয় প্রাচীন ইতিহাস—সাতজন গন্ধর্ব্ব মুনিশাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হন, সম্প্রতি প্রভুর স্পর্শে তাঁহারা মুক্তি লাভ করিলেন। সেতুবন্ধে উপস্থিত হইয়া প্রেমাবেশে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান প্রভৃতি নাম কীর্ত্তন করিলেন, পরে গোদাবরী তীরে চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত করিয়া পুনরায় উৎকলে আলালনাথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় বিষ্ণুদাস নামক জনৈক ভক্তকে আত্মসাৎ করিয়া পুরুষোত্তমে আসিয়া কয়েক মাস ভক্তসনে কীর্ত্তনানন্দে অবস্থানপূর্ব্বক মাথুরমণ্ডলদর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। এই কালেই শ্রীরূপসনাতনের সহিত সম্মিলন হয়। অনন্তর মথুরায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ভক্তের সহিত প্রেমানন্দে যমুনার পূর্ব্ব ও পশ্চিমতটে দ্বাদশবন, দেবকী বসুদেবের কারাগৃহ, কংস উগ্রসেনাদির গৃহ প্রভৃতি অসংখ্য কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করিলেন।

ধানশী রাগ।

গোরাচান্দ জীবন আমার রে
গোরা পরাণ আমার ॥ ধ্রু ॥

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
পথে চলি' যাইতে সপ্ততাল-বিমোচনে ॥ ১ ॥
সপ্ত তালতরু সেই আছে যে পথেতে।
দেখি' আচম্বিতে প্রভু লাগিলা হাসিতে ॥ ২ ॥
ধাঞা গিয়া সপ্ততাল করিলা পরশে।
জয় জয় জয়ধ্বনি উঠিল আকাশে ॥ ৩ ॥
মুনি শাপে ছিল সে গন্ধর্ব্ব সাত জন।
প্রভুর পরশে তারা পাইল মোচন ॥ ৪ ॥
তবে সেই মহাপ্রভু পথে চলি' যায়।
আনন্দে বিভোল প্রভু হরিগুণ গায় ॥ ৫ ॥
প্রেমার আনন্দে নাহি জানে পথশ্রমে।
সেতুবন্ধ উত্তরিলা পথে ক্রমে ক্রমে ॥ ৬ ॥
সেতুবন্ধ গিয়া দেখে রামেশ্বর লিঙ্গ।
আনন্দে নাচয়ে প্রভু যেন মত্ত সিংহ ॥ ৭ ॥
লিঙ্গ-প্রদক্ষিণ করি' করে নমস্কার।
সেতুবন্ধ দেখি' হরি বোলে বারে বার ॥ ৮ ॥
অনুরাগে কান্দে ডাকে—শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কখনও আবেশে ডাকে—অঙ্গদ হনুমান্ ॥ ৯ ॥
ক্ষণেকে আবেশে ডাকে—সুগ্রীব মোর মিত।
ক্ষনে বিভীষণ বলি' ডাকে বিপরীত ॥ ১০ ॥
প্রেমায় বিহ্বল—দিগ্ বিদিগ্ নাহি জানে।
সেতুবন্ধ দেখি' নাচে সব ভক্ত-সনে ॥ ১১ ॥
এইমনে দিবানিশি পাশরে আপনা।
লেউটিয়া মহাপ্রভুর বাঢ়িল করুণা ॥ ১২ ॥
এইমতে মহাপ্রভু পথে চলি' আসি'।
পুনঃ চাতুর্ম্মাস্য গোদাবরী তীর্থে বসি' ॥ ১৩ ॥
পুনরপি উড্রদেশে আইলা ঠাকুর।
জগন্নাথ-ভাবে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর ॥ ১৪ ॥
তবে ত' দেখিল প্রভু শ্রীআলালনাথ।
বিষ্ণুদাস উড়িয়াকে কৈল আত্মসাথ ॥ ১৫ ॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভু হইলা কুতুহলী।
সঘনে তুলিয়া বাহু হরি হরি বলি' ॥ ১৬ ॥
পুরুষোত্তমে আসি' প্রভু আছে মহাসুখে।
কহয়ে লোচনে এ আনন্দ বড়-লোকে ॥ ১৭ ॥

———

বরাড়ি রাগ—ধূলা-খেলা-জাত।

এখানে কহিব কথা, শুন গোরা গুণগাথা,
ত্রিজগতে অতি অনুপম।
মনঃকথায় বান্ধি আলি, মুকুতা-প্রবাল ঢালি,
সন্ন্যাসী নৃসিংহানন্দ নাম ॥ ১৮ ॥
সুবর্ণ-মণি-মাণিকে, দিব্যরত্ন চারিদিগে,
মনে মনে বান্ধিল জাঙ্গাল।
মথুরা-পর্য্যন্ত দিয়া, কৃষ্ণে সমর্পিব ইহা,
হেনকালে প্রত্যাসন্ন কাল ॥ ১৯ ॥

না হৈল জাঙ্গাল সায়, দুঃখ রহিল হিয়ায়,
মনে মনে করে অনুতাপ।
(কানাইর) নাট্‌শালা পর্য্যন্ত, হইল জাঙ্গাল অন্ত,
সন্ন্যাসীর বৈকুণ্ঠ হৈল লাভ ॥ ২০ ॥
এ কথা আছিল চিতে, চলে প্রভু আচম্বিতে,
না জানি কোথারে চলি' যায়।
ক্রমে ক্রমে চলি' যাইতে, কানাইর নাট্‌শালা হৈতে
পুনঃ লেউটিলা গোরারায় ॥ ২১ ॥
এ কথা বেকত নহে, পরমানন্দপুরী কহে,
কহ প্রভু ইহার কারণ।
আদ্যোপান্ত যত কথা, তাহারে কহিল কথা,
মনঃ-কথা সিদ্ধির কারণ ॥ ২২ ॥
পুরুষোত্তম-আদি অন্ত, মথুরাপুরী পর্য্যন্ত,
স্বর্ণ-মণি-মাণিক্যে দিব আলি।
সন্ন্যাসীর এমন হিয়া, এ মোর জাঙ্গাল দিয়া,
চলি' যাবে গোরা বনমালী ॥ ২৩ ॥
শুন শুন সবজন, সাবধানে দিয়া মন,
শ্রীগোরাচাঁদের পরকাশ।
মনঃকথা নৃসিংহানন্দ, সিদ্ধ কৈল গৌরচন্দ্র,
গুণ গায় এ লোচনদাস ॥ ২৪ ॥

শ্রীরাগ।

গোরাচাঁদ না রে হয়,
বিহরই নীলাচল মাঝে ॥ ধ্রু ॥
তবে নীলাচলে প্রভু ভক্তগণসঙ্গে।
কীর্ত্তন-বিলাস করে আছে নানা-রঙ্গে ॥ ২৫ ॥
অনেক ভকতগণ মিলিয়া তথায়।
প্রেম-বিলসয়ে প্রভু নাচয়ে নাচায় ॥ ২৬ ॥
নানাদেশে আছিল যতেক ভক্তগণে।
ক্রমে ক্রমে মিলিলেন চৈতন্য-চরণে ॥ ২৭ ॥
আনন্দে আছয়ে প্রভু নীলাচল-বাসে।
কহিব সকল পাছু অনেক প্রকাশে ॥ ২৮ ॥
মথুরা চলিব—মনঃকথা আচম্বিত।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল হিয়া—উনমত-চিত ॥ ২৯ ॥
চলিলা মথুরা পথে চৈতন্য ঠাকুর।
পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাঢ়িল প্রচুর ॥ ৩০ ॥
অনুরাগে ধায় প্রভু—রাঙ্গা দুই আঁখি।
সিংহের গমনে ধায়—দেখিতে না দেখি ॥ ৩১ ॥
সঙ্গের সঙ্গতিগণ না পারে হাঁটিতে।
কথো দূরে যায় প্রভু ডাকিতে ডাকিতে ॥ ৩২ ॥
ঝারিখণ্ড-পথে প্রভু চলিল সত্বর।
কান্দাইলা পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি, প্রস্তর ॥ ৩৩ ॥
গৌরাঙ্গ বেঢ়িয়া মৃগ-ব্যাঘ্রগণ নাচে।
হিংসা নাহি—সর্ব্বসুখে নাচে প্রভু কাছে ॥ ৩৪ ॥
বনজন্তুগণ সব কৃতার্থ করিয়া।
চলিলা গৌরাঙ্গ পথে প্রেম-বিনোদিয়া ॥ ৩৫ ॥
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা তীর্থ বারাণসী।
অনেক আছয়ে তথা পরম সন্ন্যাসী ॥ ৩৬ ॥
বিশ্বেশ্বর নমস্করি' চলি' যায় পথে।
প্রয়াগে মাধব দেখি' হরষিত চিতে ॥ ৩৭ ॥
রূপ-সনাতন গোসাঞি প্রভুরে মিলিলা।
অনুগ্রহ করি' তারে শক্তি সঞ্চারিলা ॥ ৩৮ ॥
তথা বেণী-স্নান করি' দেখি অক্ষয় বট।
যমুনাতে পার হৈলা আগরা নিকট ॥ ৩৯ ॥
দেখিলা অদ্ভুত সে রেণুকা নামে গ্রাম।
অবতার কৈলা যেই স্থানে পরশুরাম ॥ ৪০ ॥
তথা বৃন্দাবন মুখে যমুনা বিমুখী।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু প্রেমসুখে সুখী ॥ ৪১ ॥
রাজগ্রামে গিয়া পারে দেখয়ে গোকুল।
সম্বরিতে নারে' হিয়া ভৈগেল আকুল ॥ ৪২ ॥
হিয়া সম্বরিল প্রভু অনেক যতনে।
আনন্দে বিহ্বল পারে দেখে মহাবনে ॥ ৪৩ ॥
যাইতে যাইতে আর গিয়া কথোদূর।
সুনিকট হৈল যেই দেখে মধুপুর ॥ ৪৪ ॥
মধুপুর দেখি' প্রভু উনমতচিত।
প্রেমায় বিহ্বল—যেন নাহিক সম্বিত ॥ ৪৫ ॥
অক্রুর ! অক্রুর ! বলি' ভূমিতে পড়িল।
মাথুর বিরহভাবে মূর্চ্ছিত হইল ॥ ৪৬ ॥

দিবানিশি নাহি জানে—আছে সেই খানে।
সম্বেদন নাহি প্রভু—আছে তিন দিনে ॥ ৪৭ ॥
গতাগতি করে লোক দেখয়ে আশ্চর্য্য।
কৃষ্ণদাস নামে এক আছে দ্বিজবর্য্য ॥ ৪৮ ॥
প্রভুরে দেখিয়া সেই মনে মনে—।
কোথা হৈতে আইলা এই পুরুষরতনে ॥ ৪৯ ॥
বড় ভাগ্যে দেখিলাঙ ইহার চরণ।
এই শুক, প্রহ্লাদ কিবা হেন লয় মন ॥ ৫০ ॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু পুছিল তাহারে।
কি নাম তোমার কহ শুন দ্বিজবরে ॥ ৫১ ॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে—শুন, শুন, ন্যাসিবর।
কৃষ্ণদাস নাম মোর—করিল উত্তর ॥ ৫২ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অট্ট অট্ট হাস।
কৃষ্ণের সকলি জান তুমি কৃষ্ণদাস ॥ ৫৩ ॥
জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে।
তুমি দেখাইবে যথা যে আছে বিশেষে ॥ ৫৪ ॥
মথুরামণ্ডল এই কৃষ্ণের অন্তরীণ।
সকল জানহ তুমি ভকত প্রবীণ ॥ ৫৫ ॥
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ—সব তুমি জান।
মথুরামণ্ডল মোরে দেখাও স্থানে স্থান ॥ ৫৬ ॥
দ্বিজ কহে—সব স্থান না জানিয়ে আমি।
দ্বাদশ-বনের স্থান সবে আমি জানি ॥ ৫৭ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু প্রেমানন্দে হাসে।
তাহার শরীরে শক্তি করিলা প্রকাশে ॥ ৫৮ ॥
মহানন্দে বোলে—আমি সব দেখাইব।
কৃষ্ণজন্ম হৈতে কংসবধ শুনাইব ॥ ৫৯ ॥
দ্বিজ কহে—শুন শুন শুন মহাশয়।
নন্দের নন্দন তুমি জানিল নিশ্চয় ॥ ৬০ ॥
তোমার দর্শনে মোর ব্রজদরশন।
আচম্বিতে সব মোর গেল স্মঙরণ ॥ ৬১ ॥
যেখানে যে জানি আমি স্থানের মরম।
যেখানে সে ভগবান্ জনম-করণ ॥ ৬২ ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হরিষ হিয়ায়।
কৃষ্ণদাস কোলে করি' কৃষ্ণ-গুণ গায় ॥ ৬৩ ॥

সে দিন বঞ্চিলা কৃষ্ণদাসের আলয়।
মথুরামণ্ডল কথা সর্ব্বরাত্র কয় ॥ ৬৪ ॥
মথুরামণ্ডল-মধ্যে যমুনা ভাগ্যবতী।
যাঁহার দু-কূলে কৃষ্ণ বিরহে পীরিতি ॥ ৬৫ ॥
যমুনার পূর্বকূলে আছে পাঁচ বন।
পশ্চিমেতে সাত বন কহিব এখন ॥ ৬৬ ॥
কৃষ্ণের বিহার এই দ্বাদশ বনে।
ভক্ত বিনে কেহো ইহা মরম না জানে ॥ ৬৭ ॥
কংসের সদন এই যমুনা পশ্চিমে।
তাহার উত্তরে বন বৃন্দাবন নামে ॥ ৬৮ ॥
মথুরা হইতে সেই যোজনেক পথ।
অনেক রহস্য কথা কহিব তাহাত ॥ ৬৯ ॥
কুমুদ নামে বন আছে তাহার নৈর্ঋতে।
সওয়া যোজন পথ মথুরা হইতে ॥ ৭০ ॥
খদিরবন আছে প্রভু তাহার দক্ষিণে।
দেড় যোজন পথ মথুরার সনে ॥ ৭১ ॥
তালবন আছে প্রভু দক্ষিণে মথুরার।
অর্দ্ধ যোজন ভূমি মথুরা তাঁহার ॥ ৭২ ॥
এক নদী ধারা আছে মানস গঙ্গা নামে।
বৃন্দাবন পশ্চিমে সে মথুরা ঈশানে ॥ ৭৩ ॥
কাম্যকবন হৈতে মধুবনের উদ্দেশ।
কালীদহ পশ্চিমে যমুনা পরবেশ ॥ ৭৪ ॥
সরস্বতী নামে এক ধারা আছে তাথে।
মথুরার উত্তর সে প্রবেশ যমুনাতে ॥ ৭৫ ॥
মথুরা পশ্চিমে আছে গোবর্দ্ধনগিরি।
আট যোজন সে মথুরা হইতে ধরি ॥ ৭৬ ॥
কহিব কাম্যকবন গোবর্দ্ধন পশ্চিমে।
মথুরা হৈতে আট যোজন লোক গণে' ॥ ৭৭ ॥
বহুলানামে বন আছে মথুরা ঈশানে।
মানসগঙ্গার পার সেই দুই যোজনে ॥ ৭৮ ॥
এই সাত বন সে পশ্চিমে যমুনার।
কহিব ত' পূর্বকূলে পাঁচ বন আর ॥ ৭৯ ॥
মহাবন নামে বন যমুনা নিকটে।
মথুরা হইতে সেই যোজনেক বাটে ॥ ৮০ ॥

বিশ্ব-নামে বন আছে পশ্চিমে তাহার।
অর্দ্ধ-যোজন সে মথুরা হইতে পার ॥ ৮১ ॥
তাহার উত্তরে আছে লোহ-নামে বন।
ভাণ্ডীর-নামে বন আছে তাহার ঈশান ॥ ৮২ ॥
একত্রই দুই বন যমুনার কূলে।
মহাবন হৈতে লোকে আধ যোজন বোলে ॥ ৮৩ ॥
এই দ্বাদশ বন মথুরামণ্ডল।
কৃষ্ণের বিহার স্থান দেখাব সকল ॥ ৮৪ ॥
এই মনে কথালাপে প্রভাত হইল।
যে বিধি আছিল প্রভু প্রাতঃক্রিয়া কৈল ॥ ৮৫ ॥
উৎকণ্ঠা-হৃদয়ে দিল কৃষ্ণদাসে ডাক।
দেহকে জিনিঞা সে অধিক অনুরাগ ॥ ৮৬ ॥
দেখিতে চলিলা প্রভু মথুরামণ্ডল।
আপনে ঈশ্বর কৃষ্ণদাসে করে ছল ॥ ৮৭ ॥
কৃষ্ণদাস কহে—প্রভু ইথে কর মন।
পুরীর তিনদিগে দেখ গড়ের পত্তন ॥ ৮৮ ॥
পূরুবে যমুনা নদী বহে দক্ষিণমুখে।
উত্তর-দক্ষিন-দ্বার গড়ের দুইদিগে ॥ ৮৯ ॥
কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈর্ঋতে।
পূরুবে উত্তরে দুই দুয়ার তাহাতে ॥ ৯০ ॥
বসিবার চৌতারা দেখ বাড়ীর উত্তর।
পুরীর বায়ুকোণে দেখ হের কারাগার ॥ ৯১ ॥
মূত্রস্থান হেন দেখ ইহার দক্ষিনে।
বিবরি' কহিব কিছু—শুন সাবধানে ॥ ৯২ ॥
কংসভয়ে বসুদেব লঞা যায় পুত্র।
আচম্বিতে কৃষ্ণ তার কোলে কৈল মূত্র ॥ ৯৩ ॥
এইখানে বসুদেব বসিলা সত্বর।
প্রস্রাব করিলা কৃষ্ণ—দ্রবিল পাথর ॥ ৯৪ ॥
মূত্রচিহ্ন রহিল এ পাষাণ উপরে।
মূত্রস্থান' তেঞি লোক বোলয়ে ইহারে ॥ ৯৫ ॥
ইহার উত্তরে দেখ উদ্ধবের ঘর।
এ বোল শুনিতে প্রভুর গলে দুই ধার ॥ ৯৬ ॥
কণ্টকিত ভেল অঙ্গ আপাদ-মস্তক।
কদম্বকেশর জিনি' একটি পুলক ॥ ৯৭ ॥
এই উদ্ধবের ঘর মুঞি আইলুঁ এবে।
এথা যে করিল কৃষ্ণ—কহোঁ অনুভবে ॥ ৯৮ ॥
এইখানে কৃষ্ণ আর উদ্ধবের কথা।
দেখিয়াছি যেন বাসো—মনে লাগে ব্যথা ॥ ৯৯ ॥
এ বোল বলিতে প্রভু চাহে চারিদিগে।
তবে কহ কৃষ্ণদাস—কহে অনুরাগে ॥ ১০০ ॥
উদ্ধবের পূর্বে দেখ রজকের ঘর।
মালাকার-বাস দেখ পূরুবে ইহার ॥ ১০১ ॥
ইহার দক্ষিণে দেখ কুবুজীর ঘর।
তাহার দক্ষিণে রঙ্গস্থান মনোহর ॥ ১০২ ॥
বসুদেব-আবাস দেখ তার অগ্নিকোণে।
এ বোল শুনিতে প্রভু হাসে মনে মনে ॥ ১০৩ ॥
গদগদ স্বর কিছু অরুণ বদন।
উগ্রসেন-বাড়ী দেখ তাহার ঈশান ॥ ১০৪ ॥
দেখহ বিশ্রান্তিঘাট দক্ষিণে তাহার।
গতশ্রম নাম মূর্ত্তি এথা পরচার ॥ ১০৫ ॥
কংস মারি' টানিঞা ফেলিতে হৈল খাল।
তেঞি 'কংসখালি' ঘাট দক্ষিণে তাহার ॥ ১০৬ ॥
দেখহ প্রয়াগঘাট তাহার দক্ষিণে।
তাহার দক্ষিণে ঘাট এ তিন্দুক নামে ॥ ১০৭ ॥
সপ্ততীর্থ বলি' ঘাট ইহার দক্ষিণে।
তাহার দক্ষিণে দেখ ঋষিতীর্থ-নামে ॥ ১০৮ ॥
ইহার দক্ষিণে দেখ মোক্ষতীর্থ আর।
তাহার দক্ষিণে কোটি-তীর্থের প্রচার ॥ ১০৯ ॥
তাহার দক্ষিণে দেখ বোধিতীর্থ নামে।
দক্ষিণে গণেশতীর্থ দেখ বিদ্যমানে ॥ ১১০ ॥
এইত দ্বাদশ ঘাট—সর্বতীর্থসার।
পুরীর দক্ষিণে বঙ্গভূমি দেখ আর ॥ ১১১ ॥
তাহার দক্ষিণে আর দেখ অপরূপ।
দুরাশয় কংসরাজা খনিলেক কূপ ॥ ১১২ ॥
কৃষ্ণ মারি' ইহাতে ফেলিব—এই কাম।
কংস খনিল কূপ—'কংসকূপ' নাম ॥ ১১৩ ॥
দেখহ অগস্ত্যকুণ্ড নৈর্ঋতে তাহার।
সেতুবন্ধ-সরোবর উত্তরে ইহার ॥ ১১৪ ॥

এ বোল শুনিতে প্রভু কি ! কি ! বলি ডাকে।
অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন অঙ্গের পুলকে ॥ ১১৫ ॥
সেতুবন্ধ-সরোবরের শুন বিবরণ।
সাবধানে শুন প্রভু হঞা একমন ॥ ১১৬ ॥
এককালে আছে কৃষ্ণ গোপীগন-মেলে।
রাসক্রীড়া করে এই সরোবরকূলে ॥ ১১৭ ॥
রাধাকে কহিল—আমি সেই রঘুনাথ।
রাবণ মারিল আমি বানরের সাথ ॥ ১১৮ ॥
এ বোল শুনিঞা রাধা মুচকি হাসয়ে।
মিছা কথা কহে কৃষ্ণ—এই ত' আশয়ে ॥ ১১৯ ॥
দেখিয়া তরন্ত হঞা পুছয়ে রাধারে।
কি লাগিয়া হাস রাই বোলহ আমারে ॥ ১২০ ॥
রাধা বোলে—মিছা কথা না বলিহ আর।
তুমি সে কেমনে হৈলে রাম-অবতার ॥ ১২১ ॥
মহাজিতেন্দ্রিয় তেহোঁ পরম ঈশ্বর।
তোমাতে সম্ভবে নাহি তাঁর ব্যবহার ॥ ১২২ ॥
সমুদ্রে বান্ধিলা তেহোঁ এ গাছ-পাথরে।
তুমিহ বান্ধহ দেখি এই সরোবরে ॥ ১২৩ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু লহু-লহু হাসে।
আমি জলে থ্ইলে সে ইটা-পাথর ভাসে ॥ ১২৪ ॥
এ বোল শুনিঞা গোপী বলিছে বচন।
আনিয়ে পাথর দেখি' বান্ধহ এখন ॥ ১২৫ ॥
মিছা গর্ব না করিহ—শুনহ কানাই।
পাথর ভাসয়ে জলে—কভু শুনি নাই ॥ ১২৬ ॥
ঠাকুর কহয়ে—আন' এ গাছ পাথর।
পাথরে বান্ধিব আমি এ সরোবর ॥ ১২৭ ॥
এ বোল শুনিঞা তারা বহি আনে ইটা।
কাষ্ঠ খান-খান আনে পাথর গোটা-গোটা ॥১২৮॥
এ গাছ-পাথরে সরোবর গেল বান্ধা।
ভাল ভাল বোলে গোপী—মুচকি হাসে রাধা ॥১২৯
রাধার কারণে সরোবরে হৈল সেতু।
'সেতুবন্ধ-সরোবর' কহি এই হেতু ॥ ১৩০ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অন্তর উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ ১৩১ ॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

সপ্তসমুদ্রকুণ্ড ইহার উত্তরে।
দেবকীর সাত পুত্র মারিতে পাথরে ॥ ১৩২ ॥
ইহার উত্তরে দেখ লিঙ্গ-ভুতেশ্বর।
দেখ সরস্বতী-কুণ্ড পুরীর উত্তর ॥ ১৩৩ ॥
এইখানে দেখ দশ-অশ্বমেধ-ঘাট।
ইহার দক্ষিণে সোম-তীর্থের এ বাট ॥ ১৩৪ ॥
কণ্ঠাভরণ-মজ্জন ইহার দক্ষিণে।
নাগতীর্থ-ধারা বহে পাতালগমনে ॥ ১৩৫ ॥
সংযমন-আদি কুণ্ড ঘাটে গেলা তবে।
পুরী প্রদক্ষিণ করে নিজ অনুভবে ॥ ১৩৬ ॥
এইমনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দিন গেল।
ভিক্ষা করিয়া প্রভু রজনী বঞ্চিল ॥ ১৩৭ ॥
উৎকণ্ঠায় আকুল—দীঘল ভেল রাতি।
পোহাইল পোহাইল পুছে হিয়ার আরতি ॥১৩৮॥
রজনী প্রভাত হৈল—হিয়ার উল্লাস।
প্রাতঃক্রিয়া করি' বোলে—আইস কৃষ্ণদাস ॥১৩৯॥
কৃষ্ণদাস বোলে প্রভু শুনহ বচন।
মথ্রামণ্ডল-ভুমি একুইশ যোজন ॥ ১৪০ ॥
দ্বাদশ বন হয় ছয়-যোজন-ভিতর।
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ দেখাব সকল ॥ ১৪১ ॥
নারদবচন কংস শুনে এইখানে।
বসুদেব দেবকীরে রাখে এইস্থানে ॥ ১৪২ ॥
এইখানে হৈল কৃষ্ণ চতুর্ভুজ দেখি'।
এথা পরিহার মাগে বাসুদেব দেবকী ॥ ১৪৩ ॥
এইখানে বসুদেব কৃষ্ণ লঞা কোলে।
নিদ্রায় প্রহরিগণ পড়ি গেল ভোলে ॥ ১৪৪ ॥
ফণা-ছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছে ধায়।
যমুনাতে পার সে শৃগালী আগে যায় ॥ ১৪৫ ॥
এই মহাবনে নন্দঘোষের বসতি।
নিদে প্রসবিলা কন্যা যশোদা পুণ্যবতী ॥ ১৪৬ ॥
নন্দ ঘরে পুত্র থ্ইয়া কন্যারে আনিল।
দেবকীর কন্যা বলি' কংসেরে ভাণ্ডিল ॥ ১৪৭ ॥

পাপিষ্ঠ সে কংসরাজ মারিতে কন্যারে।
বিদ্যুৎ হইয়া তেহঁ গেল আকাশেরে ॥ ১৪৮ ॥
অপরুদ্ধ কংস স্তুতি করয়ে দোঁহারে।
গগনে আকাশ বাণী শুনে হেনকালে ॥ ১৪৯ ॥
শুনিঞা সে বাণী ধর্ম্ম হিংসিতে লাগিল।
নিশ্চয় করিয়া নিজ মরণ জানিল ॥ ১৫০ ॥
মথুরা আইলা নন্দ পুত্রোৎসব করি'।
বসুদেব বৈল রাখ শিশুরে আবরি' ॥ ১৫১ ॥
সাতদিবসের কৃষ্ণ পুতনা বধিল।
মাসেকের কালে শকট ভাঙ্গিয়া ফেলিল ॥ ১৫২ ॥
তৃণাবর্ত্ত মারে কৃষ্ণ হঞা বিশ্বম্ভর।
জৃম্ভায়ে মায়েরে বিশ্ব দেখাইল উদর ॥ ১৫৩ ॥
ছয় মাসের পরে নামকরণ হইল।
মৃত্তিকা-ভক্ষণে বিশ্বরূপ দেখাইল ॥ ১৫৪ ॥
মন্থনের দণ্ড ধরি' নাচিল এইখানে।
দুগ্ধ উথলিতে এথা যশোদা-গমনে ॥ ১৫৫ ॥
উদুখলে চড়ি' শিকার ভাণ্ড ছেদ করি'।
উর্দ্ধমুখে নবনীত পান কৈল হরি ॥ ১৫৬ ॥
এইখানে চুরি করি' কৃষ্ণ খাইল ননী।
উদূখলে বান্ধে লৈয়া যশোদা জননী ॥ ১৫৭ ॥
যমল-অর্জ্জুন-ভঙ্গ কৈল এইখানে।
ধান্য দিয়া ফল খাইল দেব নারায়ণে ॥ ১৫৮ ॥
মহাবন-দক্ষিণে দেখ গোকুলনগর।
শিশু-সঙ্গে বৎস রাখে এথা দামোদর ॥ ১৫৯ ॥
হের দেখ গোপেশ্বর-মূর্ত্তি মনোহর।
সপ্তসমুদ্রক-কুণ্ড দেখহ সুন্দর ॥ ১৬০ ॥
আয়ানের ঘর দেখ গ্রামের পশ্চিমে।
সুন্দরগোপের ঘর তাহার দক্ষিণে ॥ ১৬১ ॥
উপনন্দের ঘর এই গ্রামের মধ্যখানে।
পশ্চিমে দেখহ রাবণের তপোবনে ॥ ১৬২ ॥
দেখহ দুর্বাসাশ্রম ইহার উত্তর—।
নিকটে দেখহ লোহবন মনোহর ॥ ১৬৩ ॥
অপরূপ কহিব এই হের বিল্ববনে।
কৃষ্ণ কোলে করি' নন্দ আছিলা এখানে ॥ ১৬৪ ॥
রাধাকে দেখিয়া নন্দ কহিল উত্তর—।
কোলে করি' লেহ কৃষ্ণ থোও লঞা ঘর ॥ ১৬৫ ॥
নন্দের আদেশে রাধা কৃষ্ণ কৈল কোলে।
চুম্বন করয়ে বাল্য-আচরণ-ছলে ॥ ১৬৬ ॥
কাজ নাহি বুঝে রাধা লঞা যায় পথে।
গাঢ়-আলিঙ্গনে কুচ চিরে নখাঘাতে ॥ ১৬৭ ॥
দেখিয়া চরিত্র রাধার বিস্ময় লাগিল।
হিয়া উপজিল প্রেম—বেকত না কৈল ॥ ১৬৮ ॥
হের আর দেখ পুনঃ কৃষ্ণের চরিত।
মরয়ে সকল শিশু তৃষ্ণায় পীড়িত ॥ ১৬৯ ॥
পাঁচনী-খনিল কুণ্ড দেখ বিদ্যমান।
শুনি' মাত্র গৌরচন্দ্র নাহি বাহ্যজ্ঞান ॥ ১৭০ ॥
কথোক্ষণে গৌরচন্দ্রের হইল ত' বাহ্য।
প্রভু কহে—কৃষ্ণদাস কি হইল কার্য্য ॥ ১৭১ ॥
এইখানে দেখ উপনন্দ-আদি যত।
যুকতি করিল সব গোয়ালা-সম্মত ॥ ১৭২ ॥
অসহ্য রাজপীড়া—নিত্যই সঙ্কট।
রজনীপ্রভাতে সভে সাজিল শকট ॥ ১৭৩ ॥
গোপীগণ শকটে করিয়া গোপগণ।
নিকট বসতি করিবারে বৃন্দাবন ॥ ১৭৪ ॥
হৈ হৈ রবে যায় গোধন চালাইয়া।
পায়ে বাধা হাতে নড়ি মাথে পাগ দিয়া ॥ ১৭৫ ॥
ভদ্র-ভাণ্ডীর-বনে ছিলা দুই মাস।
আনন্দে গায়েন গুণ এ লোচনদাস ॥ ১৭৬ ॥
তবে পার হৈলা সে নিকট বৃন্দাবনে।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শকট রাখিল এইখানে ॥ ১৭৭ ॥
কপিত্থ-গাছের মূলে বৎসক বধিল।
পুচ্ছ-পদ ধরি' তারে তুলি' আছাড়িল ॥ ১৭৮ ॥
গিলি' উগারিল কৃষ্ণ এথা বকাসুর।
দুই ঠোঁটে ধরি' চিরি' প্রাণ কৈল দূর ॥ ১৭৯ ॥
এই গোঠে বিহরে বালক সব সঙ্গে।
শিঙ্গা, বেণু, বেত্র হাথে নানাবিধ রঙ্গে ॥ ১৮০ ॥
কেহো কোন জন্তু-ছলে সেই শব্দ করে।
উড়িতে পক্ষের ছায়া চাহে ধরিবারে ॥ ১৮১ ॥

এ বোল শুনিঞা গৌর বিহ্বল হিয়ায়।
বালকের হেন সেই ইতস্তত ধায় ॥ ১৮২ ॥
ময়ূরের শব্দ করে—ধরয়ে পেকম।
পুলকে পূরল অঙ্গ—অরুণ নয়ন ॥ ১৮৩ ॥
ভাই ভাই বলি' ডাকে হৈ হৈ বোলে।
শ্রীদাম, সুদাম বলি' গাছ কৈল কোলে ॥ ১৮৪ ॥
সখ্যভাবে ব্যাকুল হইয়া গৌররায়।
প্রেমায় আকুল হঞা চারিদিগে ধায় ॥ ১৮৫ ॥
কালী, ধবলী বলি' ডাকে ঘন ঘন।
কতি গেল ধেনুকাসুর—মারিব এখন ॥ ১৮৬ ॥
ইহা বলি' কান্দে—বাহ্য নাহিক শরীরে।
কৃষ্ণদাস বোলে—এই সেই যদুবীরে ॥ ১৮৭ ॥
সঙ্গের সঙ্গতিগণ—তারাও তেমন।
গোরা-মুখ নেহারয়ে—নাহি সম্বেদন ॥ ১৮৮ ॥
কথোক্ষণে গৌরচন্দ্রের হইল ত' বাহ্য।
পুনরপি কৃষ্ণদাসে কহে—কহ কার্য্য ॥ ১৮৯ ॥
বৎসক-কনিষ্ঠ সর্প—নাম অঘাসুর।
এইখানে কৃষ্ণ তার প্রাণ কৈল দূর ॥ ১৯০ ॥
এইখানে যমুনা ছিল—নাহিক এখন।
এইখানে হরিলা ব্রহ্মা বৎস-শিশুগন ॥ ১৯১ ॥
বৎসরেক ছিলা গোবর্দ্ধনের ভিতরে।
সেই বৎস-শিশু দেখি' ব্রহ্মা স্তব করে ॥ ১৯২ ॥
ধেনুক মারিয়া তাল খাইল বলরাম।
যমুনাতে দেখ কালীদহ এই ঠাম ॥ ১৯৩ ॥
কদম্বতরু আরোহণ কৈল এইখানে।
ঝাপ দিয়া কৈল কালীনাগের দলনে ॥ ১৯৪ ॥
শীতে আর্ত্ত হঞা কৃষ্ণ এ ঘাটে উঠিলা।
দ্বাদশ-আদিত্য তবে গগনে উদিলা ॥ ১৯৫ ॥
দ্বাদশ-আদিত্য-ঘাট তেঞি—বোলে লোকে।
কালীয়দমন-মূর্ত্তি দেখ পরতেখে ॥ ১৯৬ ॥
এইখানে বালক বৎস পোড়ে দাবানলে।
দাবানল পান করি' রাখিল সভারে ॥ ১৯৭ ॥
শ্রীদামের কান্ধে কৃষ্ণ চড়িলা এখানে।
প্রলম্ব হারিয়া কান্ধে করে বলরামে ॥ ১৯৮ ॥
অসুরের মায়া ব্যক্ত হৈল বলরামে।
মস্তকে মারিল মুষ্টি—ছাড়িল পরাণে ॥ ১৯৯ ॥
ভাণ্ডীর-বনেতে অঘাসুরের মরণ।
নিকটেতে দেখ গোসাঞি হের বৃন্দাবন ॥ ২০০ ॥
ঈষীকা-মুঞ্জাটবী দেখ পরম-মোহন।
এইখানে আচম্বিতে না দেখে গোধন ॥ ২০১ ॥
ধেনু না দেখিয়া সে বাঁশীতে দিল ফুঁক।
উর্দ্ধ কাণ করি' ধেনু ধায় আইসে উর্দ্ধমুখ ॥ ২০২ ॥
তৃণ-মুখে ধেনু ধায় বৎস স্তনমুখী।
মুরলীর গানেতে মোহিত মৃগ-পাখী ॥ ২০৩ ॥
পুনঃ দাবানলে ব্যগ্র ভেল শিশুগণ।
দাবানল পান শিশু মুদিল নয়ন ॥ ২০৪ ॥
এইমতে কৃষ্ণের বিহার স্থানে স্থানে।
আনন্দে দেখয়ে গৌর—কহয়ে লোচনে ॥ ২০৫ ॥

———

শ্রীরাগ।

আরে মোর অপরূপ গোরা।
লোকে বোলেরে কাঁচাসোণার কিশোরা ॥ ধ্রু ॥
গোপকুমারিকা ব্রত কৈল এইখানে।
কাম্য কৈল—দাসী হব কৃষ্ণের চরণে ॥ ২০৬ ॥
বস্ত্র আভরণ তারা থুঞা এই ঘাটে।
জলে নাম্বি, স্নান তারা করয়ে লাঙ্গটে ॥ ২০৭ ॥
আচম্বিতে বস্ত্র-আভরণ লইয়া হরি।
নীপতরু-পরে উঠি' হাসে ধীরি ধীরি ॥ ২০৮ ॥
গোপকুমারিকা স্তুতি অনেক যতনে।
তুষ্ট হঞা দিল তারে বস্ত্র-আভরণে ॥ ২০৯ ॥
বৃন্দাবনে প্রশংসয়ে শিশু সম্বোধিয়া।
যজ্ঞপত্নী-স্থানে অন্ন খাইল মাগিয়া ॥ ২১০ ॥
কংসের উৎপাতে সব গোপ ভয় পাঞা।
নন্দীশ্বর-গিরিতে আশ্রয় কৈল গিয়া ॥ ২১১ ॥
বসতি করিল মানসগঙ্গার দু-কূলে।
বিলাস করিল গোবর্দ্ধনের শিখরে ॥ ২১২ ॥
ইন্দ্র-সনে বাদ করি' এ পর্বত ধরে।
তুলিলেক মহাগিরি সপ্তম-বৎসরে ॥ ২১৩ ॥

মানসগঙ্গার ধারা পর্বত-ঈশানে।
স্থল নাহি পার হৈতে নারে গোপীগণে ॥ ২১৪ ॥
নৌকা পারাবার করি' বাঢ়ায় কৌতুক।
জলে ভাসি' দেহ গোপী দিলেক যৌতুক ॥ ২১৫ ॥
পর্বতের মধ্য দিয়া আছে রাজপথ।
গোকুল-মথুরার লোক করে গতাগত ॥ ২১৬ ॥
পর্বত-উপরে হের দেখ রম্য স্থান।
এইখানে গোপিকার সাধে' মহাদান ॥ ২১৭ ॥
বসিয়া সাধিত দান এই ত পাষাণে।
এই দানচৌতারা প্রভু দেখ বিদ্যমানে ॥ ২১৮ ॥
পাষাণ দেখিয়া প্রভু গদগদ-স্বর।
অরুণবরণ ভেল সব কলেবর ॥ ২১৯ ॥
নিজ কর দিয়া প্রভু মাজয়ে পাষাণ।
একদৃষ্টে চাহে প্রভু বসিবার স্থান ॥ ২২০ ॥
ক্ষণে বুক দেয় ক্ষণে করে নমস্কার।
ক্ষণে বোলে—রাধা দান দেহনা আমায় ॥ ২২১ ॥
অবশ শরীর প্রভু পড়ে ভূমিতলে।
ক্ষণেতে উঠিয়া সে পাথর করে কোলে ॥ ২২২ ॥
কৃষ্ণদাস বোলে—গোসাঞি শুন মোর বোল।
দেখিবে ত' সব স্থান—নহ উতরোল ॥ ২২৩ ॥
পর্বতের পূর্ব দেখ এ কুসুমবন।
তাহার দক্ষিণে রাসমণ্ডলের স্থান ॥ ২২৪ ॥
এ বোল বলিতে গোরা বোলে—রহ রহ।
'শ্রীরাসমণ্ডল-কথা' ভালমতে কহ ॥ ২২৫ ॥
রাধাকৃষ্ণ রাস কৈল—সেই এই স্থান।
এ বোল বলিতে গোরার ঝরে দু-নয়ান ॥ ২২৬ ॥
হা হা কৃষ্ণ! হা হা রাধা! বোলে বার বার।
অরুণনয়ানে ঝরে সাত-পাঁচ ধার ॥ ২২৭ ॥
'শ্রীরাসমণ্ডল' বলি' পাড়ে গড়াগড়ি।
ক্ষণে উভ বাহু তুলি' হুহুঙ্কার ছাড়ি' ॥ ২২৮ ॥
জানুর উপরে জানু—ত্রিভঙ্গিম রহে।
শুন শুন বলি' রাধাকৃষ্ণ-কথা কহে ॥ ২২৯ ॥
পুনঃ কি কহিব বলি' অট্ট-অট্ট হাস।
এইখানে হ'য়ে রাধাকৃষ্ণ কৈল রাস ॥ ২৩০ ॥
বিহ্বল দেখিয়া গৌর বোলে কৃষ্ণদাস।
পর্বত-উপরে রাধা কদম্ব বিলাস ॥ ২৩১ ॥
দেখ ইন্দ্র-আরাধন—অন্নকূট স্থান।
ইন্দ্রপূজা বাধ কৃষ্ণ কৈল এই স্থান ॥ ২৩২ ॥
অভিমানে আপনা পাশরে ইন্দ্ররাজ।
ঝড় বরিষণ কৈল গোয়ালা-সমাজ ॥ ২৩৩ ॥
সেইরূপ মূর্ত্তি দেখি' পর্বত-শিখরে।
'হরিরায়' নাম মূর্ত্তি পর্বত-উপরে ॥ ২৩৪ ॥
গোবর্দ্ধন-উপরে দক্ষিণভাগে বাস।
'গোপালরায়' নাম হেথা কৃষ্ণের বিলাস ॥ ২৩৫ ॥
ইন্দ্রদর্প হরি' চঢ়ে পর্বত-শিখরে।
এথা ইন্দ্র-অভিষেক রাজরাজেশ্বরে ॥ ২৩৬ ॥
সর্ব পাপহর কুণ্ড পর্বত-দক্ষিণে।
তাহার উপরে দেখ শিলা উবটনে ॥ ২৩৭ ॥
আর পাঁচ কুণ্ড দেখ পর্বত-উপর।
ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড—সর্বতীর্থ সার ॥ ২৩৮ ॥
ইন্দ্রকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, মোক্ষকুণ্ড-নামে।
পৃথিবীতে যত তীর্থ—ইহাতে বিশ্রামে ॥ ২৩৯ ॥
এইখানে দ্বাদশী-পারণা-স্নানকালে।
বরুণে হরিল নন্দ—কৃষ্ণ দেখিবারে ॥ ২৪০ ॥
ব্রহ্মকুণ্ড মজ্জন এই দেখ বৃন্দাবন।
কৃষ্ণের বিভব শিশু দেখহ নয়ন ॥ ২৪১ ॥
অশোক-বন দেখ এই কুণ্ডের উত্তরে।
এক আশ্চর্য্য কথা শুনহ ইহারে ॥ ২৪২ ॥
কার্ত্তিক-পূর্ণিমা-তিথি দিবসের মাঝে।
কুসুমিত হয় তরু দেখে সর্বরাজ্যে ॥ ২৪৩ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু নেহারয়ে বন।
অকালে পুষ্পিত তরু ভৈগেল তখন ॥ ২৪৪ ॥
মুঞ্জরিত তরু, লতা, ফল-ফুল কোলে।
অদ্ভুত দেখিয়া কৃষ্ণদাস কিছু বোলে ॥ ২৪৫ ॥
অদভুত গন্ধ গোরা-অঙ্গের বাতাস।
কৃষ্ণদাস বোলে—তোমার কপট সন্ন্যাস ॥ ২৪৬ ॥
দণ্ডবত করে ভূমে—স্তব্ধ হঞা রহে।
কহ কহ কহ—গৌর কৃষ্ণদাসে কহে ॥ ২৪৭ ॥

কৃষ্ণদাস বোলে—গোসাঞি শুনহ বচনে।
রাসক্রীড়া কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে ॥ ২৪৮ ॥
এই কল্পতরু-মূলে পূরে বংশীনাদ।
ষোলক্রোশ পথে গোপীর ভেল উনমাদ ॥ ২৪৯ ॥
বিগত চেতন গোপী কৃষ্ণ-আকর্ষণে।
উপেখিল কুল-শীল-লাজ-ভয়-মানে ॥ ২৫০ ॥
ব্যস্ত-বস্ত্র আভরণ হৈল সভাকার।
কৃষ্ণগত-চিত্ত-বৃত্তি মদন-ঝঙ্কার ॥ ২৫১ ॥
অপ্রাকৃত-কামেতে মুগধ ব্রজবালা।
কৃষ্ণের নিকটে আসি' সভাই মিলিলা ॥ ২৫২ ॥
এইখানে দেখ বামে এ গোবিন্দরায়।
শুনিমাত্র গোরাচাঁদ বিভোর হিয়ায় ॥ ২৫৩ ॥
হইল আবেশ পুনঃ পরবশ অঙ্গ।
এ ভূমি-আকাশ জোড়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ ২৫৪ ॥
হুহুঙ্কার-নাদে রস-অমিয়া বরিষে।
পশু পক্ষী-উনমাদ মদন-হরিষে ॥ ২৫৫ ॥
অকালে পুষ্পিত ভেল তরুবর।
কোকিল সুস্বর নাদে—মাতিল ভ্রমর ॥ ২৫৬ ॥
'বংশী বলি' ডাকে প্রভু রাস প্রশংসিয়া।
ভালি রে ভালি রে বোলে মুচকি হাসিয়া ॥২৫৭॥
কোন গোপী বোলে—তোরা রহ এইখানে।
কেহো কথা কহে যেন নিদের স্বপনে ॥ ২৫৮ ॥
ক্ষনেকে চমকি নিজ অঙ্গ করে কোলে।
দ্রবময় ভেল দেহ—সব অঙ্গ ঝরে ॥ ২৫৯ ॥
ক্ষণে বাল্যাবেশে নাচে অট্ট-অট্ট হাস।
বিহ্বল চরণে পড়ি' কান্দে কৃষ্ণদাস ॥ ২৬০ ॥
মোর ভাগ্যে তিন লোকে নাহি কোন জন।
বড় ভাগ্যে পাইলুঁ মুঞি হারাইল-ধন ॥ ২৬১ ॥
এ বোল বল্‌তে প্রভুর বাহ্য হৈল যবে।
কহ কৃষ্ণদাসে পুছে—কি হৈল তবে ॥ ২৬২ ॥
এইখানে গোপীকে বুঝায় কুলাচার।
গোপীর নিগূঢ় ভক্তি ভাব বুঝিবার ॥ ২৬৩ ॥
কিম্বা অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার তরে।
রস পরিপাটী ভাব বাঢ়ায় অন্তরে ॥ ২৬৪ ॥

সুমধ্য-মাগন কেনে রাত্রে কুঞ্জমাঝে।
ভয় না করিলে এথা আইলে কোন কাজে ॥২৬৫॥
পরপতি-লালস-পরাণ হেতু তোরা।
পরনারী দরশ-পরশ নাহি মোরা ॥ ২৬৬ ॥
আপনার ঘরে গিয়া পতি-সেবা কর।
নারী নিজপতি ভজে—এই ধর্ম সার ॥ ২৬৭ ॥
কিবা রুগ্ন কিবা বৃদ্ধ দরিদ্র কুরূপ।
নিজপতি-সেবা পরধর্মের স্বরূপ ॥ ২৬৮ ॥
চল চল নিজগৃহে চল ব্রজবালা।
সতী নাহি করে নিজধর্মে অবহেলা ॥ ২৬৯ ॥
আমি মহাধর্ম—কভু না করি অধর্ম।
না বুঝি' আমার মন কৈলে কোন্ কর্ম ॥ ২৭০ ॥
শুনিঞা রমণীগণ হৈলা মুরছিতে।
স্তব্ধ হইয়া রহে যেন চিত্র রহে ভিতে ॥ ২৭১ ॥
অল্প অল্প শ্বাস হৈল—বাক্য নাহি কারে।
মদন জ্বরেতে জারিলেক কলেবরে ॥ ২৭২ ॥
কভু ঘন শ্বাস হয় বিরহের তাপে।
কভু নেত্র ঝরে—কভু সর্ব অঙ্গ কাঁপে ॥ ২৭৩ ॥
কভু কভু কৃষ্ণপানে থিরদিঠে চাহে।
কভু কভু মদন-ভাবেতে থির নহে ॥ ২৭৪ ॥
ভাব-ভরে কি বোল বলিতে কিবা কহে।
সভারে মনের কথা আপনে কহয়ে ॥ ২৭৫ ॥
জগত-মোহন যার করে রূপ-গুণে।
অবলা ধৈরয তবে ধরিব কেমনে ॥ ২৭৬ ॥
মোরা কুলবতী—কুলব্রতমাত্র জানি।
কুলব্রত-ভঙ্গ কৈল মুরলীর ধ্বনি ॥ ২৭৭ ॥
তুমি কিছু নাহি জান—মোরা নাহি জানি।
জগত-মোহন-গুণে আনিল রমণী ॥ ২৭৮ ॥
পতির পরম পতি—তুমি আত্মারাম।
তোমারে ছাড়িলে পতি অগতি প্রমান ॥ ২৭৯ ॥
মোর আত্মারাম তুমি রমহ আমাতে।
তবে পরপতি কোথা দেখিলে ভজিতে ॥ ২৮০ ॥
অহে পতি-গতি, পতি সভার আশ্রয়।
আনন্দ পরমানন্দ সর্বসুখময় ॥ ২৮১ ॥

ভাবভরে ভাবিনীরগণ সত্য কহে।
ভাবকথা শুনি' কৃষ্ণ হৈলা ভাবময়ে ॥ ২৮২ ॥
চাহিল সরস-হাস্যে সব গোপীপানে।
যত সুখ গোপী পাইল—কেহো নাহি জানে ॥২৮৩
বেঢ়িলেক সব গোপী প্রভু যদুমণি।
মেঘেতে ঝলকে যেন থির-সৌদামিনী ॥ ২৮৪ ॥
এইখানে অপরূপ এ রাসবিহার।
এক গোপী এক কৃষ্ণ মণ্ডলী তাহার ॥ ২৮৫ ॥
কনকচম্পক আর মরকতমণি।
গাঁথিল যেমন মালা—মণ্ডলি তেমনি ॥ ২৮৬ ॥
যত গোপী তত কৃষ্ণ এ রাসমণ্ডলে।
পড়িল রাসের হাট বৃন্দাবন-স্থলে ॥ ২৮৭ ॥
কল্পবৃক্ষস্থানে রাধাকৃষ্ণ দুইজন।
গোপীর অংশিনী রাধা রসের কারণ ॥ ২৮৮ ॥
কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ তথা হইল অপার।
যত রাধা তত কৃষ্ণ হৈল এ বিচার ॥ ২৮৯ ॥
রাস হাট উপরে পতাকা শশধরে।
কোকিল কোটাল হঞা জাগায় কামেরে ॥ ২৯০ ॥
ভ্রমরা হাটের বাদ্য—পসার যৌবন।
গরাক রসিকবর মদনমোহন ॥ ২৯১ ॥
গোপিকার শুদ্ধ প্রেম জানিঞা শ্রীহরি।
ভকত-বশ্যতাগুণ প্রকাশ সে করি' ॥ ২৯২ ॥
যূথে যূথে পাটোয়ার নটিনী গোপিনী।
নাটুয়া তাহার মাঝে প্রভু যদুমণি ॥ ২৯৩ ॥
বলয়া-নূপুর-মনি-কিঙ্কিণীর রোল।
মুরুলী-মধুরধ্বনি তাহাতে উজোর ॥ ২৯৪ ॥
রবাব উপাঙ্গ স্বর-মণ্ডলের-গান।
মৃদঙ্গ, মন্দিরা, ডম্ফ, পাখোয়াজ সুতান ॥ ২৯৫ ॥
আর অপরূপ হের দেখ সেইখানে।
রাই-রাজা কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে ॥ ২৯৬ ॥
দিব্য চন্দন-মালা দিল রাধার অঙ্গে।
আপনে করয়ে স্তুতি গোপীগণসঙ্গে ॥ ২৯৭ ॥
অভিষেক করি' কহে—শুন গোপীগণে।
আজি হৈতে রাধা রাজা হৈল বৃন্দাবনে ॥ ২৯৮ ॥

হেনমতে রাসে বিহারয়ে যদুরায়।
আচম্বিতে সব গোপী দেখিতে না পায় ॥ ২৯৯ ॥
এক গোপী এক লঞা গেলা সভারে এড়িয়া।
কান্দয়ে এখানে গোপী অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ ৩০০ ॥
সঙ্গের গোপিকা সেই আদরেই তর।
হাসিয়া কহয়ে—মুঞি চলিতে কাতর ॥ ৩০১ ॥
যেনমতে পার—তেনমতে লহ তুমি।
কানু কহে—আইস কান্ধে করি' নিব আমি ॥৩০২॥
কোলে করি' লঞা গেলা আর কথোদূর।
আচম্বিতে তাহাকেও ভৈগেলা নিঠুর ॥ ৩০৩ ॥
এইখানে অন্তর্দ্ধান হইলা তাঁহারে।
ব্যাকুলিতা সেই গোপী কান্দে একেশ্বরে ॥ ৩০৪॥
কৃষ্ণ হারাইয়া আর গোপী সব যত।
এখানে বুলে তারা চরিত উন্মত ॥ ৩০৫ ॥
বিরহে ব্যাকুল গোপী কান্দে উভরায়।
এ কথা শুনিতে দুঃখ বাঢ়য়ে হিয়ায় ॥ ৩০৬ ॥
এইখানে গোপী-কৃষ্ণ-চরিতে তন্ময়।
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ তেনমত হয় ॥ ৩০৭ ॥
সেই অভিনয় করে—সেই সব রীত।
উনমত গোপী সব কৃষ্ণময়-চিত ॥ ৩০৮ ॥
হেনমতে মূর্চ্ছা যবে পাইল গোপীগণ।
এইখানে কৃষ্ণ তবে দিল দরশন ॥ ৩০৯ ॥
পুনরপি কৈল তবে এ রাস-বিলাস।
পুনঃ রাসোৎসবে গোপী-আনন্দ উল্লাস ॥ ৩১০ ॥
এইমতে আনন্দ-কৌতুকে রাত্রিশেষ।
অলসে অবশ অঙ্গ—শ্লথ ভেল বেশ ॥ ৩১১ ॥
যমুনা-পুলিন গেলা সব গোপী লঞা।
গোপী-কোলে নিদ্রা যায় শ্রমযুক্ত হঞা ॥ ৩১২ ॥
এখানে যমুনা জল সুশীতল বায়।
কৃষ্ণ-কোলে সব গোপী সুখে নিদ্রা যায় ॥ ৩১৩ ॥
এইমতে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল।
প্রণতি করিয়া গোপী নিজঘর গেল ॥ ৩১৪ ॥
এইমনে স্থানে স্থানে দেখে গোরারায়।
আনন্দে লোচনদাস গোরাগুণ গায় ॥ ৩১৫ ॥

বিভাস রাগ।

হরি এইবার বারেক।
দয়া করে গোরারায় রে ॥ ধ্রু ॥
ইহার ভিতর দেখ এই খদিরবন।
দধি-দুগ্ধ বেচিবারে রাধার গমন ॥ ৩১৬ ॥
এইখানে শিশু লঞা কৃষ্ণের মন্ত্রণা।
ডর দরশাহ—রাধা পাউক যন্ত্রণা ॥ ৩১৭ ॥
বনে লুকাইয়া শিশু মহাশব্দ করে।
ডরে ডরাইয়া রাধা কৃষ্ণ চাপি' ধরে ॥ ৩১৮ ॥
রাধা কোলে করি' কৃষ্ণ বোলে—হায় হায়।
চুম্বন করয়ে—প্রিয়বাণীতে বুঝায় ॥ ৩১৯ ॥
কৃষ্ণের পীরিতি পাঞা রাধিকা বিভোর।
মদন-আলসে রাধা পাশরিল ডর ॥ ৩২০ ॥
এইখানে নিকুঞ্জেতে বিনোদ-বিলাস।
প্রেমায় মুগধ দোঁহে ভেল মহারাস ॥ ৩২১ ॥
এইখানে নাম হৈল—মদনগোপাল।
শুনিঞা আনন্দে গোরা বোলে ভাল ভাল ॥৩২২॥
দেখহ কুমুদবনে কৃষ্ণের চরিত।
এইখানে খেলা খেলে বালক সহিত ॥ ৩২৩ ॥
শ্রীদাম সুবল—গোঠে মুখ্য দুইজন।
বালকে বালকে খেলা কোন্দল তখন ॥ ৩২৪ ॥
'কোন্দলিয়া' নাম-স্থান তেঞি ত' ইহার।
কহিল কুমুদ-নাম-বনের বিহার ॥ ৩২৫ ॥
অম্বিকার বন দেখ সরস্বতী-তীরে।
এথা হরগৌরী গোপ-গোপী পূজা করে ॥ ৩২৬ ॥
অঙ্গিরাপুত্রের উপহাসের কারণ।
সর্পদেহ ছিল বিদ্যাধর সুদর্শন ॥ ৩২৭ ॥
শাপান্ত কারণে সেই নন্দকে গিলিল।
উগারিল নন্দে—কৃষ্ণচরণে ছুইল ॥ ৩২৮ ॥
কুবেরের চর শঙ্খচূড়ের মরণ।
মাথায়ে মুষ্টিকা-ঘাতে মণির গ্রহণ ॥ ৩২৯ ॥
অরিষ্ট-বৃষভ-শৃঙ্গ চরণে ধরিয়া।
মুখে রক্ত তোলে গোঠে মাইল আছাড়িয়া ॥৩৩০॥
নারদ বচনে কংস চিন্তায়ে বিমন।
বসুদেব-দেবকীর নিগড়-বন্ধন ॥ ৩৩১ ॥
অশ্বরূপ ধরে কেশী কংস-অনুচর।
মহাতেজঃ কৃষ্ণবর্ণ দেখি' লাগে ডর ॥ ৩৩২ ॥
বায়ু বন্ধ করি' তার মুখে ভরি' হাথ।
এইখানে কেশী-বধ কৈল গোপীনাথ ॥ ৩৩৩ ॥
মেষরূপে শিশু চুরি করয়ে অসুর।
পাথর আচ্ছাদি' রাখে পর্ব্বত-গহ্বর ॥ ৩৩৪ ॥
আনিলেন শিশু ব্যোম আছাড়ি' মারিয়া।
আনন্দে খেলায় খেলা দুষ্ট নিবারিয়া ॥ ৩৩৫ ॥
তবে ত' নন্দের ঘর ছিল নন্দীশ্বর।
ইহার পশ্চিমে দেখ কাম্যকবন আর ॥ ৩৩৬ ॥
পিছলি পাথর দেখ এ গোপ-ছাওয়ালে।
পিছলি খেলায় এথা বিহান-বিকালে ॥ ৩৩৭ ॥
পাবন সরোবর নন্দীশ্বরের উত্তরে।
চৌদিগে দেখহ খুঁটা বান্ধিতে বাছুরে ॥ ৩৩৮ ॥
মথুরাতে অক্রূরকে কংসের আদেশ।
সেইখানে সন্ধ্যাকালে নগর প্রবেশ ॥ ৩৩৯ ॥
পথেতে আসিতে নানা মনঃকথা ছিল।
পদারবিন্দের চিহ্ন দেখি' সিদ্ধ হৈল ॥ ৩৪০ ॥
এই গোঠে রামকৃষ্ণ দুহাকে দেখিয়া।
দণ্ডবৎ করে ভূমে চরণে পড়িয়া ॥ ৩৪১ ॥
ঘর লঞা গেলা তারে করিয়া আদর।
রজনীতে কংসকর্ম্ম কহিল সকল ॥ ৩৪২ ॥
প্রভাতে ঘোষণা নন্দ দিলেন সভারে।
ঘোষণা পড়িল—যাব কংসে ভেটিবারে ॥ ৩৪৩ ॥
এইখানে রামকৃষ্ণ চড়িলা ত' রথে।
রাজদরশনে চলে অক্রূর সহিতে ॥ ৩৪৪ ॥
এইখানে গোপীগণ মরয়ে কান্দিয়া।
কৃষ্ণের বিরহে কান্দে—অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ ৩৪৫ ॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে—আউলাইল কেশ।
বসন-ভূষণ সব ব্যস্ত ভেল বেশ ॥ ৩৪৬ ॥
তাহার কান্দনা মুখে কহনে কি যায়।
প্রাণহীন দেহ যেন রহে হাথ পায় ॥ ৩৪৭ ॥

দূত দ্বারে কৃষ্ণ সে আপনে শান্ত করে।
আসিতেছি আমি কথো দিবস ভিতরে ॥ ৩৪৮ ॥
তোমরা সকলে মোর প্রাণের সমান।
প্রাণ ছাড়া দেহ রহে এ নহে সে প্রমাণ ॥ ৩৪৯ ॥
দুষ্টগণ নাশ করি' শীঘ্র সে আসিব।
দুঃখ না ভাবিহ জান স্বরূপে এ সব ॥ ৩৫০ ॥
এখানে গোয়ালা সব শকটে চঢ়িল।
মানসগঙ্গার ঘাটে সভাই জিরাইল ॥ ৩৫১ ॥
যমুনার ঘাটে গেলা আড়াই-প্রহর।
স্নান-ফলাহার কৈলা গোয়ালা সকল ॥ ৩৫২ ॥
অক্রূর-প্রসাদ-স্থানে বিভূতি দেখায়ে।
বিকালে নন্দাদি আগে পাছে কৃষ্ণ যায়ে ॥ ৩৫৩ ॥
এইখানে হাহাকার কৈল সব লোক।
এ মল্লের যোগ্য নহে—এ অতি বালক ॥ ৩৫৪ ॥
অযোগ্য করয়ে কংস করয়ে বিরূপ।
যার যেন হিয়া কৃষ্ণে দেখে তেনরূপ ॥ ৩৫৫ ॥
চমকিত ভেল কংস সঘনে ভরম।
কৃষ্ণবলরামে দেখে মূর্ত্তিমন্ত যম ॥ ৩৫৬ ॥
মল্লগণ দেখে যেন বজ্রনিরমাণ।
যোগিগণ দেখে সেই পূর্ণ ভগবান্ ॥ ৩৫৭ ॥
যদুগণ দেখে যেন কুলের দেবতা।
অবিদুষগণ দেখে বিরাট্ বিধাতা ॥ ৩৫৮ ॥
গোপগণ দেখে সেই স্বজন সমান।
নারীগণ দেখয়ে কন্দর্প মূর্ত্তিমান্ ॥ ৩৫৯ ॥
রণস্থলে দাণ্ডাইল যবে দুই ভাই।
যার যেই অনুভব দেখিল সে-ঠাঞি ॥ ৩৬০ ॥
চানুর-মুষ্টিক দুইভাই করে রণ।
দেখিয়া চমকে রাজা তখনে তখন ॥ ৩৬১ ॥
চানুর মারিলা কৃষ্ণ —ঘুচিল উৎপাত।
মুষ্টিক মারিলা রাম —শবদ নির্ঘাত ॥ ৩৬২ ॥
পুনঃ আর মুটকিতে কোটি-মল্ল মারে।
শাল্ব নামে মল্ল কৃষ্ণ মারিল আছাড়ে ॥ ৩৬৩ ॥
ভাঙ্গিলেন এক মঞ্চ চরণের ঘায়ে।
কৃষ্ণের বিক্রমে মল্ল চৌদিগে পলায়ে ॥ ৩৬৪ ॥
শীঘ্র আজ্ঞা করে কংস এ সব দেখিয়া।
রাম-কৃষ্ণ বাড়ীর বাহির কর নিঞা ॥ ৩৬৫ ॥
নন্দ-আদি যতেক গোয়ালা বন্দী কর।
উগ্রসেন-বসুদেব দেবকীরে মার ॥ ৩৬৬ ॥
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র সময় বুঝিয়া।
মহাদর্পে উঠিলা মঞ্চেতে লাফ দিয়া ॥ ৩৬৭ ॥
আস্তে ব্যস্তে কংস খড়্গ ধরিবার কালে।
হুহুঙ্কার দিয়া কৃষ্ণ ধরে তার চুলে ॥ ৩৬৮ ॥
চুলে ধরি' মঞ্চ হইতে ফেলিলেন ভূমে।
বিশ্বরূপ বুকে চঢ়ে মঞ্চের পশ্চিমে ॥ ৩৬৯ ॥
ছাড়িলেক প্রাণ কংস বিশ্বরূপের ভরে।
ধন্য কংসরাজ—কৃষ্ণ বুকের উপরে ॥ ৩৭০ ॥
কংসবধ কৈলা - লোকে বোলে জয় জয়।
আনন্দে দেবতা সব পুষ্প বরিষয় ॥ ৩৭১ ॥
ছেঁচুড়ি আনিল কৃষ্ণ চুলেতে ধরিয়া।
কথোদূরে ফেলাইয়া তুলি' আছাড়িয়া ॥ ৩৭২ ॥
কঙ্ক-আদি করি' কংসের অষ্ট সহোদর।
ভ্রাতৃ শোকে উনমত—সভে ধরে বল ॥ ৩৭৩ ॥
রামকৃষ্ণ-মারিবারে আইসে সাত জনে।
ভ্রুক্ষেপে মারিলা তাহা একা বলরামে ॥ ৩৭৪ ॥
কংসেরে ছেঁচুড়ি এই গ্রাম-মধ্য দিয়া।
'কংসখালি' বলি' এই—শুন মন দিয়া ॥ ৩৭৫ ॥
শ্রমশান্তি কৈল সে বিশ্রান্তিঘাট নাম।
কংসনারী প্রলাপে—'প্রবোধে' বলরাম ॥ ৩৭৬ ॥
তবে নিজ মাতাপিতা করিল মোক্ষণ।
আনন্দে বিহ্বল তারা করয়ে চুম্বন ॥ ৩৭৭ ॥
উগ্রসেনে রাজা কৈল নন্দকে বিদায়।
এ কথা আমার শক্ত্যে কহনে না যায় ॥ ৩৭৮ ॥
কৃষ্ণের নিঠুরপনা শুনিতে তরাস।
কহিতে মরয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ৩৭৯ ॥
অক্রূর যতন করে নিজঘর নিতে।
বলিল তাহারে—যাব লেউটি আসিতে ॥ ৩৮০ ॥
কৃষ্ণের বিলম্বে গোপ মথুরা-নিকটে।
সরস্বতী-তীরে তথা রাখিল শকটে ॥ ৩৮১ ॥

নন্দ-আদি গোপ যত রাখি' এইখানে।
আগেতে জানায় কংসে অক্রূর আপনে ॥ ৩৮২ ॥
বুঝি' এইখানে স্থিতি হৈব কথোক্ষণ।
মথুরা দেখিতে দুইভাইর গমন ॥ ৩৮৩ ॥
দেখিল রজক এক দুর্ম্মুখ তার নাম।
দেখিয়া কাপড় মাগে কৃষ্ণবলরাম ॥ ৩৮৪ ॥
দুর্ম্মুখ পাপিষ্ঠ সেই বোলে দুরক্ষর।
করাগ্রে কাটিয়া তার ফেলিল কন্ধর ॥ ৩৮৫ ॥
সেই দিব্য বস্ত্র পরি' সুখে হরষিতে।
সুদামা-মালির ঘর ভেল উপনীতে ॥ ৩৮৬ ॥
সুদামা উঠিয়া কৈল চরণবন্দন।
দিব্য মালা গলে দিয়া করয়ে স্তবন ॥ ৩৮৭ ॥
তার পূজা লইয়া চলিলা দুই ভাই।
ত্রিবঙ্কা কুবুজী এক দেখিল তথাই ॥ ৩৮৮ ॥
ত্রিবঙ্কা দেখিয়া মনে হাস্য উপজিল।
উপহাস করি' তারে 'আইস আইস' বৈল ॥৩৮৯॥
আদরে দোঁহারে কুব্জী নিজঘর নিল।
দিব্য গন্ধ অগুরু শ্রীঅঙ্গে লেপিল ॥ ৩৯০ ॥
বড় তুষ্ট হঞা কুব্জী সোসর করিল।
শ্রীহস্তপরশে কুব্জী দিব্যমূর্ত্তি হৈল ॥ ৩৯১ ॥
কামে অচেতন কুব্জী চাহে কানু-পানে।
লজ্জা পরিহরি' কহে বেকত-বদনে ॥ ৩৯২ ॥
আশ্বাসবচনে তারে তুষ্ট কৈল হরি।
চলিলা ত' দুই ভাই নটবেশ ধরি' ॥ ৩৯৩ ॥
তবে ধনুর্যজ্ঞ-স্থানে ধনুক ভাঙ্গিলা।
কংস-অনুচর সব মারিতে ধাইলা ॥ ৩৯৪ ॥
ভগ্নধনু হাতে করি' কংস-চর মারি'।
সন্ধ্যায় চলিলা যত নন্দ আদি করি' ॥ ৩৯৫ ॥
সেই ত' রজনী কংস কুস্বপ্ন দেখিল।
অতি উচ্চতর করি' এ মঞ্চ বাঁধিল ॥ ৩৯৬ ॥
ইহার দক্ষিণে হের দুই মঞ্চ আর।
বসুদেব-দেবকীর তরে বসিবার ॥ ৩৯৭ ॥
কালি এথা রাম-কৃষ্ণ মারিব আসিয়া।
পুত্র-মৃত্যু দেখে যেন এখানে বসিয়া ॥ ৩৯৮ ॥
চৌদিগে পাত্র-মিত্র সভে কৈল মঞ্চ।
অবিকল মল্লযুদ্ধ দেখিতে সুসঞ্চ ॥ ৩৯৯ ॥
পশ্চিমে খনিল কূপ সেই ত পামরে।
দুইভাই মারি' তাথে ফেলিবার তরে ॥ ৪০০ ॥
প্রভাতে উঠিয়া মঞ্চে বৈসে কংসরাজ।
আনহ গোয়ালা সব—দেউক রাজ-কাজ ॥ ৪০১ ॥
তার দুই পুত্র আন—কৃষ্ণ বলরাম।
ভাল শুনিঞাছি তার দেখিব সংগ্রাম ॥ ৪০২ ॥
ধাইল সে ধাওয়া সব রাজার আজ্ঞায়।
সংগ্রামের শব্দ শুনি' রামকৃষ্ণ ধায় ॥ ৪০৩ ॥
সত্বরে চলিয়া গেলাগড়ের দুয়ার।
গড়দ্বারে গজ আছে পর্ব্বত-আকার ॥ ৪০৪ ॥
রাম-কৃষ্ণ দেখি' রুষি আইসে মারিবার।
রুষিয়া রহিলা কৃষ্ণ সম্মুখে তাহার ॥ ৪০৫ ॥
শুণ্ডে ধরি' ঠেলাঠেলি চড়ে তার কান্ধে।
মাহুত মারিয়া টান দিল দুই দন্তে ॥ ৪০৬ ॥
দন্ত উপাড়িয়া পুচ্ছ ধরিয়া ঘুরায়।
আকাশে তুলিয়া চারি-যোজন ফেলায় ॥ ৪০৭ ॥
পড়িল ত মহাগজ—শুনে কংসরায়।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরাস হিয়ায় ॥ ৪০৮ ॥
তবে রামকৃষ্ণ গেলা রাজার সম্মুখে।
তরাসে গোয়ালা সব হালে কাঁপে বুকে ॥ ৪০৯ ॥
চানুর-মুষ্টিক শুনে কংসের বচন—।
মল্লযুদ্ধ দেখিবারে ভেল মোর মন ॥ ৪১০ ॥
এইখানে মল্লযুদ্ধ ভেল মহারণে।
চানুর সহিতে কৃষ্ণ—মুষ্টিক বলরামে ॥ ৪১১ ॥
সেই বৃন্দাবন-পুরন্দর কলিযুগে।
তখনে যে কৈল গাথা—কহি শুন এবে ॥ ৪১২ ॥
প্রদক্ষিণ কৈল গোরা মথুরামণ্ডল।
মহাজন কৃষ্ণদাস জানায়া সকল ॥ ৪১৩ ॥
প্রভুরে বিনয় করে চরণে পড়িয়া।
মো অতি কাতর—মোরে না যাহ ছাড়িয়া ॥ ১৪॥
তুমি সেই কৃষ্ণ—এই জানিল নিশ্চয়।
পরসাদ কর মোরে—শুন গোরারায় ॥ ৪১৫ ॥

এ বোল শুনিয়া প্রভু বোলয়ে বচন।
তোর পরসাদে মোর শুদ্ধ হৈল মন ॥ ৪১৬ ॥
মথুরা দেখিব বলি' বড় ছিল সাধ।
দেখিব রহস্য-স্থান তোর পরসাদ ॥ ৪১৭ ॥
আমার যেমন হিয়া হইল উল্লাস।
কৃষ্ণ পরসন্ন তোরে হউ কৃষ্ণদাস ॥ ৪১৮ ॥
মথুরামণ্ডলবাসী যত সর্বলোক।
গৌরচন্দ্র দেখিবারে ভেল একমুখ ॥ ৪১৯ ॥
বারেক দেখয়ে যেই—নারে পাসরিতে।
প্রেমায় বিহ্বল সেই—নারে সম্বরিতে ॥ ৪২০ ॥
বাল, বৃদ্ধ কিবা যুবা এ নারী, পুরুখ।
'কৃষ্ণ এই, কৃষ্ণ এই' বোলয়ে মূরুখ ॥ ৪২১ ॥
একদিনে কৃষ্ণ এই আইলা মথুরারে।
পূরুব-রহস্যস্থান দেখিবার তরে ॥ ৪২২ ॥
কেহো বোলে—ত্রিভঙ্গ হইয়া কেনে থাকে।
কানাই না হৈলে কেনে রাধা বলি' ডাকে ॥৪২৩॥
রাত্রি দিবা থাকে লোক—না ছাড়য়ে কাছ।
একে একে দেখে প্রভু বৃন্দাবনের গাছ ॥ ৪২৪ ॥
একে একে সব স্থান নিরীখে ঠাকুর।
এইখানে বনে সব প্রেম পরিপূর ॥ ৪২৫ ॥
মথুরামণ্ডলে ঘরে ঘরে পরকাশ।
কেহো শিশু দেখে কেহো যুবক-বিলাস ॥ ৪২৬ ॥
কেহো আচম্বিতে ঘরে শুনে বংশীনাদ।
কারু স্বামি-কোলে কৃষ্ণরসের উন্মাদ ॥ ৪২৭ ॥
কারু পর-বুদ্ধি নাহি—সভে বোলে নিজ।
সভার হৃদয়ে উপজিল প্রেমবীজ ॥ ৪২৮ ॥
বন বেড়াইতে বনে প্রভু যায় যবে।
সে বনের তরু-লতা ভাসে প্রেম-দ্রবে ॥ ৪২৯ ॥
কোকিল, ভ্রমর মোর বুলে মাঠে গোঠে।
ধাওয়া-ধাই আইসে রহে প্রভুর নিকটে ॥ ৪৩০ ॥
উর্দ্ধমুখে সবজন প্রভু-মুখ দেখি'।
সভার সমান স্নেহ—প্রেমময়-আঁখি ॥ ৪৩১ ॥
সবজন জানিল—এ কপট-সন্ন্যাসী।
চলিলা ত' মহাপ্রভু নীলাচলবাসী ॥ ৪৩২ ॥
মথুরামণ্ডল কথা কহিল এ সায়।
আনন্দে লোচনদাস গোরাগুণ গায় ॥ ৪৩৩ ॥

প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন।

কথাসার

শ্রীমন্মহাপ্রভু মাথুরমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী দর্শন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলেন। পথিমধ্যে এত দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন যে, সঙ্গিগণ তাঁহার সঙ্গে চলিতে না পারিয়া পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। প্রভু একাকী-বন-পথে গমন করিতে লাগিলেন, পথিমধ্যে এক গোপ-বালকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, প্রভু তাঁহার নিকট কিছু ঘোল প্রার্থনা করিলেন এবং পশ্চাতে যে সকল লোক আসিতেছে, তাঁহাদের নিকট ঘোলের মূল্য লইতে বলিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সঙ্গিগণ সেইস্থানে উপস্থিত হইলে, গোপ-বালক প্রভুর ঘোলপান বৃত্তান্ত তাঁহাদের নিকট বলিয়া মূল্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু তৎপরক্ষণেই গোপ-বালক দেখিতে পাইল যে, তাঁহার ভাণ্ড মহামূল্য রত্নে পরিপূর্ণ হইয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ঘোলপানচ্ছলে এই গোপ-বালককে কৃপা করিয়া চলিতে চলিতে নবদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপবাসী প্রভুকে দেখিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইতে লাগিলেন। শচীমাতা ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভুর বিরহ-দুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু শচী-মাতাকে 'যিনি কৃষ্ণ-ভজন করেন তাঁহার নিকটে আমি অবস্থান করি'—এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ-ভজনোপদেশ পূর্ব্বক শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে একদিন কীর্ত্তনানন্দে বিহার করিয়া তমোলুক হইয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা বিতরণ করিলেন।

সুহই রাগ।

নীলাচলে চলে প্রভু হরিষ-হিয়ায়।
হা হা জগন্নাথ! বলি' অনুরাগে ধায় ॥ ১ ॥
প্রেমানন্দে চলে প্রভু সিংহের গমনে।
সংহতি চলিতে নারে সঙ্গের যত জনে ॥ ২ ॥

সঙ্গে যাইতে নারে সঙ্গী দূরে পাছু আইল।
অরণ্য ভিতরে প্রভু একলা চলিল ॥ ৩ ॥
অরণ্য-ভিতরে এক আছয়ে নগর।
ঘোল বেচিবারে যায় গোয়ালা-কোঙর ॥ ৪ ॥
ঠাকুর দেখিল তারে আবেশ-আওয়াস।
ঘোল দেহ গোপ-মোর লাগিল পিয়াস ॥ ৫ ॥
এ বোল শুনিঞা গোপ পড়িল চরণে।
নেহ ঘোল—খাও গোসাঞি—যত লয় মনে ॥ ৬ ॥
ঘোল পান কৈল—হৈল শূন্য কলসী।
ঘোল খাঞা চলি' যায় কপটসন্ন্যাসী ॥ ৭ ॥
গোয়ালাকে বৈল—তুমি থাক এইখানে।
পাছু যে আইসে—কড়ি নিহ তার স্থানে ॥ ৮ ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
সেইখানে রহি' গোপ চিন্তয়ে অন্তর ॥ ৯ ॥
কথোক্ষণে সন্ন্যাসীর সঙ্গী যতজন।
সেই পথে আইসে তারা প্রভুগত মন ॥ ১০ ॥
পুছিল—গোয়ালা পথে দেখিলে সন্ন্যাসী।
গোপ কহে—ঘোল খাইল একটী কলসী ॥ ১১ ॥
কড়ি নিতে বৈল মোরে তোমা-সভার ঠাঞি।
জুয়ায় ত কড়ি দেহ—আমি ঘরে যাই ॥ ১২ ॥
এ বোল শুনিয়া সভে সভা-পানে চাই।
সভে কহে—কড়ি কোথা আমা সভার ঠাঁই ॥ ১৩ ॥
গোয়ালা কহিল—চল তবে নাহি দায়।
মোর সেবা জানাইবা সন্ন্যাসীর পায় ॥ ১৪ ॥
এ বোল বলিয়া সে কলসী করে হাথে।
ভারি বড় কলস—তুলিতে নারে মাথে ॥ ১৫ ॥
ঢাকনা ঘুচাই রত্ন এক যে কলসী।
ধাইয়া চলিল হা! হা! করিয়া সন্ন্যাসী ॥ ১৬ ॥
কথোদূরে সঙ্গীর বিলম্বে আছে পহুঁ।
গোয়ালা দেখিয়া সে মুচকি হাসে লহুঁ ॥ ১৭ ॥
সঙ্গের যতেক জন আইল তখন।
দেখিলা—গোয়ালা প্রভুর পাঞাছে চরণ ॥ ১৮ ॥
প্রভু বোলে—গোপ তুমি চলি' যাহ ঘর।
তোরে অনুগ্রহ কৃষ্ণ কৈল—পাইলে বর ॥ ১৯ ॥
লেউটি আসিতে গোপ পাইল পরসাদ।
নাচিয়া বুলয়ে গোপ প্রেমার উন্মাদ ॥ ২০ ॥
গোয়ালা দেখিয়া সভার বাঢ়িল উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ ২১ ॥

———

শ্যামগড়া রাগ।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গসুন্দরে।
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে ॥ ধ্রু ॥
এইমনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি' আইসে।
সঙ্গতি-সহিত উত্তরিলা গৌড়দেশে ॥ ২২ ॥
গঙ্গা-স্নান করি' প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া ॥ ২৩ ॥
পূর্বাশ্রমে দেখিব—এ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ নিকটে গেলা—এই তার মর্ম্ম ॥ ২৪ ॥
প্রভু আগমন শুনি' নবদ্বীপের লোক।
পুনঃ লেউটিলা সভে পাশরিল শোক ॥ ২৫ ॥
হা হা গোরাচাঁদ! বলি' অনুরাগে ধায়।
কুলবধূ ধায়—তারা পাছু নাহি চায় ॥ ২৬ ॥
বিহ্বলচেতন শচী ধায় উর্দ্ধমুখে।
আউলাইল কেশ—বস্ত্র নাহি দেয় বুকে ॥ ২৭ ॥
কোথা মোর বিশ্বম্ভর দেখ মো নয়ানে।
পুনঃ চুম্ব দিব সেই সুন্দর-বদনে ॥ ২৮ ॥
নদিয়া-নগরে আইল আমার নিমাই।
ধরিয়া রাখহ লোক—কিছু দোষ নাই ॥ ২৯ ॥
সভাকার প্রাণ সেই—সেই মাত্র জীউ।
প্রাণ বিনা ধর্ম্মরক্ষা কোন্ রীতে হউ ॥ ৩০ ॥
এইমনে কহিতে কহিতে গেলা তথা।
দেখিল সে গৌরচন্দ্র বসি' আছে যথা ॥ ৩১ ॥
প্রভুরে দেখিয়া বোলে—শুন রে নিমাই।
ঘর আয়—আমার সন্ন্যাসে কাজ নাই ॥ ৩২ ॥
সন্ন্যাস করিয়া ধর্ম্ম রাখিবি তো পাছু।
মোর বধ আগে লাগে—আর সর্ব পাছু ॥ ৩৩ ॥
বিহ্বলচেতন শচী কান্দে উভরায়।
সকল শরীরখানি একদৃষ্টে চায় ॥ ৩৪ ॥

'বাপু! বাপু!' বলি' অঙ্গ পরশিতে চায়।
আর সব থাকু বাপ হাথ দেয় গায় ॥ ৩৫ ॥
শ্রীঅঙ্গে লেগেছে ধুলা ফেলাঙ ঝাড়িয়া।
এ বোল বলিয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ ৩৬ ॥
পুনঃ উঠি' বলে—বাপু! শুন মোর বোল।
পালাউ হিয়ার সাধ—ধরি' দেঙ কোল ॥ ৩৭ ॥
শচীর কান্দনা দেখি' পৃথিবী বিদরে।
আছুক মানুষের কাজ এ পাষাণ ঝুরে ॥ ৩৮ ॥
চৌদিগে সকল লোক কান্দিয়া কাঁপয়।
কাছ না ছাড়য়ে কেহো—পাশরিল ঘর ॥ ৩৯ ॥
লোকের কান্দনা দেখি' মায়ের ব্যগ্রতা।
মনে অনুমানে প্রভু—কি কহিব কথা ॥ ৪০ ॥
মায়ে প্রবোধিতে প্রভু মনে মনে গুণে।
না কান্দ, না কান্দ বোলে শুনহ বচনে ॥ ৪১ ॥
সন্ন্যাস করিতে আজ্ঞা করিলা আপনে।
এখন বিহ্বল হঞা কান্দ কি কারণে ॥ ৪২ ॥
পুত্র বলি' মিছা মায়া না ঘুচিল তোর।
ঐছন দুস্ত্যজ মায়া এ সংসার-ঘোর ॥ ৪৩ ॥
ঘুচিলে না ঘুচে—মায়া ঐছন দারুণ।
শচী বোলে—মোর বোল শুন নিকরুণ ॥ ৪৪ ॥
মোর পুত্র বলি' জন্ম লৈলে পৃথিবীতে।
জগতের লোক মোরে করিল পূজিতে ॥ ৪৫ ॥
তুমি সব লোকবন্ধু—ত্রিজগতে পূজি'।
তোমার সে স্নেহ-মায়া শাস্ত্রে ভাল বুঝি ॥ ৪৬ ॥
যে হউ, সে হউ মোর—তুমি হ'ও পুত্র।
জন্মে জন্মে রহু মোর এই কর্মসূত্র ॥ ৪৭ ॥
মায়ের বচনে প্রভু অস্তব্যস্ত হঞা।
মায়ায়ে জিনিতে নারে—উভরায়ে দয়া ॥ ৪৮ ॥
যে তোর আছয়ে ইচ্ছা—কর নিজ সুখে।
একমাত্র শেষ আমি নিবেদিব তোকে ॥ ৪৯ ॥
শচী বোলে—নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তুমি।
নবদ্বীপে তুষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমি ॥ ৫০ ॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা-ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥ ৫১ ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি-ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মায়ে নমস্করি' প্রভু প্রভাতে চলিল ॥ ৫২ ॥
মায়েরে কহিল—মুঞি বন্দী তোর গুণে।
পূরুব রহস্য-কথা পাশরিলে কেনে ॥ ৫৩ ॥
কিবা ভক্ত, কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া, কিবা তুমি।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ—তার কোলে আছি আমি ॥ ৫৪ ॥
মায়ে নমস্করি' প্রভু বোলে বার বার।
না ছাড়িহ কৃষ্ণ—না ভজিহ এ সংসার ॥ ৫৫ ॥
শচীর অন্তর-হিয়া করে দপ্‌ দপ্‌।
চলিল ঠাকুর—পাছে ধায় ভক্ত সব ॥ ৫৬ ॥
শান্তিনগরে গেলা আচার্য্যের ঘর।
কীর্ত্তন-বিলাসে গেল সে অষ্টপ্রহর ॥ ৫৭ ॥
পুনঃ পরভাতে প্রভু চলিলা সত্বরে।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল জগন্নাথ দেখিবারে ॥ ৫৮ ॥
সভারে কহিলা প্রভু—সভে যাহ ঘর।
নীলাচলে আছি আমি—কহিল উত্তর ॥ ৫৯ ॥
যে যায় তথায় জগন্নাথ দেখিবারে।
তথায় আমার দেখা হইব সভারে ॥ ৬০ ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু বোলে হরিবোল।
চলিলা ঠাকুর—উঠে কান্দনের রোল ॥ ৬১ ॥
ক্রমে ক্রমে তমোলুকে উত্তরিলা গিয়া।
যে পথে আসিয়াছেন পূর্বে সেই পথ দিয়া ॥ ৬২ ॥
পথে চলি' যায় প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে।
প্রেম-বরিষণে ভাসে সে পথের লোকে ॥ ৬৩ ॥
হাসিতে খেলিতে যায়—নাহি পথশ্রমে।
পুরুষোত্তমে উত্তরিলা পথ ক্রমে ক্রমে ॥ ৬৪ ॥
দেখিব ত' জগন্নাথ নীলাচলরায়।
হা হা জগন্নাথ! বলি' অনুরাগে ধায় ॥ ৬৫ ॥
সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু ছাড়ে হুহুঙ্কার।
ধাইল সকল লোক আনন্দ-অপার ॥ ৬৬ ॥
জগন্নাথ দেখি' তুষ্ট হৈলা গোরারায়।
তাহারে দেখিয়া লোক বড় সুখ পায় ॥ ৬৭ ॥
হরি হরি বোলে লোক উচ্চ-রায়।
আনন্দিত দিবা-নিশি হরি-গুণ গায় ॥ ৬৮ ॥

রাত্রি-দিন করে প্রভু কীর্ত্তন বিলাস।
গোরাগুন গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ ৬৯ ॥

———

ললিত-রাগ—দিশা।

গোরাগুন গাওরে গাওরে সব ভুবনমঙ্গল।
আনন্দিত মহাপ্রভু আছে নীলাচলে।
হরি-গুন-সঙ্কীর্ত্তন করে ভক্তমেলে ॥ ৭০ ॥
অনেক ভকতগন মিলিলা তথায়।
নিত্যই নূতন প্রকাশয়ে গোরারায় ॥ ৭১ ॥
হেনই সময়ে কথা কহিব এখনে।
প্রতাপ-রুদ্রেরে কৃপা কৈল যেন মনে ॥ ৭২ ॥
লোকমুখে শুনি' রাজা মহাপ্রভুর গুন।
আশ্চর্য্য মানয়ে সে না কহে কিছু পুনঃ ॥ ৭৩ ॥
একদিন গেলা জগন্নাথ দেখিবারে।
জগন্নাথ না দেখয়ে—দেখে ন্যাসিবরে ॥ ৭৪ ॥
কি কি বলি' মনে গুনে বিস্মিত হিয়ায়।
পড়িছাকে পুছে রাজা—কি দেখহ রায় ॥ ৭৫ ॥
পড়িছা কহয়ে—দেব জগন্নাথ দেখি'।
রাজা কহে—তো সভাকে ব্যর্থ আমি রাখি ॥ ৭৬ ॥
জগন্নাথ স্থানে ন্যাসি বসি' আছে হের।
মোর দণ্ডভয়ে কিছু না দেখিয়ে বোল ॥ ৭৭ ॥
আঁখি তাড়িমু যেন হেন নহে কভু।
নহে বা কি দেখ সত্য করি' কহ তভু ॥ ৭৮ ॥
এ বোল শুনিঞা পড়িছা বোলে পুনর্ব্বার।
জগন্নাথ বহি মোরা নাহি দেখি' আর ॥ ৭৯ ॥
তবে ত' প্রতাপরুদ্র গুনে মনে মনে।
সন্ন্যাসীকে কেনে দেখি' আমার নয়নে ॥ ৮০ ॥
শুনিয়াছি সন্ন্যাসীর মহিমা-অপার।
ইহার কারন তভু করিব বিচার ॥ ৮১ ॥
এতেক গুনিয়া রাজা চলিল সত্বর।
আপনি চলিলা যথা আছে ন্যাসিবর ॥ ৮২ ॥
দেখিল টোটায়ে ন্যাসী আছে নিজ-মেলে।
বৃন্দাবন-কথা কহে—হরি হরি বোলে ॥ ৮৩ ॥
পুনরপি জগন্নাথ দেখি' আরবার।
দেখিল সন্ন্যাসী সেই সুমেরু আকার ॥ ৮৪ ॥
দেখিয়া রাজার ভেল হিয়া- চমৎকার।
এই জগন্নাথ সেই ন্যাসি-অবতার ॥ ৮৫ ॥
প্রতাপরুদ্রের মনে বাঢ়ে অনুরাগ।
সত্বরে চলিলা যথা আছে মহাভাগ ॥ ৮৬ ॥
টোটায় নাহিক কেহো—ভাঙ্গিল দেওয়ান।
গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর-বয়ান ॥ ৮৭ ॥
কোন মতে দেখো মুঞি গোসাঞির চরণ।
ইহার উপায় মোরে কহ মহাজন ॥ ৮৮ ॥
গোবিন্দ কহয়ে—রাজা না হও কাতর।
এখানে না পাবে দেখা—হৈল অনবসর ॥ ৮৯ ॥
কখন আসিব মুঞি কহ মহাভাগ।
কাতর-বয়ান রাজা বাঢ়ে অনুরাগ ॥ ৯০ ॥
সেদিন রহিল রাজা সেই ত' নগরে।
সঙ্গিগণ দেখি' কাকু করয়ে সভারে ॥ ৯১ ॥
পুরী-গোসাঞি আদি করি' যত ভক্তগন।
গোসাঞির গোচর করিবারে হৈল মন ॥ ৯২ ॥
এইমনে দিন দুই-চারি গেল যবে।
কাশীমিশ্র ঘরেতে একত্র হৈলা সভে ॥ ৯৩ ॥
সকল ভকত মেলি' যুকতি করিল।
সভে মেলি' গোচরিব—এই যুক্তি কৈল ॥ ৯৪ ॥
আর দিন মহাপ্রভু কাশীমিশ্র-ঘরে।
আচম্বিতে বসে আছে নিজ ভক্ত-মেলে ॥ ৯৫ ॥
রাজার ব্যগ্রতায় সভার কাতর-অন্তর।
পুরীগোসাঞি কহিল সে প্রভুর-গোচর ॥ ৯৬ ॥
এক নিবেদন গোসাঞি কহিতে ডরাঙ।
নির্ভয়ে কহো, তবে যদি আজ্ঞা পাঙ ॥ ৯৭ ॥
ঠাকুর কহয়ে—শুন পুরী যে গোসাঞি।
মোর ঠাঞি তোর ডর কোনকালে নাঞি ॥ ৯৮ ॥
কি কহিবে, কহ শুনি' হৃদয় তোমার।
পুরীগোসাঞি বোলে—বোল রাখিবে আমার ॥৯৯
কাশীমিশ্র আদি করি' যত ভক্তগণ।
সভার বচনে মুঞি বলি এ বচন ॥ ১০০ ॥
শ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে বাস।
প্রতাপরুদ্র রাজা হয় তার নিজ দাস ॥ ১০১ ॥

তোর পদ দেখিবারে সাধে মো-সভারে।
আজ্ঞা পাইলে হয় সেই চরণ-গোচরে ॥ ১০২ ॥
প্রভু বোলে—সবজন শুনহ বচন।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে রাজ-দরশন ॥ ১০৩ ॥
আমি ত' সন্ন্যাসী—সেই হয় মহারাজ।
দোঁহার দর্শনে দোঁহার কিছু নাহি কাজ ॥ ১০৪ ॥
পুরী-গোসাঞি বোলে—প্রভু কর অবধান।
এ বোল শুনিলে রাজা হরিবে গেয়ান ॥ ১০৫ ॥
যে দেখিল আমরা তাহার অনুরাগ।
এ কথা শুনিলে জীউ ছাড়িবে বিপাক ॥ ১০৬ ॥
আজি ত হইব রাজার দশ উপবাস।
সব ছাড়ি' পড়ি' আছে চরণ-প্রত্যাশ ॥ ১০৭ ॥
কাতর হইয়া পুনঃ বোলে সবজন।
রাজার ব্যগ্রতা দেখি' করিয়ে যতন। ১০৮ ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু কহিছে বচন।
আনহ রাজারে, মুঞি হইলুঁ পরসন্ন ॥ ১০৯ ॥
এ বোল শুনিঞা সভার ভৈগেল উল্লাস।
আনিল রাজারে—প্রভু করে পরকাশ ॥ ১১০ ॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা পরণাম করে।
প্রেমায় বিহ্বল রাজা আপনা পাশরে ॥ ১১১ ॥
পুলকে ভরিল অঙ্গ ছলছল আঁখি।
প্রেমে গর গর ভেল গোরা-অঙ্গ দেখি' ॥ ১১২ ॥
রাজারে দেখিয়া প্রভু লহু-লহু হাস।
ষড়্ভুজ শরীর রাজা দেখে পরকাশ ॥ ১১৩ ॥
ষড়্ভুজ দেখিয়া দণ্ড-পরণাম করে।
টলমল করে অঙ্গ অনুরাগভরে ॥ ১১৪ ॥
অবশ শরীর—নীর ঝরে দু-নয়নে।
চৌদিগে হরিধ্বনি পরশে গগনে ॥ ১১৫ ॥
ষড়্ভুজ শরীর দেখি' শ্রীপ্রতাপরুদ্র।
আনন্দে বিহ্বল ভাসে প্রেমার সমুদ্র ॥ ১১৬ ॥
কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদ-মস্তকে।
গদ গদ ভাসে 'প্রভু প্রভু' বলি' ডাকে ॥ ১১৭ ॥
উভ-বাহু করি' নাচে—বোলে হরিবোল।
জনম সফল প্রভু পরসন্ন মোর ॥ ১১৮ ॥
আনন্দে ভাষয়ে চৌদিগে ভক্তজন।
প্রভু বোলে—রাজা হের শুনহ বচন ॥ ১১৯ ॥
প্রজার পালন তোর এই বড় ধর্ম।
প্রজা পুত্র—রাজা পিতা—কহিল এ মর্ম ॥ ১২০ ॥
কৃষ্ণের কেবল দয়া সম সর্বজীবে।
দেহের স্বভাব নিজ জানি অনুভবে ॥ ১২১ ॥
কিবা রাজা, কিবা প্রজা—সম সুখ-দুঃখ।
কর্ম অনুরাগে জীব হয় গৌণ-মুখ্য ॥ ১২২ ॥
নিজ অনুমান করি' যে জানে সভারে।
সেই সে কৃষ্ণের দাস—কহিল তোমারে ॥ ১২৩ ॥
এতেক উত্তর প্রভু কৈল উপদেশ।
পরণাম করে রাজা আনন্দ বিশেষ ॥ ১২৪ ॥
শুন সর্বজন গোরাচাঁদের প্রকাশ।
আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস ॥ ১২৫ ॥

———

শেষলীলা

কথাসার

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার কিছু পূর্ব্বে দ্রাবিড়-দেশীয় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য-ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপালাভার্থ সাত দিবস উপবাস করিয়াও তৎকৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া সমুদ্রে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর সমুদ্র-তীরে দৈব-যোগে বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎকার হয় এবং বিভীষণ তাঁহাকে 'নিজ কর্মফলে জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করে, অতএব সুখ-দুঃখে উদাসীন হইয়া জগন্নাথদেবের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য এই সকল তত্ত্বোপদেশ করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহার পশ্চাৎ ছাড়িলেন না, ক্রমে বিভীষণের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে তত্ত্বোপদেশপূর্ব্বক কৃপা করিলেন।

বরাড়ি রাগ।

আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
গৌরচন্দ্র গুন-গাথা নিত্যই নূতন ॥ ১ ॥
কহিব নিগূঢ় কথা, শুন একচিত্তে।
অধম-জনের মনে না হয় প্রতীতে ॥ ২ ॥

বৈষ্ণবজনের মনে পরম উল্লাস।
পরমনিগূঢ় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ ৩ ॥
দ্রাবিড়ে ব্রাহ্মণ এক আছে 'রাম' নাম।
পরমদুঃখিত—অঙ্গ, অস্থি আর চাম ॥ ৪ ॥
অন্নকষ্টে দগ্ধ সেই জঠর-অনলে।
রক্ত-মাংস নাহি তার, শুষ্ক কলেবরে ॥ ৫ ॥
দুরন্ত দারিদ্র-দুঃখ কত সহা যায়।
মনে মনে চিন্তে বিপ্র তরণ উপায় ॥ ৬ ॥
পূর্বজন্মে কৈলু মুঞি অনেক অধর্ম।
দরিদ্র হইলুঁ মুঞি সেই সব কর্ম ॥ ৭ ॥
না ভুঞ্জিলে নাহি ঘুচে অদৃষ্ট লিখন।
দুরন্ত যন্ত্রণা দুঃখ ঘুচয়ে কেমন ॥ ৮ ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পাইল প্রতিকার—।
প্রভু বিনা নারে কেহো কর্ম ঘুচাবার ॥ ৯ ॥
জগন্নাথ নীলাচলে আছয়ে সাক্ষাতে।
তার ঠাঞি যাও মুঞি যাচিঞা করিতে ॥ ১০ ॥
অন্নকষ্টে মরো মুঞি ব্রাহ্মণ শরীর।
'বিপ্র-প্রিয়' বলি' তারে বোলে সব ধীর ॥ ১১ ॥
মোর দোষে মোরে যে না করে অবধান।
তাহার উপরে বধ—ত্যজিব পরাণ ॥ ১২ ॥
এইমনে অনুমানি' চলিলা ব্রাহ্মণ।
ক্রমে ক্রমে গেল যথা কমললোচন ॥ ১৩ ॥
জগন্নাথ দেখি করে নিজ নিবেদন।
অন্নকষ্টে মরো মুঞি দরিদ্র-ব্রাহ্মণ ॥ ১৪ ॥
তো বিনু নাহিক কেহো—রাখহ জীবন।
ঘুচাও দারিদ্র-জ্বালা—দেহ মোরে ধন ॥ ১৫ ॥
ইহা বলি' সেদিন আছিলা সেই মনে।
ভিক্ষায় পাইল যাহা—করিল ভোজনে ॥ ১৬ ॥
তার-পর-দিন পুনঃ করে নিবেদন—।
ঘুচাও দারিদ্র প্রভু, মরয়ে ব্রাহ্মণ ॥ ১৭ ॥
ভারি করিয়া ধন দেহ ত আমারে।
এ দুঃখ না পাঙ যেন আজন্ম-ভিতরে ॥ ১৮ ॥
ধন-বর মাগো প্রভু না হও বিমুখ।
নহিলে জীবন দিব তোমার সন্মুখ ॥ ১৯ ॥
ইহা বলি' উপবাস কৈল অনুবন্ধ।
এথা নিজ-মেলে আছে প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ ২০ ॥
নিজজন-সঙ্গে বৃন্দাবনগুণ গায়।
আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায় ॥ ২১ ॥
বিস্মিত হইয়া রহে—হিয়া ভেল আন।
যে রসে আছিলা তাহা কৈল সমাধান ॥ ২২ ॥
সভার হৃদয়ে দুঃখ বিস্ময় লাগিল।
আচম্বিতে প্রভু কেনে আনমন হৈল ॥ ২৩ ॥
এথা তিন উপবাস করিল ব্রাহ্মণ।
জগন্নাথ-স্থানে কিছু না পায় বচন ॥ ২৪ ॥
তবে ত ব্রাহ্মণ কৈল সাত উপবাস।
জগন্নাথদেব কিছু না করে আশ্বাস ॥ ২৫ ॥
দুর্বল হইয়া বিপ্র—ক্ষীণ উপবাসে।
সমুদ্রে মরিব বলি' দড়াইল শেষে ॥ ২৬ ॥
সমুদ্রের কূলে বিপ্র গেলা ধীরি ধীরি।
'স্থান দেহ' সমুদ্রেরে বোলে নমস্করি ॥ ২৭ ॥
হেনকালে দেখে এক পুরুষ বিশাল।
সমুদ্রের মধ্যে আইসে পর্বত আকার ॥ ২৮ ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে চিন্তিতে লাগিল—।
সমুদ্রের মাঝ দিয়া এ কেবা আইল ॥ ২৯ ॥
দেখিতে দেখিতে কূলে দেখে সেই জন।
সামান্য মানুষ যেন হইল তখন ॥ ৩০ ॥
বিপ্র বোলে—এই জগন্নাথ বিদ্যমান।
সমুদ্রের মাঝে আর কাহার প্রয়াণ ॥ ৩১ ॥
ইহা বলি' তার পাছু গোড়াইয়া যায়।
কথোদূর গিয়া পাছু চাহে মহাশয় ॥ ৩২ ॥
'দেখিল—ব্রাহ্মণ, সেই আইসে পাছে পাছে।
কোথা যাবে' বলিয়া বিপ্রেরে কিছু পুছে ॥ ৩৩ ॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে—শুন শুন মহাশয়।
কে তুমি—কোথায় যাবে—কহনা নিশ্চয় ॥ ৩৪ ॥
সাত-উপবাসী আমি ব্রাহ্মণ দুর্বল।
তোমারে দেখিল আজি জনম সফল ॥ ৩৫ ॥
নিশ্চয় করিয়া কহ—না ভাণ্ডিহ মোরে।
নহে বা ব্রাহ্মণবধ লাগিব তোমারে ॥ ৩৬ ॥

এ বোল শুনিঞা তবে বোলে মহাজন—।
আমা জানিবারে তোমার কি কাজ যতন ॥ ৩৭ ॥
যে হই সে হই আমি—তোর কিবা দায়।
কেনে উপবাসী মর দুরন্ত হিয়ায় ॥ ৩৮ ॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে—দুঃখ-দারিদ্র্যের জ্বরে।
জর্জ্জর করিল মোর সব কলেবরে ॥ ৩৯ ॥
ব্রাহ্মণের ধরম নাহিক আমা ছারে।
এ দিবা-রজনী যায় অন্ন-হাহাকারে ॥ ৪০ ॥
নিজকুলে আদর নাহিক কোনখানে।
না জানিয়ে কোন্ ঠাঞি নাহি অপমানে ॥ ৪১ ॥
জীবন-অধিক সে মরণ ভালবাসি।
কহিল তোমারে তেঞি মরেঁা উপবাসী ॥ ৪২ ॥
এ বোল শুনিঞা চিত্ত-দ্রবে মহাজন।
'বিভীষণ' নাম মোর—শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ ৪৩ ॥
দেখিবারে যাই জগন্নাথের চরণ।
কর্ম্মদোষে দুঃখ পাও—শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ ৪৪ ॥
কর্ম্মবন্ধে বন্দী লোক সুখ-দুঃখ লাভ।
ভুঞ্জিলে সে ঘুচে সেই কর্ম-পুণ্য পাপ ॥ ৪৫ ॥
জগন্নাথমুখ দেখ করিয়া পীরিত।
জন্মান্তরে নহে যেন দুঃখ-উপনীত ॥ ৪৬ ॥
ইহা বলি' চলিলেন রাজা বিভীষণ।
পাছে পাছে যায় তভু দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ ৪৭ ॥
বসি' আছে গোরাচাঁদ নিজজন-মেলে।
'দুয়ারে কে আছে দেখ' গোবিন্দেরে বোলে ॥৪৮॥
দুয়ারে দাঁড়াঞা আছে বিভীষণ রায়।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া অঙ্গুলি দিল নাসিকায় ॥ ৪৯ ॥
হেনকালে গেলা গোবিন্দ টোটার দুয়ার।
দেখিল দ্বারে দুই ব্রাহ্মণ-কুমার ॥ ৫০ ॥
দেখিয়া গোবিন্দ গেলা প্রভু-বিদ্যমান।
কিছু না কহিতে ডাকে ব্রাহ্মণ দুইজন ॥ ৫১ ॥
আইস আইস বলি' হাসি' সম্ভাষে ঠাকুর।
একে বসাইল পাশে আর রহে দূর ॥ ৫২ ॥
সব ছাড়ি' প্রভু তারে সম্ভাষে আদরে।
কাছে যত ছিল বিস্ময় লাগল সভারে ॥ ৫৩ ॥

ঠাকুর কহয়ে—চিরদিনে দরশন।
অনুরাগে দোঁহাকার ঝরয়ে নয়ন ॥ ৫৪ ॥
শ্রীহস্ত দিয়া অঙ্গ পরশে তাহার।
'কুশল কুশল' পুছে ইঙ্গিত আকার ॥ ৫৫ ॥
সে দোঁহার কথা আর না বুঝয়ে কেহো।
গৌরচন্দ্র বোলে—বিপ্র দুঃখিত বড় এহো ॥৫৬॥
দারিদ্র্য-জ্বালায় জ্ঞান হরিল ইহার।
জগন্নাথ-উপরে এ করয়ে প্রহার ॥ ৫৭ ॥
আপনার দোষ জীব না দেখয়ে কিছু।
আপনি করিয়া দোষ প্রভুরে দোষে পাছু ॥ ৫৮ ॥
আপনে করয়ে নিজ ভাল-মন্দ বলি'।
ভুঞ্জিবার বেলে দোষ প্রভুর উপরি ॥ ৫৯ ॥
সুখ সে ভুঞ্জিতে গুণ কহে আপনার।
প্রভুরে দোষয়ে দোষ দুঃখে ভুঞ্জিবার ॥ ৬০ ॥
সাত-উপবাসে বিপ্র মৃত্যু কৈল সার।
বিপ্র-প্রিয়-জগন্নাথ কি করিব আর ॥ ৬১ ॥
তোমার দর্শনে ইহার ঘুচিল দারিদ্র।
ধন দেহ—যেন হয় ধনের সমুদ্র ॥ ৬২ ॥
ভাল ভাল বলি' তিঁহো উঠিলা সত্বর।
যে ছিল সেখানে সবে পড়িলা কাঁপর ॥ ৬৩ ॥
দণ্ডবত করি' তার চলে দুইজন।
পথে যাইতে বিভীষণে পুছয়ে ব্রাহ্মণ—॥ ৬৪ ॥
তুমি বোল—আমি সেই রাজা বিভীষণ।
সন্ন্যাসীরে নমস্করি' চলিলা এখন ॥ ৬৫ ॥
জগন্নাথদেব তুমি না দেখিলে কেনে।
স্বরূপ করিয়া কহ দুঃখিত ব্রাহ্মণে ॥ ৬৬ ॥
সন্ন্যাসীর আজ্ঞা তুমি কৈলে শিরঃপরি।
সন্ন্যাসী বা কে বা কহ—না কর চাতুরী ॥ ৬৭ ॥
রাজা কহে—শুন আরে অবোধ ব্রাহ্মণ।
জগন্নাথ দেখ এই সাক্ষাৎ নয়ন ॥ ৬৮ ॥
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ—ধন পাইলে তুমি।
দ্রাবিড়ে তোমারে ধন দিব লঞা আমি ॥ ৬৯ ॥
এ বোল শুনিঞা বিপ্র শিরে হানে ঘা।
আরতি করিয়া ধরে বিভীষণের পা ॥ ৭০ ॥

পুনঃ চল যাই সেই প্রভু-বরাবরে।
অজ্ঞান ব্রাহ্মণ মুঞি—কহ মো তোমারে ॥ ৭১ ॥
অনেক যতন কৈল এড়াইতে নারি।
পুনঃ লেউটিয়া যায় প্রভু-বরাবরি ॥ ৭২ ॥
প্রভুর সম্মুখে গেলা অন্তর তরাস।
পুনঃ দোহা দেখি' প্রভুর উপজিল হাস ॥ ৭৩ ॥
প্রভু বোলে—লেউটিয়া আইলা কি কারণে।
রাজা কহে—যে কারণ—পুছহ ব্রাহ্মণে ॥ ৭৪ ॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে—গোসাঞি আমি ত অবুধ।
কত কত জীব আছে অর্ব্বুদ-অর্ব্বুদ ॥ ৭৫ ॥
সভাকার প্রাণ তুমি সভাকার নাথ।
তো বহি নাহিক কেহো—তুমি জগন্নাথ ॥ ৭৬ ॥
আমি মহাধম ছার মহা অপরাধী।
নিজকর্ম-দোষে মো দারিদ্র-রোগ-ব্যাধি ॥ ৭৭ ॥
ব্যাধি-পীড়ায়ে মো কুপথ্য করেঁ। আশা।
ঔষধ না রুচে মুখে—কুপথ্যে প্রত্যাশা ॥ ৭৮ ॥
বুঝিয়া ঔষধ দেহ—তুমি ধন্বন্তরি।
কর্ম্মদোষে ভব-ব্যাধে আমি ছার মরি' ॥ ৭৯ ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
জগন্নাথদেব তোমার সব ভাল কৈলা ॥ ৮০ ॥
আগাও ঈপ্সিত তুমি ভুঞ্জিবে এখন।
শেষকালে পাবে জগন্নাথের চরণ ॥ ৮১ ॥
এ বোল বলিতে বিপ্র দণ্ডবত করে।
চৌদিগে সকল লোক হরি হরি বোলে ॥ ৮২ ॥
শুন সর্বজন হের অপূর্ব্ব কথন।
বর পাঞা চলি' গেলা দরিদ্র-ব্রাহ্মণ ॥ ৮৩ ॥
হরিষে হইলা দোঁহে বাড়ীর বাহির।
ভক্তজন প্রভুর পুছয়ে ধীরে ধীর ॥ ৮৪ ॥
পুরী গোসাঞি বোলে—প্রভু দয়া কর যদি।
ইহার কারণ কহ—সভে কর শুদ্ধি ॥ ৮৫ ॥
সুধাইতে নারে কেহো—মনে বড় ইচ্ছা।
সাহস করিয়া মুঞি সুধাইল পাছা ॥ ৮৬ ॥
ঠাকুর কহয়ে—শুন শুনহ গোসাঞি।
এ কথা তোমরা সভে কিছু বুঝ নাঞি ॥ ৮৭ ॥
দ্রাবিড়ে আছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
অনেক যন্ত্রণা-দুঃখ পাঞাছে তখন ॥ ৮৮ ॥
দারিদ্র-জ্বালায় দগ্ধ আইল এই দেশে।
জগন্নাথ উপরে প্রহার করে শেষে ॥ ৮৯ ॥
দুঃখিত দেখিয়া তুষ্ট হৈলা জগন্নাথ।
আচম্বিতে বিভীষণ-সনে হৈল সাথ ॥ ৯০ ॥
বিভীষণ এই—যে বসিল মোর পাশে।
ধন-দান কৈল তেঁহো ব্রাহ্মণ-সন্তোষে ॥ ৯১ ॥
এ বোল শুনিয়া সর্বজনের উল্লাস।
প্রেমায় ভাসিল সব এ ভুমি-আকাশ ॥ ৯২ ॥
সর্বজন নাচে—সভে বোলে হরিবোল।
আনন্দে সভাই সভে ধরি' দেই কোল ॥ ৯৩ ॥
শুন সর্বজন গোরাচান্দের প্রকাশ।
শেষ-খণ্ড সায় কহে এ লোচনদাস ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শেষখণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল সম্পূর্ণ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু।